শার্লক হোমস ও
এরকুল পোয়ারোর কাহিনি

শেষ যাত্রা

রূপান্তর: ইসমাইল আরমান

BanglaBook.org

শার্লক হোমস ও এরকুল পোয়ারোর কাহিনি

শেষ যাত্রা

মূল: সার আর্থার কোনান ডয়েল ও আগাথা ক্রিস্টি
রূপান্তর: ইসমাইল আরমান

প্রশ্নটা চিরন্তন, প্রায় এক শতাব্দী থেকে ঘুরপাক খাচ্ছে
রহস্যপ্রেমী লক্ষ-কোটি পাঠকের মনে।
কে সেরা? শার্লক হোমস, নাকি এরকুল পোয়ারো?
গোয়েন্দা হিসেবে দু'জনের মাঝে কে এগিয়ে?
এই কঠিন প্রশ্নের জবাব পাবার জন্য
সার আর্থার কোনান ডয়েল ও আগাথা ক্রিস্টির সৃষ্টি করা
দুই বিশ্বসেরা গোয়েন্দাকে বন্দি করা হলো দুই মলাটের মাঝে,
বাছাই করা নানা স্বাদের ছ'টি কাহিনির মাধ্যমে।
এর মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস, বাকিগুলো বড় গল্প।
প্রতিটিতেই রয়েছে মাথাঘোরানো রহস্য,
দমবন্ধ করা উত্তেজনা আর অকল্পনীয় একেকটি সমাধান।
কে সেরা, সে-জবাব পাবেন কি না জানি না,
তবে দুঁদে দুই গোয়েন্দার সান্নিধ্যে সময়টা যে চমৎকার কাটবে,
সে নিশ্চয়তা বোধহয় চোখ বন্ধ করেই দেয়া যায়।
তা হলে চলুন, পাঠক, হোমস আর পোয়ারোর সঙ্গী হই,
ডুব দিই রহস্যের অতল সাগরে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

সার আর্থার কোনান ডয়েল ও
আগাথা ক্রিস্টি

শেষ যাত্রা

রূপান্তর ■ ইসমাইল আরমান

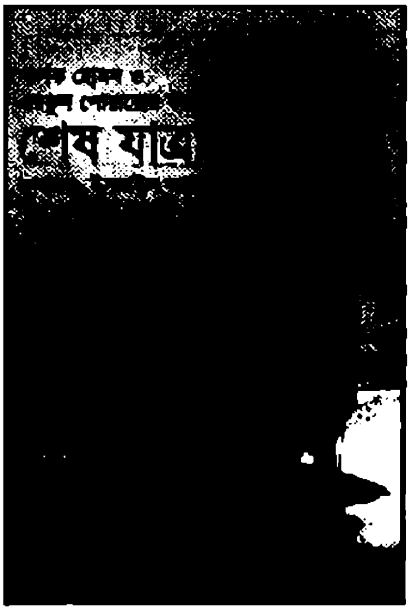

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-3254-3

সূচি

সার আর্থার কোনান ডয়েল

কালো পিটার	৫
রত্নরহস্য	৩৭
স্বর্ণসম্রাট	৬৪

আগাথা ক্রিস্টি

মৃত্যুঘণ্টা	৯৮
অভ্যাসের দাস	১৩৬
শেষ যাত্রা	১৫৭

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

বি. দ্র.: বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না।

কালো পিটার

১৮৯৫ সালে আমার বন্ধু শার্লক হোমসকে শারীরিক ও মানসিক, দু-দিক থেকেই যতটা সতেজ দেখেছি, তা আর কখনও দেখিনি। খ্যাতির কারণে বেশ প্রসার লাভ করেছিল ওর গোয়েন্দাগিরির ব্যবসা, সেই সঙ্গে আসছিল দুর্দান্ত সব কেস। বিখ্যাত যে-সব মানুষ তখন আমাদের চৌকাঠ মাড়িয়েছেন, তাঁদের নাম বললে মোটামুটি হৈচৈ পড়ে যাবে। তবে হোমস কখনোই মক্কেল নিয়ে মাথা ঘামায়নি, বরং প্রকৃত শিল্পীর মত কাজগুলোই ছিল ওর কাছে মুখ্য। জনৈক ডিউকের কেস ছাড়া আর কোনও কেসেই উল্লেখযোগ্য কোনও পারিশ্রমিকও নিতে দেখিনি ওকে। ধনী মক্কেলদের সাধা টাকাকে অগ্রাহ্য করে ওকে প্রায়ই নিতে দেখেছি অসচ্ছল মক্কেলদের কেস, কারণ সমস্যাগুলো ওকে আকৃষ্ট করেছিল। বুদ্ধির চর্চা করবার জন্য ওগুলোই ছিল ওর জন্য আকর্ষণীয়।

BanglaBook.org

স্মরণীয় এই বছরটায় পর পর বেশ কয়েকটা চাঞ্চল্যকর কেস পেয়েছিল হোমস। এর মধ্যে রয়েছে স্বয়ং পোপের অনুরোধে নেয়া কার্ডিনাল তোস্কার আকস্মিক মৃত্যুর কেস, এবং কুখ্যাত ক্যানারি-ট্রেইনার উইলসনের গ্রেফতার, যার ফলে লণ্ডনের ইস্ট এণ্ড থেকে একটা কুখ্যাত দল বিতাড়িত হয়েছিল। এ-দুটো বিখ্যাত ঘটনার পরেই ঘটেছিল উডম্যান'স লি-র ট্র্যাজেডি এবং ক্যাপ্টেন পিটার ক্যারির নৃশংস হত্যাকাণ্ড। অদ্ভুত সেই রহস্যের বর্ণনা না দিলে শার্লক হোমসের বর্ণাঢ্য পেশাজীবনের যে-কোনও

নথিই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই প্রকাশ করছি কাহিনিটা।

জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে ঘন ঘন উধাও হয়ে যাচ্ছিল হোমস। ওর কাজকারবারে ততদিনে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, তাই বুঝতে অসুবিধে হলো না, নতুন কোনও কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ও। এই সময় আবার রুক্ষ চেহারার কয়েকজন লোক এসে ক্যাপ্টেন বেসিল সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়ায় এ-ও বুঝলাম, কাজটা ও করছে ছদ্মবেশে। তদন্তের সুবিধার্থে অসংখ্যবার ওকে ভোল পাল্টাতে দেখেছি। আর তার জন্য লণ্ডনের বিভিন্ন স্থানে ছড়ানো আছে ওর অন্তত গোটাপাঁচেক খুদে আস্তানা, বা সাজঘর—ওখানে বসেই রূপ বদলায় ও। কিন্তু সে-বারের কাজটা কী নিয়ে, তা ও নিজ থেকে না বলায় আমিও আগ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করতে যাইনি।

অবশেষে একদিন জানা গেল সব। সেদিন ব্রেকফাস্টের আগেই বেরিয়েছিল হোমস, একা একা আমি যখন নাশতা সারছি, ফিরে এল তখন। চোখ তুলে তাকাতেই ভিরমি খাওয়ার দশা। ময়লা-নোংরা চেহারা, মাথায় টুপি, আর হাতে ইয়া বড় এক হারপুন ঝুলছে ওর।

'কী সর্বনাশ!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম। 'এই বেশে লণ্ডন শহর চষে এলে নাকি?'

'কসাইয়ের কাছ থেকে আসছি। গেছি গাড়িতে, ফিরলামও গাড়িতেই।'

'কসাই?'

'ভীষণ খিদে পেয়েছে, ওয়াটসন। ব্যায়াম করে এলাম কি না! তবে কী ধরনের ব্যায়াম করেছি, তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।'

'সে-চেষ্টাও আমি করব না।'

কফি ঢালতে ঢালতে নিঃশব্দে হাসল হোমস। বলল,

BanglaBook.org

'অ্যালারডাইসের দোকানের পিছনে গেলে অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখতে পেতে। ছাত থেকে আংটায় ঝুলছিল একটা মরা শুয়োর; আর শার্টের হাতা গুটিয়ে এক ভদ্রলোক এই হারপুন দিয়ে ক্রমাগত আঘাত করছিল ওটাকে। জানিয়ে রাখি, আমিই সেই লোক। বহু চেষ্টা করলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছি, এক ঘায়ে শুয়োরটাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি একবার চেষ্টা করে দেখবে নাকি?'

'মাথা খারাপ! কিন্তু হঠাৎ শুয়োরের পিছনে লাগলে কেন?'

'আমার ধারণা, উডম্যান'স লি-র কেসের সঙ্গে এটার একটা পরোক্ষ সম্পর্ক আছে।'

ঘরে এক আগন্তুক ঢুকল তখুনি। হোমস মুখ তুলে বলল, 'এসো, হপকিন্স, কাল রাতেই তোমার টেলিগ্রাম পেয়েছি। বসো, নাশতা করো।'

অতিথির উপর নজর বোলালাম। অতিমাত্রায় সতর্ক ভাবভঙ্গি, বয়স ত্রিশের কোঠায়। সাদাসিধে একটা টুইডের সুট পরেছে, তবে দেখে মনে হচ্ছে সুটের চেয়ে ইউনিফর্মেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। যুবকটিকে আমি চিনি। ইন্সপেক্টর স্ট্যানলি হপকিন্স, হোমসের স্নেহধন্য অফিসার। গুরু-শিষ্যের মত সম্পর্ক দুজনের। এমনিতে হাসিখুশি মানুষ, কিন্তু আজ তার চেহারা মেঘাচ্ছন্ন। কুঁচকে রয়েছে ভুরু। চেয়ার টেনে হতাশ ভঙ্গিতে বসে পড়ল সে।

'ধন্যবাদ, সার। বেরোবার আগেই নাশতা সেরে এসেছি। গতকাল রিপোর্ট দিতে এসেছিলাম। শহরেই কাটিয়েছি রাতটা।'

'কীসের রিপোর্ট?'

'ব্যর্থতার, সার, চরম ব্যর্থতার।'

'সে কী, মোটেই এগোতে পারোনি?'

'একদম না।'

BanglaBook.org

'হুম। তা হলে তো আমাকেই দেখতে হয়।'

'আমিও তা-ই চাই, মি. হোমস। এই প্রথম একটা বড় কেস পেলাম, অথচ বুদ্ধিশুদ্ধি সব গুলিয়ে গেছে আমার। দয়া করে আপনি একবার গা ঝাড়া দিন... একটু সাহায্য করুন আমাকে।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। তদন্তের রিপোর্ট এবং এখন পর্যন্ত যত তথ্য পাওয়া গেছে, সবই পড়ার সুযোগ আমার হয়েছে। মন দিয়েই পড়েছি। ভাল কথা, ঘটনাস্থলে তামাকের একটা পাউচ পাওয়া গেছে বোধহয়, ওটা থেকে কিছু কি জানা গেছে?'

একটু অবাক হলো হপকিন্স। 'ওটা লোকটারই, সার। ভিতরে তার নামের আদ্যক্ষরও আছে। সীল মাছের চামড়া দিয়ে তৈরি—লোকটা নিজেও এককালে সীল শিকারি ছিল।'

'কিন্তু ওর কাছে তো পাইপ পাওয়া যায়নি।'

'তা অবশ্য ঠিক। লোকটা নিজে ধূমপান করত বলে মনে হয় না। হতে পারে অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য তামাক রাখত ঘরে।'

'সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেয়া যায় না। তবে সামান্য অসঙ্গতি তো বটেই। আমি যদি কেসটা হাতে নিতাম, তা হলে হয়তো এই পয়েন্ট থেকেই তদন্ত শুরু হতো। থাক সে-কথা। ডা. ওয়াটসন কেসটার কিছুই জানে না, আমিও স্মৃতি আরেকবার ঝালাই করে নিতে চাই। সংক্ষেপে পুরো ঘটনা আবার গোড়া থেকে বলো দেখি।'

পকেট থেকে এক তাড়া কাগজ বের করল হপকিন্স। 'এখানে ভিকটিমের জীবন সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য আছে,' বলল সে। কাগজগুলোয় চোখ বুলিয়ে নিল। 'ক্যাপ্টেন পিটার ক্যারি... পঞ্চাশ বছর বয়স, ১৮৪৫ সালে তাঁর জন্ম। সীল আর তিমি শিকারে অত্যন্ত দুর্ধর্ষ ও দক্ষ বলে খ্যাতি ছিল তাঁর। ১৮৮৩ সালে ডাণ্ডির সীল শিকারের জাহাজ *সি-ইউনিকর্ন*-এর ক্যাপ্টেন ছিলেন

BanglaBook.org

তিনি। পর পর কয়েকটি সফল সমুদ্রযাত্রার পর ১৮৮৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন। পরের কয়েক বছর কাটান দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করে, সবশেষে সাসেক্সের ফরেস্ট রো-তে... উডম্যান'স লি নামে একটা ছোট্ট জায়গা কিনে থিতু হন। ছ'বছর থেকেছেন ওখানে, মারা গেছেন সাতদিন আগে... খুন হয়েছেন।

'মানুষ হিসেবে বিচিত্র চরিত্র ছিল পিটার ক্যারির। কড়া পিউরিটান—সবসময় গম্ভীর ও বিষণ্ন থাকতেন। সংসারে থাকবার মধ্যে আছে স্ত্রী, বছর বিশ বয়সের এক মেয়ে আর দুজন চাকরানি। চাকরানিরা নতুন, ও-বাড়িতে কেউই টেকে না, কিছুদিন পর পর লোক বদলাতে হয়... এমনই খারাপ ঘরের পরিস্থিতি। ক্যাপ্টেন ভদ্রলোক প্রায়ই মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরতেন, মদের নেশায় হয়ে উঠতেন পিশাচের মত। একবার নাকি বউ আর মেয়েকে মাঝরাতে বাড়ি থেকে চাবকাতে চাবকাতে বের করে দিয়েছিলেন। শেষে চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে গাঁয়ের লোক এসে তাদের বাঁচায়। এ-কাজের জন্য গাঁয়ের বৃদ্ধ পাদ্রী তাকে বকুনি দিতে গেলে তাকেও মারধর করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত আদালতে গড়ায় ব্যাপারটা।

'সংক্ষেপে, মি. হোমস, পিটার ক্যারির কীর্তিকলাপকে ম্লান করবার মত বিপজ্জনক লোক আপনি আর দুটি দেখতে পাবেন কি না সন্দেহ। শুনেছি জাহাজের ক্যাপ্টেন থাকার সময়েও নাকি তাঁর খাসলত এরকমই ছিল। আড়ালে-আবডালে লোকে তাঁকে ডাকত *কালো পিটার* বলে। না, ষণ্ডামার্কা কালচে চেহারা বা মুখভর্তি কালো দাড়ির জন্য নয়, বরং আতঙ্কের কালো যে-ছায়া তিনি ছড়িয়ে রাখতেন নাবিকদের উপর, সেটা স্মরণ করতেই এমন নাম। বলার বোধহয় প্রয়োজন নেই যে, পড়শিদের কেউই তাঁকে দু'চোখে দেখতে পারত না। এমনই অবস্থা যে, এখন পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুতে কাউকে শোক প্রকাশ করতে দেখলাম না।

BanglaBook.org

'মি. হোমস, ক্যাপ্টেন ক্যারির কেবিন সম্পর্কে তদন্তের বিবরণ নিশ্চয়ই পড়েছেন আপনি। ডা. ওয়াটসন হয়তো এ-ব্যাপারে জানেন না, তাই আবার বলছি। বাড়ি থেকে কয়েকশো গজ দূরে একটা কাঠের আউটহাউস তৈরি করেছিলেন ক্যাপ্টেন। ওটাকে কেবিন বলতেন তিনি, প্রতি রাতে ঘুমাতেনও ওখানে। ওটা আসলে ছোট্ট এক কামরার একটা কুঁড়ে, লম্বায় ষোল ফুট, চওড়ায় দশ ফুট। কেবিনে আর কারও প্রবেশাধিকার ছিল না, নিজের পকেটে রাখতেন চাবি। বিছানা পাতা, কেবিনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা... সব নিজে করতেন। চারদিকে পর্দায় ঢাকা ছোট চারটে জানালা আছে কেবিনে, কিন্তু কখনও খোলা হতো না ওগুলো। এর মধ্যে একটা জানালা আছে বড় রাস্তার দিকে, রাতে কেবিনে আলো জ্বললে ওটার ফাঁকফোকর দিয়ে আভা দেখা যায়। শুনেছি সে-আভা দেখে পথচারীরা কৌতূহলী হয়ে উঠত, যদিও বুঝত না কেবিনের ভিতরে ক্যাপ্টেন ক্যারি কী করছেন। মি. হোমস, তদন্তের ফলে এখন পর্যন্ত আমরা যেটুকু ইতিবাচক আলামত পেয়েছি, তা এই জানালার কল্যাণে।

'আপনার হয়তো মনে আছে, হত্যাকাণ্ডের দুদিন আগে রাত একটার সময়ে ফরেস্ট রো-র দিক থেকে একজন রাজমিস্ত্রি ওপথে ফিরছিল। জানালার আভা দেখে থেমে যায় সে। আলোকিত পর্দার ওপর ফুটে উঠেছিল পাশ ফিরে থাকা একটা মুখের কালো ছায়া। মিস্ত্রি লোকটা হলফ করে বলছে যে, ছায়াটা ক্যাপ্টেন ক্যারির ছিল না, কারণ মুখটায় দাড়ি ছিল বেশ ছোট, আর ওটার অবয়বও ক্যাপ্টেন ক্যারির সঙ্গে মেলে না। তবে এ-দৃশ্য দেখবার আগে ঘণ্টাদুয়েক শুঁড়িখানায় কাটিয়ে এসেছিল সে, পথ থেকে জানালার দূরত্বও ছিল অনেকখানি। আরেকটা ব্যাপার হলো, দৃশ্যটা সে দেখেছে সোমবার, কিন্তু খুন হয়েছে বুধবারে।

BanglaBook.org

'সেই মঙ্গলবারে পিটার ক্যারিকে তাঁর জঘন্যতম মেজাজে দেখা গেছে। মদের নেশায় চুর হয়ে বুনো জানোয়ারের মত সারা বাড়ি দাপিয়ে বেড়িয়েছেন তিনি। যতবার তাঁর পায়ের শব্দ পাওয়া গেছে, ততবারই অন্যদিকে দৌড়ে গা-ঢাকা দিয়েছে বাড়ির মেয়েরা। শেষে রাত গভীর হয়ে এলে নিজের কেবিনে চলে যান ক্যাপ্টেন।

'রাত দুটোর দিকে কেবিন থেকে ভয়ানক একটা আর্তনাদ ভেসে আসে। শব্দটা শোনে ক্যাপ্টেনের মেয়ে—রাতে জানালা খুলে ঘুমানোর অভ্যাস তার। মদের নেশায় চিৎকার-চেঁচামেচি করা ক্যাপ্টেনের চিরকালের স্বভাব—তাই আওয়াজটা নিয়ে সে আর মাথা ঘামায়নি। সকাল সাতটায় উঠে একজন চাকরানি লক্ষ করে, কেবিনের দরজা খোলা। কিন্তু ক্যাপ্টেনকে ওরা এমনই ভয় পেত যে, দুপুর বারোটার আগে কারও সাহসে কুলোয়নি ভিতরে উঁকি দেবার। শেষে দুপুর গড়িয়ে গেলে খোঁজ নিতে যায় ওরা, খোলা দরজা দিয়ে ভিতরের দৃশ্য দেখতে পেয়েই ছুট লাগায় গাঁয়ের দিকে। ঘণ্টাখানেক পর ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে কেসটা হাতে নিই আমি।

'নিজেকে আমি মোটামুটি শক্ত ধাতের মানুষ বলেই ভাবি, মি. হোমস, কিন্তু সেদিন কেবিনে ঢুকে আমারও গা কেঁপে উঠেছিল। ছোট-বড় হরেকরকম মাছির ভনভনানিতে যেন হারমোনিয়ামের বাজনা বাজছিল ঘরের মধ্যে। মেঝে আর দেয়াল দেখে মনে হলো যেন কসাইখানায় এসে পড়েছি। ঘরটাকে কেবিন বলতেন কালো পিটার, আর আসলেও ওটা জাহাজের কেবিনের মত। একদিকে বাঙ্ক, আরেকদিকে সাগর-সিন্দুক, ম্যাপ, চার্ট; দেয়ালে সি-ইউনিকর্নের একটা ছবি, শেলফে সার বেঁধে রাখা লগবুক... মানে একজন ক্যাপ্টেনের কেবিনে যা যা থাকে আর কী।

BanglaBook.org

'এ-সবের ঠিক মাঝখানে ছিলেন ক্যাপ্টেন স্বয়ং... দেয়ালে হারপুন গাঁথা অবস্থায়—বুক ভেদ করে কাঠের দেয়ালে একেবারে ঢুকে গেছে ওটা। ভদ্রলোকের চেহারা তীব্র ব্যথায় বিকৃত, দীর্ঘ দাড়িগুলো যেন খাড়া হয়ে গেছে অসীম যন্ত্রণায়। কার্ডের উপরে যেভাবে গুবরে পোকাকে পিন দিয়ে আটকে রাখা হয়, প্রাণ হারিয়ে ঠিক সেভাবে দেয়ালে ঝুলছেন তিনি।

'আপনার কাছে শেখা পদ্ধতিতেই তদন্ত শুরু করলাম আমি, মি. হোমস। কোনও কিছু স্থানচ্যুত হওয়ার আগে ঘরের মেঝে এবং বাইরের জমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলাম। অবাক ব্যাপার হলো, কোথাও কোনও পায়ের ছাপ পেলাম না।'

'দেখতে পাওনি, নাকি সত্যিই ছিল না?'

'ছাপ ছিল না, সার, আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি।'

'দেখো বাপু, আজ পর্যন্ত বহু রহস্যের সমাধান করেছি আমি, কিন্তু উড়ে এসে কেউ অপরাধ করে সরে পড়েছে—এমন দৃষ্টান্ত দেখিনি। অপরাধী যতক্ষণ দু-পায়ে খাড়া থাকছে, ততক্ষণ কিছু না কিছু চিহ্ন থাকবেই—হতে পারে সেটা পায়ের ছাপ, বা ঘষার দাগ, কিংবা নড়েচড়ে যাওয়া জিনিসপত্র। রক্তমাখা ওইটুকু একটা ঘরে একেবারে কিছুই ছিল না, তা কী করে হয়? তোমার কথা শুনে তো মনে হচ্ছে, সে-ধরনের ছোটখাট আলামত তোমার চোখ এড়িয়ে গেছে।'

একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল হপকিন্স। লজ্জিত গলায় বলল, 'আপনাকে তখুনি না ডাকাটা বিরাট বোকামি হয়েছে। যা হোক, এখন তো সে-কথা বলে লাভ নেই। আপাতত যা যা পেয়েছি, তা বলি। প্রথমেই পেয়েছি খুনির হাতিয়ার—হারপুন। অস্ত্রটা হ্যাঁচকা টানে নামিয়ে আনা হয়েছে দেয়ালের তাক থেকে। ওখানে আরও দুটো ছিল, তৃতীয়টার খাঁজ ছিল শূন্য। সবগুলোর হাতলে খোদাই করা আছে—*এস. এস. সি-ইউনিকর্ন, ডাণ্ডি*। যতদূর বুঝেছি,

BanglaBook.org

খুনটা করা হয়েছে ঝোঁকের বশে। রাগের মাথায় হাতের কাছে যা পেয়েছে, তা-ই ব্যবহার করেছে খুনি। রাত দুটোয় ঘটেছে ঘটনা, ক্যাপ্টেনের পরনে ছিল বাইরে যাবার পোশাক। দেখে মনে হলো, কারও জন্য অপেক্ষা করছিলেন তিনি। টেবিলের উপর দুটো ময়লা গ্লাস আর এক বোতল রাম-ও পেয়েছি—আপ্যায়নের জন্য।'

হোমস বলল, 'হুম, এ-অনুমানদুটো ঠিক বলে ধরে নেয়া যায়। রাম ছাড়া আর কোনও মদ ছিল ঘরে?'

'হ্যাঁ। ক্যাপ্টেনের সিন্দুকের মধ্যে উইস্কি আর ব্র্যাণ্ডিও ছিল। তবে এ-থেকে কিছু বোঝার নেই। ওগুলোয় কেউ হাত দেয়নি।'

'তারপরেও... ঘরের মধ্যে উইস্কি আর ব্র্যাণ্ডির উপস্থিতি ভাববার বিষয়। আচ্ছা, সে পরে দেখা যাবে। আর কী পেয়েছ?'

'টেবিলের উপর তামাক রাখার পাউচটা পাওয়া গেছে।'

'টেবিলের কোন্ দিকে?'

'ঠিক মাঝখানে। সীল মাছের খসখসে পুরু চামড়ার তৈরি পাউচ—মুখটা চামড়ার ফিতে দিয়ে বাঁধা। ভিতরে *পি.সি.* লেখা। পাউচের ভিতরে ছিল আধ আউন্স কড়া জাহাজের তামাক।'

'চমৎকার! আর কিছু?'

'এই যে, এটা।'

পকেট থেকে ছাই রঙের পুরু পশমি কাপড়ে ঢাকা একটা নোটবই বের করল হপকিন্স। বাইরের দিকটা কর্কশ, বহু ব্যবহারে ক্ষয়ে গেছে কোনাগুলো, পাতাগুলো বিবর্ণ। প্রথম পাতায় লেখা রয়েছে তিনটা হরফ—*জে.এইচ.এন.*, তলায় সাল... ১৮৮৩।

টেবিলের ওপর নোটবইটা রেখে খুঁটিয়ে দেখল হোমস, আগ্রহ নিয়ে ওটার দিকে আমিও ঝুঁকলাম। দ্বিতীয় পাতায় আবারও

BanglaBook.org

তিনটা হরফ—*সি.পি.আর.*। পরের কয়েক পাতা জুড়ে টুকে রাখা হয়েছে অজস্র সংখ্যা। কয়েকটা শিরোনামও চোখে পড়ল। আর্জেন্টিনা, কোস্টারিকা, আর স্যান পাওলো। শিরোনামের পর পাতা জুড়ে কেবল দুর্বোধ্য চিহ্ন আর সংখ্যার সারি।

হোমস জিজ্ঞেস করল, 'কিছু উদ্ধার করতে পেরেছ এ-থেকে?'

'আমার তো মনে হয় স্টক এক্সচেঞ্জের সিকিউরিটির ফিরিস্তি ছাড়া আর কিছুই নয় ওগুলো,' হপকিন্স বলল। 'জে.এইচ.এন. সম্ভবত ব্রোকারের আদ্যক্ষর, আর সি.পি.আর. তার মক্কেল।'

'কানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলওয়ে দিয়ে চেষ্টা করে দেখো,' হোমস বলল।

'আরে, তাই তো!' উত্তেজিত গলায় বলল হপকিন্স। 'কী বোকা আমি! আপনার ধারণাই ঠিক, মি. হোমস। বাকি রইল শুধু জে.এইচ.এন.-এর অর্থ বের করা। ১৮৮৩ সালের পুরনো স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকা খুঁজে দেখেছি, কিন্তু কারও সঙ্গে মেলাতে পারিনি। তাই বলে হাল ছাড়ছি না, এই নোটবইটাই এখন পর্যন্ত পাওয়া সবচেয়ে মূল্যবান সূত্র বলে আমার বিশ্বাস। আদ্যক্ষরগুলো নিশ্চয়ই দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তির, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি বলতে আমি খুনিকেই বোঝাচ্ছি। খুনের পিছনে নোটবইয়ে টুকে রাখা সিকিউরিটি নাম্বারগুলোর ভূমিকা আছে নিঃসন্দেহে। কী বলেন?'

হোমসের মুখ দেখে বুঝলাম, আকস্মিক এই আবিষ্কারে ও কিছুটা বিস্মিত হয়েছে।

'তোমার দুটো পয়েন্টই মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছি, হপকিন্স,' ও বলল। 'নোটবইয়ের খবর আমার জানা ছিল না, তাই অন্যভাবে থিয়োরি সাজিয়েছিলাম। এখন তাতে রদবদল আনতে হবে। সিকিউরিটিগুলোর ব্যাপারে কোনও ধরনের খোঁজখবর করেছ?'

BanglaBook.org

'বিভিন্ন অফিসে খোঁজ করা হচ্ছে; কিন্তু সমস্যা হলো, দক্ষিণ আমেরিকান স্টক-হোল্ডারদের নামধামের রেজিস্টার দক্ষিণ আমেরিকা ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যাবে না। শেয়ারগুলোর হদিস পেতে কয়েক সপ্তাহ লেগে যেতে পারে।'

'হ্যাঁ, সমস্যাই বটে।' ম্যাগনিফায়িং গ্লাস দিয়ে নোটবইয়ের মলাট দেখতে শুরু করল হোমস। একটু পর বলল, 'এখানে একটা দাগ লেগেছে মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, সার, রক্তের দাগ। নোটবইটা মেঝেতে পড়ে ছিল, তখনই লেগেছে নিশ্চয়ই।'

'রক্তের দাগলাগা মলাটটা নীচে ছিল, না উপরে?'

'নীচে ছিল।'

'তার মানে পিটার ক্যারি খুন হবার পর নোটবইটা পড়েছে মাটিতে।'

'আমারও তা-ই ধারণা। তাড়াহুড়ো করে পালাবার সময় নোটবই ফেলে যায় খুনি। দরজার কাছে পেয়েছি ওটা।'

'ক্যাপ্টেনের জিনিসপত্রের মধ্যে কোনও সিকিউরিটির হদিস পেয়েছ?'

'না, সার।'

'চুরি হয়নি তো?'

'আমার তো মনে হয় না। ঘরের কোনও কিছুতে কারও হাত পড়েছে বলে প্রমাণ পাইনি।'

'ইন্টারেস্টিং! ছুরিও তো পাওয়া গেছে একটা, তাই না?'

'খাপঅলা একটা ছুরি। খাপসহ পড়ে ছিল ক্যাপ্টেনের পায়ের কাছে। মিসেস ক্যারি সনাক্ত করেছেন—ছুরিটা তাঁর স্বামীরই।'

মুহূর্তের জন্যে ভাবনার সাগরে ডুবে গেল হোমস। তারপর বলল, 'হপকিন্স, জায়গাটা একবার নিজ চোখে দেখতে হবে আমাকে।'

BanglaBook.org

উল্লাসধ্বনি করল হপকিন্স। 'ধন্যবাদ, সার। তা হলে আমার বোঝা অনেক হালকা হয়ে যাবে।'

আঙুল নেড়ে হোমস বলল, 'হপ্তাখানেক আগে হলে কাজটা আরও সহজ হতো, বুঝলে? তবে এখনও একেবারে বিফল হব বলে মনে করি না। ওয়াটসন, যদি সময় করতে পারো তো তোমাকে সঙ্গী হিসেবে পেলে খুব খুশি হব।'

'নিশ্চয়ই যাব,' সম্মতি জানালাম।

'চমৎকার,' হোমস হাসল। 'হপকিন্স, একটা ঘোড়ার গাড়ি ডেকে নিয়ে এসো। পনেরো মিনিটের মধ্যেই বেরুব আমরা।'

ট্রেনে চড়ে কয়েক ঘণ্টা পরেই পৌঁছে গেলাম ফরেস্ট রো-তে। ছোট্ট, নির্জন স্টেশনে নেমে একটা গাড়ি নিলাম; ওতে চেপে এগিয়ে চললাম ঘন জঙ্গলের মাঝ দিয়ে। বহুদূর বিস্তৃত এই বনভূমি যেন দুর্ভেদ্য এক প্রাচীর, এককালে ব্রিটেনকে রক্ষা করেছে আগ্রাসী স্যাক্সন বাহিনীর হাত থেকে। জঙ্গলের অনেকখানিই এখন পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে, গাছপালা কেটে ফেলা হয়েছে খনিজ লোহা গলাবার চুল্লীতে ব্যবহার করবার জন্য। এখানেই দেশের প্রথম লোহার কারখানা স্থাপিত হয়েছিল। লোহার শিল্প অবশ্য ইদানীং উত্তরের অধিকতর সমৃদ্ধ খনিগুলোর দিকে সরে গেছে, ফরেস্ট রো-র জঙ্গল বয়ে বেড়াচ্ছে স্রেফ পুরনো আমলের ধ্বংসযজ্ঞের স্মৃতি।

বনভূমির ভিতর দিয়ে কয়েক মাইল গেলে চোখে পড়ে একটা সবুজ পাহাড়ি ঢাল। তার উপরে দাঁড়িয়ে আছে একটা নিচু পাথরের বাড়ি। আঁকাবাঁকা পথ উঠে গেছে সেই বাড়ি পর্যন্ত। তিনদিক ঝোপে ঢাকা ছোট্ট একটা আউটহাউস রয়েছে মূল বাড়িটার কাছে, রাস্তা থেকেই চোখে পড়ে ওটার দরজা এবং জানালা। পিটার ক্যারি ওরফে কালো পিটারের কেবিন

BanglaBook.org

ওটা—হত্যাকাণ্ডের ঘটনাস্থল।

জায়গামত পৌঁছুতেই হপকিন্স আমাদেরকে নিয়ে গেল বাড়ির ভিতরে, আলাপ করিয়ে দিল নিহত ক্যাপ্টেনের বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে। আলুথালু অবস্থা ভদ্রমহিলার। চুলগুলো ধবধবে সাদা। চওড়া, ভারী মুখে অজস্র বলিরেখা। লাল হয়ে থাকা দু'চোখের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি দেখে বোঝা যায়, বহু বছর হাড়ভাঙা পরিশ্রম ও নির্যাতন সইতে হয়েছে তাঁকে। ভদ্রমহিলার সঙ্গে তাঁর মেয়েকেও দেখলাম। বিবর্ণ চেহারা মেয়েটির, মাথাভরা সুন্দর চুলের রাশি। পরিচয়-পর্ব শেষ হতেই সোজাসাপ্টা গলায় জানিয়ে দিল, বাবা মারা যাওয়ায় মোটেই দুঃখ পায়নি সে, বরং যে-লোক ওকে আর ওর মাকে জঘন্য মানুষটার নাগপাশ থেকে মুক্তি এনে দিয়েছে, তার প্রতি সে কৃতজ্ঞ।

কথাগুলো শুনে বেশ খারাপ লাগল। মনে হলো বুঝি নরকতুল্য কোনও পরিবেশে পা রেখেছি। ওখান থেকে সূর্যের আলোয় বেরিয়ে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। এবার কেবিন দেখবার পালা।

নিহত ক্যাপ্টেনের যাতায়াতের ফলে ঘেসো জমির উপর একটা সরু পথ ফুটে উঠেছে। সেটা ধরে চলে গেলাম আউটহাউসে। বাইরে থেকে দেখতে খুবই সাদাসিধে ধরনের। কাঠের দেয়াল, কাঠের ছাত, দরজার পাশে একটা মাত্র জানালা, আর একটা কোনার দিকে। পকেট থেকে চাবি বার করে তালার উপর ঝুঁকল হপকিন্স। পরক্ষণে থমকে গেল।

সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'আরে! তালাটা কেউ খোলার চেষ্টা করেছে!'

ভুল বলেনি ও। আঁচড় দেখলাম তালার আশপাশে, রঙ উঠে গেছে। তাড়াহুড়োর কাজ।

জানালার দিকে এগিয়ে গেল হোমস। কয়েক মুহূর্ত পর

BanglaBook.org

বলল, 'এটাও ভাঙতে চেয়েছে, তবে পারেনি। আনাড়ি চোর।'

'এসব হলো কখন!' বলল হপকিন্স। 'গতকালও সব ঠিকঠাক ছিল। লণ্ডন যাবার আগে আমি নিজে দেখে গেছি।'

'অতি-উৎসাহী কোনও স্থানীয় লোকের কাজ নয় তো?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'না, না। এখানে পা রাখারই সাহস নেই কারও, দরজা-জানালা ভাঙা তো অনেক পরের কথা। আপনার কী মনে হয়, মি. হোমস?'

'আমি বলব, ভাগ্য আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন,' দার্শনিকের সুরে বলল হোমস।

'সুপ্রসন্ন মানে?' ভুরু কোঁচকাল হপকিন্স।

'মানে লোকটা আবার আসবে, এই তো?' আন্দাজ করলাম আমি।

'সম্ভাবনা আছে... বেশ ভালই সম্ভাবনা আছে,' হোমস বলল। 'দরজা খোলা পাবে, এই আশাতে এসেছিল লোকটা। সঙ্গে তেমন কিছু ছিল না, দরজা বন্ধ দেখে ছোট্ট একটা ছুরির ফলা দিয়ে তালা খোলার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। লাভ হয়নি। ওর জায়গায় তুমি থাকলে কী করতে?'

'আরও ভাল কোনও যন্ত্র নিয়ে পরের রাতে আবার আসতাম।'

'কারেক্ট। সে-সময় তাকে অভ্যর্থনা না জানালে আমরাই বরং ভুল করব। তার আগে চলো, কেবিনের ভিতরে একবার চোখ বুলিয়ে আসি।'

তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত আলামত সরিয়ে ফেলা হলেও কেবিনের অভ্যন্তরের আসবাবপত্রে হাত দেয়া হয়নি। ঘটনার রাতে যেখানে যা ছিল সব ওভাবেই রেখে দেয়া হয়েছে। টানা দুটো ঘণ্টা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবকিছু পরীক্ষা করল হোমস। ঘরের

BanglaBook.org

সাতটা তুচ্ছ জিনিসও উল্টেপাল্টে দেখতে ছাড়ল না। শেষ পর্যন্ত ওর মুখ দেখে বুঝলাম, উল্লেখযোগ্য কিছুই পায়নি। একবার শুধু থমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তাক থেকে কি কিছু সরানো হয়েছে, হপকিন্স?'

'না তো।'

'এখান থেকে কিছু একটা সরানো হয়েছে,' আঙুল তুলে দেখাল হোমস। 'তাকের এই কোনায় অন্যান্য জায়গায় তুলনায় ধুলো কম। চারকোনা... বই বা বাক্স জাতীয় কিছু ছিল সম্ভবত।' কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'যাক গে, আপাতত এ-নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। চলো, ওয়াটসন, জঙ্গলের ফুল-পাখি দেখে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে আসা যাক। তোমার সঙ্গে এখানেই পরে দেখা হবে, হপকিন্স। তারপর ধারেকাছে কোথাও নিশাচর ভদ্রলোকটির জন্য অপেক্ষা করব নাহয়।'

BanglaBook.org

রাত এগারোটায় সবাই আবার জমায়েত হলাম কেবিনের সামনে। হপকিন্স চাইল দরজা খোলা রাখতে, তবে হোমস রাজি হলো না। যুক্তি দেখাল, দরজা খোলা দেখলে লোকটা সন্দেহ করে বসতে পারে। তা ছাড়া তালাটা এমনই মামুলি যে একটা বড় সাইজের ছুরির মজবুত ফলা ঢুকিয়ে চাড় দিলেই তা খোলা যায় অনায়াসে। হোমসের প্রস্তাব অনুযায়ী ঘরের মধ্যে না থেকে বাইরে ঝোপঝাড়ের মধ্যে ওঁৎ পাতলাম আমরা। কোনার জানালার পাশ থেকেই ঝোপের শুরু। ওখান থেকে পরিষ্কার দেখা যায় সব। রহস্যময় আগন্তুক যদি আলো জ্বালে, তা হলে তার নৈশ অভিযানের উদ্দেশ্যটা খুব কাছ থেকে দেখা যাবে স্পষ্টভাবে।

শুরু হলো রাত জাগার পালা। দীর্ঘ একঘেয়ে প্রতীক্ষা। টিবটিবে উত্তেজনা বিরাজ করছে আমাদের সবার মাঝে।

ঢিমেতালে গড়িয়ে চলল সময়। আড়াইটা বাজতেই সচকিত হয়ে উঠলাম, গেটের দিক থেকে মৃদু একটা শব্দ ভেসে এসেছে। খানিক পর শোনা গেল মেঠোপথে সতর্ক পা ফেলার আওয়াজ। একটা ছায়ামূর্তি উদয় হলো কেবিনের সামনে। কয়েক মুহূর্ত পরেই খুটখাট আওয়াজ হলো, তালা খোলার চেষ্টা করছে লোকটা। এবার ভাল যন্ত্রপাতি এনেছে, খুব শীঘ্রি কড়াৎ করে একটা তীক্ষ্ণ শব্দ ভেসে এল—তালা খুলে গেছে। দরজা খোলা হলো, কেবিনের ভিতরে ঢুকল ছায়ামূর্তি। জ্বলে উঠল দেশলাইয়ের কাঠি, মোমবাতির কাঁপা কাঁপা শিখায় উদ্ভাসিত হলো কেবিনের অভ্যন্তর। পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলাম ভিতরে।

নিশাচর আগন্তুক বয়সে তরুণ—বিশ-বাইশ বছরের বেশি হবে না। রুগ্ন, শীর্ণ চেহারা। মড়ার মতো ফ্যাকাসে মুখটা আরও ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে কুচকুচে কালো গোঁফের জন্য। ভয়ে থরথর করে কাঁপছে, ঠোকাঠুকি লেগে গেছে দাঁতে। কেন যেন মায়া হলো তাকে দেখে। পরনে ভদ্রলোকের পোশাক—নরফোক কোর্তা আর নিকারবোকার, মাথায় সুতি টুপি।

ভয়ার্ত চোখে জুল জুল করে এদিক-ওদিক তাকাল তরুণ। তারপর মোমবাতিটা টেবিলের উপর বসিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেল। ফিরে এল শেলফে রাখা একটা মোটাসোটা লগবুক নিয়ে। টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে দ্রুত হাতে পাতার পর পাতা উল্টে চলল, তারপর হঠাৎ থেমে যেতেই বুঝলাম, যা খুঁজছিল তা পেয়ে গেছে। কিন্তু পেলেও খুশি হলো না, রাগী ভঙ্গিতে দড়াম করে বন্ধ করল বইটা, রেখে দিল আগের জায়গায়। আলো নিভিয়ে এরপর চেষ্টা করল ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে।

ততক্ষণে কেবিনে ঢুকে পড়েছি আমরা, অন্ধকারে তরুণের কলার চেপে ধরল হপকিন্স। আর্তনাদ করে উঠল সে। তাড়াতাড়ি

BanglaBook.org

মোমবাতি জ্বাললাম, দেখলাম হপকিন্সের বজ্রমুঠিতে আটকা পড়ে বেচারা হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত কাঁপছে। ছাড়া পেতেই ধপ্ করে বসে পড়ল সাগর-সিন্দুকের উপর। অসহায় চোখে পালা করে তাকাল আমাদের দিকে।

'কে তুমি?' কড়া গলায় প্রশ্ন করল হপকিন্স। 'এখানে কী করছ?'

কোনোমতে নিজেকে সামলাল তরুণ। সোজা হয়ে বসল। বলল, 'আপনারা পুলিশের লোক নিশ্চয়ই? হয়তো ভাবছেন ক্যাপ্টেন পিটার ক্যারির মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।'

'সেটা পরে ভাবব। আগে তোমার নাম বলো।'

'জন হপলি নেলিগ্যান।'

চকিতে দৃষ্টি বিনিময় করল হোমস আর হপকিন্স।

'এখানে কী করছিলে?'

'কথাটা আমাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে?'

'উঁহুঁ। মোটেই না।'

'তা হলে বলব কেন?'

'জবাব না দিলে আদালত সেটা খারাপ চোখে দেখবে।'

হকচকিয়ে গেল তরুণ। বলল, 'ঠিক আছে, বলছি। বলব না-ই বা কেন? যদিও চাই না পুরনো কেলেঙ্কারি নতুন করে ছড়িয়ে পড়ুক, তবু কিছু গোপন করব না আপনাদের কাছে। ডওসন অ্যাণ্ড নেলিগ্যানের নাম শুনেছেন আপনারা?'

হপকিন্স যে কস্মিনকালেও শোনেনি, তা ওর মুখ দেখেই বুঝলাম, কিন্তু হোমস নড়েচড়ে উঠল।

সাগ্রহে শুধাল ও, 'পশ্চিমাঞ্চলের ব্যাঙ্কার ছিল বোধহয়, তাই না? তারা তো দশ লাখ পাউণ্ড উড়িয়ে কর্নওয়ালের অর্ধেক পরিবারকে সর্বস্বান্ত করেছিল। তারপর গা-ঢাকা দিয়েছিল

BanglaBook.org

নেলিগ্যান।'

'ঠিক বলেছেন। সেই নেলিগ্যান আমার বাবা।'

শেষ পর্যন্ত যেন একটু মাটি পাওয়া যাচ্ছে। তবে এখনও জনৈক পলাতক ব্যাঙ্কার এবং হারপুনবিদ্ধ ক্যাপ্টেন পিটার ক্যারির মধ্যে যোজন যোজন ব্যবধান। তরুণ জন হপলি নেলিগ্যানের আশ্চর্য বর্ণনা কানখাড়া করে শুনতে বসলাম সবাই মিলে।

'আমার বাবাই ছিলেন সেই কেলেঙ্কারির মূলে। ডওসন আগেই অবসর নিয়েছিলেন। আমার বয়স তখন মাত্র দশ, তারপরেও সেই ঘটনার লজ্জা ও বিভীষিকা বুঝতে পেরেছিলাম। ঢি ঢি পড়ে গিয়েছিল সারা দেশে। প্রথম থেকেই সবাই জেনেছে, বলেছে এবং বিশ্বাস করেছে যে, আমার বাবাই সিকিউরিটিগুলো আত্মসাৎ করে গা-ঢাকা দেন। কিন্তু কথাটা সত্য নয়। গা-ঢাকা নয়, আসলে একটু সময় চেয়েছিলেন তিনি, তা হলেই সিকিউরিটিগুলো পুনরুদ্ধার করে সবার পাওনা কড়া-গণ্ডায় চুকিয়ে দিতে পারতেন। তাই গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হবার আগেই নিজের ছোট্ট ইয়ট নিয়ে রওনা হয়েছিলেন নরওয়ের পথে। যাবার আগে যে-রাতে আমার মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিলেন, তা আজও মনে আছে আমার। যে-সব কোম্পানির কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তার একটা তালিকা দিয়ে গিয়েছিলেন মাকে, বলেছিলেন নষ্ট সম্মান পুনরুদ্ধার করে তবেই ফিরবেন। যারা তাঁকে বিশ্বাস করেছিল, তাদের সেই বিশ্বাস নষ্ট হতে দেবেন না। এরপর থেকে তাঁর আর কোনও খবর পাওয়া যায়নি। ইয়ট-সহ উনি যেন বাতাসে মিলিয়ে গেলেন। মা আর আমি ভাবলাম নিশ্চয়ই জাহাজডুবি হয়েছে। সাগরে তলিয়ে গেছে সিকিউরিটিগুলো।

'এভাবে কেটে গেল বেশ কয়েক বছর। কিন্তু কিছুদিন আগে এক অবিশ্বাস্য খবর শোনালেন বাবার এক পুরনো ব্যবসায়ী বন্ধু।

BanglaBook.org

যাবার সময়ে যে সিকিউরিটিগুলো বাবা নিয়ে গিয়েছিলেন, সেগুলোর কয়েকটা নাকি উদয় হয়েছে লণ্ডনের শেয়ারবাজারে। খবরটা শোনার পর আমরা যে কী পরিমাণে হতবুদ্ধি হয়ে যাই, তা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন আপনারা। মাসের পর মাস লেগে রইলাম সিকিউরিটিগুলোর অনুসন্ধানে। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে জানতে পারলাম যে, সিকিউরিটিগুলো বাজারে বিক্রি করেছেন এই বাড়ির মালিক—ক্যাপ্টেন পিটার ক্যারি।

'খোঁজখবর নিলাম ভদ্রলোকের ব্যাপারে। জানলাম, যে-সময় আমার বাবা নরওয়ে রওনা হয়েছিলেন, ঠিক সে-সময়ে মেরু অঞ্চলের সাগর থেকে ফিরে আসছিল একটা তিমি শিকারের জাহাজ। পিটার ক্যারি ছিলেন সেই জাহাজের ক্যাপ্টেন। সে বছরের শরৎকাল ছিল ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ, প্রায়ই বয়ে যেত দক্ষিণী ঝড়। ধারণা করলাম, সেই ঝড়ের তোড়ে উত্তরে ভেসে গিয়েছিল বাবার ইয়ট, দেখা হয়েছিল ক্যাপ্টেন ক্যারির জাহাজের সঙ্গে। তা-ই যদি হয়ে থাকে, তা হলে বাবা গেলেন কোথায়? আরেকটা ব্যাপার চিন্তা করলাম—পিটার ক্যারির যদি একটা বিবৃতি নিতে পারি, সেটা দিয়েই প্রমাণ করা যাবে যে, বাবা সিকিউরিটিগুলো বিক্রি করেননি এবং ওগুলো নেয়ার পিছনে তাঁর কোনও ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্য ছিল না।

'এসব ভেবে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করবার জন্য এসেছিলাম সাসেক্সে। কিন্তু তার আগেই নিষ্ঠুরভাবে খুন হলেন তিনি। পত্রিকায় ঘটনাটা বিস্তারিত ছাপা হয়েছে। সেখানে এই কেবিন, এবং কেবিনের ভিতরে রাখা জাহাজের লগবুকগুলোর কথা আছে। খবরটা পড়ে নতুন আশা জাগল মনে। ক্যাপ্টেন নেই তো কী হয়েছে, লগবুক থেকে ১৮৮৩ সালের আগস্ট মাসে *সি-ইউনিকর্ন* জাহাজে কী ঘটেছিল, তা জানা যাবে... জানা যাবে বাবার পরিণতি। সেটা ভেবেই এসেছিলাম গতকাল রাতে, দরজা বন্ধ

BanglaBook.org

থাকায় সফল হইনি। অগত্যা আজ আবার এসেছি দরজা খোলার প্রস্তুতি নিয়ে। লগবুকটাও দেখেছি, কিন্তু লাভ হয়নি। যে-পাতাগুলো আমার দরকার, সেগুলো ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। বইটা রেখে সবে বেরোতে যাচ্ছি, এমন সময়ে আপনারা এসে পাকড়াও করলেন আমাকে।'

'এই-ই সব?' জিজ্ঞেস করল হপকিন্স।

'জী, সবই বলে দিয়েছি আপনাদের।' চোখ নামিয়ে নেয় তরুণটি।

'আর কিছু বলার নেই তোমার?'

ইতস্তত করল নেলিগ্যান। 'না, কিছুই বলার নেই।'

'গতরাতের আগে এখানে তুমি আসোনি?'

'জী না।'

'তা হলে এটা এল কোত্থেকে?' ধমকে উঠল হপকিন্স। পকেট থেকে বের করে ধরেছে, রক্তলাগা সেই পুরনো নোটবইটা। জে.এইচ.এন. আদ্যক্ষরের রহস্য বোঝা যাচ্ছে এবার—জন হপলি নেলিগ্যান।

নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না তরুণ। অস্ফুট আর্তনাদ করে মুখ ঢাকল দু'হাতে। কেঁপে উঠল সারা দেহ।

গুঙিয়ে উঠল নেলিগ্যান, 'কোথায় পেলেন আপনি? আমি জানি না... আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমি তো ভেবেছিলাম হোটেলে হারিয়েছি নোটবইটা।'

রুক্ষ গলায় হপকিন্স বলল, 'হয়েছে, আর অভিনয় করতে হবে না। কিছু বলার থাকলে সেটা আদালতেই বোলো। এখন আমার সঙ্গে থানায় চলো। মি. হোমস, আপনাদের দুজনকেই কৃতজ্ঞতা জানাই এতদূর এসে আমাকে সাহায্য করবার জন্য। অযথাই কষ্ট দিলাম আপনাদের। অস্থির না হলে একাই রহস্যটা সমাধান করতে পারতাম। চলুন, স্থানীয় হোটেলে কামরা বুক করে রাখা

BanglaBook.org

আছে, ওখানে পৌঁছে দিই আপনাদের। বিশ্রাম নিয়ে সকালে নাহয় ফিরে যাবেন।'

'কিছু বুঝলে, ওয়াটসন?' পরদিন লণ্ডনে ফেরার পথে জিজ্ঞেস করল হোমস।

'দেখতে পাচ্ছি তুমি খুশি নও।'

'আরে না, খুশি অবশ্যই হয়েছি। তবে হপকিন্সের কাজের ধারা আমাকে হতাশ করেছে, ওর কাছ থেকে আরও ভাল কিছু আশা করেছিলাম। নেলিগ্যানকে পেয়েই যেভাবে হামলে পড়ল, বিকল্প কোনও ব্যাখ্যার কথা চিন্তাই করল না। করা উচিত ছিল।'

'বিকল্প আর কী-ই বা ব্যাখ্যা হতে পারে ঘটনাটার?'

'শুরু থেকে আমি যে-ধারায় চিন্তা করছি, সেটাই বিকল্প। বলছি না যে, আমার থিয়োরি ঠিক; শেষ পর্যন্ত চরমভাবে ব্যর্থও হতে পারি... তাও এদিকটা একটু নেড়েচেড়ে দেখা উচিত। আমি দেখব।'

বেকার স্ট্রিটে পৌঁছুতেই হোমসের নামে কতগুলো চিঠি পেলাম। তার মধ্যে একটা খাম খুলেই উৎফুল্ল হয়ে উঠল আমার বন্ধু। শিস দিয়ে উঠল।

'দারুণ, ওয়াটসন, দারুণ! বিকল্প সম্ভাবনাই ঠিক হতে চলেছে। টেলিগ্রামের ফর্ম আছে তোমার কাছে? তা হলে দুটো মেসেজ লিখে ফেলো দেখি! প্রথমটা... *সামনার, শিপিং এজেন্ট, র‍্যাটক্লিফ হাইওয়ে। কাল সকাল দশটায় তিনজন লোক পাঠাও। বেসিল।* ও হ্যাঁ, ওদিকে আমি বেসিল নামে পরিচিত। লিখেছ? আরেকটা লেখো এবার। *ইন্সপেক্টর স্ট্যানলি হপকিন্স, ৪৬, লর্ড স্ট্রিট, ব্রিক্সটন। আগামীকাল সকাল সাড়ে ন'টায় নাশতা করতে এসো। জরুরি। না পারলে জানিয়ো। শার্লক হোমস।* ব্যস, কাজ শেষ। দশ দিন থেকে এই কেস নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলাম, আজ

BanglaBook.org

সেটা শেষ হলো। সবকিছু ঠিক থাকলে কাল সকালেই এর যবনিকা পড়বে।'

কাঁটায় কাঁটায় সকাল সাড়ে ন'টায় ইন্সপেক্টর হপকিন্স এসে পৌঁছাল আমাদের বাড়িতে। মিসেস হাডসনের বানানো চমৎকার ব্রেকফাস্ট নিয়ে তিনজনে বসে পড়লাম টেবিলে। সাম্প্রতিক সাফল্যে খুব উৎফুল্ল দেখলাম হপকিন্সকে।

হোমস জিজ্ঞেস করল, 'হপকিন্স, নেলিগ্যানের ব্যাপারে কোথাও ভুল করছ না তো?'

'অসম্ভব, মি. হোমস,' দৃঢ় গলায় বলল হপকিন্স। 'এরচেয়ে নিখুঁত কেস আর হয় না।'

'একমত হতে পারছি না। আমার তো মনে হয়, আসল সমাধানে এখনও তুমি পৌঁছাতে পারোনি।'

'অবাক করলেন, মি. হোমস। আর কী আশা করেন আপনি?'

'নেলিগ্যানকে দিয়ে কি পুরো ঘটনা ব্যাখ্যা করা সম্ভব?'

'অবশ্যই! পিটার ক্যারি যেদিন খুন হয়েছেন, সেদিনই ওখানকার হোটেলে এসে ওঠে নেলিগ্যান—গলফ খেলার বাহানা দিয়েছিল। একতলায় কামরা নিয়েছিল, যখন খুশি বেরোতে পারত সবার অজ্ঞাতে। সেদিন রাতেই গিয়েছিল ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করতে। তর্কাতর্কি থেকে হাতাহাতি। রাগের মাথায় হারপুন দিয়ে ক্যাপ্টেনকে খুন করে সে। হুঁশ ফিরলে ভয় পেয়ে যায়, তাড়াহুড়ো করে পালাবার সময় নোটবইটা ফেলে যায় পিছনে। সিকিউরিটির তালিকা লেখা বইটা সে এনেছিল পিটার ক্যারিকে জেরা করবার জন্যে। আপনি হয়তো লক্ষ করে থাকবেন, বেশ কিছু নম্বরের উপর টিক চিহ্ন দেয়া আছে ওতে—ওগুলোই সম্ভবত লণ্ডনের বাজারে বিক্রি করে দিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন। বাকিগুলোও তাঁর কাছে আছে ভেবে সেগুলো ফেরত নিতে এসেছিল

BanglaBook.org

নেলিগ্যান, হয়তো ওগুলো বিক্রি করে বাপের দেনাপাওনা মেটাতে চেয়েছিল। সে-রাতে চম্পট দেয়ার পর কয়েকদিন এ-মুখো হওয়ার সাহস তার হয়নি, তারপর ফিরে এসেছিল অসম্পূর্ণ কাজটুকু শেষ করতে... মানে, সিকিউরিটিগুলো খুঁজে বের করতে। ঘটনা কি পরিষ্কার করতে পারলাম? এর মধ্যে জটিলতা কোথায়, মি. হোমস? বরং ঘটনা অন্যরকম হলেই বেশি অবাক হতাম।'

মৃদু হেসে মাথা নাড়ল হোমস। 'তোমার ব্যাখ্যায় একটাই সমস্যা, হপকিন্স—ওটা অবাস্তব... সোজা কথায় অসম্ভব! কখনও হারপুন চালিয়েছ? জানো, কাউকে ও-দিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করতে হলে কত শক্তি লাগে? আমি জানি... কারণ আমি চেষ্টা করে দেখেছি। বিশ্বাস না হলে ওয়াটসনকে জিজ্ঞেস করে দেখো। এসব খুঁটিনাটি বিষয়ে তোমাকে আরও মনোযোগ দিতে হবে, হপকিন্স। দক্ষ হারপুনার ছাড়া কারও পক্ষে ওভাবে হারপুন চালানো সম্ভব নয়... সম্ভব নয় একটা মানুষকে দেয়ালে গেঁথে ফেলা। অন্তত নেলিগ্যানের মত দুর্বল একটি ছেলের পক্ষে তো নয়ই। কী মনে হয় তোমার, গভীর রাতে কালো পিটারের সঙ্গে এক টেবিলে বসে রাম খাওয়ার মতো সাহস কি তার আছে? তুমি কি বলতে চাও, দু-রাত আগে জানালায় ওর মুখের ছায়া ফুটে উঠেছিল? না, হপকিন্স, নেলিগ্যান নয়। আমাদের খুনি আরও ভয়ঙ্কর কোনও মানুষ।'

হোমসের কথা শুনে খোশমেজাজ উবে গেছে হপকিন্সের, হাঁ হয়ে গেছে মুখ। ওর চেহারা দেখে দুঃখ হলো। বেচারার সমস্ত আশা আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেন ধসে পড়েছে। তবু বিনা যুদ্ধে বুঝি হার মানতে রাজি নয়, তাই যুক্তি ছুঁড়ল কয়েকটা।

'কিন্তু সে-রাতে নেলিগ্যান যে ঘটনাস্থলে হাজির ছিল, তা তো আপনি অস্বীকার করতে পারেন না, মি. হোমস। নোটবইটাই তার

AllBookBD.org

প্রমাণ। আদালতকে সন্তুষ্ট করবার মত যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণও আছে আমাদের হাতে। শেষ মুহূর্তে আপনার চেষ্টায় মামলাতে দু-একটা ফাঁকফোকর বেরিয়ে গেলেও বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হবে বলে মনে করি না। তা ছাড়া আমি তো আমার অপরাধীকে পাকড়াও করেছি, আপনার সেই ভয়ঙ্কর লোক কোথায়?'

'যদি ভুল না করে থাকি, তা হলে সিঁড়িতে তারই পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি,' শান্ত গলায় বলল হোমস। 'ওয়াটসন, তোমার রিভলবারটা হাতের কাছে এনে রাখো। কাজে লাগবে।' উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের উপর একটা হাতে লেখা কাগজ রেখে এল ও। 'হ্যাঁ, এবার আমরা তৈরি।'

বাইরে কর্কশ গলায় কিছু কথা শোনা গেল। একটু পরেই আমাদের গৃহকর্ত্রী মিসেস হাডসন ঘরে ঢুকে জানালেন, তিনজন লোক ক্যাপ্টেন বেসিলের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

'একে একে তাদের নিয়ে আসুন এ-ঘরে,' বলল হোমস।

প্রথমে যে লোকটা ঘরে ঢুকল, তার চেহারা আপেলের মত। গোলগাল লাল টকটকে মুখের উপর ধবধবে সাদা একজোড়া জুলফি।

পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে হোমস শুধাল, 'নাম?'

'জেমস ল্যাঙ্কাস্টার।'

'ল্যাঙ্কাস্টার? দুঃখিত, আর জায়গা নেই জাহাজে। মিছেমিছি কষ্ট দিলাম, এই আধ-গিনিটা নাও। পাশের ঘরে গিয়ে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করো।'

দ্বিতীয়জন বেশ ঢ্যাঙা, শুকনো। মাথায় লম্বা চুল, তোবড়ানো গাল। নাম জানাল, হিউ প্যাটিন্স। তাকেও আধ-গিনি দিয়ে অপেক্ষা করতে বলা হলো পাশের ঘরে।

এবার তৃতীয়জনের পালা। দেখার মত চেহারা তার। রাশি রাশি চুল আর দাড়ির ফ্রেমে আঁটা হিংস্র পশুর মত ভয়ঙ্কর মুখ।

BanglaBook.org

ঘন, মোটা, ঝুলে পড়া ভুরুর নীচে দুটো দুঃসাহসী চোখ জ্বলজ্বল করছে। স্যালিউট করে নাবিক-সুলভ কায়দায় দাঁড়াল সে, হাতের মধ্যে ঘোরাতে থাকল টুপিটা।

'তোমার নাম?' জিজ্ঞেস করল হোমস।

'প্যাট্রিক কেয়ার্নস্।'

'হারপুনার?'

'জী, সার। ছাব্বিশবার সাগরে যাবার অভিজ্ঞতা আছে।'

'ডাঙি থেকে, তাই না?'

'জী, সার।'

'এখুনি আবার সাগরে যেতে পারবে?'

'জী, সার।'

'বেতন কত চাও?'

'মাসে আট পাউণ্ড।'

'দেয়া যাবে। কাগজপত্র এনেছ?'

'হ্যাঁ, সার।' পকেট থেকে তেল চিটচিটে কতগুলো কাগজ বের করল লোকটা। একবার চোখ বুলিয়ে সেগুলো ফেরত দিল হোমস।

'তোমার মত লোকই চাইছিলাম আমি। ওই যে, টেবিলের উপরে চুক্তিপত্র রেখেছি, সই করে দাও। তা হলেই চাকরিটা তোমার।'

ভারী পা ফেলে টেবিলের সামনে চলে গেল প্যাট্রিক কেয়ার্নস। ঝুঁকে তুলে নিল কলম। 'কোথায় সই করব?'

ওর পিছনে গিয়ে দাঁড়াল হোমস। একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এই যে, এখানে।'

পরক্ষণে কড়াৎ করে ভেসে এল ধাতব আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি কাঁপিয়ে গর্জন করে উঠল যেন এক খেপা ষাঁড়। জাপটাজাপটি করে মেঝের উপর পড়ল হোমস আর হারপুনার।

BanglaBook.org

লোকটার গায়ে দানবের মত জোর, শুরুতেই ওর হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিয়েছে হোমস, তারপরেও প্রচণ্ড এক ঝটকায় মুক্ত করে নিল নিজেকে, চড়ে বসল আমার বন্ধুটির বুকের উপর। চেপে ধরতে গেল গলা। ছুটে গেলাম আমি আর হপকিন্স, টেনেহিঁচড়ে তাকে সরিয়ে আনলাম হোমসের উপর থেকে। ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে আমাদের উপর হামলা করবার চেষ্টা করতেই খুলিতে চেপে ধরলাম আমার রিভলবারটা। সঙ্গে সঙ্গে থমকে গেল সে। দড়ি দিয়ে তার গোড়ালিদুটো বেঁধে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে দাঁড়ালাম তিনজন।

হোমস বলল, 'দুঃখিত, হপকিন্স। ব্রেকফাস্টটা ঠিকমত শেষ করতে পারলে না। তবে চাইলে আবার বসতে পারো, খেতে এখন আগের চেয়ে ভাল লাগবে। তোমার কেসটা এবার ঠিকমত সমাধান হলো কি না!'

বিস্ময় ফুটে আছে হপকিন্সের চেহারায়। বলল, 'আমি এখনও বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা। কে এই লোক?'

'কে আর, পিটার ক্যারির আসল খুনি,' বলল হোমস। 'আজকের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নাও। প্রতিটা ঘটনার বিকল্প ব্যাখ্যাকে কখনও অবহেলা কোরো না। নেলিগ্যানকে নিয়ে যদি অত মাতামাতি না করতে, তা হলে প্যাট্রিক কেয়ার্নস সম্পর্কে অন্ধকারে থাকতে না তুমি।'

হোমসের কথা শেষ হতেই গমগম করে উঠল হারপুনারের কণ্ঠ। 'দেখুন, সাহেব, নাজেহাল যা করবার করেছেন, কিন্তু সত্য ঘটনা না জেনে কিছু বলতে যাওয়া উচিত না। পিটার ক্যারিকে আমি খুন করেছি বটে, কিন্তু সেটা আত্মরক্ষার তাগিদে। বিশ্বাস করবেন কি করবেন না, সেটা আপনাদের ব্যাপার।'

'তা-ই?' হোমস ঘাড় ফেরাল তার দিকে। 'কী ঘটেছিল সেটা খুলে বলো তো!'

BanglaBook.org

'বলব তো বটেই, এবং ঈশ্বর সাক্ষী... একটা কথাও মিথ্যা বলব না। কালো পিটারকে তো আমি হাড়ে হাড়ে চিনি, তাই ওকে ছুরি বের করতে দেখেই তাক থেকে হ্যাঁচকা টানে হারপুন নামিয়ে বুকে গেঁথে দিয়েছি। নইলে আজ ওর জায়গায় আমি লাশ হয়ে যেতাম। একে যদি খুন বলেন তো কিছু করার নেই। কালো পিটারের ছুরি খেয়ে মরতে বসেছিলাম, এখন নাহয় আপনাদের পাল্লায় পড়ে গলায় ফাঁস নিয়ে মরব!'

'ছুরি খাওয়ার মত পরিস্থিতিতে পড়লে কী করে?' হোমস জানতে চাইল।

'তা হলে গোড়া থেকে সব বলতে হয়। লম্বা কাহিনি... একটু তুলে বসিয়ে দিন আমাকে, এভাবে কথা বলতে অসুবিধে হচ্ছে।'

তা-ই করা হলো। চেয়ারে বসে বলতে শুরু করল কেয়ার্নস। 'ঘটনাটা ঘটেছিল ১৮৮৩ সালে... আগস্ট মাসে। সি-ইউনিকর্ন জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিল পিটার ক্যারি, আর আমি ছিলাম ওটার হারপুনার। মেরু অঞ্চল থেকে ঝড় ঠেলে দেশে ফিরছিলাম আমরা। হঠাৎ একদিন বাতাসের তোড়ে ভেসে এল একটা ছোট ইয়ট। আরোহী বলতে একজন মাত্র লোক, তাও সে নাবিক নয়। শুনলাম ঝড় শুরু হতেই প্রাণভয়ে লাইফবোট নিয়ে পালিয়েছে ইয়টের ক্রু-রা। সমুদ্রের যা অবস্থা তখন, আমার ধারণা ডুবে মরেছে ওরা, ডাঙায় আর পৌঁছাতে পারেনি। যা হোক, লোকটাকে আমরা সি-ইউনিকর্নে তুলে নিলাম। কেবিনে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলল কালো পিটার। ইয়ট থেকে তার মালামালও তোলা হলো জাহাজে, তার মধ্যে ছিল একটা টিনের বাক্স—ওটাও নিয়ে যাওয়া হলো ক্যাপ্টেনের কেবিনে। ভদ্রলোকের নামধাম কিছুই জানা হলো না আমাদের, কারণ পরদিনই জাহাজ থেকে উধাও হয়ে গেল সে। গুজব শোনা গেল—পানিতে লাফিয়ে আত্মহত্যা করেছে লোকটা; কেউ কেউ বলল রেলিং টপকে

BanglaBook.org

রাতের আঁধারে সাগরে পড়ে গেছে সে। আসল ঘটনা জানতাম কেবল আমি। নিজ চোখে দেখেছিলাম, গোড়ালি বেঁধে ভদ্রলোককে গভীর রাতে পানিতে ফেলে দিয়েছিল কালো পিটার। নৃশংস এই ঘটনা ঘটেছিল শেটল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছুবার ঠিক দুদিন আগে।

'খবরটা কাউকেই জানাইনি আমি, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছি কোথাকার জল কোথায় গড়ায়, তা দেখার জন্য। তা ছাড়া ব্যাপারটা নিয়ে জাহাজে যা একটু কানাঘুষো হয়েছিল, স্কটল্যাণ্ডে পৌঁছে তাও ধামাচাপা পড়ে গেল। কোথাকার কোন্ অচেনা লোক দুর্ঘটনায় মারা গেছে... তা নিয়ে কে এত মাথা ঘামায়? এর কিছুদিন পরেই সমুদ্রযাত্রা ছেড়ে দিল পিটার ক্যারি। আমিও সাগর চষে বেড়াতে থাকলাম অন্যান্য জাহাজে চড়ে। তবে ঘটনাটা আমি ভুলিনি। আমার বিশ্বাস জন্মেছিল, ওই টিনের বাক্সের মধ্যে দামি কোনও জিনিস ছিল, আর সেটা দখল করবার জন্যই অচেনা সেই লোকটাকে খুন করেছিল পিটার ক্যারি। কিছুদিন আগে খুব টানাটানির মধ্যে পড়ে গেলাম, ধারদেনায় জর্জরিত অবস্থা। সাতপাঁচ ভেবে কালো পিটারের কাছে যাব বলে ঠিক করলাম, আমার মুখ বন্ধ রাখার জন্য নিশ্চয়ই মোটা টাকা দেবে সে।

'কালো পিটারের ঠিকানা পেয়েছিলাম পরিচিত এক খালাসির কাছে, লণ্ডনে দেখা হয়েছিল ওর সঙ্গে। ঠিকানা অনুযায়ী এলাম তার কাছ থেকে কিছু টাকা আদায়ের ফিকিরে। প্রথম রাতে বেশ যুক্তিসঙ্গত আলাপ হলো ক্যাপ্টেনের সঙ্গে, আমার দাবি মেনে নিয়ে টাকা দিতে রাজি হলো। বলল এমন ব্যবস্থা করবে, যাতে বাকি জীবন পায়ের উপর পা তুলে কাটাতে পারি আমি। দু'রাত পরে এসে টাকা নিয়ে যেতে বলল। তা-ই করলাম। কিন্তু এসে দেখি সে মদে চুর হয়ে আছে। মেজাজও তিরিক্ষি। টেবিলে বসে দুজনে একসঙ্গে মদ খেলাম। পুরনো দিনের অনেক গল্প হলো।

BanglaBook.org

কিন্তু মদ খেতে খেতে চোখের দৃষ্টি বদলাতে শুরু করল তার, ব্যাপারটা পছন্দ হলো না। কালো পিটারের স্বভাব-চরিত্র জানি, তাই দেয়ালের তাকে রাখা হারপুনগুলো দেখে রাখলাম তখনই। লড়তেই যদি হয়, খালি হাতে লড়ব না। যা ভয় করেছিলাম, তাই হলো। আচমকা থুতু ছিটিয়ে, অশ্রাব্য গালিগালাজ করতে করতে মস্ত এক ছুরি নিয়ে আমার দিকে তেড়ে এল লোকটা। বিদ্যুৎ খেলে গেল শরীরে, এক টানে একটা হারপুন নামিয়ে গেঁথে দিলাম তার বুকে, খাপ থেকে ছুরি বের করবার আগেই। উহ্, কী ভয়ানক সেই চিৎকার! এখনও চোখ বুজলে দেখতে পাই তার যন্ত্রণাকাতর চেহারা। ছটফট করতে করতে স্থির হয়ে গেল কালো পিটার, মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর কারও সাড়াশব্দ না পেয়ে সাহস ফিরে এল। চারদিকে তাকালাম। তাকের উপর টিনের বাক্সটা চোখে পড়ল। ওটায় পিটার ক্যারির যতটা অধিকার, আমারও তা-ই। কাজেই ওটা তুলে নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম আউটহাউস থেকে। তবে আহাম্মকিও করলাম একটা—তাড়াহুড়োয় টেবিলের উপর ফেলে এলাম তামাকের পাউচটা।

'এবার বলি গল্পের সবচেয়ে অদ্ভুত ঘটনা। ঘর থেকে বেরোতেই পায়ের আওয়াজ শুনে তাড়াতাড়ি ঝোপের মধ্যে লুকালাম। দেখলাম চোরের মত পা টিপে টিপে ঘরের মধ্যে ঢুকল একটা অল্পবয়েসী ছেলে। পরমুহূর্তেই আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠতে শুনলাম তাকে। দরজা পেরিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এল সে, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগিয়ে পালিয়ে গেল ওখান থেকে। ছেলেটা যে কে, বা কীসের জন্যে ঢুকেছিল ঘরে, তা বলতে পারি না। যা হোক, সে-রাতেই দশ মাইল হেঁটে রেলস্টেশনে পৌঁছুলাম, ট্রেন ধরে ফিরে এলাম লণ্ডনে। পরে কী হয়েছে-না হয়েছে, তা আমি জানি না।

BanglaBook.org

'দুঃখের ব্যাপার কী, জানেন? বাড়ি ফিরে বাক্সটা খুলে বোকা বনে গেলাম। টাকাকড়ির চিহ্ন নেই। শুধু কতগুলো অর্থহীন কাগজ ছাড়া কিছুই পাইনি ওতে। ওসব কাগজ কোথায়-কীভাবে বিক্রি করে, তার কিছুই জানি না। এদিকে কালো পিটার খতম, আমারও পকেট খালি। একটা শিলিং নেই যে লণ্ডন ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি। এমন সময় কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলাম—মোটা বেতনে হারপুনার চাই। যোগাযোগ করলাম শিপিং এজেন্টের সঙ্গে। ওরা আমাকে পাঠিয়ে দিল এখানে। বাকিটা তো আপনারা জানেনই। আবারও বলছি, কালো পিটারকে যদি আমি খুন করেই থাকি, তা হলে আইনের উচিত আমাকে ধন্যবাদ দেয়া। কারণ ওকে ফাঁসিতে ঝোলানোর জন্য যে-দড়িটা লাগত, তার খরচ আমি বাঁচিয়ে দিয়েছি।'

বন্দির বক্তব্য শেষ হলে পাইপ ধরাল হোমস। 'হুম। জানা গেল সব। কিছুই আর অস্পষ্ট নয়। 'হপকিন্স, তোমার আসামিকে এবার নিয়ে যেতে পারো।'

হপকিন্স কাঁচুমাচু গলায় বলল, 'কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব ভেবে পাচ্ছি না, মি. হোমস। কিন্তু ভেলকিটা আপনি দেখালেন কী করে, সেটাই আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'ভেলকি-টেলকি কিছু না। শুরু থেকেই সঠিক সূত্র ধরে এগোতে পারায় এই সাফল্য। ভাগ্যিস, নোটবইটার কথা আগে শুনিনি, তা হলে আমিও তোমার মতই ভুল পথে চালিত হতাম। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে যেটুকু শুনেছি, তাতে শুধু একটা দিকেই এগোবার নির্দেশনা পেয়েছি। অপরিমেয় শক্তি, হারপুন চালানোর দক্ষতা, রাম পান, সীল মাছের চামড়া দিয়ে তৈরি পাউচ আর তার ভিতরের কড়া তামাক... প্রত্যেকটা পয়েন্টই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছিল এমন একজন লোককে, যার পেশা হারপুন চালানো আর সমুদ্রে ঘুরে বেড়ানো। পাউচের ভিতরে লেখা

BanglaBook.org

পি.সি. অক্ষরদুটো যে পিটার ক্যারির নামের সঙ্গে কাকতালীয়ভাবে মিলে গেছে, সে-বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ ছিল না। কারণ পিটার ক্যারি ধূমপান করতেন না, কোনও পাইপও পাওয়া যায়নি তার কেবিনের ভিতর। মনে আছে, কেবিনে পাওয়া উইস্কি আর ব্র্যাণ্ডি নিয়ে কী বলেছিলাম? নিজেই ভেবে দেখো, ডাঙায় বাস করা এমন ক'জন লোক আছে, যারা ওগুলো ফেলে রাম ঢালবে গলায়? জাহাজের নাবিকদের মধ্যেই শুধু এমন স্বভাব দেখা যায়। খুনিও যে সে-গোত্রীয় লোক, সেটা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম তখুনি।'

'কিন্তু তার খোঁজ পেলেন কী করে?'

'ওটা তো আরও সহজ। কালো পিটারের পূর্ব-পরিচিত ছিল খুনি, নইলে তাকে মদ খাইয়ে আপ্যায়ন করত না সে। আর পরিচিত নাবিক হয়ে থাকলে সে সি-ইউনিকর্ন জাহাজেরই কেউ হয়ে থাকবে। এটা ভেবে গত তিনদিন থেকে ডাণ্ডিতে ক্রমাগত টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি, জোগাড় করেছি ১৮৮৩ সালে জাহাজের ক্রু-দের তালিকা। সেখানে চোখ বুলিয়ে *পি.সি.* আদ্যক্ষরধারী হারপুনার প্যাট্রিক কেয়ার্নসের নাম দেখেই বুঝলাম, অনুসন্ধান-পর্ব শেষ হয়েছে। বাকি রইল লোকটাকে ধরা। ভেবে দেখলাম, এখনও সম্ভবত লণ্ডনেই আছে সে। খুনের ঘটনার পর হয়তো বা চেষ্টাও করছে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবার। তাই ছদ্মবেশে কয়েকটা দিন ইস্ট এণ্ড-এ কাটিয়ে উত্তর মেরু অভিযানের একটা গল্প ছড়িয়ে দিলাম। তারপর ক্যাপ্টেন বেসিলের জাহাজে নিয়োগের জন্য লোভনীয় বেতনে হারপুনার চেয়ে বিজ্ঞাপন দিলাম পত্রিকায়। তার ফল তো দেখতেই পাচ্ছ চোখের সামনে।'

'আশ্চর্য!' চেঁচিয়ে উঠল হপকিন্স। 'আশ্চর্য আপনার কাজ, মি. হোমস।'

BanglaBook.org

হাসল হোমস। বলল, 'যত তাড়াতাড়ি পারো, নেলিগ্যানকে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করো। ছেলেটার কাছে তোমার ক্ষমাও চাওয়া উচিত। টিনের বাক্সটাও ফিরিয়ে দিয়ো ওকে। সন্দেহ নেই, ওর মধ্যে বেশ কিছু সিকিউরিটি অনেক আগেই বিক্রি করে দিয়েছে কালো পিটার, সেগুলোর আশা ছেড়ে দেয়াই ভাল। তারপরেও যা পাবে, মন্দ কী! গাড়ি এসে গেছে, হপকিন্স। আসামিকে নিয়ে যাও এবার। মামলার সময় আমাকে প্রয়োজন হলে নরওয়েতে খোঁজ কোরো। ওখানেই যাচ্ছি আমি আর ওয়াটসন। ঠিকানাটা জানিয়ে দেব পরে।'

BanglaBook.org

রত্নরহস্য

এ-সমাসের দুদিন পরে সকালের দিকে আমার বন্ধু শার্লক হোমসকে উৎসবের শুভেচ্ছা জানাতে গিয়েছিলাম। বাড়িতে ঢুকে দেখলাম, বেগুনি রঙের একটা ড্রেসিং গাউন পরে সোফায় বসে আছে ও—ডানদিকে পাইপ রাখার তাক, আর হাতের কাছে ছড়িয়ে পড়ে আছে সদ্য-পড়া সকালের কাগজের স্তূপ। সোফার পাশে একটা কাঠের চেয়ারে ঝুলছে পুরনো এক ফেল্ট হ্যাট। টুপিটা জরাজীর্ণ—বয়সের ভারে ছিঁড়ে-ফেটে গেছে, ব্যবহারের অযোগ্য। চেয়ারের উপর রাখা লেন্স আর ফরসেপস্ দেখে বুঝলাম, ওটাকে ভাল করে পরীক্ষা করবার জন্যেই ওভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

বললাম, 'তোমাকে ব্যস্ত মনে হচ্ছে। পরে আসব?'

'কী যে বলো না!' হাসিমুখে বলল হোমস। 'তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারলে মাথাটা বরং ভাল খেলে। তা ছাড়া... হাতের কাজটাও খুব সামান্য।' টুপিটার দিকে ইশারা করল ও। 'তবে সামান্য হলেও কয়েকটা ব্যাপার বেশ আগ্রহী করে তুলেছে আমাকে।'

বাইরে তখন খুব তুষার পড়ছে, জানালার কাঁচ ঢেকে গেছে পুরু বরফের আস্তরণে। আরামকেদারায় বসে ফায়ারপ্লেসের গনগনে আগুনে হাত সেঁকতে সেঁকতে বললাম, 'মনে হচ্ছে এই সাদাসিধে টুপিটার পিছনে ভয়ঙ্কর কোনও কাহিনি লুকিয়ে আছে। তুমি নিশ্চয়ই এর সূত্র ধরে অপরাধীকে শাস্তি দেবার কথা ভাবছ?'

BanglaBook.org

হোমস হেসে বলল, 'না, না, ব্যাপারটা তেমন কিছু না। আসলে... কয়েক বর্গমাইল এলাকার মধ্যে চল্লিশ লক্ষ লোক গুঁতোগুঁতি করলে দু-চারটে অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেই যায়। এটাও সে-রকমই একটা ঘটনা। উল্লেখযোগ্য এবং অদ্ভুত ধরনের বলা চলে, কিন্তু এর সঙ্গে অপরাধের সম্পর্ক থাকবেই... এমন কোনও কথা নেই। আমরা তো আগেও এমন ঘটনা ঘটতে দেখেছি।'

'তা অবশ্য ঠিক,' স্বীকার করলাম। 'শেষ যে-ছ'টা কেসের বিবরণ লিখেছি, তার মধ্যে তিনটেই তো আইনের চোখে কোনও অপরাধ নয়।'

'আইরিন অ্যাডলারের কাছ থেকে চিঠি উদ্ধার, মিস মেরি সাদারল্যাণ্ডের অদ্ভুত কেস আর সেই বাঁকা-ঠোঁটওয়ালা লোকটির রহস্যের কথা বলছ তো? হুম, এটাও অমন কোনও ঘটনা হতে পারে বটে। দ্বাররক্ষী পিটারসনকে চেনো তো?'

'হ্যাঁ, চিনি বৈকি।'

'জিনিসটা সে-ই জুটিয়েছে।'

'এটা পিটারসনের টুপি?'

'না, পিটারসন এটা কুড়িয়ে পেয়েছে। মালিকের পরিচয় জানে না। হাতে নিয়ে দেখো। ছেঁড়া টুপি বলে অবহেলা কোরো না। স্রেফ একটা সমস্যা হিসেবে দেখো এটাকে। ও, হ্যাঁ, এখানে এর আগমনের ইতিবৃত্তটাও শুনে নাও। বড়দিনের সকালে একটা নধর রাজহাঁস আর এই টুপিটা নিয়ে পিটারসন হাজির। হাঁসটা খুব সম্ভবত এখন পিটারসনের রান্নাঘরের উনুনে। ঘটনাটা এই রকম: বড়দিনের ভোরে চারটে নাগাদ পিটারসন টটেনহ্যাম কোর্ট রোড ধরে নিজের বাড়িতে ফিরছিল। গ্যাসের আলোয় সে দেখল, লম্বামত আরেকটি লোক টলতে টলতে তার সামনে হাঁটছে। লোকটার কাঁধে ঝুলছিল একটা সাদা রাজহাঁস। গুজ স্ট্রিটের কোনার দিকে যেতেই একদল গুণ্ডার সঙ্গে লোকটার মারামারি

BanglaBook.org

পাগল। ঘুসি খেয়ে টুপিটা পড়ে গেল তার মাথা থেকে। লোকটা আত্মরক্ষার জন্য নিজের লাঠিটা মাথার উপর তুলে ঘোরাতে শুরু করল। তাতে গুণ্ডাদের কিছু হলো না, বরং লাঠির বাড়িতে রাস্তার পাশের একটা দোকানের জানালার কাঁচ ভেঙে চুরমার! তুমি জানো, পিটারসন সৎ লোক। লোকটাকে গুণ্ডাদলের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ছুটে যায় ও। ততক্ষণে জানালার কাঁচ ভেঙে লোকটা নিজেই ভয় পেয়ে গেছে। ওই অবস্থায় একটা উর্দিপরা পুলিশ-গোছের লোককে ছুটে আসতে দেখে ভড়কে যায় সে। হাঁস ফেলেই ভোঁ দৌড় লাগিয়েছে। একইভাবে পালিয়েছে গুণ্ডারাও। শেষমেশ ঘটনাস্থল থেকে এই ছেঁড়া টুপি আর রাজহাঁসটা উদ্ধার করে এনেছে পিটারসন।'

'মালিকের কাছে ফেরত দিয়ে এল না কেন?'

'ওখানেই তো সমস্যা, বন্ধু। হাঁসটার বাঁ পায়ের সঙ্গে ছোট্ট একটা কার্ড আটকানো ছিল। তাতে লেখা ছিল, *মিসেস হেনরি বেকারের জন্য।* টুপিটার লাইনিঙের উপরেও রয়েছে *এইচ. বি.* আদ্যক্ষর। কিন্তু লণ্ডন শহরে কয়েক হাজার বেকার পদবীধারী লোক পাওয়া যাবে, যাদের মধ্যে অন্তত কয়েকশো লোকের নাম হেনরি বেকার! কাজেই হারানো জিনিসগুলো ফিরিয়ে দেয়া চাট্টিখানি কথা নয়।'

'অ! তাই পিটারসন হাঁসটা তোমার কাছে নিয়ে এল?'

'পিটারসন জানে যে, ছোটখাট সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে আপত্তি নেই আমার। তাই সেদিন সকালেই হাঁস আর টুপিটা আমার কাছে দিয়ে গেছে। হাঁসটা আজ ভোর পর্যন্ত এখানেই ছিল... কিন্তু দেখলাম, ঠাণ্ডা সত্ত্বেও জিনিসটায় পচন ধরতে শুরু করেছে। তাই আর দেরি না করে পিটারসনকেই দান করে দিয়েছি ওটা। টুপিটা রেখে দিয়েছি। এখন দেখি এটা অন্তত মালিককে ফেরত দেয়া যায় কি না।'

BanglaBook.org

'ভদ্রলোক কাগজে কোনও বিজ্ঞাপন দেননি?'

'না।'

'তা হলে তুমি তাকে খুঁজে বের করবে কেমন করে?'

'পর্যবেক্ষণ আর বিশ্লেষণের মাধ্যমে।'

'ডিডাকশন? এই টুপি থেকে?'

'হ্যাঁ।'

'ঠাট্টা করছ? পুরনো একটা টুপি থেকে কী-ই বা এমন সূত্র পাওয়া যাবে?'

'শুরুতেই হতাশ হও কেন? আমার পদ্ধতি তো তুমি জানো। লেন্সটা নাও। জিনিসটা ভাল করে দেখো। চেষ্টা করো, মালিক সম্পর্কে কোনও ধারণা করতে পারো কি না।'

জিনিসটা হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখলাম। কালো রঙের খুব সাধারণ একটা গোল টুপি। শক্ত কাঠামো, তবে অবস্থা খুব খারাপ। ভিতরে রঙচটা লাল রেশমের লাইনিং। প্রস্তুতকারকের নাম নেই। লাইনিঙের উপরে *এইচ. বি.* আদ্যক্ষরদুটো আঁকাবাঁকা হরফে লেখা। দু-পাশে টুপি আটকানোর ছিদ্র, তবে ইলাস্টিকটা ছেঁড়া। ছেঁড়া-ফাটা, ধুলোমাখা টুপি। জায়গায় জায়গায় দাগ—কালি লাগিয়ে দাগগুলো ঢাকার চেষ্টা করা হয়েছে।

টুপিটা আমার বন্ধুর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, 'কই... তেমন কোনও কিছুই তো দেখছি না।'

'ভুল করছ, ওয়াটসন। তুমি আসলে দেখেছ সবই। কিন্তু যা দেখেছ, তার গুরুত্ব ধরতে পারোনি।'

'দয়া করে তা হলে তুমিই ধরিয়ে দাও না!' একটু বাঁকা সুরে বললাম।

টুপিটা হাতে নিয়ে নিজের স্বভাবসিদ্ধ নিয়মে কিছুক্ষণ পরখ করল হোমস। তারপর বলল, 'সবটা হয়তো জানা যাবে না, তবে কয়েকটা জিনিস খুব স্পষ্ট... বাকিটা অনুমানের ভিত্তিতে বলতে

BanglaBook.org

হবে, তবে সেগুলোও ঠিক হবার ভাল সম্ভাবনা আছে...'

'এত না ঘুরিয়ে সোজাসুজি বলো তো!' বিরক্ত হয়ে বললাম ওকে।

'বেশ,' মাথা ঝাঁকাল হোমস। 'আমি নিশ্চিত, টুপির মালিক যথেষ্ট বুদ্ধিমান। বছর তিনেক আগে সচ্ছলও ছিল... কিন্তু তারপর কোনও কারণে অর্থসঙ্কটে পড়েছে সে। এককালে বেশ দূরদৃষ্টি ছিল তার, এখন আর নেই। পকেটের জোর কমে যাওয়ায় স্বভাবটাও একটু খারাপ হয়েছে। নির্ঘাত মদ্যপানের বদভ্যাস হয়েছে। তা ছাড়া... জোর দিয়ে বলতে পারি... লোকটার স্ত্রী এখন আর তাকে আগের মত ভালবাসে না।'

'তাই নাকি?'

আমার খোঁচাটা ধর্তব্যের মধ্যে না এনে হোমস বলে চলল, 'কিছুটা আত্মসম্মান এখনও বজায় রেখেছে সে। অলস প্রকৃতির মানুষ, বাইরে বেশি বেরোয়-টেরোয় না। স্বাস্থ্য খারাপ, মাঝবয়সী। মাথায় কাঁচাপাকা চুল। কিছুদিন আগেই কেটেছে। মাথায় লাইম-ক্রিম মাখে। হ্যাঁ... টুপি থেকে এই ব্যাপারগুলো নিশ্চিতভাবে বোঝা যাচ্ছে। আর একটা ব্যাপার... খুব সম্ভবত লোকটার বাড়িতে গ্যাসের আলো নেই।'

'ঠাট্টা করছ, হোমস?'

'এক বর্ণও না। তুমি এখনও বুঝতে পারছ না, এসব আমি কীভাবে বলতে পারলাম?'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়তে বাধ্য হলাম। 'তোমার মত মগজ আমার নেই। অন্য সব জিনিস বাদই দিলাম, লোকটা যে বুদ্ধিমান, সেটা তুমি কী করে বুঝলে?'

উত্তরে হোমস টুপিটা নিজের মাথায় পরল। কপাল ঢেকে গিয়ে নাকের ডগা অবধি নেমে এল ওটা। ব্যাপারটা ইঙ্গিত করে হোমস বলল, 'যার মাথা এত বড়, মগজটাও তার ততই বড়। সে

BanglaBook.org

বুদ্ধিমান হতে বাধ্য!'

'আর্থিক অবস্থার ব্যাপারটা?'

'টুপিটা বছর তিনেকের পুরনো—এই রকম বাঁকা কিনারঅলা টুপি তখনই বাজারে উঠেছিল। তার ওপর জিনিসটা খুব ভাল মানের—ভিতরে সিল্কের পট্টি আর লাইনিং দেখতে পাচ্ছি। বেশ দামি। যদি লোকটা তিন বছর আগে এই টুপিটা কিনতে পারে, এবং তারপর আর টুপিটা না পাল্টায়, তা হলে বুঝতে হবে তার অবস্থা এখন আর ভাল যাচ্ছে না।'

'আচ্ছা বেশ, বোঝা গেল। কিন্তু দূরদর্শিতা আর আত্মসম্মান...'

হেসে উঠল হোমস। টুপির সঙ্গে একটা ইলাস্টিক লাগানো আছে, সেটা টান দিয়ে দেখিয়ে বলল, 'এটাই দূরদৃষ্টির পরিচয়। বাতাসে যাতে টুপি উড়ে না যায়, সেজন্যে লাগানো হয়েছে ইলাস্টিকটা। এই জিনিস কিন্তু এমনিতে লাগানো থাকে না, টুপির মালিক নিশ্চয়ই আলাদাভাবে লাগিয়েছে। দূরদৃষ্টি নয়? আরেকটা ব্যাপার... ইলাস্টিকটার অবস্থা এখন বেশ খারাপ, ছিঁড়ে যাবে যে-কোনও দিন... অথচ বদলানো হয়নি এটা। তার মানে ইদানীং উদাসীন হয়ে উঠেছে সে। স্বভাবের পরিবর্তন... মদ-টদ না ধরলে এমনটা হয় না। তবে কালো কালি দিয়ে টুপিতে লেগে থাকা দাগ ঢাকার চেষ্টাটাই বলে দিচ্ছে, লোকটা এখনও তার আত্মসম্মান পুরোপুরি হারায়নি।'

'হুম! যুক্তি আছে তোমার কথায়।'

'আরও শুনবে? লোকটা মাঝবয়সী, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, সম্প্রতি চুল কেটেছে, লাইম-ক্রিম ব্যবহার করে... এসবের প্রমাণ কী? লাইনিঙের নীচের অংশটুকু খুব কাছ থেকে পরীক্ষা করে দেখো। লেন্স দিয়ে দেখলে দেখবে, নাপিতের কাঁচিতে কাটা চুলের কয়েকটা ডগা লেগে আছে। লাইম-ক্রিমের গন্ধও

BanglaBook.org

আবছাভাবে পাবে। এই যে ধুলো দেখছ... এটা রাস্তার খড়খড়ে ধূসর ধুলো নয়, এই রকম হালকা বাদামি ধুলো বাড়ির ভিতরেই শুধু দেখা যায়। তার মানে টুপিটা বেশিরভাগ সময় ঘরের মধ্যেই ঝোলানো থাকে। টুপির ভিতরে ঘামের দাগ দেখে বুঝবে লোকটা খুব ঘামে। কারও মাথা এত ঘামা সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়।'

'কিন্তু কীভাবে বুঝলে যে, বউ ওকে আর আগের মতন ভালবাসে না?'

'টুপিতে বেশ কয়েক সপ্তাহ ব্রাশ পড়েনি। ওয়াটসন, তোমার বউ যদি তোমাকে এই রকম ধুলোমাখা টুপি পরে বাইরে যেতে দেয়, তা হলে জানবে তুমি একটা হতভাগা। তোমার বউ আর তোমাকে ভালবাসে না।'

'সে তো ব্যাচেলরও হতে পারে।'

'উঁহুঁ। লোকটা বাড়িতে একটা হাঁস নিয়ে যাচ্ছিল স্ত্রীকে খুশি করে তোলার জন্য। হাঁসের পায়ের কার্ডটায় কী লেখা ছিল মনে করে দেখো।'

'হুম! তোমার কাছে দেখছি সবকিছুরই উত্তর আছে। কিন্তু কী করে বুঝলে লোকটার ঘরে গ্যাসের আলো নেই?'

'টুপিতে মোমের একটা বা দুটো দাগ হঠাৎ লেগে যেতে পারে। কিন্তু পাঁচ-পাঁচটা দাগ দেখলে আর সন্দেহ থাকে না যে, লোকটা প্রায় মোমবাতি ব্যবহার করে—হয়তো এক হাতে টুপি আর অন্য হাতে জ্বলন্ত মোমবাতি নিয়ে সিঁড়ি ধরে ওঠানামা করতে হয় তাকে। মোদ্দা কথা হলো, গ্যাসের বাতি থেকে মোমের দাগ পড়তে পারে না। বুঝতে পেরেছ?'

'অসামান্য তোমার পর্যবেক্ষণ শক্তি!' হেসে বললাম আমি। 'কিন্তু তুমিই তো বলছ, এখানে কোনও অপরাধ ঘটেনি। তারমানে একটা হাঁস খোয়া যাওয়া ছাড়া কারও কোনও ক্ষতিও হয়নি। তা হলে খামোকা এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন?'

BanglaBook.org

জবাব দেবার সুযোগ পেল না হোমস, তার আগেই দড়াম করে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল দ্বাররক্ষী পিটারসন। চোখমুখ লাল। চেহারায় একটা হতভম্ব ভাব।

'মিস্টার হোমস!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে। 'ওই হাঁসটা... ওই হাঁসটা...'

'কী হয়েছে ওই হাঁসের?' ভুরু কুঁচকে বলল হোমস। 'জ্যান্ত হয়ে ডানা মেলে রান্নাঘরের জানালা দিয়ে পালিয়ে যায়নি তো?' ঠাট্টার সুর ফুটল ওর গলায়।

'না, সার, না! দেখুন, আমার বউ ওই হাঁসের পেট থেকে কী পেয়েছে!' এই বলে পিটারসন ডান হাত বাড়িয়ে মুঠো খুলল। হাতের তালুতে জ্বলজ্বল করছে একটা নীল পাথর। মটরশুঁটির দানার চেয়েও ছোট। কিন্তু এত চকচকে যে মনে হচ্ছে পিটারসনের হাত থেকে বিজলির আলো ঠিকরাচ্ছে।

একটা শিস দিয়ে উঠে বসল হোমস। 'ঈশ্বরের কিরে, পিটারসন! তুমি তো গুপ্তধন পেয়েছ, হে। জিনিসটা কী জানো তো?'

'হীরা, সার! খুব দামি পাথর। কাঁচ কাটা যায়।'

'শুধু দামি না, তোমার হাতেরটা হলো সবচেয়ে দামি পাথর।'

ওর কথার অর্থ বুঝতে কষ্ট হলো না। জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি বলছ, এটা কাউন্টেস অভ মরকারের সেই ব্লু কারবাঙ্কল?'

'হ্যাঁ। ওটাই। দ্য টাইমসের বিজ্ঞাপনে ছবি দেখেছি আমি। কোনও ভুল নেই।'

'কীসের কথা বলছেন আপনারা?' বুঝতে না পেরে জানতে চাইল পিটারসন।

'তোমার হাতের ওই পাথরটার কথা। কাউন্টেস অভ মরকার নামের এক বিশিষ্ট ভদ্রমহিলা ওটার মালিক। জিনিসটা হারিয়ে গত কিছুদিন থেকে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে বেড়াচ্ছেন

BanglaBook.org

।তনি—সন্ধানদাতাকে এক হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দেবেন। আসল দাম সম্ভবত বিশ গুণেরও বেশি।'

'কী! এক হাজার পাউণ্ড!' চমকে উঠল পিটারসন। ধপ করে বসে পড়ল একটা চেয়ারে। চেহারায় চরম অবিশ্বাস।

'হ্যাঁ, এক হাজার পাউণ্ড,' বলল হোমস। 'আমার মনে হয় এটার সঙ্গে কাউন্টেসের কোনও অমূল্য স্মৃতি জড়িয়ে আছে। সেজন্যেই এত উতলা হয়ে উঠেছেন।'

আমি বললাম, 'যতদূর মনে পড়ছে, পাথরটা হোটেল কসমোপলিটন থেকে খোয়া গিয়েছিল।'

'ঠিক বলেছ। বাইশে ডিসেম্বরের ঘটনা। আজ থেকে পাঁচ দিন আগে। জন হরনার নামে এক মিস্ত্রিকে গ্রেফতার করা হয়েছে লেডির গয়নার বাক্স থেকে পাথরটা সরানোর অভিযোগে। তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ এতই জোরালো যে, তাকে সরাসরি আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। মনে হয় এখানেই তার বিবরণ পাওয়া যাবে।'

স্তূপ করে রাখা পুরনো খবরের কাগজ হাতড়াতে শুরু করল হোমস, তারিখ মিলিয়ে বের করে আনল যেটা খুঁজছিল। তারপর সেটা দু-ভাঁজ করে পড়তে শুরু করল:

'হোটেল কসমোপলিটন থেকে রত্ন চুরি। গত ২২শে ডিসেম্বর তারিখে কাউন্টেস অভ মরকারের গয়নার বাক্স থেকে ব্লু কারবাঙ্কল নামক একটি মহামূল্য রত্ন চুরির অভিযোগে জন হরনার নামে একজন ছাব্বিশ বছর বয়সী মিস্ত্রিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। হোটেলের ম্যানেজার জেমস রাইডারের সাক্ষ্য থেকে জানা গেছে যে, তিনি হরনারকে কাউন্টেসের ড্রেসিং রুমে নিয়ে গিয়েছিলেন ওখানকার ফায়ারপ্লেসের একটা ভাঙা শিক ঝালাই করাবার জন্য। ম্যানেজার কিছুক্ষণ হরনারের কাজ তদারক করেছিলেন, তারপর অন্যত্র তাঁর ডাক পড়ায় হরনারকে একলা রেখে বাইরে চলে

BanglaBook.org

গিয়েছিলেন। ফিরে এসে তিনি দেখেন, হরনার চলে গেছে। ঘরের দেরাজ ভাঙা। মরক্কো থেকে আনা ছোট্ট যে-বাক্সে কাউন্টেস রত্নটি রাখতেন, সেটি খালি অবস্থায় ড্রেসিং টেবিলের উপর খোলা পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দেন ম্যানেজার, এবং সেদিনই সন্ধ্যায় হরনারকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু রত্নটা তার কাছে বা তার ঘরের কোথাও পাওয়া যায়নি। হোটেল-ম্যানেজারের জবানবন্দিকে সমর্থন করেছে কাউন্টেসের খাস-পরিচারিকা ক্যাথারিন কুসাক। রাইডারের চিৎকার শুনে ড্রেসিং রুমে গিয়ে সে নাকি একই দৃশ্য দেখেছে। "বি" ডিভিশনের ইন্সপেক্টর ব্র্যাডস্ট্রিট সাংবাদিকদের জানান, গ্রেফতারের সময় হরনার পুলিশকে উন্মাদের মত বাধা দিয়েছে এবং জোর গলায় নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেছে। তবে তার বিরুদ্ধে আগেও ডাকাতির অভিযোগ থাকায় ম্যাজিস্ট্রেট চটজলদি কোনও সিদ্ধান্ত না নিয়ে তাকে আদালতে পাঠিয়ে দেন। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনেও হরনার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ আচরণ করেছে। পরবর্তীতে রায় শুনে সে অজ্ঞান হয়ে যায়। তখন তাকে ধরাধরি করে কোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়।'

কাগজটা নামিয়ে দিয়ে হোমস বলল, 'হুম! এ-ই হলো মোটামুটি ব্যাপার। এখন আমাদেরকে বের করতে হবে, গয়নার বাক্স থেকে খোয়া যাওয়ার পর টটেনহ্যাম কোর্ট রোডের হাঁসের পেটে রত্নটা গেল কী করে? দেখলে তো, ওয়াটসন, আমাদের ওই সামান্য ডিডাকশন কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে? অদ্ভুত ঘটনা থেকে পুরোদস্তুর একটা রহস্যে পরিণত হয়েছে ব্যাপারটা।'

আমিও কৌতূহলী হয়ে উঠেছি। জিজ্ঞেস করলাম, 'কীভাবে এগোতে চাও?'

'পাথরটা হাঁসের পেটে পাওয়া গেছে, আর হাঁসটার মালিক মিস্টার হেনরি বেকার। কাজেই সবার আগে তাকেই খুঁজে বের

BanglaBook.org

করা দরকার, যাতে এই রহস্যে তার ভূমিকাটা জেনে নিতে পারি।'

'কিন্তু তাকে খুঁজে পাবে কীভাবে? একটু আগেই না বললে, লণ্ডনে কয়েকশো হেনরি বেকার আছে?'

'আপাতত সহজ পদ্ধতিটাই অবলম্বন করা যাক। সন্ধ্যার কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেব। ওতে কাজ না হলে নাহয় অন্য কিছু ভাবা যাবে।'

'কী লিখবে বিজ্ঞাপনে?'

কাগজ-কলম তুলে নিয়ে খসখস করে কিছু লিখল হোমস। তারপর পড়ে শোনাল, 'টটেনহ্যাম কোর্ট রোড ও গুজ স্ট্রিটের সংযোগস্থলে একটি হাঁস ও একটি কালো ফেল্ট টুপি পাওয়া গেছে। মি. হেনরি বেকার নামে কেউ যদি ওগুলোর মালিক হন, তা হলে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় ২২১বি বেকার স্ট্রিটে এসে দেখা করুন।' আমার দিকে চোখ তুলল ও। 'অল্প কথায় সব পরিষ্কার হয়েছে না?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালাম। 'কিন্তু বিজ্ঞাপনটা যে হেনরি বেকারের চোখে পড়বে, তার নিশ্চয়তা কী?'

'গরিব একজন মানুষের জন্য টুপি আর হাঁস খোয়া যাওয়াটা যথেষ্ট বড় ব্যাপার। ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন, পরে হাঁসটা ওভাবে ফেলে আসার জন্য ভদ্রলোক নিশ্চয়ই খুব আফসোস করেছেন। খবরের কাগজে চোখ রাখাটাই স্বাভাবিক। তা ছাড়া তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এতে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা সহজ হবে। লোকটাকে যারা চেনে, তারাই তাঁকে বিজ্ঞাপনটা দেখিয়ে দেবে। পিটারসন, বিজ্ঞাপন এজেন্সিতে গিয়ে এটাকে সন্ধ্যার কাগজে ছাপানোর ব্যবস্থা করো দেখি।'

'কোন্ কাগজে দেব, মি. হোমস?'

'যতগুলোতে সম্ভব।'

BanglaBook.org

ঠিক আছে, সার। আর পাথরটা?'

'ওটা আমার কাছেই থাক। আর হ্যাঁ, ফেরার পথে আরেকটা হাঁস কিনে আমাকে দিয়ে যেয়ো তো। তুমি তো ওই হাঁসটা কেটেকুটে ফেলেছ। ভদ্রলোককে ওটার বদলে আরেকটা দিতে হবে।'

পিটারসন চলে গেলে হোমস পাথরটা আলোর সামনে তুলে ধরে বলল, 'চমৎকার জিনিস, তাই না? কেমন চকচক করছে দেখো। আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে যেন। জানো, রত্ন কিন্তু শয়তানের সবচেয়ে প্রিয় টোপ! যেসব রত্ন বেশ বড় আকারের, বা বয়সে প্রাচীন, সেসব রত্নের সঙ্গে একটা না একটা খুনখারাপির ঘটনা জড়িত থাকবেই। এই পাথরটার বয়স তো এখনও কুড়িও হয়নি। এটা পাওয়া গিয়েছিল দক্ষিণ চীনের অ্যাময় নদীর তীরে। আকার-আকৃতি আর গুণাবলি সব পদ্মরাগের মতো, শুধু রঙটা লালের বদলে নীল। বয়স কম হলে কী হবে, এর ইতিহাস খুব হেলাফেলার নয়। এরই মধ্যে এটার জন্য দুটো খুন, একটা অ্যাসিড-হামলা, একটা আত্মহত্যা আর কয়েকটা ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। সবকিছুর জন্য দায়ী এই চল্লিশ গ্রেইন ওজনের কাঠকয়লার স্ফটিকটা! কে বলবে, এমন সুন্দর পাথরটা আসলে ফাঁসিকাঠ আর জেলখানায় যাওয়ার চাবি? এটাকে আমার স্ট্রংবক্সে তুলে রাখি আর কাউন্টেসকে লিখে দিই যে আমরা এটা পেয়েছি।'

'তোমার কি মনে হয়, ওই হরনার লোকটা নির্দোষ?'

'বলতে পারব না।'

'অ! আর অন্য লোকটা? হেনরি বেকার? চুরির সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে?'

'আমার কী মনে হয়, জানো? এই হেনরি বেকার লোকটি সম্পূর্ণ নির্দোষ। হাঁসটা সে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ঠিকই, ওটার পেটে কী লুকানো ছিল, তার কিছুই জানত না সে। আমাদের

BanglaBook.org

বিজ্ঞাপনের উত্তর পেলে আমি একটা ছোট্ট পরীক্ষার মাধ্যমে সেটা প্রমাণ করে দিতে পারব।'

'আর ততক্ষণ কিছুই করবে না?'

'কিচ্ছু না।'

'তা হলে আমি এক চক্কর রোগী দেখে আসি। তবে সাড়ে ছ'টার আগেই ফিরে আসব। এই আজব রহস্যের সমাধান কীভাবে করো, সেটা আমাকে দেখতেই হবে।'

'সে-ই ভাল। আমি সাতটায় ডিনার করি। আজ একটা উডকক এসেছে মনে হচ্ছে। ও, হ্যাঁ, আজকাল যা সব ঘটছে, তাতে করে আমি মিসেস হাডসনকে আমাদের পাখিটার পেট একবার পরীক্ষা করে দেখে নিতে বলছি।'

রোগী দেখতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল। বেকার স্ট্রিটে পৌঁছালাম সাড়ে ছ'টায়। পৌঁছেই দেখলাম, বাড়ির সামনে স্কচ বনেট টুপি আর কোট পরা এক ভদ্রলোক অপেক্ষা করছেন। ফ্যানলাইটের উজ্জ্বল আলো এসে পড়েছে তাঁর উপরে। দরজা খুলে গেল। আমরা দুজনে একসঙ্গে হোমসের ঘরে ঢুকলাম।

হোমস চট করে আরামকেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। হাসিমুখে অতিথিকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, 'আপনিই নিশ্চয়ই মিস্টার হেনরি বেকার। আসুন, অনুগ্রহ করে আগুনের ধারে এসে বসুন। ভীষণ ঠাণ্ডা পড়েছে। একেবারে ঠিক সময়ে এসেছ, ওয়াটসন। ওই টুপিটা কি আপনার, মিস্টার বেকার?'

'হ্যাঁ, ওটা আমারই টুপি।'

লম্বাটে চেহারা বেকারের। কাঁধটা চওড়া। বুদ্ধিদীপ্ত মুখ। গালে কাঁচাপাকা দাড়ি। নাক আর গালটা ঈষৎ গোলাপি। হাতটা সামনের দিকে বাড়াতে একটু কেঁপে উঠলেন। লোকটার অভ্যাস সম্পর্কে হোমসের অনুমানের কথা মনে পড়ল। গায়ে ধুলোপরা কালো ফ্রক-কোট, সামনের দিকে উপর পর্যন্ত বোতাম আঁটা।

BanglaBook.org

কলার তোলা। সরু কবজি বেরিয়ে আছে কোটের হাতার ভিতর থেকে, ভিতরে শার্ট পরেননি। যখন কথা বললেন, দেখলাম থেমে থেমে ধীরেসুস্থে কথা বলছেন। শব্দ চয়ন করছেন ভেবেচিন্তে। বুঝলাম, শিক্ষিত-সুশীল মানুষ; কিন্তু ভাগ্যের ফেরে অবস্থান্তরে পড়েছেন।

হোমস বলল, 'আপনার টুপি আর হাঁস দিনকয়েক ধরে আমাদের কাছে আছে। ভেবেছিলাম আপনি আপনার ঠিকানা জানিয়ে বিজ্ঞাপন দেবেন।'

কাষ্ঠ হাসি হেসে ভদ্রলোক বললেন, 'টাকা কোথায় যে বিজ্ঞাপন দেব? ওগুলো ফিরে পাবার আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম, তাই আর অনর্থক বিজ্ঞাপন দিতে যাইনি।'

'আপনার হাঁসটা কিন্তু আমরা খেয়ে ফেলেছি।'

ভদ্রলোক আঁতকে উঠলেন, 'বলেন কী! আমার হাঁস... আপনারা খেয়ে ফেলেছেন?'

'নষ্ট হয়ে যেত নইলে। তবে চিন্তার কিছু নেই, আপনার জন্য আরেকটা হাঁস এনে রেখেছি—তাজা, ওজনেও আগেরটার মত। ওটা নিয়ে যেতে পারেন।'

মিস্টার বেকার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'ও! তা-ই বলুন।'

'আপনার হাঁসটার পালক, পা আর নাড়িভুঁড়িও রেখে দিয়েছি। যদি চান তো...'

ভদ্রলোক এবার হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, 'মরা হাঁসের উচ্ছিষ্ট দিয়ে আমি কী করব? তারচেয়ে তাজাটা দিন, নিয়ে যাই।'

আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে একটু মাথা ঝোঁকাল হোমস। হাঁস আর টুপি এনে দিলাম মি. বেকারকে।

হোমস বলল, 'আচ্ছা, ভাল কথা... আগের ওই হাঁসটা

BanglaBook.org

কোথায় পেয়েছিলেন, একটু বলবেন? অমন নধর হাঁস আমি খুব কমই দেখেছি।'

মি. বেকার উঠে দাঁড়ালেন। সদ্য-পাওয়া হাঁসটা বগলদাবা করে বললেন, 'নিশ্চয়ই বলব। মিউজিয়ামের কাছে *আলফা ইন* নামে একটা শুঁড়িখানা আছে। মালিকের নাম উইণ্ডিগেট। ভাল লোক। তিনি একটা হাঁসের সমিতি চালু করেছেন—প্রতি সপ্তাহে কয়েক পেনি করে চাঁদা দিলে বড়দিনের সময় একটা হাঁস পাওয়া যাবে। সেই চাঁদা দিয়েই পেয়েছিলাম হাঁসটা। আসি তা হলে। সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ।'

অভিবাদন জানিয়ে চলে গেলেন ভদ্রলোক। দরজা বন্ধ করে হোমস বলল, 'দেখলে তো? হেনরি বেকার নির্দোষ, রত্নের খবর কিছুই জানেন না। ওয়াটসন, তোমার কি খিদে পেয়েছে?'

'না, কেন?'

'তা হলে চলো, সন্ধের খাবারটা একেবারে রাতেই খাওয়া যাবে; এইবেলা এই টাটকা সূত্রটার পিছু নেয়া যাক।'

'বেশ, চলো।'

বেশ শীত পড়েছে। মাফলার আর ওভারকোট জড়িয়ে বের হলাম। মেঘহীন আকাশে ঝিলমিল করছে তারা, পথচারীদের মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে সাদা বাষ্প। আধঘণ্টার মধ্যে ব্লুমসবেরির আলফা ইনে এসে পড়লাম। হলবোর্নের দিকে যে-রাস্তাটা গেছে, তারই এক কোণে একটা ছোট পাবলিক হাউস। ঢুকে পড়লাম ভিতরে। মালিক লোকটা লালমুখো, অ্যাপ্রন পরে আছে। বিয়ারের অর্ডার দিল হোমস।

বলল, 'আশা করছি তোমার বিয়ার তোমার হাঁসের মতই ভাল হবে।'

লোকটা অবাক হয়ে বলল, 'আমার হাঁস মানে?'

'হুঁ। আধঘণ্টা আগেই তোমার হাঁস সমিতির সদস্য হেনরি

BanglaBook.org

বেকারের সঙ্গে কথা হচ্ছিল।'

'ও, এবার বুঝেছি। তবে কি না, মিস্টার, ওই হাঁস ঠিক আমার নয়।'

'তা-ই নাকি! তা হলে কার?'

'কভেন্ট গার্ডেনের এক হাঁসঅলার কাছ থেকে ডজন দুয়েক আনিয়েছিলাম।'

'বটে! ওখানকার কয়েকজনকে চিনি। কার থেকে আনিয়েছিলে?'

'লোকটার নাম ব্রেকিনরিজ।'

'ও! তাকে চিনি না। আচ্ছা, এই নাও তোমার বিয়ারের দাম। তোমার ব্যবসার উন্নতি হোক। শুভরাত্রি।'

বাইরের হিমেল হাওয়ায় আবার বেরিয়ে এলাম। কোটের বোতাম লাগাতে লাগাতে হোমস বলল, 'এবার ব্রেকিনরিজের কাছে যাওয়া যাক। বিরক্ত হচ্ছ না তো? হাঁসের সন্ধানে বেরুলেও দাঁড়িপাল্লার অন্যপ্রান্তে রয়েছে একজন নিরপরাধ লোক, যাকে নির্দোষ প্রমাণ করা না গেলে অযথাই বেচারা সাত বছর জেল খাটবে। না, নিশ্চিতভাবে বলছি না সে নিরপরাধ, তবে সম্ভাবনা তো আছে! ভাগ্যক্রমেই হোক, আর যে-ভাবেই হোক, ঘটনাটার ব্যাপারে অদ্ভুত একটা সূত্র যখন পেয়েই গেছি, সেটা ভাল করে তদন্ত করে দেখা আমাদের কর্তব্য। কী বলো?'

'আমিও একমত। চলো।' সায় দিলাম।

হলবোর্ন পেরিয়ে এণ্ডেল স্ট্রিটে এসে পড়লাম। জনাকীর্ণ এলাকার আঁকাবাঁকা পথ ধরে পৌঁছুলাম কভেন্ট গার্ডেন মার্কেটে। সেখানকার সবচেয়ে বড় দোকানগুলোর একটা ব্রেকিনরিজের। মালিকের মুখটা ঠিক ঘোড়ার মতো লম্বাটে। দু-পাশে ছাঁটা জুলপি। আমরা যখন পৌঁছুলাম, একটা ছেলেকে নিয়ে দোকানের শাটার বন্ধ করছিল।

BanglaBook.org

হোমস বলল, 'শুভ সন্ধ্যা। বেশ শীত পড়েছে আজ রাতে।'

ব্রেকিনরিজ মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানাল। তারপর কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করল আমাদের দিকে।

মার্বেলের শূন্য স্ল্যাবগুলোর দিকে আঙুল তুলে হোমস বলল, 'সব হাঁস বিক্রি হয়ে গেছে দেখছি।'

'কাল সকালে আসুন। পাঁচশো হাঁস চাইলেও দিতে পারব।'

'সে আমার কোনও কাজে লাগবে না।'

'তা হলে ওই যে দোকানটায় আলো জ্বলছে, ওটায় যান।'

'কিন্তু আমাকে যে তোমার দোকানের কথাই বলা হয়েছে।'

'কে বলেছে?'

'আলফার মালিক।'

'ও, হ্যাঁ। আমি তাকে দু-ডজন হাঁস পাঠিয়েছিলাম।'

'হাঁসগুলো বেশ ছিল। তা ওগুলো পেয়েছিলে কোত্থেকে?'

অবাক কাণ্ড, প্রশ্নটা শুনেই ব্রেকিনরিজ খেপে গেল! কোমরে হাত দিয়ে যুদ্ধংদেহী ভঙ্গি করল সে। রুক্ষ গলায় বলল, 'পথে আসুন, মিস্টার! কী চাইছেন, বলুন দেখি? ঝেড়ে কাশুন।'

'বাঁকা কথা তো কিছুই বলিনি। শুধু জানতে চাইলাম যে, আলফায় বিক্রি করা হাঁসগুলো তুমি কোত্থেকে এনেছিলে?'

'অ! আর যদি না বলি, তাহলে কী করবেন?'

'কিছুই না। মামুলি ব্যাপার। তুমি খামোকা উত্তেজিত হচ্ছ কেন?'

'উত্তেজিত হব না? এমন কথা শুনলে কার মাথার ঠিক থাকে? ভাল দামে ভাল মাল বেচব, ব্যস, লেনদেন খতম। হাঁস কোথায়... কার থেকে হাঁস কিনেছ... ওই হাঁসের দাম কত... এত প্রশ্ন কীসের! জনে জনে অত জবাবদিহি করতে ভাল লাগে?'

হোমস গা-ছাড়া ভাব দেখিয়ে বলল, 'কী করে জানব, বলো, আরও পাঁচজন ওই হাঁসের খোঁজ করছে? তবে তুমি না বললে

BanglaBook.org

বাজিটা হেরে যাব। হাঁস-মুরগির ব্যাপারে আমি নিজেকে একরকম বিশেষজ্ঞই মনে করি। আর একজনের সঙ্গে বাজি ধরেছি যে, যে-হাঁসটা আজ খেলাম সেটা গেঁয়ো হাঁস।'

হাঁসঅলা হেসে উঠল, 'তা হলে আপনি হেরেই গেছেন, মিস্টার। ওটা শহুরে হাঁস।'

'দেখে তো মনে হলো না।'

'আমি তো বলছি!'

'মানি না।'

'হাঁস বেচতে বেচতে বুড়ো হলাম, আর আপনি আমাকে হাঁস চেনাচ্ছেন? শুনে রাখুন, আলফায় যে-হাঁসগুলো বেচেছি, সেগুলো শহুরে হাঁস।'

'তুমি বললেই আমাকে বিশ্বাস করতে হবে? আমি তোমার সঙ্গেও এক গিনি বাজি ধরছি।'

'বাজি? দেখাচ্ছি আপনাকে!' ব্যঙ্গের হাসি হেসে ছোট ছেলেটার দিকে তাকাল হাঁসঅলা। 'বিল, বেচাকেনার খাতাগুলো আন্ তো।'

মোটাসোটা দুটো খাতা আনল বিল। আলোর নীচে সেগুলো খুলে ব্রেকিনরিজ বলল, 'এই দেখুন, এই খাতাদুটোয় আছে আমার হাঁস কেনাবেচার রেকর্ড। এই হলো আমার শহরের সরবরাহকারীদের তালিকা। এবার, তিন নম্বর নামটা পড়ুন। পড়ুন পড়ুন, আমাকে পড়ে শোনান।'

হোমস পড়ল, 'মিসেস ওকশট, ১১৭, ব্রিক্সটন রোড।'

'হ্যাঁ, ঠিক। এবার লেজারের পাতায় যান।'

হোমস নির্দিষ্ট পাতাটা খুলল, 'এই যে এখানে... মিসেস ওকশট, ১১৭ ব্রিক্সটন রোড, ডিম ও পোলট্রি সরবরাহকারী।'

'শেষ লাইনটায় কী লেখা আছে?'

'২২ শে ডিসেম্বর। সাত শিলিং ছয় পেন্স দরে ২৪টি হাঁস।'

BanglaBook.org

'ঠিক। এবার নীচে দেখুন। কী লেখা আছে?'

'আলফার মিস্টার উইণ্ডিগেটের নিকট ১২ শিলিং দরে বিক্রি করা হয়েছে।'

'এবার কী বলবেন?'

মুখ ব্যাজার করে একটা গিনি ছুঁড়ে দিল হোমস। চলে এল দোকান থেকে। একটা ল্যাম্পপোস্টের নীচে পৌঁছে ভেঙে পড়ল নিঃশব্দ হাসিতে।

বলল, 'দেখেই বুঝেছিলাম, ওকে বাজির টোপ দিয়ে কার্যোদ্ধার করতে পারব। নইলে একশো পাউণ্ড খরচা করেও পেট থেকে কিছু বের করা যেত না। কিন্তু দ্যাখো, একটা বাজির টোপ ফেলে কত সহজেই ওর পেট থেকে সব বের করে নেয়া গেল। যাক গে, মিসেস ওকশটের কাছে এখনই যাওয়া দরকার। যা বুঝলাম, ওই হাঁস নিয়ে আরও লোক উৎসাহী হয়ে উঠেছে।'

ওর কথা শেষ হতেই শোনা গেল চেঁচামেচি। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, দোকান থেকে বেরিয়ে এসেছে ব্রেকিনরিজ, ঘুসি তুলে অচেনা এক লোককে ধমকাধমকি করছে। বেঁটেমত, ইঁদুরমুখো লোক... সিঁটিয়ে গেছে ভয়ে।

'যথেষ্ট সহ্য করেছি, আর না!' ব্রেকিনরিজের গলা শুনলাম। 'ফের যদি ফালতু বকতে আসো, তোমার পিছনে কুকুর লেলিয়ে দেবো। হাঁস কি তোমার কাছ থেকে কিনেছি? মিসেস ওকশটকে এখানে নিয়ে এসো, যা বলার তাঁকেই বলব।'

অপর লোকটা মিনমিন করে বলল, 'কিন্তু ওগুলোর সঙ্গে আমার একটা মিশে গিয়েছিল যে!'

'সেটা মিসেস ওকশটের সঙ্গে বোঝাপড়া করো।'

'উনি আপনার কাছে পাঠালেন।'

'তা হলে প্রুশিয়ার রাজার কাছে যাও। যত্তসব! যাবে? নাকি ঘাড়ধাক্কা দিয়ে তাড়াব?' তেড়ে উঠল ব্রেকিনরিজ।

BanglaBook.org

হার মেনে অন্ধকারে মিশে গেল লোকটা।

হোমস ফিসফিসিয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে আর ব্রিক্সটন রোডে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। ওয়াটসন, চলো, ওই লোকটার পিছু নেয়া যাক।'

বাজারের লোকজনের ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলাম। খানিকক্ষণের মধ্যে লোকটাকে ধরেও ফেললাম। কাঁধে হাত রাখতেই লোকটা পিছন ফিরে তাকাল। গ্যাসের আলোয় দেখলাম, ভয়ে লোকটার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

সে কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কে আপনারা? কী চান?'

নরম গলায় হোমস বলল, 'মাফ করবেন, কিন্তু আপনার সঙ্গে ওই দোকানির কথা আমাদের কানে এসেছে। মনে হচ্ছে, এই ব্যাপারে আপনাকে কিছু সাহায্য করতে পারি।'

'আপনি? আপনি কে? এ-ব্যাপারে আপনি কী জানেন?'

'আমার নাম শার্লক হোমস। আমার কাজই হলো অন্যেরা যে-খবর রাখে না, সে-খবর রাখা।'

'কীসের কথা বলছেন?'

'বলব? ব্রিক্সটন রোডের মিসেস ওকশট ব্রেকিনরিজের কাছে কয়েকটা হাঁস বিক্রি করেছিলেন। সেই হাঁসগুলি ব্রেকিনরিজ বেচে দেয় আলফার মিস্টার উইণ্ডিগেটের কাছে। ওগুলোই তো খুঁজছেন, নাকি?'

'জী। ঠিক তাই। ওগুলো খুঁজে পেতেই হবে আমাকে।'

একটা চার-চাকার গাড়ি যাচ্ছিল পাশ দিয়ে। সেটাকে দাঁড় করিয়ে হোমস বলল, 'তা হলে চলুন, কোথাও গিয়ে আরামসে আলোচনা করা যাক। বাজারে বড্ড হট্টগোল। কিন্তু তার আগে আপনার নামটা তো জানা দরকার।'

লোকটা একটু ইতস্তত করে বলল, 'আমার নাম জন

BanglaBook.org

রবিনসন।'

বাঁকা সুরে হোমস বলল, 'উঁহুঁ, আপনার আসল নামটা বলুন। ছদ্মনামে চলবে না।'

গালদুটো লাল হলো লোকটার। 'ইয়ে... আমার আসল নাম জেমস রাইডার।'

'বটে! তার মানে আপনিই হোটেল কসমোপলিটনের ম্যানেজার? ক্যাবে উঠুন। যা জানতে চাইছেন, তার সবই আমার কাছে শুনবেন।'

জেমস রাইডার ক্যাবে উঠল বটে, কিন্তু মুখ দেখে বোঝা গেল, মহা ধাঁধায় পড়ে গেছে। এক চোখে আশা, আর এক চোখে সন্দেহ নিয়ে পালা করে তাকাতে থাকল আমাদের দিকে। ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস আর হাত কচলানি থেকে বুঝতে পারছিলাম, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার চরমে পৌঁছে গেছে সে।

আধঘণ্টায় পৌঁছে গেলাম আমাদের বেকার স্ট্রিটের বৈঠকখানায়। ঘরে ঢুকে হোমস হাসিমুখে বলল, 'হ্যাঁ, এসে গেছি বাড়ি। বেশ সুন্দর আগুন জ্বলছে। মি. রাইডার, আপনি দেখি শীতে কাঁপছেন। আসুন, এই বেতের চেয়ারটায় বসুন। আপনি ওই হাঁসগুলোর খবর চান, তাই তো?'

'জী।'

'সবগুলো, নাকি বিশেষ একটার? ওই যে, যেটার লেজের দিকে কালো ডোরা দাগ আর বাকিটা পুরো সাদা?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটাই!' উত্তেজনা ফুটল রাইডারের গলায়। 'কোথায় ওটা, বলতে পারেন?'

'এখানেই এসেছিল।'

'এখানে?'

'হ্যাঁ, আশ্চর্য সেই হাঁস, বুঝলেন? মরবার পরেও একটা ডিম পেড়ে গেছে। উজ্জ্বল নীল রঙের ডিম!'

BanglaBook.org

টলে উঠল রাইডার। কোনোরকমে ডান হাত দিয়ে ম্যান্টলপিস ধরে নিজেকে সামলাল। হোমস ওর স্ট্রংবক্সের ডালা খুলল। বের করে আনল নীল পদ্মরাগটা। চকচক করছে। একদৃষ্টে ওটার দিকে তাকিয়ে রইল রাইডার, বুঝতে পারছে না কী করবে।

হোমস শান্তভাবে বলল, 'তোমার খেলা শেষ, রাইডার। না না, ধরে দাঁড়াও। নইলে পিছনের আগুনে পড়ে যাবে। ওয়াটসন, ওকে চেয়ারটায় বসিয়ে দাও। অপরাধ করতে যে-রকম কলজের জোর লাগে, তা ওর নেই। আর এক গ্লাস ব্র্যাণ্ডি খাইয়ে দাও। হ্যাঁ! এবার ওকে মানুষের মতো দেখাচ্ছে বটে। একেবারে ইঁদুরের মতো হয়ে গিয়েছিল।'

ব্র্যাণ্ডি খেয়ে রাইডারের গালের রঙ একটু ফিরল। সন্ত্রস্ত চোখে তাকিয়ে রইল হোমসের দিকে।

'প্রায় সবকিছুই জানি আমি,' হোমস বলল। 'ছোটখাট দুয়েকটা তথ্য পেলেই সম্পূর্ণ ঘটনা পরিষ্কার হবে। রাইডার, এই পাথরের খবর তুমি কার কাছে পেয়েছিলে?'

কাঁপা গলায় রাইডার বলল, 'ক্যাথারিন কুসাক বলেছিল।'

'ও! মাননীয়া কাউন্টেসের খাস-পরিচারিকা? আর শুনেই হঠাৎ বড়লোক হবার স্বপ্নে বিভোর হয়ে গেলে। যাক, এমন লোভ অনেক ভাল মানুষও সামলাতে পারে না, তুমি তো কোন্ ছার। তুমি তো ভালমানুষ নও, বরং ছিঁচকে চোর বললে বেশি মানাবে। জানতে, হরনার নামে ওই মিস্ত্রিটার নামে আগেও একটা কেলেঙ্কারি আছে, ওকে বলির পাঁঠা বানাতে কষ্ট হবে না। তারপর কী করলে? তুমি আর তোমার সঙ্গিনী মিলে কাউন্টেসের ফায়ারপ্লেসের শিক ভাঙলে, যাতে হরনারকে ডাকতে হয়। কাজ শেষে ও চলে গেলে দেরাজ ভেঙে রত্নটা সরালে। পরে এমন এক নাটক করলে যাতে ওকেই গ্রেফতার করে পুলিশ। কী, ঠিক

BanglaBook.org

বলেছি?'

দড়াম করে হোমসের পায়ে আছড়ে পড়ল রাইডার। কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'ঈশ্বরের দোহাই, সার, দয়া করুন! আমার বাবা-মার কথা ভাবুন। ওঁরা জানতে পারলে একেবারে ভেঙে পড়বেন। আমি আগে কখনও এমন কাজ করিনি। কোনোদিন করব না। প্রতিজ্ঞা করছি। বাইবেলের দিব্যি। দয়া করে আমাকে আদালতে নিয়ে যাবেন না।'

হোমস কড়া ভাষায় বলল, 'চেয়ারে গিয়ে বসো। খুব তো কাঁদছ এখন, হরনারকে ফাঁসাবার আগে মনে ছিল না এসব কথা?'

'আমি চলে যাবো, সার... এই দেশ ছেড়েই চলে যাব। তার আগে সত্যি কথা বলে দিয়ে যাব, যাতে হরনার ছাড়া পায়।'

'সে-সব পরে ভাবব। তার আগে বলো, পাথরটা হাঁসের পেটে গেল কী করে?'

রাইডার একবার জিভ দিয়ে তার শুকনো ঠোঁটদুটো চেটে নিল। তারপর বলল, 'বেশ, বলছি। হরনার গ্রেফতার হওয়ার পর মনে হলো, পাথরটা নিজের কাছে রাখা নিরাপদ নয়, পুলিশ যে-কোনও মুহূর্তে আমার ঘরে তল্লাশি চালাতে পারে। হোটেলেও এমন কোনও নিরাপদ জায়গা নেই, যেখানে ওটা রাখা যেতে পারে। তাই আমার বোন... মানে মিসেস ওকশটের বাড়ি চলে গেলাম, ব্রিক্সটন রোডে। হাঁসের ব্যবসা করে ও। কী যে অস্থির লাগছিল, বলতে পারব না, মনে হচ্ছিল পুলিশ আর গোয়েন্দারা পিছু নিয়েছে আমার। ওই শীতের রাতেও ব্রিক্সটন রোডে যেতে ঘেমেনেয়ে গেলাম। বোন জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে, আমাকে এত ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে কেন। আমি শুধু বললাম, হোটেলে একটা দামি রত্ন চুরি গেছে। তাই মন খারাপ। তারপর বাড়ির পিছনের উঠোনে গিয়ে কী করা যায় ভাবতে লাগলাম।

'মডসলি নামে আমার এক বন্ধু আছে। স্বভাব ভাল না।

BanglaBook.org

পেন্টনভিলে জেল খেটে সদ্য ছাড়া পেয়েছে। ওর মাধ্যমে পাথরটা বিক্রি করা যাবে বলে জানতাম। কিন্তু ও থাকে কিলবার্নে, সেখানে যাই কী করে? অনেক কষ্টে হোটেল থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। রাস্তায় পুলিশ আমার দেহতল্লাশি করলে আমার ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে পাথরটা বেরিয়ে পড়বে। দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি... হঠাৎ দেখলাম, আমার পায়ের কাছে হাঁসগুলো ঘুরছে। হঠাৎ মাথায় একটা মতলব খেলে গেল। ভাবলাম, ওগুলোকে কাজে লাগিয়ে দুনিয়ার সেরা গোয়েন্দাকেও বোকা বানিয়ে ছাড়ব।

'কয়েক সপ্তাহ আগে আমার বোন আমাকে বলেছিল যে, বড়দিনের উপহার হিসেবে একটা হাঁস নিতে পারি। ভাবলাম, এই মওকায় একখানা হাঁস বেছে নিই, সেটাই আমার সঙ্গে কিলবার্নে পাথরটা বয়ে নিয়ে যাবে। উঠোনে একটা ছোট ছাউনি মতন ছিল। আমি তার পিছনে একটা হাঁসকে তাড়িয়ে নিয়ে গেলাম। বেশ বড়সড় একটা হাঁস। সাদা। কালো ডোরাকাটা লেজ। ধরলাম হাঁসটাকে। ওটার মুখ হাঁ করে যতখানি আঙুল যায় ঢুকিয়ে পাথরটা পুরে দিলাম। হাঁসটা পাথরটা গিলে নিল ঠিকই, কিন্তু এমনভাবে ডানা ঝাপটাতে লাগল যে, আমার বোন আওয়াজ শুনে বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। আমি যখন তার সঙ্গে কথা বলার জন্য পিছন ফিরেছি, অমনি হাঁসটা আমার হাত থেকে ছুটে মিশে গেল বাকিগুলোর সঙ্গে।

'আমার বোন জিজ্ঞেস করল, "হাঁস নিয়ে কী করছিস, জেমস?"

'আমি বললাম, "কিছু না। তুমি বলেছিলে বড়দিনে আমাকে একটা হাঁস দেবে। তাই দেখছিলাম, কোন্‌টা সবচেয়ে মোটা।"

'"তোর হাঁস তো আলাদা করে রেখেছি,' বোন বলল। "ওই যে... বড় সাদা হাঁসটা। মোট ছাব্বিশটা আছে। একটা তোর,

একটা আমাদের, বাকি দু-ডজন বাজারে যাবে।"

'"ধন্যবাদ, ম্যাগি," বললাম আমি। "তবে তোমার যদি আপত্তি না থাকে তো আমি যেটা ধরেছিলাম, সেটাই নিই।"

'"ছোটটা নিবি কেন? তোর জন্য যেটা রেখেছি, সেটাই বেশি ভাল।"

'"ওটাই আমার বেশি পছন্দ। নিয়ে যাই?"

'কাঁধ ঝাঁকাল আমার বোন। "ইচ্ছে হলে নে! কোন্‌টা নিবি?"

'"ওই যে, কালো ডোরা লেজঅলা সাদা হাঁসটা। পালের মধ্যে ঘুরছে।"

'"ঠিক আছে, মেরে নিয়ে যা।"

'একটুও দেরি না করে হাঁসটাকে মেরে বোনের বাড়ি থেকেই কিলবার্নে চলে গেলাম। আমার চালাকির কথা শুনে আমার বন্ধু তো হেসেই অস্থির! দুজনে মিলে হাঁসটার পেট চিরে ফেললাম। সঙ্গে সঙ্গে যেন মাথায় বাজ পড়ল। পেটের মধ্যে পাথরটা নেই! বুঝলাম, সাংঘাতিক কোনও ভুল হয়েছে। ছুটতে ছুটতে ফিরে এলাম বোনের বাড়ি। পিছনের উঠোনে গিয়ে দেখি সব ফকফকা। একটা হাঁসও নেই।

'বোনকে জিজ্ঞাসা করলাম, "হাঁসগুলো কোথায় গেল, ম্যাগি?"

'"ওগুলো তো দোকানে দিয়ে ফেলেছি," বোন জানাল।

'"কোন্ দোকানে?"

'"কভেন্ট গার্ডেনের ব্রেকিনরিজের দোকানে।"

'জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা, আমি যে-হাঁসটা নিয়েছি, ও-রকম আর কোনও হাঁস ছিল তোমার?"

'"ছিল তো। ডোরাকাটা লেজের দুটো হাঁস ছিল... একই রকম দেখতে। আমি নিজেই ওগুলোকে আলাদা করতে পারতাম না।"

BanglaBook.org

'ব্যস, বুঝে গেলাম গোলমালটা কোথায় করেছি। দৌড়ে গেলাম ওই ব্রেকিনরিজ লোকটার কাছে। কিন্তু ততক্ষণে সব হাঁস বেচে দিয়েছে সে। এতবার গেলাম... কিছুতেই বলল না কার কাছে বেচেছে। আপনারাও তো শুনেছেন। আমার বোন ভাবছে, আমি বোধহয় পাগল হয়ে গেছি। কী জানি, আমার নিজেরও পাগল-পাগল লাগছে। ভাবছি আমার কী হলো! যে-জিনিস চুরি করে চোর বনে গেলাম, সেটাই কপালে জুটল না। ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন!' দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলল রাইডার।

অনেকক্ষণ কোনও কথা বললাম না আমরা। শুধু টেবিলের উপর আঙুল দিয়ে টক টক শব্দ করল হোমস। খানিক পরে উঠে গিয়ে দরজা খুলল ও।

বলল, 'বেরিয়ে যাও!'

চমকে উঠল রাইডার। 'ক্... কী বললেন?

'বেরোতে বললাম তোমাকে। ভাগো!'

'অ্যাঁ। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন...'

'একটা কথাও নয়। যাও বলছি!'

ছুট লাগিয়ে বেরিয়ে গেল রাইডার। ঘর থেকেই শুনতে পেলাম, সিঁড়িতে তার পায়ের দুদ্দাড় আওয়াজ।

'ব্যাপারটা কী হলো?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলাম।

পাইপ টেনে নিয়ে হোমস বলল, 'কথা হলো, ওয়াটসন, পুলিশ আমাকে তাদের খামতি ধরিয়ে দেয়ার জন্য রাখেনি। হরনারের বিপদ থাকলে আলাদা কথা। তবে এই লোকটা তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না। মামলাটাও আর টিকবে না। হয়তো আমার কাজটা পুরোপুরি আইনসম্মত হলো না, কিন্তু এতে একটা লোককে বাঁচানো গেল। আর কখনও লোকটা এমন কাজ করবে না। সাংঘাতিক ভয় পেয়েছে। বরং ওকে জেলে পাঠালে শেষটায় দাগী অপরাধী হয়ে যেত। তাছাড়া এই উৎসব ক্ষমার উৎসব।

BanglaBook.org

কাকতালীয়ভাবে আমাদের দরজায় একটা রহস্য এসে পড়েছিল, সেটার সমাধান করতে পারাটাই আমার পুরস্কার। খাবার ঘণ্টাটা বাজাও, ডাক্তার, এবার অন্য একটা কাজে নেমে পড়ি। অবশ্য সেটাও ওই পাখি নিয়েই।'

BanglaBook.org

স্বর্ণসম্রাট

অক্টোবরের এক ঝোড়ো সকাল। কাপড় পরতে পরতে দেখছিলাম, আমাদের বাড়ির পিছনের আঙিনার একমাত্র গাছটার শেষ পাতাগুলো বাতাসে ঝরে ঝরে পড়ছে। ব্রেকফাস্টের জন্য নীচে নামলাম। আমার বন্ধু শার্লক হোমসকে যে মনমরা অবস্থায় পাব, তাতে কোনও সন্দেহ ছিল না। প্রায় একমাস হলো ভাল কোনও কেস নেই ওর হাতে। মগজ খাটানোর কোনও সুযোগই পাচ্ছে না বেচারা। তার ওপর আজকের যা আবহাওয়া! কিন্তু নীচতলায় আমার জন্য বড় ধরনের বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। হোমসকে দেখলাম খাওয়া প্রায় শেষ করে এনেছে। মন-মেজাজ ফুরফুরে... হালকা মেজাজে থাকলে ওর মাঝে স্বভাবসুলভ যে-দুষ্টুমি দেখা যায়, তা বিরাজ করছে পূর্ণমাত্রায়।

'ব্যাপার কী?' শুধালাম আমি। 'নতুন কেস-টেস জুটেছে নাকি?'

'ডিডাকশনের শক্তিটা দেখি ছোঁয়াচে, ওয়াটসন!' হোমস হাস্যমুখে বলল। 'একেবারে আমার মনের কথাটা ধরেছ। হ্যাঁ, কপাল ফিরেছে। একটা মাস অকর্মণ্যভাবে কাটাবার পর আবার ঘুরতে শুরু করেছে চাকা। সত্যিই একটা মনের মত কেস পেয়েছি!'

'ওটার ভাগ কি আমি পাবো না?'

'ভাগাভাগির কিছু নেই, তবে এ-নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। তার আগে নাশতা সেরে নাও। খাওয়া এবং কথা—এ

BanglaBook.org

দুটো একসঙ্গে চলে না।'

পনেরো মিনিট পর টেবিলটা পরিষ্কার হয়ে গেলে আমরা দুজন মুখোমুখি বসলাম। পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে হোমস জিজ্ঞেস করল, 'গোল্ড কিং... মানে, স্বর্ণসম্রাট নিল গিবসনের নাম শুনেছ?'

'কার কথা বলছ? সেই আমেরিকান সিনেটর?'

'এককালে তা-ই ছিলেন,' বলল হোমস। 'তবে এখন তিনি পরিচিত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় স্বর্ণখনির মালিক হিসেবে।'

'হুম। ভদ্রলোক তো বেশ কিছুদিন হলো আমেরিকা ছেড়ে ইংল্যাণ্ডে চলে এসেছেন, তাই না?'

'হ্যাঁ। বছরপাঁচেক আগে হ্যাম্পশায়ারে বিশাল এক সম্পত্তি কিনেছেন। ভদ্রলোকের স্ত্রী যে সম্প্রতি শোচনীয়ভাবে মারা গেছেন, তা শুনেছ নিশ্চয়ই?'

'শুনেছি। নামটা সেজন্যেই চেনা চেনা লাগেছে। তবে ঘটনাটা বিস্তারিত আমার জানা নেই।'

একটা চেয়ারের উপর রাখা কাগজপত্রের স্তূপের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল হোমস। 'কেসটা যে আমার কাছে আসবে, তা জানতাম না। তা হলে একটা সারসংক্ষেপ তৈরি করে রাখতাম,' ও বলল। 'আসলে... ব্যাপারটা আমার কাছে বড্ড সরল বলে মনে হয়েছিল, এর মাঝে কোনও ঘোরপ্যাঁচ আছে বলে ভাবিনি। সাক্ষ্য-প্রমাণ, আলামত... সবই অভিযুক্ত মেয়েটির বিপক্ষে। করোনার, জুরি, বা পুলিশ... কারও মনেই কোনও সন্দেহ নেই। মামলাটা এখন উইনচেস্টারের দায়রা আদালতে বিচারাধীন অবস্থায় ঝুলছে। হয়তো খামোকাই খাটব... যা ঘটে গেছে, তাকে বদলাবার ক্ষমতা তো আমার নেই! সম্পূর্ণ নতুন বা একেবারে অপ্রত্যাশিত কোনও প্রমাণ পাওয়া না গেলে... মনে হয় না আমার মক্কেলের কোনও আশা আছে।'

BanglaBook.org

'তোমার মক্কেল?'

'ওফফো, তোমাকে তো বলতে ভুলে গেছি। উল্টোদিক থেকে গল্প বলবার অভ্যেস দেখছি তোমার মত আমাকেও পেয়ে বসেছে, ওয়াটসন। তুমি বরং আগে এই চিঠিটা পড়ো। তারপর সব বলছি।'

পাকা হাতে, গোটা গোটা হরফে লেখা যে-চিঠিটা ও আমার হাতে দিল, সেটা এরকম:

ক্লারিজেস হোটেল।
৩ অক্টোবর।

প্রিয় মি. শার্লক হোমস,

পাপ-পঙ্কিলতায় ভরা এই পৃথিবীতে নিষ্পাপ, ধর্মপ্রাণ ও অসাধারণ একটি মেয়ে অকারণে মরতে বসেছে, অথচ তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে না কেউ—এ আমি সইতে পারছি না। সব কথা আপনাকে আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না, সে-চেষ্টাও করব না। শুধু এটুকু আপনাকে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, মিস ডানবার নির্দোষ... সে কোনও অন্যায় করেনি। কীসের কথা বলছি, তা আশা করি বুঝতে পারছেন। না-বোঝার তো কিছু নেই। সারা দেশ জুড়ে সবাই তো এই একটা ব্যাপার নিয়েই গত ক'দিন থেকে মাতামাতি করছে! অথচ মেয়েটার পক্ষ নিয়ে কেউ একটা কথাও বলছে না। এই ভয়ঙ্কর অবিচারই আমাকে পাগল করে তুলেছে, মি. হোমস। মিস ডানবার এতই কোমল স্বভাবের একটা মেয়ে যে, মশা-মাছিও মারতে জানে না ও। আর মানুষ খুন... সে তো স্রেফ অসম্ভব!

যা হোক, আগামীকাল সকাল এগারোটায় আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসছি। দেখি, আপনি কোনও আশার আলো দেখাতে পারেন কি না। হয়তো আমার কাছেই এমন

BanglaBook.org

কোনও সূত্র আছে, যা আমি নিজেই জানি না। তবে এটা ঠিক—আমি যা জানি, আমার যা আছে, আর আমার যতটুকু সাধ্য—সবটাই আমি আপনার হাতে তুলে দিতে চলেছি। জীবনে যদি কখনও আপনার সমস্ত শক্তি কাজে লাগাতে চান তো এই কেসে সেটা লাগান।

আপনার বিশ্বস্ত,
জে. নিল গিবসন।

ছাই ঝেড়ে ফেলে পাইপে নতুন তামাক ভরতে ভরতে হোমস বলল, 'চিঠি তো পড়লে। এই ভদ্রলোকের জন্যই এখন অপেক্ষা করছি। এর ফাঁকে ঘটনাটা তোমাকে বলে ফেলি... খবরের কাগজে অবশ্য সবই পাবে, তবে এতগুলো কাগজ হজম করবার মত সময় তোমার হাতে নেই। তদন্তের সময় কোনোকিছু বুঝতে যাতে অসুবিধে না হয়, তাই সংক্ষেপে জেনে নাও সব।

'মি. নিল গিবসন পৃথিবীর সেরা ধনীদের একজন। যদ্দূর শুনেছি, মানুষ হিসেবে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং স্বেচ্ছাচারী। ঘটনার ভিকটিম... মানে তাঁর নিহত স্ত্রী সম্পর্কে বেশিকিছু জানি না; শুধু এটুকু জেনেছি যে, ভদ্রমহিলা বেশ বয়স্ক ছিলেন। ঝামেলার জড়-ও বোধহয় ওটাই... কারণ, ওঁদের বাড়িতে দুই বাচ্চার দেখাশোনার জন্য একজন গভর্নেস রাখা হয়েছিল। মেয়েটি তরুণী এবং সুন্দরী। গৃহকর্ত্রী বয়স্ক আর গভর্নেস তরুণী হলে কী ধরনের সমস্যা হতে পারে, তা নিশ্চয়ই আঁচ করতে পারছ?

'যা হোক, ঘটনার দিন গভীর রাতে মিসেস গিবসনের লাশ আবিষ্কৃত হয় তাঁদের বাড়ির আধ মাইল দূরে, মাথা বরাবর একটা গুলি-খাওয়া অবস্থায়—থর ব্রিজ নামের সেতুর মুখে। ভদ্রমহিলার পরনে ছিল ডিনার-ড্রেস, কাঁধে জড়ানো ছিল একটা শাল। লাশের

আশপাশে কোনও অস্ত্র পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, সন্ধ্যার খানিক পরে তাঁকে হত্যা করা হয়। লাশটা জনৈক পাহারাদার আবিষ্কার করে এগারোটা নাগাদ। ঘটনাস্থলেই ওটাকে পরীক্ষা করে দেখেছে পুলিশ আর ডাক্তার... প্রয়োজনীয় আলামত সংগ্রহ করেছে। ব্যাপার মোটামুটি এ-ই। খুব বেশি সংক্ষেপ করে ফেলিনি তো? সব বুঝতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ,' বললাম আমি। 'কিন্তু এ-ঘটনায় মেয়েটা আসামী হচ্ছে কী করে?'

'অনেকগুলো প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে,' বলল হোমস। 'যে-গুলিতে মিসেস গিবসনের মৃত্যু হয়েছে, ঠিক একই ক্যালিবারের একটা পিস্তল পাওয়া গেছে মিস ডানবারের ওয়ার্ডরোবের নীচের তাকে... একটা চেম্বার খালি...' বলতে বলতে হোমসের চোখের তারা স্থির হয়ে গেল। বিড়বিড় করে বলল, '...ওয়ার্ডরোবের... নীচের... তাকে...।' ভুরু কুঁচকে গেল ওর। বুঝলাম, মাথায় চিন্তার ঝড় বইছে। বিরক্ত করলাম না ওকে। খানিক পরে আবার স্বাভাবিক হলো ওর চেহারা। আগের কথার খেই ধরে বলল, '...হ্যাঁ, পাওয়া গেছে পিস্তলটা। খুব বাজে ব্যাপার—জুরিদের দৃষ্টিতে আর কী। শুধু ওটাই নয়, লাশের পকেটে একটা চিরকুটও পাওয়া গেছে—মিস ডানবারের লেখা... সে-রাতে মিসেস গিবসনের সঙ্গে ওর অ্যাপয়েন্টমেন্টের উল্লেখ আছে ওতে। এ তো গেল প্রমাণ, এরপর আসা যাক মোটিভের ব্যাপারে। সিনেটর গিবসন একজন সমর্থ পুরুষ, স্ত্রীর মৃত্যু হলে দ্বিতীয় বিয়ে করবেন... তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এ-মুহূর্তে সে-ধরনের অবস্থানে আছে একমাত্র মিস ডানবারই। তার সঙ্গে ভদ্রলোকের মাখামাখি আছে বলে মুখরোচক গুজব চালু আছে বাজারে। ভেবে দেখো, ওয়াটসন—মিসেস গিবসন মারা গেলেই বিশাল এক সম্পত্তির ভাগীদার হতে পারছে মেয়েটি, পাচ্ছে

BanglaBook.org

অভাবনীয় বিত্ত-বৈভব আর ক্ষমতা। আদালতে মিস ডানবার কেমন একটা নাজুক অবস্থায় পড়েছে, বুঝতে পারছ?'

'তা তো পারছিই।'

'তা ছাড়া মেয়েটা যে ঘটনার সময় অন্যত্র ছিল, এমন কোনও প্রমাণও নেই। উল্টো ও স্বীকার করেছে, সে-রাতে ঘটনাস্থলের কাছাকাছি ছিল সে। অস্বীকার করবার উপায়ও ছিল না অবশ্য; কারণ এক পথচারী বাড়ি ফেরার পথে ওকে ওখানে দেখতে পেয়েছে।'

'তা হলে তো সব চুকেবুকেই গেল। রহস্যটা কোথায়?'

'সবকিছুর পরেও একটা কিন্তু থেকে যায়, ওয়াটসন। রহস্যটা সেখানেই,' দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল হোমস। 'যা হোক, লাশ যে একটা সেতুর মুখে পাওয়া গেছে, তা তো শুনেছ। পাথরের তৈরি সেতু। থর জলাশয়ের সবচেয়ে গভীর ও সরু অংশের উপর দিয়ে যাতায়াতের সুবিধার্থে বানানো হয়েছে ওই সেতু... নামও রাখা হয়েছে জলাশয়ের নামে—থর ব্রিজ। মোটামুটি ঘটনা হলো এ-ই...' কথাটা শেষ হবার আগেই কলিং বেলের আওয়াজ শোনা গেল। 'আরে, মক্কেল মনে হচ্ছে একটু আগেই চলে এলেন।'

কয়েক মিনিট পর দরজা খুলে আমাদের ভৃত্য বিলি যাকে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল, তিনি নিল গিবসন নন। অচেনা এই অতিথির নাম মার্লো বেটস। রোগা শরীরের নার্ভাস এক লোক। হোমস বা আমি কেউই চিনি না তাকে। সারাক্ষণ কাঁপছে লোকটা, স্নায়ুপীড়ার লক্ষণ। মনে হলো যে-কোনও মুহূর্তে নার্ভাস ব্রেকডাউনের শিকার হতে পারে।

হোমস বলল, 'বড্ড উত্তেজিত দেখছি আপনাকে। বসুন। যা বলবার তাড়াতাড়ি বলুন। এগারোটায় একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আমার।'

'জানি কার অ্যাপয়েন্টমেন্ট,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মার্লো

বেটস। যেন দম আটকে আসছে প্রতিটা শব্দ উচ্চারণ করতে। 'মি. নিল গিবসন আমার মনিব। আমি তাঁর এস্টেটের ম্যানেজার। মি. হোমস, উনি মানুষ না, শয়তান... সাক্ষাৎ শয়তান!'

'ভাষাটা অমার্জিত হয়ে যাচ্ছে, মি. বেটস।'

'মনের কথা চট করে বোঝাতে চাই বলেই বলছি। সময় খুব কম। এখানে আমাকে দেখতে পেলে আর রক্ষে নেই। আজ সকালে সেক্রেটারি ফারগুসনের কাছে শুনলাম উনি আসছেন এখানে। তাই ছুটতে ছুটতে এসেছি।'

'আর আপনি তাঁর ম্যানেজার?'

'ছিলাম... তবে নোটিশ দিয়ে দিয়েছি। দু'সপ্তাহের মধ্যে তাঁর দাসত্ব থেকে মুক্তি পাব আমি। বড় ভয়ঙ্কর লোক এই নিল গিবসন। লোক-দেখানো দানছত্র যা করেন, সবই পাপ ঢাকা দেবার জন্য। নিজের বউই তাঁর সবচেয়ে বড় শিকার। জানোয়ার কোথাকার! কী করে মারা গেলেন মিসেস গিবসন, তা বলতে পারব না; তবে ওঁর জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল পিশাচটা। মিসেস গিবসনের জন্ম গরমের দেশে—ব্রাজিলে। জানেন তো?'

'এখন জানলাম।'

'স্বভাবটাও তাই গরম। সূর্যের দেশের মেয়ে—আবেগে ফুটতেন সবসময়। স্বামীকে ভালবাসতেন প্রাণ দিয়ে। এককালে ভীষণ সুন্দরী ছিলেন, কিন্তু যেই না সেই রূপ-যৌবনে ভাটা পড়ল, শুরু হলো শয়তানের শয়তানি। কী যে দুর্ব্যবহার করতেন বউয়ের সঙ্গে... আমাদেরও খারাপ লাগত। খুবই ধূর্ত লোক, মি. হোমস। মুখের কথায় ভুলবেন না যেন। যা বলবেন, তার চেয়ে ঢাকবেন অনেক বেশি। আমি চলি। না, না, আটকাবেন না। মি. গিবসনের আসার সময় হয়ে এল...'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল অদ্ভুত লোকটা।

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হোমস বলল, 'বাহ্, আমাদের হবু মক্কেলের ব্যাপারে তাঁর কর্মচারীদের মনোভাব দেখছি খুবই বিরূপ! ভালই হলো। হুঁশিয়ারিটা কাজে লাগবে।'

ঠিক এগারোটায় সিঁড়িতে ভারী পদশব্দ শোনা গেল। কয়েক মুহূর্ত পর ঘরে ঢুকলেন স্বনামধন্য স্বর্ণসম্রাট। এক নজরেই হাড়ে হাড়ে বুঝলাম, কেন ওই ম্যানেজার যমের মত ভয় পায় তাঁকে... কেনই বা ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাঁর মাথায় অভিশাপের পাহাড় জমিয়েছে। যদি ভাস্কর হতাম, আর লৌহকঠিন স্নায়ুসম্পন্ন নির্দয় কোনও মানুষের মূর্তি গড়তে চাইতাম, তা হলে নিঃসন্দেহে মি. নিল গিবসনকেই মডেল হিসেবে বেছে নিতাম। তার রুক্ষ অবয়বে ফুটে রয়েছে অর্থ ও ক্ষমতার প্রতি অপরিসীম লোভ আর ক্ষুধার আভাস। মুখটা যেন পাথর কুঁদে তৈরি। কঠিন। অনুতাপহীন। অজস্র কঠিন রেখায় অসংখ্য সঙ্কট পেরিয়ে আসার চিহ্ন। প্রথমেই ধূসর, শীতল দৃষ্টি দিয়ে পর্যায়ক্রমে মেপে নিলেন হোমস আর আমাকে। পরিচয়-পর্ব শেষ হলে কর্তৃত্বপূর্ণ ভঙ্গিতে চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন হোমসের মুখোমুখি।

'প্রথমেই বলে রাখি, এই কেসের জন্য টাকা কোনও ব্যাপার নয়,' বললেন গিবসন। 'সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য যদি টাকার বাণ্ডিলে আগুন ধরাতে হয় তো আপনি তা-ও করতে পারেন, মি. হোমস। কিন্তু যেভাবেই হোক, মিস ডানবারকে নির্দোষ প্রমাণ করতে হবে। বলুন, এর জন্য কত টাকা চান?'

হোমস নিরাসক্ত গলায় বলল, 'আমার একটা নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক আছে, কখনোই তার বেশি নিই না। কখনও কখনও বিনে পয়সাতেও কাজ করি।'

'বেশ, টাকার প্রয়োজন না থাকলেও নামডাকের তো প্রয়োজন আছে! যদি রহস্যটা ঠিকমত সমাধান করতে পারেন, তা হলে সারা দেশে আপনার জয়-জয়কার পড়ে যাবে।'

BanglaBook.org

'ধন্যবাদ। নামডাকের প্রয়োজনও আমার নেই। আমি আড়ালে থেকে কাজ করতে ভালবাসি। সমস্যাটাই আমার কাছে একমাত্র আকর্ষণ। অযথা সময় নষ্ট না করে বরং কাজের কথায় আসুন।'

'খবরের কাগজে সবকিছুই আছে। নতুন কিছু জানার থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।'

'তা তো আছেই।'

'কী?'

'মিস ডানবারের সঙ্গে আপনার আসল সম্পর্কটা কী?'

মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠল স্বর্ণসম্রাটের চোখজোড়া। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে নিজেকে নিরস্ত করলেন। মেজাজ সামলে থমথমে গলায় বললেন, 'এ-প্রশ্ন করবার অধিকার আপনার অবশ্যই আছে। কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে আশা করছি বাড়াবাড়ি করবেন না?'

'যতটুকু প্রয়োজন তার বেশি নয়।'

'তা হলে জেনে রাখুন, মনিব আর কর্মচারীর মধ্যে যে-ধরনের সম্পর্ক থাকার কথা, আমাদের সম্পর্কও ঠিক তা-ই। ও আমার ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করে, আর আমি ওকে বেতন দিই। এর বাইরে আমি কখনও ওর সঙ্গে দেখা করিনি, কথাও বলিনি।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল হোমস। বলল, 'আপনি তা হলে আসতে পারেন। আমি ব্যস্ত মানুষ। ফালতু কথা শোনার মত সময় বা রুচি কোনোটাই আমার নেই।'

রাগে মুখ লাল হয়ে গেল স্বর্ণসম্রাটের। ঝট্ করে উঠে দাঁড়ালেন। ক্ষিপ্ত গলায় বললেন, 'তার মানে?'

'এ-কেস আমি নেব না।'

'কারণটা কী? ভয় পাচ্ছেন? নাকি দাম বাড়াচ্ছেন? সোজা জবাব দিন।'

'সোজাই বলছি। কেসটা জটিল, ভুল খবরে জটিলতা আরও

BanglaBook.org

বাড়বে। আমি এভাবে কাজ করতে পারব না।'

'আপনার ধারণা আমি মিথ্যে কথা বলছি?'

'ভদ্রভাবে বলতে চেয়েছি... কিন্তু আপনি যদি সোজাসুজি জানতে চান, আপত্তি করব না।'

স্বর্ণসম্রাটের দাঁত খিঁচানো দেখে মনে হলো এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়বেন আমার বন্ধুটির উপর। মুঠি পাকালেন তিনি। আমিও মনে মনে তৈরি হয়ে গেলাম তাঁকে বাধা দেবার জন্য। কিন্তু হোমস নির্বিকার। বিরস ভঙ্গিতে পাইপের দিকে হাত বাড়াল ও।

বলল, 'মি. গিবসন, গোলমাল পাকাবেন না। ব্রেকফাস্টের পর চেঁচামেচি ভাল লাগে না। রাস্তায় গিয়ে হাওয়া খান। মাথা ঠাণ্ডা হবে।'

নিল গিবসনের প্রশংসা না করে পারছি না, অসীম আত্মসংযমের পরিচয় দিয়ে মুহূর্তেই শান্ত করলেন নিজেকে। শীতল গলায় বললেন, 'বেশ, যেমনটা আপনার অভিরুচি। জোর করে তো আর কেস গছাতে পারব না। তবে কাজটা আপনি ভাল করলেন না। আমাকে ঘাঁটিয়ে কেউ পার পায় না, মি. হোমস।'

'অমন কথা অতীতে অনেকেই বলেছে, কিন্তু কই... এখনও তো বহাল তবিয়তেই আছি!' হাসল হোমস। 'বিদায়, মি. গিবসন। জগৎসংসারে এখনও অনেক কিছুই শিখতে বাকি আছে আপনার।'

রুষ্ট ভঙ্গিতে গটমট করে বেরিয়ে গেলেন গিবসন। হোমস বসে পড়ল ওর আরামকেদারায়। ছাতের দিকে তাকিয়ে আনমনে পাইপ টানতে থাকল। কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করল, 'কী বুঝলে, ওয়াটসন?'

'ম্যানেজার ভুল বলেনি। লোকটা সত্যিই বদ। নইলে এভাবে তোমাকে হুমকি দিত না।'

BanglaBook.org

'আমারও তা-ই ধারণা।'

'কিন্তু গভর্নেসের সঙ্গে ওঁর সম্পর্কটা কী? তুমি জানলে কী করে?'

'স্রেফ অনুমান। চিঠিটা তো পড়েছ—যুক্তির বালাই নেই, আবেগ উপচে পড়ছে। মরেছে বউ, অথচ সন্দেহভাজন খুনিকে বাঁচাবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন ভদ্রলোক। একে কি স্বাভাবিক বলা যায়? এর ভিতরে আরও কিছু থাকতে বাধ্য। তাই সরাসরি একটা খোঁচা মারলাম, বের করে আনলাম লোকটার আসল চেহারা।'

'ফিরে আসবে তো?'

'আলবত! ফিরে তাঁকে আসতেই হবে। ব্যাপারটা এ-অবস্থায় ফেলে রাখা সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। ওই তো! ঘণ্টা বাজল না? হ্যাঁ, ওঁরই পায়ের আওয়াজ। আসুন, মি. গিবসন। এইমাত্র ডা. ওয়াটসনকে বলছিলাম যে আপনার ফিরে আসার সময় হয়েছে।'

অনেকটাই মার্জিত ভঙ্গিতে ঘরে প্রবেশ করলেন স্বর্ণসম্রাট। হোমসের দাওয়াই ভালই কাজ দিয়েছে, কিন্তু চোখ থেকে অপমানের জ্বালা যায়নি এখনও। তারপরেও ভেবেচিন্তে বুঝতে পেরেছেন, কার্যোদ্ধারের জন্য নতিস্বীকার না করে উপায় নেই।

'একটু আগের আচরণের জন্য আমি দুঃখিত, মি. হোমস,' বললেন তিনি। 'ভেবে দেখলাম, আপনি অন্যায় কিছু বলেননি। সত্যকে অন্বেষণ করা আপনার পেশা... আমি কিছু গোপন করলে সেটা মেনে নেবেন কেন! তারপরেও আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি, আমার আর মিস ডানবারের মধ্যে যা-ই থাকুক না কেন, তার সঙ্গে এই কেসের কোনও সম্পর্ক নেই।'

'সেটা আমি বুঝব,' শান্ত কণ্ঠে বলল হোমস।

'তারমানে ডাক্তারের মত আপনি রোগীর সব খবর জানতে চান?'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ। রোগীরও উচিত নয় কোনও লক্ষণ বা উপসর্গ ডাক্তারের কাছে গোপন করা।'

'দুম করে যদি একজন মহিলার সঙ্গে আমার আসল সম্পর্ক জিজ্ঞেস করে বসেন, স্পষ্ট কথা কি বলা যায়? ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে একটা কথা আছে না? তারপরেও আপনার কাজের স্বার্থে আমি সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব অগ্রাহ্য করছি। বলুন কী জানতে চান?'

'যা সত্যি, তা-ই।'

মনে মনে কথা সাজিয়ে নিলেন স্বর্ণসম্রাট। আরও ভারী... আরও গম্ভীর... আরও বিষণ্ন হয়ে উঠল তাঁর মুখ।

'অল্প কথায় সব খুলে বলছি আপনাকে। আজ থেকে বিশ বছর আগে, ব্রাযিলে সোনা খুঁজতে গিয়ে আমার স্ত্রী... মারিয়া পিন্টোর সঙ্গে পরিচয় হয় আমার। পরমাসুন্দরী বলতে যা বোঝায়, মারিয়া ছিল ঠিক তা-ই। দেখামাত্র ওর প্রেমে পড়ি আমি, ওকে বিয়ে করি। কিন্তু বিয়ের পর আবেগ যখন থিতিয়ে এল, তখন দেখলাম ওর সঙ্গে আমার মনের কোনও মিল নেই। আমার ভালবাসায় ভাটা পড়ল—কিন্তু ওর ভালবাসা যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল। লোকে বলে আমি নাকি দুর্ব্যবহার করতাম ওর সঙ্গে। মিথ্যে নয় কথাটা। সত্যিই দুর্ব্যবহার করতাম... সচেতনভাবে... যাতে আমাকে ও ঘৃণা করতে পারে। ওর ভালবাসার জাল থেকে মুক্তি চাইছিলাম আমি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। হাজার চেষ্টা করেও ওর ভালবাসায় বিন্দুমাত্র চিড় ধরাতে পারিনি আমি।

'যা হোক, এরপর আমাদের জীবনে এল মিস ডানবার। ছেলেমেয়ের গভর্নেস চেয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম, ও সেই চাকরি নিল। কাগজে ওর ছবি নিশ্চয়ই দেখেছেন। অপরূপা বললে কম বলা হয়। এমন সুন্দরী একটি মেয়ের সঙ্গে এক ছাদের তলায় থাকলে তার প্রতি দুর্বলতা সৃষ্টি হবেই। আমারও

BanglaBook.org

হয়েছিল। সেটা নিশ্চয়ই দোষের কিছু নয়?'

'না,' বলল হোমস। 'কিন্তু সেই দুর্বলতা যদি ওর সামনে প্রকাশ করে থাকেন, সেটা অন্যায়। কারণ আপনি বিবাহিত পুরুষ, তার ওপর মেয়েটি এক অর্থে আপনার আশ্রিতা!'

'হয়তো তাই,' কাঁধ ঝাঁকালেন গিবসন। 'কিন্তু অভিনয় করতে পারি না আমি। জীবনে যখন যা চেয়েছি, তার দিকে সরাসরি হাত বাড়াতে দ্বিধা করিনি। মিস ডানবারকেও আমি নিজের করে পেতে চেয়েছিলাম... এবং সেটা সরাসরি জানিয়েও দিয়েছিলাম।'

'তাই নাকি?' বাঁকা সুরে বলল হোমস।

'পারলে ওকে বিয়েই করতাম, কিন্তু সেটা সম্ভব ছিল না। তাই পাল্টা প্রস্তাব হিসেবে ওকে বলেছিলাম আমার বান্ধবী হতে, তার বিনিময়ে যা চাইবে তা-ই পাবে। ওকে সুখী করার জন্য প্রয়োজনে সর্বস্ব বিলিয়ে দেব বলে কথা দিয়েছিলাম।'

'আপনার উদারতায় আমি মুগ্ধ!' টিটকিরি মারল হোমস।

ক্রোধে জ্বলে উঠল গিবসনের দু'চোখ, খোঁচাটা সহ্য করা মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর জন্য। রাগী গলায় বললেন, 'মি. হোমস, আমি এখানে আপনার সমালোচনা শুনতে আসিনি!'

'শুনতে না চাইলে বসে আছেন কেন?' হোমসও রেগে গেছে। 'এই কেস আমি শুধু ওই অসহায় মেয়েটির কথা ভেবে হাতে নিতে রাজি হয়েছি, আপনার জন্য না। কী ভেবেছেন নিজেকে? টাকা আছে বলেই যা খুশি তা করতে পারবেন? মি. গিবসন, আপনাদের মত বড়লোকদের জানা দরকার, দুনিয়ায় সবকিছু টাকা দিয়ে কেনা যায় না।'

আমাকে অবাক করে দিয়ে অপমানটা স্বর্ণসম্রাট মুখ বুজে সহ্য করলেন। শান্ত গলায় বললেন, 'এখন তা বুঝছি। ঈশ্বর যা করেন, তা ভালর জন্যই করেন। মিস ডানবার আমার কোনও কথাই রাখেনি, বরং সেই মুহূর্তে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছিল।'

BanglaBook.org

'গেল না কেন?'

'হুট করে চাকরি ছেড়ে দেবার অবস্থা ছিল না ওর। ওর উপার্জনের উপর আরও অনেকে নির্ভরশীল। তা ছাড়া আমি কথা দিয়েছিলাম ওকে আর বিরক্ত করব না। সেটা মেনে নিয়ে ও থেকে যায়। তবে আমি জানি, এর পিছনে আরও একটা কারণ আছে।'

'কী কারণ?'

'ওর প্রতি আমার দুর্বলতাকে কাজে লাগাতে চেয়েছিল ও—ভাল কাজে।'

'কী রকম?'

'আমার ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তির সত্যিকার পরিধি জানত মিস ডানবার। সেটা কত বড়, তা সাধারণ লোকে কল্পনাও করতে পারবে না। চাইলে আমি ভাঙতে পারি, গড়তে পারি... ভাঙাটাই অবশ্য বেশি চলে। শুধু ব্যক্তিবিশেষ নয়; বরং দল, সম্প্রদায়, এমনকী গোটা জাতি পর্যন্ত। ব্যবসা বড় কঠিন খেলা, কিন্তু সে-খেলা আমি খুব ভালই খেলতে জানি। ওখানে দুর্বলের কোনও স্থান নেই। আমি নিজে কখনও হেরে কাঁদিনি... কখনও কারও কান্নাতেও গলে যাইনি। কিন্তু মিস ডানবারের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যরকম। ওর বিশ্বাস, একজন মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থাকা উচিত নয় এবং দশ হাজার মানুষকে সর্বস্বান্ত করে একজনের বিত্ত বাড়ানোও পাপ। টাকা চিরকাল থাকে না... থাকে মানুষের সুকীর্তি। ও বুঝতে পেরেছিল আমি ওর কথা শুনি, তাই ওর পক্ষে আমাকে দিয়ে মানুষের উপকার করানো সম্ভব। সে-কারণেই থেকে গিয়েছিল ও। চেষ্টা করছিল ধীরে ধীরে আমাকে বদলাবার। তারপরেই ঘটল এই ঘটনা...'

'আপনার স্ত্রীর মৃত্যুর কথা বলছেন?' সামনে একটু ঝুঁকল হোমস। 'ওটার ব্যাপারে আপনার কী মত?'

BanglaBook.org

দু'হাতে মাথা চেপে ধরে কয়েক মুহূর্ত কী যেন চিন্তা করলেন মি. গিবসন। তারপর বললেন, 'ঘটনাটা বেশ জটিল। মেয়েদের মন বোঝা ভার—বাইরে এক, ভিতরে আর এক। প্রথমে তাই ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। বুঝতেই পারছিলাম না, এমন কী ঘটল যে মিস ডানবারের মত ভাল একটি মেয়ে কাউকে খুন করতে গেল। পরে চিন্তা করে দেখলাম, ব্যাপারটা পূর্ব-পরিকল্পিত না-ও হতে পারে। আমার স্ত্রী ওকে সহ্য করতে পারত না। আসলে... ঈর্ষা জিনিসটা শুধু দেহ নয়, মনকে নিয়েও গড়ে ওঠে। মিস ডানবারের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা যে কেবল মনের, তা আমার স্ত্রী টের পেয়েছিল। যে-ভালবাসা ও পায়নি, সে-ভালবাসা আরেকজনকে পেতে দেখে নিশ্চয়ই জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে গিয়েছিল। হাজার হোক, রক্তের মধ্যে আমাজনের হলকা রয়েছে তো! আমার তো মনে হয় পিস্তল নিয়ে ও-ই খুন করতে গিয়েছিল মিস ডানবারকে, কিন্তু ধস্তাধস্তিতে নিজে গুলি খেয়ে মারা পড়েছে।'

'এ-সম্ভাবনা আমার মাথাতেও এসেছে,' বলল হোমস। 'সত্যি বলতে কী, পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের বিপরীতে এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা।'

'কিন্তু মিস ডানবার তো সেটাও মানছে না!' প্রতিবাদ করলেন গিবসন।

'ব্যাপারটা স্মৃতিবিভ্রম হতে পারে। ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার মুখে এ-ধরনের বিভ্রম অস্বাভাবিক নয়। হয়তো ঘোরের মধ্যে চলে গিয়েছিল মিস ডানবার, নিজের অজান্তেই বাড়িতে ফিরে এসেছিল পিস্তল হাতে... ওয়ার্ডরোবের নীচের তাকে ঢুকিয়ে রেখেছিল অস্ত্রটা। পরে সে-সব ভুলে গেছে। কিংবা ভোলেনি কিছুই... স্রেফ ঘাবড়ে গিয়ে সবকিছু অস্বীকার করে নিজেকে বাঁচাতে চাইছে—এমনটাও অবিশ্বাস্য নয়।'

'কোন্‌টা ঠিক, কী করে বুঝবেন?'

BanglaBook.org

'মিস ডানবারের সঙ্গে কথা বলে।' ঘড়ি দেখল হোমস। 'বেলা বেশি হয়নি। চেষ্টা করলে বিকেলের মধ্যেই ওর সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি জোগাড় করা যাবে। সেক্ষেত্রে সন্ধ্যার ট্রেনে উইনচেস্টার গিয়ে আলাপটা সেরে আসতে পারি। কী বলো, ওয়াটসন?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানালাম।

'কী বলে যে...'

হাত তুলে মি. গিবসনকে থামিয়ে দিল হোমস। 'ধন্যবাদ দেবার মত কিছু ঘটেনি, সার। মিস ডানবারের সঙ্গে আগে কথা বলি, তারপর বোঝা যাবে আমি সত্যিই আপনার কোনও কাজে আসব কি না। তার আগ পর্যন্ত এ-নিয়ে স্পষ্ট কিছু বলা বা আপনাকে আশার বাণী শোনানো সম্ভব নয় আমার পক্ষে।'

চেষ্টার ত্রুটি না থাকলেও আসামির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সরকারি অনুমতি সেদিন আর পাওয়া গেল না। বসে থেকে সময় আর নষ্ট করতে চাইল না হোমস। আমাকে নিয়ে চলে গেল হ্যাম্পশায়ারে—মি. গিবসনের এস্টেট *থর প্লেস*-এ। স্বর্ণসম্রাট সঙ্গে এলেন না, আমাদেরকে ওখানকার স্থানীয় পুলিশ সার্জেন্টের ঠিকানা দিয়ে দিলেন। তার নাম কভেন্ট্রি। কেসের প্রাথমিক তদন্ত এই সার্জেন্টই করেছে। তার সঙ্গে দেখা করলাম আমরা।

সার্জেন্ট কভেন্ট্রি রোগা, লম্বা, ফ্যাকাসে চেহারার মানুষ। চালচলনে এমন একটা ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় ভাব যেন সে অনেক কিছুই জানে বা সন্দেহ করে, কিন্তু বলতে সাহস পাচ্ছে না। কথা বলতে বলতে হঠাৎ গলার স্বর ফিসফিসানিতে নামিয়ে এনে এমন একটা ভাব করে যেন খবরটা ভয়ানক কিছু, যদিও সেটা নেহাত মামুলি। তবে এসব আচরণের আড়ালে লোকটা নিতান্তই সৎ ও ভালমানুষ। এ-রহস্যের কিনারা করবার মত বুদ্ধি যে তার ঘটে

BanglaBook.org

নেই, কোনও সাহায্য পেলে বর্তে যাবে—তা স্বীকার করে নিল অকপটে... অবশ্য মুখ একটু গোমড়া করে।

'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সাহায্য চাইতে ভয় পাই, মি. হোমস,' বলল সে। 'গেঁয়ো পুলিশ ভেবে আমাদেরকে পাত্তাই দিতে চায় না। কেস ফয়সালা করে সমস্ত কৃতিত্ব ওরাই নিয়ে যাবে, কিন্তু না পারলে সে-দায় গছাবে আমাদের ঘাড়ে। সেদিক থেকে আপনি অনেক ভাল। সোজা লোক আপনি। অনেক সুনাম শুনেছি।'

'আমি কারও সাতে-পাঁচে থাকি না,' জানাল হোমস। 'রহস্য সমাধান করতে পারলেই আমি সন্তুষ্ট, পরে সেটার সঙ্গে আমার নাম-ধাম না জড়ালেই বরং বেশি খুশি হই।'

ওর কথা শুনে সার্জেন্টের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'যা শুনেছি তা মিথ্যে নয় দেখছি! ডা. ওয়াটসনকেও নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করা চলে। চলুন, ঘটনাস্থলে নিয়ে যাই আপনাদের। তার আগে একটা কথা না বললেই নয়...' বলে চারদিকে এমনভাবে তাকিয়ে নিল যেন আমাদের কথা শোনার জন্য আড়াল থেকে কান পেতে রয়েছে কেউ, 'খুনটা মি. জিল গিবসন নিজেই করেননি তো?'

'সম্ভাবনাটা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।'

'মিস ডানবারকে দেখলেই বুঝবেন, ওর মত মেয়ে হয় না। আমার ধারণা, তাকে পাবার জন্য পথের কাঁটা বউকে সরিয়ে দিয়েছেন গিবসন নিজেই। আমেরিকানরা সব পারে। কথায় কথায় বন্দুক চালায়। পিস্তলটাও তো তাঁরই।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। মি. গিবসনের কালেকশনের জোড়া পিস্তলের একটা দিয়ে খুন করা হয়েছে মিসেস গিবসনকে।'

'জোড়া পিস্তল? অন্যটা কোথায়?'

'পুরো বাড়িজুড়ে বন্দুক-পিস্তলের ছড়াছড়ি। মিলিয়ে দেখা

BanglaBook.org

এখনও সম্ভব হয়নি। তবে বাক্সের ভিতরে দুটো পিস্তল রাখার খাঁজ দেখেছি।'

'কিন্তু মিলিয়ে না দেখলে নিঃসন্দেহ হবেন কী করে?'

'চাইলে এখুনি গিয়ে দেখতে পারেন। বাড়িতে অস্ত্রগুলো সব সাজিয়ে রাখা হয়েছে।'

'পরে দেখব। আগে ঘটনাস্থলটা দেখে আসি।'

সার্জেন্ট কভেন্ট্রির সাদাসিধে কটেজটাই স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়ি। সেখান থেকে হেঁটে গেলাম প্রায় আধ মাইল পথ। জোরেশোরে হাওয়া বইছে, দুলতে থাকা সোনালি আর তামাটে রঙের গুল্ম আর আগাছায় ঢেকে গেছে মাঠ। মাঠ পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম স্বর্ণসম্রাটের এস্টেটে ঢোকার একটা পার্শ্বফটকের সামনে। দূরে, রাস্তার শেষ প্রান্তে, ছোট একটা পাহাড়ের মাথায় সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে একটা আধা-টিউডোর, আধা-জর্জিয়ান ডিজাইনের বাড়ি। আমাদের পাশেই নলখাগড়ায় ভরা দীর্ঘ এক জলা। যেখানে ওটা সংকীর্ণ, সেখানে একটা পাথুরে সেতু বানিয়ে বাড়ির দিকে গাড়ি চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওটাই থর ব্রিজ। সেতুর দু'পাশে জলা বিস্তৃত হয়ে লেকের আকার নিয়েছে।

ব্রিজে ওঠার মুখে থামল সার্জেন্ট কভেন্ট্রি। মাটির দিকে ইশারা করে বলল, 'এখানে পাওয়া গেছে মিসেস গিবসনের লাশ। আমি দাগ দিয়ে রেখেছি। ওই যে।'

হোমস জিজ্ঞেস করল, 'লাশ সরাবার আগেই আপনি এসেছিলেন তো?'

'অবশ্যই! সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠিয়েছিল আমাকে।'

'কে খবর পাঠিয়েছিল?'

'মি. গিবসন নিজেই। লাশ আবিষ্কৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে লোকজন নিয়ে চলে এসেছিলেন এখানে। সবাইকে বলে দিয়েছিলেন, পুলিশ না আসা পর্যন্ত যেন কেউ কোনও কিছুতে

BanglaBook.org

হাত না দেয়।'

'বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলেন। খবরের কাগজে লিখেছে, খুব কাছ থেকে নাকি গুলি করা হয়েছে?'

'খুবই কাছ থেকে।'

'ডান কপালে?'

'কপালের ঠিক পিছনে।'

'লাশ কীভাবে পড়ে ছিল?'

'চিৎ হয়ে। ধস্তাধস্তির কোনও চিহ্ন পাইনি। বাঁ হাতের মুঠোয় আঁকড়ে ধরা ছিল মিস ডানবারের লেখা চিরকুটটা।'

'মুঠোতে?'

'জী। আঙুল খুলতে হিমশিম খেয়ে গেছি।'

'খুবই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। এ-থেকে বোঝা যায়, মিথ্যে সূত্র হিসেবে চিরকুটটা খুনের পর হাতে গুঁজে দেয়া সম্ভব ছিল না। চিরকুটের বক্তব্যও তো বোধহয় সংক্ষিপ্ত—*রাত ন'টায় থর ব্রিজে থাকব। জি. ডানবার।* তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'মিস ডানবার কি স্বীকার করেছে, চিরকুটটা তারই লেখা?'

'করেছে।'

'কেন লিখেছে, সেটা বলেছে?'

'না। যা বলবার, তা নাকি আদালতে বলবে।'

'ইন্টারেস্টিং সমস্যা। চিঠির ভাষাটাও বেশ অস্পষ্ট, তাই না?'

'কিন্তু ওটাই মিস ডানবারের বিপক্ষে সবচেয়ে বড় প্রমাণ।'

মাথা নেড়ে হোমস বলল, 'কিন্তু চিঠিটা হাতের মুঠোয় নিয়ে দেখা করতে এলেন কেন মিসেস গিবসন? চিঠি পেয়েছিলেন রাত ন'টার বেশ আগে... ঘণ্টাখানেক আগে তো বটেই। অতক্ষণ পরেও চিঠি ধরে রইলেন কেন? চিঠি নিয়ে নিশ্চয়ই কথা হচ্ছিল না? ব্যাপারটা অদ্ভুত না?'

BanglaBook.org

মাথা চুলকাল কভেন্ট্রি। 'এভাবে তো ভেবে দেখিনি! সত্যি... অদ্ভুতই বটে।'

'বসে বসে ভাবা যাক,' বলে ব্রিজের পাথুরে পাঁচিলের উপর পা ঝুলিয়ে বসল হোমস। তীক্ষ্ণ চোখে ওকে চারদিকে নজর বোলাতে দেখলাম। হঠাৎ কী যেন চোখে পড়তে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ছুটে গেল ব্রিজের উল্টোদিকে পাঁচিলের সামনে। পকেট থেকে ম্যাগনিফাইয়িং গ্লাস বের করে খুঁটিয়ে দেখল জায়গাটা।

'ইন্টারেস্টিং!' মন্তব্য করল ও।

'আমিও দেখেছি, সার,' বলল কভেন্ট্রি। 'পাথরের চলটা উঠে গেছে। অনেক লোক যায় তো ব্রিজ পেরিয়ে, তাদেরই কারও কীর্তি।'

পাথরটা ধূসর, কিন্তু একটা জায়গা সাদা দেখাচ্ছে চলটা উঠে যাওয়ায়। খুব যে বড়, তা নয়; ছ'পেন্সের একটা মুদ্রার সমান জায়গা। মনে হলো খুব জোরে কোনও কিছুর ঘা লেগেছিল ওখানে।

'এমনি এমনি ওঠেনি,' বিড়বিড় করল হোমস। হাতের ছড়ি দিয়ে একটা বাড়ি মেরে দেখল, কিছুই হলো না পাঁচিলের। ও বলল, 'অনেক জোরে আঘাত লেগেছে। লেগেছেও বড় অদ্ভুত জায়গায়। উপর থেকে নয়, নীচ থেকে। পাঁচিলের নীচ দিকের কিনারায়। দেখেছেন?'

'কিন্তু লাশ তো এখান থেকে অন্তত পনেরো ফুট দূরে পড়ে ছিল!' প্রতিবাদের সুরে বলল সার্জেন্ট।

'তা ঠিক। হয়তো কোনও সম্পর্কই নেই দুটোর, কিন্তু এটাকে একেবারে অবহেলা করতে পারছি না। এদিকে পায়ের ছাপ-টাপ পেয়েছেন?'

'মাটি পাথরের মত শক্ত, কোনও ছাপ পড়েনি।'

'তা হলে যাওয়া যাক। আগে মি. গিবসনের

BanglaBook.org

বাড়িতে—অস্ত্রগুলো দেখব। এরপর মিস ডানবারের সঙ্গে কথা বলতে উইনচেস্টারে যাব।'

স্বর্ণসম্রাট তখনও ফেরেননি লণ্ডন থেকে। সকালে যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সেই মার্লো বেটস আমাদেরকে বাড়িতে অভ্যর্থনা জানাল। বেশ আগ্রহের সঙ্গে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখাল তার মনিবের অস্ত্রশস্ত্রের সংগ্রহশালা। রোমাঞ্চকর দীর্ঘ জীবনে অস্ত্রগুলো দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করেছেন তিনি।

বেটস জানাল, 'মাথার পাশে গুলি ভরা পিস্তল নিয়ে ঘুমান মি. গিবসন। অসংখ্য শত্রু তাঁর। যে-ধরনের মানুষ, হবে না-ই বা কেন! আমাদের সঙ্গেও মাঝে মাঝে এমন সব কাণ্ড করে বসেন যে ভয়ে সিঁটিয়ে থাকি। মিসেস গিবসনও সবসময় আতঙ্কে থাকতেন।'

'গায়ে হাত তুলতে দেখেছেন কখনও?'

'না। তবে মুখে যা বলতেন, সেটা মারধরের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। চাকর-বাকরের সামনে স্ত্রীকে জঘন্য ভাষায় গালাগাল করতেন।'

আরও কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করল হোমস। শেষে সার্জেন্ট কভেন্ট্রি আর মার্লো বেটসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্টেশনের পথ ধরলাম আমরা।

'যা বুঝলাম, ব্যক্তিগত জীবনেও আমাদের স্বর্ণসম্রাট খুব সুবিধের লোক নন,' যেতে যেতে বলল হোমস। 'কিন্তু সমস্যা হলো, তাঁকে কোনোভাবেই খুনি ভাবা যাচ্ছে না। ম্যানেজারের মুখেই তো শুনলে, ঘটনার দিন বিকেল পাঁচটায় বাড়ি ফেরেন ভদ্রলোক, সাড়ে আটটায় ডিনার শেষ করে লাইব্রেরিতে ঢোকেন। লাশ যখন আবিষ্কার হয়, তখন তিনি ওখানেই ছিলেন। তার আগ পর্যন্ত একবারও বাড়ি থেকে বেরোননি। অন্যদিকে মিস ডানবার নিজ মুখে স্বীকার করেছে, মিসেস গিবসন মারা যাবার আগে সে

BanglaBook.org

তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য থর ব্রিজে গিয়েছিল। চিরকুট পাওয়া গেছে, তাকে ওখান থেকে বাড়ি ফিরতে দেখেছে এক পথচারী... সব মিলিয়ে প্রমাণগুলো অকাট্য। শুধু একটা কারণে ওকে আমি খুনি ভাবতে পারছি না।'

'কী কারণ?' জিজ্ঞেস করলাম।

'ওর ওয়ার্ডরোবে পিস্তল পাওয়া যাওয়ার ব্যাপারটা।'

'বলো কী!' বিস্মিত হলাম। 'ওটাই তো ওর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রমাণ!'

'কিন্তু এর ভিতরে অনেক অসঙ্গতি আছে,' গম্ভীর গলায় বলল হোমস। 'খবরের কাগজে পড়েই আমার খটকা লেগেছিল। কাছাকাছি এসে খটকাটা আরও বাড়ছে। যতক্ষণ না তা দূর করতে পারছি, ধরে নেব কোথাও একটা বড় ধরনের গড়বড় আছে।'

'ঠিক বুঝলাম না তুমি কী বলতে চাইছ।'

'নিজেকে মিস ডানবারের জায়গায় কল্পনা করো, ওয়াটসন। খুব ঠাণ্ডা মাথায়, পরিকল্পিতভাবে মিসেস গ্রিবসনকে খুন করতে চাও। প্ল্যান ঠিক করে ফেললে। একটা চিরকুটও লেখা হলো। তোমার ফাঁদে পা দিল শিকার। নির্জন জায়গায় বিনা বাধায় তাকে খুন করলে তুমি। ভারি নিখুঁত কাজ—কোথাও কোনও ফাঁক নেই। তুমি কি বলতে চাও এমন সুকৌশলে কাজটা সম্পন্ন করার পর তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পাবে? হাতের অস্ত্রটা জলার পানিতে ফেলে দিলেই তো হয়—কেউ কোনোদিন ওটা আর খুঁজে পাবে না। কোন্ দুঃখে তুমি ওটা বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে? কেনই বা এত জায়গা থাকতে ওটা নিজের ওয়ার্ডরোবে ঢুকিয়ে রাখবে? ওখানে যে তল্লাশি চালানো হবে, সেটা তো জানা কথা! দুনিয়ার সেরা আহাম্মকও এ-ধরনের ভুল করবে না, বন্ধু।'

'উত্তেজনার বশে...'

BanglaBook.org

'উঁহুঁ, আমি বিশ্বাস করি না,' মাথা নাড়ল হোমস। 'ঠাণ্ডা মাথায় যেখানে কোনও অপরাধের ছক কাটা হয়, সেখানে সে-অপরাধকে চাপা দেবার ছকও ঠাণ্ডা মাথাতেই ঠিক করা হয়। না হে, কোথাও একটা বড় ধরনের ভুল করছে সবাই।'

'তোমার কথাই যদি ঠিক হয়, তা হলে তো অনেক কিছুরই ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না।'

'ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা যাক। দৃষ্টিকোণ পাল্টালে অনেক অস্পষ্ট জিনিসও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন ধরো, এই কেসে সবচেয়ে অস্পষ্ট জিনিস হলো ওই পিস্তলটা। মিস ডানবার বলছে, ওটা সে রাখেনি। নতুন থিয়োরি অনুসারে যদি ধরে নিই সে সত্যি কথাই বলছে, তার মানে দাঁড়ায় অস্ত্রটা অন্য কেউ তার ওয়ার্ডরোবে রেখেছে। কে রাখতে পারে? নিঃসন্দেহে এমন কেউ, যে মিস ডানবারকে খুনের সঙ্গে জড়াতে চাইছে... তাকে ফাঁসাতে চাইছে। সে-ই তা হলে আসল অপরাধী। ঠিক? দেখলে, ব্যাপারটার কত চমৎকার আরেকটা ব্যাখ্যা পাওয়া গেল! এখন দেখতে হবে এই ব্যাখ্যাটা সত্যি কি না।'

BanglaBook.org

রাতটা উইনচেস্টারের এক হোটেলে কাটালাম আমরা। সকালে ডাক মারফত এসে গেল বন্দিনীর সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি-পত্র। দেরি না করে মিস ডানবারের আইনজীবী মি. জয়েস কামিংসের সঙ্গে কারাগারে হাজির হলাম দুজনে। আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো মেয়েটিকে যে-কক্ষে রাখা হয়েছে সেখানে। বেশ সুন্দরী কাউকে দেখব, এ-আশা করেই গিয়েছিলাম; কিন্তু এ-রকম আশ্চর্য রূপ দেখব ভাবতেও পারিনি। গিবসনের মত প্রতাপশালী লোকও কেন মেয়েটির কথায় ওঠবোস করেন, তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করলাম।

একহারা, দীর্ঘাঙ্গী তরুণী মিস ডানবার। কাজলকেশী। নির্মল,

পবিত্র মুখশ্রী থেকে এমন এক ধরনের আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে যে, এক দেখাতেই বুঝে গেলাম, এই মেয়ের পক্ষে কোনও অপকর্ম সম্ভব নয়... মহৎ কাজ ছাড়া আর কোনও কিছুই ও করতে পারবে না। ভাসা ভাসা চোখদুটোয় জালে জড়িয়ে পড়া অসহায় প্রাণীর মত ভাসছে আকুলতা ও আর্তি—মুক্তির পথ যে নেই, তা যেন অন্তর থেকে উপলব্ধি করছে। এ-অবস্থায় হোমসের মত বিখ্যাত গোয়েন্দা ওকে সাহায্য করতে এসেছে শুনে রঙ ফুটল দুই গালে... উজ্জ্বল হয়ে উঠল চোখের দৃষ্টি।

পরিচয়-পর্ব শেষ হলে মিস ডানবার জিজ্ঞেস করল, 'মি. গিবসনের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক, তা কি আপনি জানেন, মি. হোমস?'

'শুনেছি। কিন্তু পুলিশের কাছে সব খুলে বলেননি কেন?' শুধাল হোমস।

'এ-রকম একটা অভিযোগ যে ধোপে টিকতে পারে, তা আমি বিশ্বাসই করিনি। ভেবেছিলাম ঘরোয়া কেলেঙ্কারি সারা দুনিয়াকে না জানানোই ভাল, অপেক্ষা করলে এমনিতেই সবকিছুর ফয়সালা হয়ে যাবে। কিন্তু এখন দেখছি আমার ধারণা ভুল। ফয়সালা তো হচ্ছেই না, বরং সবকিছু আরও জট পাকিয়ে যাচ্ছে।'

'তা ঠিক। আপনাকে আমি মিথ্যে আশা দেব না। মি. কামিংসের কাছ থেকে শুনে থাকবেন, সাক্ষ্য-প্রমাণ সবই আপনার বিরুদ্ধে। এ-থেকে পরিত্রাণ যদি পেতে চান, আমার অনুরোধ, সবকিছু সাফ সাফ খুলে বলবেন আমাকে।'

'আমি কোনও কিছুই লুকাব না।'

'তা হলে বলুন, মিসেস গিবসনের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন ছিল?'

'ঘৃণার, বিদ্বেষের, ঈর্ষার। আমাকে দু'চোখে দেখতে পারতেন না। গরমের দেশের মেয়ে, স্বভাবেও তা-ই। আধাআধি কিছু

BanglaBook.org

করেন না, যা করেন পুরোপুরি। আমাকে সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে ঘৃণা করতেন। ওঁর স্বামীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা যে স্রেফ আত্মিক ও মানসিক; সেই সঙ্গে আমি যে তাঁর মঙ্গলের জন্য ও-বাড়িতে থেকে গিয়েছিলাম—তা বুঝতে চাননি। এখন দেখছি আমি না থাকলেও ও-বাড়িতে সুখ কোনোদিন ফিরে আসত না।'

'বেশ, এবার তা হলে আমাকে সেদিনের ঘটনাটা বলুন। বিস্তারিতভাবে।'

'ঠিক আছে, বলছি। কিন্তু বেশ কয়েকটা ব্যাপার আমার নিজের কাছেই অস্পষ্ট, সেগুলোর ব্যাখ্যা চাইলে কিছু বলতে পারব না।'

'সে-দায়িত্ব আমার। আপনি আমাকে শুধু ঘটনাটা বলুন।'

'লোকে যা বলছে, তা মিথ্যে নয়। সে-রাতে সত্যিই আমি মিসেস গিবসনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম থর্ন ব্রিজে... উনিই আমাকে চিঠি দিয়ে দেখা করতে বলেছিলেন। সকালবেলা বাচ্চাদের পড়ার ঘরে নিজ হাতেই বোধহয় রেখে গিয়েছিলেন চিঠিটা। ওতে লেখা ছিল—ডিনারের পর যেন দেখা করি, খুব জরুরি দরকার, কথা আছে। বলেছিলেন আমার জবাব যেন বাগানের সূর্যঘড়ির উপর রেখে আসি, আর ওঁর চিঠিটা যেন পড়ার পর পুড়িয়ে ফেলি। অবাক হইনি, স্বামীকে যমের মত ভয় করতেন মিসেস গিবসন। স্ত্রীর সঙ্গে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করতেন ভদ্রলোক। এ-নিয়ে অনেক বকাবকি করেছি ওঁকে।'

'চিঠিটা আপনি পোড়ালেন?'

'হ্যাঁ। পড়ার ঘরের ফায়ারপ্লেসে তখুনি ফেলে দিয়েছিলাম। আমার জবাবটাও চিরকুটে লিখে রেখে এসেছিলাম সূর্যঘড়ির উপরে।'

'সে-চিরকুট তো মিসেস গিবসন নষ্ট করেননি, বরং যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন।'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ। মৃত্যুর সময় ওটা ওঁর হাতের মুঠোয় ছিল শুনে খুবই অবাক হয়েছি।'

'তারপর কী হলো?'

'কথামত সেখানে গেলাম। সেতুর কাছে গিয়ে দেখি ভদ্রমহিলা আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। কী ভয়ঙ্কর মূর্তি! আমাকে দেখেই যেন উন্মাদ হয়ে গেলেন। আর তখনই বুঝলাম, মনেপ্রাণে আমাকে কতটা ঘৃণা করেন মিসেস গিবসন। এক বাড়িতে একসঙ্গে এতদিন থেকেছি, অথচ কোনোদিন বুঝিনি বুকের ভিতরে তিনি এত বড় ঘৃণার পাহাড় চাপা দিয়ে রেখেছেন। বুঝিয়ে দিলেন সেইদিন। যা মুখে এল বলে গেলেন, সে-সব কথা শোনাও পাপ। কানে হাত চাপা দিয়ে পালিয়ে আসতে আসতে শুনলাম গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে আমার মুণ্ডুপাত করে চলেছেন।'

'মিসেস গিবসন তখন কোথায় দাঁড়িয়ে ছিলেন?'

'থর ব্রিজের মুখে।'

'যেখানে পরে তাঁর লাশ পাওয়া গেল?'

'কয়েক গজ এদিক-সেদিক হতে পারে।'

'ফেরার সময় গুলির শব্দ শোনেননি?'

'কোনও কিছু শোনা বা দেখার মত মনের অবস্থা ছিল না আমার, মি. হোমস। মিসেস গিবসনের গালাগাল শুনে কান ঝাঁ ঝাঁ করছিল। ছুটতে ছুটতে বাড়িতে ফিরে এসেছিলাম, সোজা ঢুকে গিয়েছিলাম নিজের কামরায়।'

'সকালের আগে ঘর থেকে আর বেরিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। মিসেস গিবসন খুন হয়েছেন শুনে সবার সঙ্গে দৌড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম।'

'মি. গিবসনকে তখন দেখেছিলেন?'

'জী। ব্রিজের ওখানেই দেখেছি। ডাক্তার আর পুলিশ ডাকার

BanglaBook.org

জন্য লোক পাঠাচ্ছিলেন।'

'কেমন অবস্থা ছিল তাঁর? ঘাবড়ে গিয়েছিলেন?'

'মি. গিবসন খুব শক্ত মানুষ, মি. হোমস। ভিতরের আবেগ বাইরে ফোটান না। তারপরেও মনে হয়েছিল খুব একটা নাড়া খেয়েছেন।'

'এবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টটায় আসা যাক। আপনার ঘরে যে-পিস্তলটা পাওয়া গেছে... ওটা আগে কখনও দেখেছেন?'

'জীবনেও না।'

'কখন পাওয়া গেল ওটা?'

'পরদিন সকালে। পুলিশ যখন আমার কামরা তল্লাশি করল।'

'আপনার ওয়ার্ডরোবে ছিল ওটা, তাই না?'

'হ্যাঁ। নীচের তাকে। জামাকাপড়ের মাঝে।'

'কোত্থেকে এল ওটা?'

'জানি না। তবে আগের দিন সকালেও ছিল না, এ-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

'কীভাবে জানলেন?'

'ওয়ার্ডরোব গুছিয়েছিলাম বলে।'

'তারমানে পরে কেউ এসে পিস্তলটা ওখানে রেখেছে... আপনাকে ফাঁসানোর জন্য।'

'অবস্থাদৃষ্টে তেমনটাই মনে হচ্ছে।'

'কখন রাখতে পারে?'

'খাওয়ার সময়, কিংবা আমি যখন বাচ্চাদের পড়ার ঘরে ছিলাম, তখন।'

'যখন মিসেস গিবসনের চিঠি পেলেন?'

'হ্যাঁ। সারা সকাল ওই ঘরেই ছিলাম আমি।'

'ধন্যবাদ, মিস ডানবার। তদন্তে সহায়ক হবে, এমন আর কিছু বলতে চান?'

BanglaBook.org

'কিছু মাথায় আসছে না।'

'হুম। আরেকটা ব্যাপার। ব্রিজের পাঁচিলের এক জায়গায় পাথরের চলটা উঠে গেছে... খুবই সম্প্রতি। লাশ যেখানে পড়ে ছিল, তার ঠিক উল্টোপাশে। কেন বলতে পারেন?'

'কী জানি। নিশ্চয়ই কাকতালীয় ব্যাপার।'

'তারপরেও ওটা খুবই অদ্ভুত। যখন খুন হলো, ঠিক তখনই পাথরের চলটা উঠল... আমার কাছে ব্যাপারটা স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না।'

'কিছুটা যে অস্বাভাবিক, তা অস্বীকার করব না। ওখানকার পাথরের চলটা উঠতে হলে তো অনেক জোরে ঘা মারতে হবে। সেটা দুর্ঘটনাক্রমে ঘটতে পারে না। কিন্তু... এর সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?'

জবাব দিল না হোমস। ঘোলা হয়ে উঠল চোখের দৃষ্টি। যেন একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেল। ওর এ-চেহারা আমি চিনি। রহস্যের সাগরে ডুব দিয়েছে আমার বন্ধুর মন। কাঙ্ক্ষিত সমাধানের আশায় তছনছ করে চলেছে তার তলদেশ। ওকে বিরক্ত করলাম না আমরা কেউই। কিছুটা সময় পেরিয়ে যাবার পর হঠাৎ ঝটকা দিয়ে সিধে হলো আমার বন্ধুটি। দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। প্রায় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

আমাকে বলল, 'চলো, ওয়াটসন। আমাদেরকে যেতে হবে।'

বিস্মিত কণ্ঠে মিস ডানবার জানতে চাইল, 'কী হলো, মি. হোমস?'

ওর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে মৃদু হাসল হোমস। বলল, 'কিছু মনে করবেন না, মিস ডানবার। মি. কামিংসের কাছে যথাসময়ে সব জানতে পারবেন। ঈশ্বর যদি দয়া করেন তো, সারা ইংল্যাণ্ডকে কাঁপিয়ে দেবার মত একটা সমাধান পেশ করতে চলেছি আমি। তবে তার আগে সেটার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নেয়া প্রয়োজন।

BanglaBook.org

আশা করি কাল সকালের ভিতরেই খবরটা পেয়ে যাবেন। এখন তা হলে আসি।'

উইনচেস্টার থেকে হ্যাম্পশায়ারে যেতে খুব বেশি সময় লাগে না, কিন্তু ট্রেনে বসে ছটফট করতে লাগল শার্লক হোমস। বসে থাকতে পারছিল না ও, কম্পার্টমেন্টের ভিতরেই পায়চারি করছিল। কখনও বা সিটে বসে হাতলের উপর আঙুলের টোকা দিয়ে যাচ্ছিল। কিছুতেই তর সইছিল না ওর। গন্তব্যের কাছাকাছি পৌঁছুলে হঠাৎ আমার মুখোমুখি বসে পড়ল। তারপর দু'হাত হাঁটুতে রেখে আমার দিকে ঝুঁকে বলল, 'ওয়াটসন, অভিযানে বেরোলেই সঙ্গে পিস্তল রাখো তুমি, তাই না?'

রাখি ওর জন্যেই। রহস্যের মাঝে ডুবে গেলে আত্মরক্ষার খাতিরে সঙ্গে অস্ত্র নেবার কথাও খেয়াল থাকে না হোমসের, তাই বহুবার প্রয়োজনের মুহূর্তে আমার পিস্তলই ওর জীবন বাঁচিয়েছে। কথাটা মনে করিয়ে দিলাম।

'হ্যাঁ,' বলল ও, 'আমি আবার একটু অন্যমনস্ক এসব ব্যাপারে। যা হোক, পিস্তলটা এবারও এনেছ আশা করি?'

'অবশ্যই!'

হিপ পকেট থেকে অস্ত্রটা বের করে ওর হাতে তুলে দিলাম। ক্যাচ খুলে পিস্তলের সবগুলো কার্তুজ বের করে নিল হোমস। তারপর হাতের তালুতে রেখে পরখ করল অস্ত্রটার ওজন।

বলল, 'বেশ ভারী দেখছি!'

'নিরেট বলেই ভারী।'

একটু ভাবল হোমস। তারপর বলল, 'বন্ধু, আমাদের তদন্ত-কাজে তোমার পিস্তল একটা বড়সড় ভূমিকা নিতে চলেছে।'

'ঠাট্টা করছ?'

BanglaBook.org

'উঁহুঁ, আমি সিরিয়াস। একটা পরীক্ষা চালাব এটার সাহায্যে। সেই পরীক্ষা যদি সফল হয়, তা হলেই সব খাপে খাপে বসে যাবে। হুমম... একটা বুলেট বাইরে রাখলাম, বাকি পাঁচটা আবার ঢুকিয়ে রাখলাম পিস্তলে। সেফটি ক্যাচ তুলে দিই... হ্যাঁ, ওজন আরও বেড়েছে। চমৎকার!'

ওর কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না। তাই বলে ব্যাপারটা নিয়ে আর খোঁচাখুঁচিও করলাম না। সময় হলে ও নিজেই সব খুলে বলবে। সে-অপেক্ষায় রইলাম।

একটু পরেই পৌঁছে গেলাম হ্যাম্পশায়ারে। স্টেশন থেকে একটা লক্কড়ঝক্কড় ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে হাজির হলাম সার্জেন্ট কভেন্ট্রির আস্তানায়।

'কিছু বুঝতে পেরেছেন, মি. হোমস?' সাগ্রহে জানতে চাইল সার্জেন্ট।

'স্রেফ একটা থিয়োরি। ওটা সত্যি কি মিথ্যে, তা বোঝা যাবে ডা. ওয়াটসনের রিভলবারের আচার-আচরণ দেখে।'

বোকা বোকা চোখে ওর দিকে চেয়ে রইল সার্জেন্ট।

একটু হেসে হোমস বলল, 'যথাসময়ে সব বুঝতে পারবেন। শক্ত সুতা লাগবে আমার... দশ গজ। জোগাড় করতে পারবেন?'

'নিশ্চয়ই।'

গ্রামের এক দোকান থেকে সুতা কেনা হলো।

'এতেই হবে,' বলল হোমস। 'চলো, এবার অভিযানের শেষ পর্ব শুরু করা যাক।'

তখন সূর্য ডুবেছে। হ্যাম্পশায়ারের দিগন্তবিস্তৃত তরঙ্গায়িত জলাভূমি অপূর্ব সুন্দর লাগছে পড়ন্ত আলোয়। হোমসের কার্যকলাপের সঙ্গে পরিচিত নয় সার্জেন্ট কভেন্ট্রি, তার বাঁকা চাহনি দেখে মনে হলো আমার বন্ধুটির মাথা ঠিক আছে কি না, সে-ব্যাপারেই ও সন্দিহান। থর ব্রিজের দিকে যত এগোলাম, তত

BanglaBook.org

বুঝলাম—বাইরে গাম্ভীর্য বজায় রাখলেও ভিতরে ভিতরে হোমস ভীষণ উত্তেজিত হয়ে আছে ।

আমার একটা মন্তব্যের জবাবে ও বলল, 'আরেকটু হলেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হতাম, বুঝলে? এসব ব্যাপারে আমার ভিতরে সহজাত একটা অনুভূতি কাজ করে বটে, তারপরেও কখনও কখনও অন্ধকারে হাতড়ে মরি। এবারও তা-ই ঘটতে চলেছিল। তবে মিস ডানবারের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ একটা সম্ভাবনা বিদ্যুৎচমকের মত খেলে গেছে মাথায়। দেখা যাক সেটা কতখানি সত্যি।'

হাঁটতে হাঁটতেই পিস্তলের হাতলে সুতার একটা প্রান্ত বেঁধে ফেলল হোমস। ব্রিজের মুখে পৌঁছুনোর পর একটা ভারী পাথর কুড়িয়ে নিল, সেটা বাঁধল সুতার অন্য প্রান্তে। পাথরটা ঝুলিয়ে দিল পাঁচিলের উল্টোপাশে, চলটা ওঠা জায়গাটা বরাবর... পানির উপরে ঝুলতে থাকল ওটা। নিজে পিস্তল হাতে দাঁড়াল লাশ যেখানে পড়ে ছিল ঠিক সেখানে।

'এবার দেখবে মজা!' সোল্লাসে বলে উঠল ও।

পিস্তলটা তুলে ডান কপালে ঠেকাল হোমস, তারপরেই মুঠো ছেড়ে দিল। চোখের পলকে পাথরের টানে পাঁচিলের দিকে ছুটে গেল অস্ত্রটা, ঠকাস করে বাড়ি খেল কিনারায়... এরপর পাঁচিল টপকে সোজা চলে গেল পানির তলায়। পাঁচিলের পাশে ছুটে গেল ও, নিচু হয়ে পরীক্ষা করল জায়গাটা, পরক্ষণে ফেটে পড়ল উল্লাসে।

হাসতে হাসতে বলল, 'যা ভেবেছি ঠিক তা-ই। নিখুঁত ডেমোনস্ট্রেশন! আমার থিয়োরির বাস্তব প্রমাণ।' আমার দিকে ফিরল। 'দেখলে তো, ওয়াটসন, তোমার রিভলবারই শেষ পর্যন্ত সমাধান করে দিল সমস্যার।'

বিস্ময় নিয়ে পাঁচিলের দিকে তাকালাম। পুরনোটার পাশে

BanglaBook.org

আরেক জায়গার চলটা উঠে গেছে পিস্তলের ঘায়ে—আকার-আকৃতিতে হুবহু এক রকম!

এবার বিমূঢ় সার্জেন্টের দিকে ফিরে হোমস বলল, 'আজ রাতটা সরাইখানায় কাটাব। আঁকশি এনে আমার বন্ধুর পিস্তলটা উদ্ধার করে দিন। পাশেই পাবেন সুতো আর পাথর বাঁধা আরেকটা পিস্তল—মি. গিবসনের সেটের দ্বিতীয়টা। ওটা দিয়েই মিস ডানবারকে ফাঁসাতে চেয়েছিলেন মিসেস গিবসন। বড় ভয়ঙ্কর মহিলা—ক্রোধ আর হিংসার জ্বলন্ত অঙ্গার! মিস ডানবারকে এতই ঘৃণা করতেন যে, তাকে চরম শাস্তি দেবার জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিতে দ্বিধা করেননি। মি. গিবসনকে জানিয়ে দেবেন, কাল সকালে আমি যাব ওঁর কাছে। তারপর নাহয় মিস ডানবারকে খালাসের ব্যবস্থা নেয়া যাবে।'

সেদিন রাতে সরাইখানায় বসে পাইপ টানতে টানতে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করলাম আমরা।

হোমস বলল, 'ওয়াটসন, বরাবরের মত থর ব্রিজের এই ঘটনা নিশ্চয়ই তুমি লিখে প্রকাশ করবে, কিন্তু তাতে আমার সুনাম বিশেষ বৃদ্ধি পাবে বলে মনে হয় না। আমার তদন্ত-কাজের মূল ভিত হলো কল্পনা আর বাস্তবের সমন্বয়, কিন্তু এ-কেসে আমি তা করতে পারিনি। পাঁচিলের ওই চলটা ওঠা জায়গাটা চোখের সামনেই ছিল, কিন্তু অত বড় সূত্রটা দেখেও আমি কল্পনাকে কাজে লাগাতে অনেক দেরি করে ফেলেছি।

'এ-কথা ঠিক যে, মিসেস গিবসনের পরিকল্পনাটা এতই জটিল এবং গভীর ছিল যে, স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধিতে সেটা বিশ্বাস করা কঠিন। ভালবাসার অভাবে বা ঈর্ষান্বিত হয়ে কেউ যে এত কঠিন বা আত্মঘাতী পথে পা বাড়াতে পারে, তা আগে কখনও ভাবিনি। তবে ভদ্রমহিলা মস্ত ভুল করেছিলেন, তাতে সন্দেহ

BanglaBook.org

নেই। স্বামীর উপরে মিস ডানবারের প্রভাবকে তিনি ভুল দৃষ্টিতে দেখেছেন... তার ভুল অর্থ করেছেন। ভেবেছিলেন তাঁর সঙ্গে মি. গিবসনের দুর্ব্যবহার এবং মানসিক অত্যাচারের পিছনে মিস ডানবারই কলকাঠি নেড়ে চলেছে। সেই সঙ্গে উপলব্ধি করেছিলেন, স্বামী আর কোনোদিন তাঁকে ভালবাসবে না, তাই বেঁচে থাকার সমস্ত আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলেন... সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন আত্মহত্যা করবার। সেই সঙ্গে ঠিক করেছিলেন, মরার সময় প্রতিদ্বন্দ্বীকে এমন এক শাস্তি দিয়ে যাবেন, যা আকস্মিক মৃত্যুর চেয়ে অনেক বেশি ভয়াবহ।

'খুব ভেবেচিন্তে পুরো প্ল্যান সাজালেন তিনি। কায়দা করে চিঠি লিখিয়ে নিলেন মিস ডানবারকে দিয়ে—দেখে মনে হবে সে-ই মিসেস গিবসনকে থর ব্রিজে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। শেষ মুহূর্তে অবশ্য ভদ্রমহিলা একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলেন চিঠিটা মুঠোয় ধরে রেখে—এই একটা অসঙ্গতি দেখেই আসলে আমি সন্দিহান হয়ে পড়ি।

'যা হোক, বাড়িতে বন্দুক-পিস্তলের অভাব ছিল না। সেখান থেকে জোড়া পিস্তলের একটা সেট নির্বাচন করলেন তিনি। ওর মধ্যে একটা পিস্তল নিয়ে মিস ডানবারের অলক্ষে লুকিয়ে রাখলেন তার ওয়ার্ডরোবে। তার আগে সম্ভবত বাইরে কোথাও গিয়ে একটা গুলি খরচ করে এসেছিলেন। তারপর দ্বিতীয় পিস্তলটা নিয়ে চলে গেলেন থর ব্রিজে। মিস ডানবার এলে তাকে মনের আশ মিটিয়ে গালাগাল করলেন, পালিয়ে যেতে বাধ্য করলেন। সবশেষে অভিনব এক পন্থায় আত্মহত্যা করলেন, সেই সঙ্গে পিস্তলটা উধাও করে দিলেন। গুলি খাওয়ামাত্র হাতের মুঠো ছুটে গিয়েছিল তাঁর, পিস্তলটা পাঁচিলে বাড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল পানিতে। কারও পক্ষে সেটা আন্দাজ করবার উপায় ছিল না, বরং সমস্ত সাজানো প্রমাণ দেখে মিস ডানবারকেই খুনি বলে সন্দেহ

BanglaBook.org

তে হয়েছে। কী চমৎকার পরিকল্পনা! কী চমৎকার সেটার াগ! মিসেস গিবসনের প্রশংসা না করে পারছি না।

'এখন অবশ্য পত্রিকাঅলারা প্রশ্ন তুলতে পারে, অস্ত্রের খোঁজে মেই জলাশয়ে জাল ফেলা হলো না কেন... কেনই বা তার আগে মিস ডানবারের ঘরে তল্লাশি চালানো হলো। কিন্তু ঘটনা ঘটে যাবার পর বুদ্ধিমান সাজা সহজ; তা ছাড়া কী খুঁজছি, কোথায় খুঁজব... সে সব না জেনে নলখাগড়ায় ভরা এত বড় একটা জলাশয়ে তল্লাশি চালানো মোটেই সহজ কাজ নয়। আপাতত এটুকুই ভাবা যাক যে, অসাধারণ চরিত্রের এক মেয়ে আর প্রবল প্রতাপশালী এক লোককে সাহায্য করলাম আমরা, ওয়াটসন। পরিষ্কার করে দিলাম ওঁদের গাঁটছড়া বাঁধার পথ। এবার দেখা যাক এ-দুজনের মিলিত শক্তি দুনিয়ার জন্য কতখানি মঙ্গল বয়ে আনে। জীবনে দুঃখের পাঠশালায় সবাই কোনও না কোনও শিক্ষা লাভ করে, বন্ধু... মি. নিল গিবসন সেই পাঠশালা থেকে কী শিক্ষা নিলেন, সেটাই এখন দেখবার বিষয়।'

BanglaBook.org

মৃত্যুঘণ্টা

বেডরুম থেকে বেরিয়ে ক্ষণিকের জন্য দরজার সামনের ল্যাণ্ডিঙে দাঁড়াল জোওন অ্যাশবি। উল্টো ঘুরে যেই না কামরায় ঢুকতে যাবে, ঠিক তখুনি... যেন পায়ের তলায়... গুরুগম্ভীর আওয়াজে ডিনারের ঘণ্টা বেজে উঠল। তড়িঘড়ি করে ছুটতে শুরু করল মেয়েটা, সিঁড়ির মুখে পৌঁছুতেই ধাক্কা খেল উল্টোদিক থেকে আসা এক যুবকের সঙ্গে।

'আরে, জোওন! কী ব্যাপার, এত তাড়া কীসের?'

'দুঃখিত, হ্যারি। আমি তোমাকে দেখতে পাইনি।'

'তা তো আমিও বুঝতে পারছি,' হালকা গলায় বলল হ্যারি ডেলহাউস। 'কিন্তু ছুটছ কেন?'

'ঘণ্টার আওয়াজ শুনলাম তো।'

'সে তো প্রথম ঘণ্টা।'

'উঁহুঁ, দ্বিতীয়। আগেও একবার বেজেছে... আমি শুনেছি।'

'ভুল শুনেছ। এটাই প্রথম।'

'না, দ্বিতীয়।'

তর্ক করতে করতে নীচতলার হলে নেমে এল দুজনে। ঘণ্টা বাজানোর লাঠিটা জায়গামত রেখে বাড়ির বাটলার বিনীত ভঙ্গিমায় এগিয়ে এল ওদের দিকে।

'ওটা দ্বিতীয় ঘণ্টা!' জোর গলায় বলল জোওন। 'আমার কোনও সন্দেহ নেই। বিশ্বাস না হলে ঘড়ির দিকে তাকাও।'

গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লকের দিকে চকিতে নজর বোলাল হ্যারি।

BanglaBook.org

পরক্ষণে বিব্রত চেহারা করল সে। 'আটটা বেজে বারো মিনিট! তা হলে দ্বিতীয় ঘণ্টাই হবার কথা। কী আশ্চর্য, আমি প্রথমটা শুনতেই পাইনি।' বাটলারের দিকে ফিরল, 'ডিগবি, এইমাত্র কি প্রথম না দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজল?'

'প্রথম, সার।'

'এত দেরিতে?' চোখ কপালে তুলল হ্যারি। 'এর জন্যে তোমার চাকরি যেতে পারে, তা জানো?'

মুচকি হাসল বাটলার। 'আজ দশ মিনিট দেরিতে ডিনার পরিবেশন করা হবে, সার। কর্তার হুকুম।'

'এ তো ভারি অস্বাভাবিক!' ভুরু কোঁচকাল হ্যারি। 'মামা হঠাৎ এমন হুকুম দিলেন কেন?'

'সাতটার ট্রেন, সার। আজ ওটা আধঘণ্টা দেরিতে পৌঁছুবে। সেজন্যেই...'

কথা শেষ হলো না বাটলারের, তার আগেই ঠাস করে একটা চাবুকের মত আওয়াজ ভেসে এল।

'এ কী!' বিড়বিড় করে উঠল হ্যারি। 'এ তো গুলির আওয়াজ!'

বামদিকের ড্রইংরুম থেকে আরেক যুবক বেরিয়ে এসেছে। পঁয়ত্রিশের মত বয়স, সুদর্শন। ওদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'আওয়াজটা কীসের হলো বলতে পারো? গুলি নাকি?'

'আমার মনে হয় গাড়ির ইঞ্জিনের ব্যাকফায়ার, সার,' বলে উঠল বাটলার। 'বাড়ির কাছেই রাস্তা, উপরতলার জানালাগুলোও সবসময় খোলা থাকে।'

'আমার তা মনে হয় না,' সন্দেহ প্রকাশ করল জোওন। 'শব্দ তা হলে ওদিক থেকে আসত...' ডানদিকে ইশারা করল ও। 'কিন্তু এসেছে এদিক থেকে।' এবার বামদিক দেখাল ও।

দ্বিতীয় যুবক এবার মাথা নাড়ল। 'উঁহুঁ। এদিকে ড্রইংরুম।

BanglaBook.org

আমি ভিতরেই ছিলাম। আমার কাছে মনে হয়েছে শব্দটা এসেছে ওদিক থেকে।' স্টাডির দরজা আর ডিনারের ঘণ্টার দিকে ইঙ্গিত করল সে।

হেসে উঠল হ্যারি। 'বাহ্... পূর্ব, পশ্চিম আর দক্ষিণ? আরেকটা দিক আর বাকি থাকে কেন, কিন? আমি বলব উত্তর... মানে শব্দটা এসেছে আমাদের পিছন থেকে।'

'দেখো গিয়ে... কেউ হয়তো কাউকে খুন করছে!' রসিকতা করল জেফরি কিন। হাসছে। 'গুলির সঙ্গে খুনের সম্পর্ক থাকে।' জোওনকে নড়ে উঠতে দেখে সেদিকে তাকাল। 'আপনাকে আবার ভড়কে দিলাম নাকি, মিস অ্যাশবি?'

'না, না, তেমন কিছু না। হঠাৎ খুনের কথা বললেন তো, তাই কেঁপে উঠেছি।'

'খুন? বেড়ে বলেছ বটে,' হ্যারি বলল। 'কিন্তু দুঃখিত, চিৎকার শুনিনি আমরা, রক্তও দেখতে পাচ্ছি না। কেউ খরগোশ শিকার করছে হয়তো। তেমনটা হবার সম্ভাবনাই বেশি।'

'বড্ড সাদামাঠা ব্যাখ্যা,' বলল কিন। তা-ই সই। এসো, সবাই ড্রইংরুমে এসো।'

'ভাগ্যিস দেরি হয়নি,' জোওন বলল। 'দ্বিতীয় ঘণ্টা বেজে গেছে ভেবে কী ছুটই না লাগিয়েছিলাম!'

হাসতে হাসতে ড্রইংরুমে ঢুকে পড়ল সবাই।

ঘটনাস্থল: লিচাম ক্লোজ—ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত প্রাচীন বাড়িগুলোর একটি। মালিকের নাম হিউবার্ট লিচাম। বৃদ্ধ মানুষ, খান্দানি লিচাম বংশের শেষ প্রতিভূ। লোকে তাঁকে আড়ালে-আবডালে পাগলা বুড়ো বলে ডাকে। সেটা একটু বাড়াবাড়ি হলেও একেবারে মিথ্যে নয়। মানুষটি অত্যন্ত খামখেয়ালি স্বভাবের। প্রতিভাবান বাদ্যশিল্পী, সেই সঙ্গে বড্ড রগচটা তিনি। নানা ধরনের বাতিক আছে, সেগুলোর বিষয়ে

BanglaBook.org

বিন্দুমাত্র ছাড় দেন না। এ-বাড়িতে যারা আসে, হিউবার্টের মন জুগিয়ে চলতে হয় তাদের। অন্যথায় ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবেন, আর কোনোদিন চৌকাঠ মাড়াতে দেবেন না।

বাতিকের তালিকায় প্রথমেই আছে তাঁর সঙ্গীত। অতিথিদের বাজিয়ে শোনাতে কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু শর্ত হলো পিনপতন নীরবতা বজায় রাখতে হবে তাঁর বাদ্য চলাকালীন সময়ে। সামান্যতম ফিসফিস, কাপড়ের খসখসানি, কিংবা মৃদু নড়াচড়াও চলবে না। তেমন কিছু করলে রেগে অগ্নিমূর্তি ধারণ করবেন তিনি, তৎক্ষণাৎ অপমান করে তাড়িয়ে দেবেন অতিথিকে, আর কখনও এ-বাড়ির চেহারা দেখবে না সে।

আরেকটি বাতিক হলো সময়ানুবর্তিতা। তবে সেটা শুধু ডিনারের সময়। এ-বাড়িতে যে-যখন খুশি ব্রেকফাস্ট করতে পারে, বেলা বারোটা হলেও ক্ষতি নেই। লাঞ্চের বেলাতেও একই কথা খাটে। ঠাণ্ডা মাংস আর স্টু পরিবেশন করা হয় দুপুরবেলায়। সেটা কে কখন খেল, বা আদৌ খেল কি না, তা নিয়ে মাথা ঘামান না হিউবার্ট। কিন্তু রাতের ডিনার তাঁর বিচারে রীতিমত এক পরম-আরাধ্য অনুষ্ঠান... একটা উৎসব! সে-খাবার রান্না করে নামকরা এক বাবুর্চি, বিরাট এক হোটেল থেকে তাকে ঈর্ষণীয় বেতনের বিনিময়ে ভাগিয়ে এনেছেন বৃদ্ধ।

সন্ধ্যা ঠিক আটটা পাঁচে বাজানো হয় প্রথম ঘণ্টা। সোয়া আটটায় বাজানো হয় দ্বিতীয়বার। ঘণ্টা শেষে খুলে যায় ডাইনিং রুমের দরজা, সমবেত অতিথিদের আমন্ত্রণ জানানো হয় ভিতরে। কেউ যদি তখন হাজির না থাকে, তার কপালে খাবার জুটবে না... ভবিষ্যতেও না। চিরদিনের জন্য এ-বাড়িতে আসার অধিকার হারাবে সে।

এ-সব কারণেই আজ ঘণ্টা শুনে ছুট লাগিয়েছিল জোওন অ্যাশবি। হ্যারিও অবাক হয়েছে দেরিতে প্রথম ঘণ্টা বেজেছে

BanglaBook.org

বলে। লিচাম ক্লোজে নিয়মিত আনাগোনা আছে ওর; তাই বুঝতে পারছে, আজকের এই ঘটনা অত্যন্ত অস্বাভাবিক। মামাকে আগে কোনোদিন নিয়মের ব্যত্যয় ঘটাতে দেখেনি।

হিউবার্টের সেক্রেটারি জেফরি কিনও দেরি দেখে বিস্মিত। 'ভারি অবাক ব্যাপার তো। দশ মিনিট পরে ডিনার? আপনারা শিয়োর?'

'ডিগবি তো তা-ই বলল,' তাকে জানাল হ্যারি।

'কী যেন এক ট্রেনের কথা বলল,' যোগ করল জোওন। 'ওটার জন্যেই দেরি।'

'ট্রেনের সঙ্গে ডিনারের কী সম্পর্ক?' বিড়বিড় করল কিন। 'যাক গে, যখনকারটা তখন জানা যাবে। তবে ব্যাপারটা অদ্ভুত, এতে কোনও সন্দেহ নেই।'

নীরবতা নেমে এল কামরায়। নিজের অজান্তেই জোওনের দিকে চেয়ে রইল দুই যুবক। আকর্ষণীয় মেয়ে সে। একহারা চমৎকার দেহ, মাথায় সোনালি কেশরাজি, চোখদুটো নীল, নিষ্পাপ চাহনি। এই প্রথম লিচাম ক্লোজে এসেছে ও, হ্যারির বান্ধবী হিসেবে।

কয়েক মুহূর্ত পর কামরায় প্রবেশ করল আরেকটি মেয়ে। ডায়ানা ক্লিভস্—হিউবার্টের পালিতা কন্যা। বুনো একটা ভাব রয়েছে ডায়ানার মধ্যে। দৃষ্টিতে ধূর্ততা, জিভে বিষ। সহজেই যে-কোনও পুরুষকে সম্মোহিত করে ফেলতে পারে, এবং তখন তাদের দুরবস্থা দেখে সে রীতিমত মজা পায়। অদ্ভুত এক মেয়ে—বাহ্যিকভাবে মনে হবে অত্যন্ত উদার ও উষ্ণ; বাস্তবে তার ভিতরটা বরফের মত শীতল।

'যাক, বুড়োকে অন্তত একটিবার হার মানাতে পারলাম,' ডাইনিং রুমে ঢুকেই বলে উঠল সে। 'আজ আর আগেভাগে এসে ঘড়ি ধরে বসে নেই লোকটা।'

BanglaBook.org

ওর দিকে এগিয়ে গেল দুই যুবক। মৃদু হাসি হেসে দুজনকেই নীরব সম্ভাষণ জানাল মেয়েটা। তারপর ফিরে গেল হ্যারির দিকে। কিনের গাল লাল হয়ে উঠল। হতাশ ভঙ্গিতে পিছিয়ে এল সে।

আর তখুনি ড্রইংরুমে ঢুকলেন হিউবার্টের স্ত্রী—মিসেস লিচাম। বেশ লম্বা তিনি, গায়ের রঙ শ্যামলা, মুখ দেখে সহজে মনের ভাব বোঝা যায় না। সবুজ রঙের একটা ঝালরঅলা পোশাক পরেছেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন মাঝবয়েসী এক ভদ্রলোক। পাখির ঠোঁটের মত ছুঁচালো নাক, চৌকো চোয়াল। গ্রেগরি বারলিং—নামকরা ব্যবসায়ী। হিউবার্টের পুরনো বন্ধু।

ঢ-অ-ঙ!

দ্বিতীয়বারের মত বেজে উঠল ডিনারের ঘণ্টা। আওয়াজটা কমে এলে ডাইনিং রুমের দরজা খুলে উদয় হলো বাটলার ডিগবি। ঘোষণার সুরে বলল, 'খাবার পরিবেশন করা হয়েছে।'

কথাটা বলেই থমকে গেল সে, বিস্ময়ে বড় হয়ে গেছে দু'চোখ। তার দীর্ঘ চাকরিজীবনে এই প্রথম এক অদ্ভুত ঘটনা দেখছে—খাবারের ঘোষণা দেয়া হয়েছে, অথচ তার কর্তা অনুপস্থিত!

বিস্ময়টা বাকিদের ভিতরেও সংক্রামিত হয়েছে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মিসেস লিচামের দিকে তাকাল সবাই, নার্ভাস হাসি হাসলেন তিনি। কিছু বলতে পারলেন না। এক ধরনের অনিশ্চয়তায় আক্রান্ত হলো অতিথিরা, মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। কী করবে বুঝতে পারছে না। এ-বাড়িতে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়নি কেউ ইতিপূর্বে। কিছু করতে গেলে হিউবার্ট খেপে যান কি না, সে-ভয় তো রয়েছেই। অগত্যা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সবাই। দেখা যাক বৃদ্ধ নিজেই হাজির হন কি না।

কয়েক মিনিট কেটে গেলে সশব্দে খুলে গেল ড্রইংরুমের দরজা। ছোটখাট গড়নের একটি মূর্তিকে দেখা গেল সেখানে।

BanglaBook.org

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে গিয়েও থেমে যেতে হলো অতিথিদের। নবাগত মানুষটি এ-বাড়ির গৃহকর্তা নন, অন্য একজন। চেহারাসুরতে মনে হচ্ছে বিদেশি, গোলগাল মাথায় মস্ত এক টাক, নাকের নীচে পাকানো গোঁফ। পরনে ইভনিং সুট, তবে তা খুব দামি নয়।

'মাফ করবেন, মাদাম,' গৃহকর্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন ভদ্রলোক। 'আমি বোধহয় একটু দেরি করে ফেলেছি...'

'না, না,' বোকা বোকা গলায় বললেন মিসেস লিচাম, 'এ কোনও ব্যাপার নয়, মিস্টার...'

'পোয়ারো, মাদাম। এরকুল পোয়ারো।'

পিছন থেকে কে যেন অস্ফুট আওয়াজে বিস্ময় প্রকাশ করল। নারীকণ্ঠ। সম্ভবত বিখ্যাত গোয়েন্দাটিকে চিনতে পেরেছে।

পোয়ারো বললেন, 'আজ যে আমি আসব, সে-খবর জানতেন না আপনারা? মসিয়ো লিচাম বলেননি?'

ইতস্তত করে মিসেস লিচাম বললেন, 'ইয়ে... হ্যাঁ, বলেছিল বোধহয়। কিছু মনে করবেন না, মসিয়ো পোয়ারো। আমি বড্ড আত্মভোলা, কিছুই মনে রাখতে পারি না। ডিগবি আছে বলে রক্ষে। ও-ই সবকিছু দেখেশুনে রাখে।'

ঘড়ির দিকে তাকালেন পোয়ারো। 'ট্রেনটা আজ দেরি করে ফেলেছে। লাইনে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল।'

'ও!' বলে উঠল জোওন। 'তা হলে আপনার জন্যই ডিনার পিছিয়ে দেয়া হয়েছে।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন পোয়ারো। 'সেটা কি অস্বাভাবিক?'

'কী জানি...' দ্বিধান্বিত মনে হলো মিসেস লিচামকে, 'আসলে... ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত। হিউবার্ট কখনোই এত দেরি করে না।'

BanglaBook.org

'উনি এখনও খেতে আসেননি?'

'উঁহুঁ। সে-কারণেই আমরা আরও বেশি অবাক হচ্ছি।'

'ব্যাপার হলো কী,' কথা জোগাল কিন, 'সময়ের ব্যাপারে মি. লিচাম অতিমাত্রায় সচেতন। বিশেষ করে ডিনারে আজ পর্যন্ত কোনোদিন তাঁকে দেরি করতে দেখিনি আমরা।'

ভুরু কোঁচকালেন পোয়ারো। কী ঘটছে বুঝতে পারছেন না—ডিনারের সময়সূচি নিয়ে সবার চোখেমুখে এত উদ্বেগ আর আতঙ্ক কেন!

সমস্যা সমাধানের ভঙ্গিতে মিসেস লিচাম বললেন, 'একটু ধৈর্য ধরুন আপনারা। আমি দেখছি কী হয়েছে।' ঘণ্টা বাজিয়ে বাটলারকে ডাকলেন তিনি। 'ডিগবি, তোমার কর্তা কোথায়?'

'মি. লিচাম আটটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে নীচে নেমেছেন, ম্যাডাম, স্টাডিতে ঢুকেছেন।'

'তা হলে আসছেন না কেন? ঘণ্টার আওয়াজ কি শুনতে পাননি?'

'নিশ্চয়ই পেয়েছেন, ম্যাডাম। ঘণ্টাটা ঠিক স্টাডির দরজার উল্টোপাশে।'

'তাও বটে... তাও বটে।' বিড়বিড় করলেন মিসেস লিচাম। দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছেন, কিংকর্তব্য ঠিক করতে পারছেন না।

উপযাচকের মত ডিগবি বলল, 'আপনি চাইলে আমি গিয়ে তাঁকে খবর দিতে পারি।'

'হ্যাঁ... হ্যাঁ। ধন্যবাদ, ডিগবি। তা-ই করো।'

বাউ করে বেরিয়ে গেল বাটলার। অতিথিদের দিকে ফিরে বিব্রত হাসি হাসলেন মিসেস লিচাম। বললেন, 'দেখলেন অবস্থা? ডিগবি না থাকলে কী যে হতো আমার!'

কয়েক মিনিটের জন্য নীরবতা নেমে এল। অপেক্ষা করছে সবাই। একটু পরেই ফিরে এল ডিগবি। মৃদু হাঁপাচ্ছে, মনে হলো

BanglaBook.org

ছুটে এসেছে।

'মাফ করবেন, ম্যাডাম। স্টাডির দরজা ভিতর থেকে বন্ধ।'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল সবাই। বোঝা যাচ্ছে, এই ব্যাপারটাও অস্বাভাবিক। অনিশ্চয়তা দেখা দিল সমবেত অতিথিদের মাঝে।

আর চুপ করে থাকা সঙ্গত বলে মনে হলো না পোয়ারোর কাছে। পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ নিজ হাতে তুলে নিতে বাধ্য হলেন। গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'এক্সকিউজ মি, আমাদের বোধহয় ওখানে গিয়ে ব্যাপারটা দেখে আসা দরকার।'

হলঘর থেকে বেরিয়ে এলেন পোয়ারো, পিছু পিছু বাকিরা। নিজের অজান্তেই বিদেশি মানুষটির নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে সবাই। শুরুতে যতটা হাস্যকর দেখিয়েছিল তাঁকে, এখন আর তা দেখাচ্ছে না। বরং ছোটখাট মানুষটির আচরণ লক্ষ করে সবাই বুঝে গেছে, ইনি যেন-তেন লোক নন। সহজাত নেতা, যে-কোনও সমস্যা মোকাবেলার ক্ষমতা রাখেন।

হলঘর হয়ে এগিয়ে চলল দলটা। গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লক আর সিঁড়ি পেরিয়ে পৌঁছে গেল হলঘরের পিছনের অংশে, পেতলের ঘণ্টাটা যেখানে বসানো হয়েছে। ঘণ্টার ঠিক উল্টোপাশে স্টাডির বন্ধ দরজা।

এগিয়ে গিয়ে দরজায় টোকা দিলেন পোয়ারো—প্রথমে আস্তে, তারপর জোরে। ওপাশ থেকে কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন তিনি, চোখ রাখলেন চাবির ফুটোয়। পরক্ষণে ঝট্ করে উঠে দাঁড়ালেন। ফিরলেন সঙ্গীদের দিকে। উত্তেজিত গলায় বললেন, 'দরজাটা ভাঙতে হবে... এক্ষুণি!'

কেউ কোনও প্রশ্ন তুলল না। দলের মাঝে কিন আর বারলিং সবচেয়ে লম্বা-চওড়া, দুজনে ঝাঁপিয়ে পড়ল দরজার উপরে। প্রথমে কিছুক্ষণ অনড় রইল ভারী পাল্লা—পুরনো আমলের শক্তিশালী দরজা, এমন নয় যে একটা-দুটো আঘাতে ভেঙে

BanglaBook.org

পড়বে—তবে উপর্যুপরি আঘাতের মুখে এক পর্যায়ে হার মানতে বাধ্য হলো। বিশ্রী শব্দ তুলে ভেঙে গেল তালা, হাট হয়ে খুলে গেল পাল্লাদুটো।

যেন বজ্রপাত হয়েছে... খোলা দরজার সামনে মূর্তির মত স্থবির হয়ে গেল অতিথিরা। অবচেতন মনের আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হয়েছে, মর্মান্তিক একটা দৃশ্য ভেসে উঠেছে তাদের চোখের সামনে। ঘরের ভিতরে, বামদিকে, দরজা আর জানালার মাঝামাঝি জায়গায় দেখা যাচ্ছে একটা বিশাল লেখার টেবিল; ওটার পিছনে নয়, পাশে, একটা চেয়ারে এলিয়ে বসে আছেন বিশালদেহী একজন মানুষ। দর্শকদের দিকে পিঠ, মুখ জানালার দিকে... তবে তাঁর বসে থাকার ভঙ্গিই বলে দিচ্ছে কী ঘটেছে। একটা হাত নিস্তেজভাবে ঝুলছে, নীচের মেঝেতে পড়ে আছে একটি চকচকে পিস্তল।

ঝট্ করে বারলিঙের দিকে তাকালেন পোয়ারো। 'মহিলাদের সরিয়ে নিয়ে যান। তাড়াতাড়ি!'

মাথা ঝাঁকিয়ে মিসেস লিচামের বাহু ধরলেন বারলিং, সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠলেন ভদ্রমহিলা। ফিসফিসিয়ে বললেন, 'আত্মহত্যা করেছে ও... নিজেই নিজেকে গুলি করেছে... ওহ্! কী ভয়ঙ্কর!' দু'হাতে মুখ ঢাকলেন তিনি।

ধীরে ধীরে তাঁকে স্টাডির সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন বারলিং। জোওন আর ডায়ানা অনুসরণ করল তাঁদের।

স্টাডিতে ঢুকলেন পোয়ারো, পিছু পিছু হ্যারি আর কিন। ওদেরকে একটু দূরে দাঁড়াতে বলে লাশের পাশে হাঁটু গেড়ে বসলেন।

ডান কপালে গুলির গর্ত দেখতে পেলেন তিনি, গুলিটা বাম দিক দিয়ে বেরিয়ে সম্ভবত অন্য পাশের দেয়ালে ঝোলানো একটা আয়নায় গিয়ে লেগেছে। আয়নাটা ভেঙে চুরমার। টেবিলের উপর

BanglaBook.org

এক টুকরো কাগজ পড়ে আছে, তাতে কাঁপা কাঁপা হাতে লেখা হয়েছে একটা মাত্র শব্দ—*দুঃখিত।*

দরজার দিকে চকিতে তাকালেন পোয়ারো। বললেন, 'চাবিটা তালায় লাগানো ছিল না। তবে কি...' লাশের পকেট হাতড়ালেন তিনি। 'এই তো, পেয়েছি।' কিনের দিকে ঘাড় ফেরালেন। 'চাবিটা দরজায় লাগে কি না, একটু দেখবেন?'

'নিশ্চয়ই।' চাবি নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল কিন। কয়েক মুহূর্ত পর জানাল, 'লেগেছে। এখানকারই চাবি।'

এবার হ্যারির দিকে ফিরলেন পোয়ারো। 'জানালাটা দেখুন তো।'

কাছে গিয়ে দেখল হ্যারি। বলল, 'বন্ধ।'

'আমিও একটু দেখি।' উঠে দাঁড়ালেন পোয়ারো। হ্যারির পাশে চলে গেলেন। খুঁটিয়ে দেখলেন জানালাটা। লম্বা ফ্রেঞ্চ উইণ্ডো। পাল্লা খুলে বাইরের লনের উপর নজর বোলালেন। তারপর ফের আটকে দিলেন পাল্লাটা।

'পুলিশে ফোন করতে হবে,' সঙ্গীদের উদ্দেশে বললেন তিনি। 'ওরা এসে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখুক, নিশ্চিত হোক সত্যিই ব্যাপারটা আত্মহত্যা কি না। তার আগ পর্যন্ত কোনও কিছুতে হাত দেয়া ঠিক হবে না। যদ্দূর বুঝতে পারছি, পনেরো থেকে বিশ মিনিট আগে মারা গেছেন মসিয়ো লিচাম।'

'জানি,' শুকনো গলায় বলল হ্যারি। 'আমরা গুলির আওয়াজ শুনেছি।'

'তা-ই? তা হলে সঙ্গে সঙ্গে দেখতে আসেননি কেন?'

'সত্যিই গুলির আওয়াজ কি না, সেটা শিয়োর হতে পারিনি।'

সংক্ষেপে নিজেদের অভিজ্ঞতা খুলে বলল হ্যারি আর কিন। ওদের কথা শেষ হতেই বারলিং উদয় হলেন। কিনকে পুলিশে ফোন করবার দায়িত্ব দিয়ে বারলিঙের সঙ্গে একান্তে কথা বলতে

BanglaBook.org

চাইলেন পোয়ারো। সম্মতি পেয়ে তাঁকে নিয়ে পাশের একটা ছোট কামরায় চলে গেলেন। ডিগবিকে পাহারায় রাখা হলো স্টাডির বাইরে, হ্যারি গেল মহিলাদের সঙ্গে দেখা করতে।

'যদ্দূর জেনেছি, আপনি মসিয়ো লিচামের অন্তরঙ্গ বন্ধু,' বারলিংকে বললেন পোয়ারো। 'এ-কারণেই প্রাথমিকভাবে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছি। ভদ্রতার খাতিরে অবশ্য প্রথমে মাদাম লিচামের সঙ্গে কথা বলা উচিত ছিল, কিন্তু বর্তমান অবস্থাতে তাঁকে বিরক্ত না করাই ভাল।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন বারলিং।

পোয়ারো বলে চললেন, 'দেখুন, পরিস্থিতিটা জটিল। তাই রাখঢাক না করে সবকিছু সরাসরি বলব আপনাকে। শুরুতেই জানিয়ে রাখি, পেশায় আমি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ।'

মৃদু হাসলেন বারলিং। 'সেটা বলার প্রয়োজন ছিল না। আপনার নাম কে না জানে, মসিয়ো পোয়ারো!'

পোয়ারোও হাসলেন। 'এতই বিখ্যাত হয়ে গেছি? যাক গে, আসল কথায় আসি। ক'দিন আগে আমার লণ্ডনের ঠিকানায় মসিয়ো লিচামের একটা চিঠি আসে। সেই চিঠিতে তিনি আমাকে জানান, জালিয়াতির মাধ্যমে তাঁর অনেক টাকা চুরি করেছে কেউ। বিষয়টি পারিবারিক, মান-সম্মানের কথা ভেবে পুলিশকে জড়াতে চান না; তাই চাইছেন আমি এসে যেন ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখি। সে-কারণেই আমি আজ এখানে এসেছি। বলে রাখা ভাল যে, চিঠি পাওয়ামাত্র আসতে পারিনি। হাতে অনেক কাজ ছিল, সেগুলো শেষ করে আসতে হয়েছে। তা ছাড়া চিঠির মধ্যে একটা হামবড়া ভাব ছিল—যেন তিনি ইংল্যাণ্ডের রাজা, আমাকে হুকুম করছেন... ওঁকে বুঝিয়ে দেয়া দরকার ছিল যে বাস্তবে তিনি আমার সামনে কিছুই নন।'

আবারও হাসলেন বারলিং। 'হ্যাঁ, ওর মধ্যে অমন একটা ভাব

BanglaBook.org

ছিল বটে।'

'আমি সেটা চিঠি পড়েই বুঝতে পেরেছি। ভদ্রলোক একটু পাগলাটে ধরনের মানুষ ছিলেন, তাই না? কিছুটা ভারসাম্যহীন?'

'সে তো নিজের চোখেই দেখতে পেয়েছেন।'

'মাফ করবেন, মসিয়ো, তবে পাগল বা ভারসাম্যহীন মানুষ আত্মহত্যা করে না। লোকে তা-ই বলে বটে, কিন্তু সেটা আসলে মৃতের আত্মীয়স্বজনকে সান্ত্বনা দেবার জন্য।'

'যা-ই বলুন, হিউবার্ট স্বাভাবিক মানুষ ছিল না,' দ্বিমত পোষণ করলেন বারলিং। 'মাথাগরম টাইপের লোক ছিল ও, ক্রোধ ছিল নিয়ন্ত্রণের বাইরে। পারিবারিক খ্যাতি, গর্ব... এসবের ব্যাপারে ছিল মাত্রাতিরিক্ত সচেতন। তার উপর ও ছিল ভীষণ চতুর স্বভাবের।'

'হ্যাঁ, অন্তত কেউ যে জালিয়াতির মাধ্যমে তাঁর টাকা-পয়সা চুরি করছে, সেটা ঠিকই বুঝে ফেলেছিলেন।'

'কিন্তু টাকা চুরি হলেই কি লোকে আত্মহত্যা করে?'

'প্রশ্নই ওঠে না, মসিয়ো। আর সে-কারণেই আপনার সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি। চিঠিতে ঘটনাটা পারিবারিক বলে উল্লেখ করেছিলেন মসিয়ো লিচাম। আর আপনি নিশ্চয়ই জানেন, পারিবারিক কারণে মানুষ হরহামেশাই আত্মহত্যা করে।'

'কী বলতে চাইছেন আপনি, মসিয়ো পোয়ারো?'

'বলছি না, স্রেফ ধারণা করছি। হতে পারে ব্যাপারটা নিয়ে খোঁচাখুঁচি করতে গিয়ে আরও গভীর কোনও কেলেঙ্কারি আবিষ্কার করে বসেছিলেন মসিয়ো লিচাম। রাগে-ক্ষোভে-দুঃখে সে-কারণেই হয়তো আত্মহত্যা করেছেন। হতে পারে না? এখন আমার দায়িত্ব সত্যটা খুঁজে বের করা। হাজার হোক, আমাকে এ-কাজের জন্যই ডেকে এনেছিলেন তিনি। ব্যাপারটা পুলিশ পর্যন্ত গড়াতে দিতে চাননি।'

BanglaBook.org

'তারমানে আপনি পুলিশকে কিছুই জানাবেন না? যদি সেটার সঙ্গে হিউবার্টের মৃত্যুর সরাসরি সম্পর্ক থাকে... তবুও না?'

'সে-ব্যাপারে আমি এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নিইনি। রহস্যটা ভেদ করবার পর ভেবে দেখব।'

'হুম!' একটা সিগার ধরালেন বারলিং। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর বললেন, 'আমি দুঃখিত, মসিয়ো পোয়ারো, আপনার তদন্তে আমি কোনও সাহায্য করতে পারব না। হিউবার্ট অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক মানুষ ছিল, আমাকে কখনও কোনও গোপন কথা খুলে বলেনি। আমি ওর ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কোনও গোমর জানি না।'

পোয়ারো বললেন, 'আর কিছু না হোক, কার পক্ষে তাঁর টাকা চুরি করা সম্ভব, সেটা তো বলতে পারবেন।'

'সেটাও বলা কঠিন। তবে হ্যাঁ, এস্টেটের দেখাশোনার জন্য একজন এজেন্ট রাখা হয়েছে। লোকটা নতুন।'

'কে সে?'

'মার্শাল... ক্যাপ্টেন মার্শাল। চমৎকার মানুষ। যুদ্ধে একটা হাত হারিয়েছে। বছরখানেক হলো যোগ দিয়েছে এখানে। হিউবার্ট ওকে বেশ পছন্দ করত... বিশ্বাসও করত।'

'কিন্তু সে-ই যদি চোর হয়, সেটা তো চেপে রাখার মত কোনও পারিবারিক কারণ নেই।'

'ইয়ে... না।'

বারলিঙের ইতস্তত ভাবটা নজর এড়াল না পোয়ারোর। তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'আপনি কিছু একটা এড়িয়ে যাচ্ছেন, মসিয়ো। প্লিজ, সব খোলাসা করে বলুন।'

করুণ চোখে তাঁর দিকে তাকালেন বারলিং। 'কথাগুলো রটনার মত শোনাবে...'

'তাও বলুন, প্লিজ। আমি কাউকে কিছু বলব না।'

BanglaBook.org

'বেশ,' কাঁধ ঝাঁকালেন বারলিং। 'ড্রইংরুমে সুন্দরী একটি মেয়েকে দেখেছিলেন?'

'একজন নয়, আমি দুজনকে দেখেছি।'

'ও, হ্যাঁ, মিস অ্যাশবি। মিষ্টি মেয়ে। এবারই প্রথম এসেছে। হ্যারি ডেলহাউসের বান্ধবী। ও না, সাদা জামা পরা অন্য মেয়েটির কথা বলছি। ডায়ানা ক্লিভস্।'

'হ্যাঁ, খেয়াল করেছি,' বললেন পোয়ারো। 'রূপ তো নয়, যেন আগুন।'

'ছোটখাট একটা ডাইনিও বলতে পারেন তাকে,' তিক্ত শোনাল বারলিঙের কণ্ঠ। 'পুরুষদের নিয়ে খেলতে ভালবাসে। খেপে গিয়ে কে যে কখন ওর ক্ষতি করে বসে...' কথাটা শেষ করলেন না তিনি। রুমাল বের করে কপাল মুছলেন। বুঝতে পারছেন, শেষ বাক্যটা একটু অন্যরকম হয়ে গেছে।

'মেয়েটি আসলে কে?' জিজ্ঞেস করলেন পোয়ারো।

'হিউবার্টের পালিতা কন্যা। বাচ্চা হচ্ছিল না লিচাম দম্পতির, তখন ডায়ানাকে দত্তক নেয় ওরা। মেয়েটা কেমন যেন ওদের দূর-সম্পর্কের আত্মীয়। হিউবার্ট খুবই পছন্দ করত ওকে, বলতে গেলে পুজো করত...'

'বয়স তো একেবারে কম নয় মেয়েটির। বিয়ে হয়নি কেন? মসিয়ো লিচামের কোনও আপত্তি ছিল?'

'না, না। উপযুক্ত পাত্রের ক্ষেত্রে আপত্তি থাকবে কেন?'

'মাফ করবেন... উপযুক্ত পাত্র বলতে কি আপনি নিজেকে বোঝাচ্ছেন?'

গাল লাল হয়ে উঠল বারলিঙের। তোতলাতে তোতলাতে বললেন, 'আ... আমি কখন সে-কথা...'

'না, বলেননি,' তাঁকে থামিয়ে দিলেন পোয়ারো। 'তবে আমার অনুমানটা সম্ভবত মিথ্যে নয়, তাই না?'

BanglaBook.org

নিজেকে সামলে নিলেন বারলিং। গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'আমি ওর প্রেমে পড়েছিলাম। হিউবার্টেরও তাতে কোনও আপত্তি ছিল না।'

'আর মাদমোয়াজেল?'

'বলেছি তো, ও একটা ডাইনি। প্রেম কী জিনিস তা ও জানে না।'

'হ্যাঁ, বলেছেন। ওর সঙ্গে ক্যাপ্টেন মার্শালের কী সম্পর্ক?'

'কিছুদিন ধরে খুব মেলামেশা করছিল দুজনে। লোকে কানাকানি করছিল এ-নিয়ে। তবে ওকেও নাচাচ্ছিল ডায়ানা, কোনও সন্দেহ নেই।'

'আপনার কি ধারণা, মেয়ের কথা ভেবে মার্শালের ব্যাপারে সাবধানে এগোতে চাইছিলেন মসিয়ো লিচাম?'

'হিউবার্টের ভিতরে এত সূক্ষ্ম অনুভূতি ছিল না,' বললেন বারলিং। 'আমার মনে হয় ঘটনা অন্য কিছু। নইলে আপনার মত বিখ্যাত একজন গোয়েন্দাকে খবর দিত না।'

'বোধহয় ঠিকই বলছেন,' একমত হলেন পোয়ারো। 'জালিয়াতি শুধু এস্টেট এজেন্ট কেন, যে-কেউ করতে পারে। যেমন ধরুন চেক জালিয়াতি... ঘরেরই কেউ হয়তো সই নকল করে মসিয়ো লিচামের ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নিচ্ছিল।'

'অসম্ভব নয়।'

'তা হলে ঘরের লোকের দিকেই নজর দেয়া যাক। হ্যারি ডেলহাউস। কে সে?'

'হিউবার্টের ভাগ্নে।'

'ধরে নিচ্ছি উত্তরাধিকারীও?'

'বোনের ছেলে, পদবী সে-কারণে ভিন্ন,' বললেন বারলিং। 'হিউবার্টের উইলে ওর নাম থাকতে পারে, তবে আমি সেটা জানি না।'

BanglaBook.org

'না থাকার কোনও বিশেষ কারণ আছে?'

'ঠিক তা নয়। আসলে আজ পর্যন্ত লিচাম পরিবারের সম্পত্তি শুধু লিচাম নামধারীরাই পেয়েছে। সেটাই রেওয়াজ। সেই হিসেবে হিউবার্টের স্ত্রীর সব পাবার কথা—তিনি তো স্বামীর পদবী রাখছেনই। কিছু অংশ ডায়ানাও পেতে পারে... মানে, ও বা ওর স্বামী যদি পদবীটা গ্রহণ করে আর কী।'

'বুঝেছি,' বললেন পোয়ারো। 'আপনার সঙ্গে কথা বলে অনেক কিছু জানতে পারলাম, মসিয়ো। অসংখ্য ধন্যবাদ। এখন কি দয়া করে মাদাম লিচামকে একটু আসতে বলবেন? ওঁর সঙ্গে এবার কথা বলা দরকার।'

'নিশ্চয়ই। আমি এখুনি পাঠাচ্ছি ওঁকে।'

বেরিয়ে গেলেন বারলিং। বেশ খানিকটা সময় কেটে গেলে দরজা ঠেলে কামরায় ঢুকলেন মিসেস লিচাম। মুখ ফ্যাকাসে, তবে নিজেকে অনেকটাই সামলে নিয়েছেন বলে মনে হলো।

'আসুন, মাদাম। বসুন।'

সোফায় বসে ভদ্রমহিলা বললেন, 'মি. বারলিং আমাকে সব খুলে বলেছেন, মসিয়ো পোয়ারো। মানে এখানে আপনার আগমনের কারণ। আমি সব ধরনের সাহায্য করতে তৈরি আছি, আমার স্বামীর মৃত্যুর পিছনে যদি কারও হাত থাকে, আমি তা জানতে চাই... যদিও আমার ধারণা এটা নিয়তি ছাড়া আর কিছু নয়। বিশেষ করে ওই ভাঙা আয়নাটা দেখার পর আর কিছু ভাবতে পারছি না।'

'আয়না, মাদাম?'

'হ্যাঁ। দেখামাত্র ওটাকে একটা সঙ্কেত বলে মনে হয়েছে আমার কাছে—অশুভ সঙ্কেত। পুরনো খান্দানি পরিবারের উপর অনেক ধরনের অভিশাপ থাকে, জানেন নিশ্চয়ই? এটা নির্ঘাত তেমন কোনও ঘটনা। অভিশাপের শিকার হয়েছিল আমার

BanglaBook.org

স্বামী... আমি নিশ্চিত!'

তর্কে গেলেন না পোয়ারো। প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন, 'মাদাম, আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। কিছু মনে করবেন না তো?'

'না, না, মনে করার কী আছে? যা জানতে চান খোলাখুলি জিজ্ঞেস করুন।'

'আর্থিক কোনও ধরনের অনটন নেই তো আপনার?'

'টাকার কথা বলছেন? আমি ওসব নিয়ে কখনও মাথা ঘামাই না।'

একটু হাসলেন পোয়ারো। 'লোকে কী বলে জানেন? যারা টাকা নিয়ে মাথা ঘামায় না, তাদেরই সবচেয়ে বেশি টাকার প্রয়োজন হয়।'

'কী বলতে চান?' ভুরু কোঁচকালেন মিসেস লিচাম।

'কিছু না। আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। আপনি আসতে পারেন, মাদাম।'

চলে গেলেন ভদ্রমহিলা। এবার বাটলার ডিগবিকে ডেকে পাঠালেন পোয়ারো।

'তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব, ডিগবি,' বললেন তিনি। 'আমি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ; তোমার মনিবের অনুরোধে আমি এখানে তদন্ত করতে এসেছিলাম।'

'ডিটেকটিভ!' বিস্ময় ফুটল বাটলারের চোখে। 'কীসের তদন্ত?'

'প্লিজ, কোনও প্রশ্ন নয়। যা জিজ্ঞেস করব তার জবাব দাও গুলির আওয়াজ তুমি শুনেছিলে?'

'হ্যাঁ,' সায় দিল ডিগবি। তারপর ঘটনাটা খুলে বলল।

'তারমানে হলঘরে তখন তোমরা চারজন ছিলে?'

'জী, সার। মি. ডেলহাউস আর মিস অ্যাশবি দোতলা থেকে

BanglaBook.org

নেমে এসেছিলেন, মি. কিন বেরিয়ে এসেছিলেন ড্রইংরুম থেকে।'

'বাকিরা কোথায় ছিল?'

'বাকিরা, সার?'

'হ্যাঁ। মাদাম লিচাম, মাদমোয়াজেল ক্লিভস্ আর মসিয়ো বারলিং।'

'মিসেস লিচাম আর মিস্টার বারলিং-কে আওয়াজ শোনার কিছুক্ষণ পরে উপর থেকে নামতে দেখেছি।'

'আর মাদমোয়াজেল?'

'বোধহয় ড্রইংরুমে ছিলেন। আমি দেখিনি।'

আরও কয়েকটা প্রশ্ন করে বাটলারকে ছেড়ে দিলেন পোয়ারো, মিস ক্লিভস্‌কে খবর দিতে বললেন।

খুব দ্রুতই হাজির হলো ডায়ানা ক্লিভস্। কামরায় ঢুকতেই তীক্ষ্ণ চোখে তাকে জরিপ করলেন পোয়ারো। অপরূপ সুন্দরীই বটে। সাদা সাটিনের একটা পোশাক পরেছে সে, হাতে একটা ছোট্ট ইভনিং পার্স, ওটার গায়ে সিল্ক দিয়ে বানানো নকল গোলাপের কলি। পোশাকের কাঁধের কাছেও একটা বড়সড় গোলাপ গেঁথে রাখা হয়েছে, সেটা আসল।

নিজের পরিচয় জানালেন পোয়ারো, কেন এ-বাড়িতে এসেছেন তাও খুলে বললেন। ডায়ানাকে অবাক হতে দেখলেন তিনি, অভিব্যক্তিতে কোনও খুঁত পেলেন না। মার্শালের ব্যাপারে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বলল সে, খেপল বারলিঙের প্রসঙ্গ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে।

'ও তো একটা বদমাশ!' সরোষে বলল মেয়েটা। 'বাবাকে কথাটা কতবার বলেছি, কিছুতেই কানে তোলেনি। বরং বারলিঙের লোকসানী ব্যবসায় দিনের পর দিন টাকা ঢেলেছে।'

'মাদমোয়াজেল, বাবার মৃত্যুতে আপনি কি কষ্ট পাচ্ছেন না?'

'কাঁদছি না বলে এই প্রশ্ন করছেন তো? মসিয়ো পোয়ারো,

BanglaBook.org

আমি আধুনিক মেয়ে। লোক দেখিয়ে কান্নাকাটি আমার স্বভাবে নেই। তার মানে এই নয় যে আমি কষ্ট পাচ্ছি না। বাবাকে আমি খুবই পছন্দ করতাম, মসিয়ো। মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছি এই ভেবে যে, যা হয়েছে তা একদিক থেকে ভালই হয়েছে।'

'ভাল হয়েছে!' এবার পোয়ারোর অবাক হবার পালা।

'হ্যাঁ। আর কিছুদিন বাঁচলে তাঁর স্থান হতো পাগলাগারদে। দিনকে দিন পাগলামি বেড়েই চলছিল। এমন এমন সব কাণ্ড ঘটাতেন, যা বলার মত না। নিজেকে ভাবতেন সর্বশক্তিমান! মাথা পুরোই খারাপ হয়ে যেতে বসেছিল। এরচেয়ে মরে যাওয়াই কি ভাল নয়?'

'বুঝেছি। আপনি মসিয়ো লিচামের মানসিক বিকারের কথা বলছেন। কিছু মনে করবেন না, আপনার পার্সটা একটু দেখতে পারি? গোলাপের কলিগুলো খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।'

দ্বিধা না করে ব্যাগটা বাড়িয়ে ধরল ডায়ানা। হাতে নিয়ে ওটা পরখ করলেন পোয়ারো। তারপর প্রশ্ন করলেন, 'আপনি গুলির শব্দ শুনেছিলেন?'

'হ্যাঁ, তবে ওটা যে গুলির আওয়াজ বুঝিনি। ভেবেছিলাম অন্য কিছু।'

'কোথায় ছিলেন তখন? ড্রইংরুমে?'

'না, বাগানে হাঁটছিলাম।'

'ঠিক আছে। আর কিছু জানার নেই আমার। সময় দেয়ায় ধন্যবাদ, মাদমোয়াজেল। যাবার পথে মসিয়ো কিনকে একটু ডাকতে পারেন?'

'জেফরি? এখুনি পাঠাচ্ছি।'

একটু পর কামরায় উপস্থিত হলো জেফরি কিন। সতর্ক, সেই সঙ্গে একটু কৌতূহলী মনে হলো তাকে।

'মি. বারলিঙের মুখে আপনার সম্পর্কে সবকিছু শুনে এসেছি,

BanglaBook.org

মসিয়ো পোয়ারো,' বলল সে। 'কতটুকু সাহায্য করতে পারব জানি না, তবে আমি আমার সাধ্যমত...'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলেন পোয়ারো। 'আপনার কাছে আমি শুধু একটা ব্যাপার জানতে চাই, মসিয়ো কিন। লাশ দেখার জন্য আমরা যখন স্টাডিতে ঢুকলাম, তখন আপনি ঝুঁকে হলঘরের মেঝে থেকে কিছু একটা তুলে নিয়েছিলেন। কী সেটা?'

মুহূর্তের জন্য মুখের ভাষা হারাল কিন। পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে প্রতিবাদ করে উঠল। 'কী বলছেন এসব? আমি আবার কখন কী তুললাম?'

'অস্বীকার করে লাভ হবে না, সার। ভেবেছেন আপনি আমার পিছনে ছিলেন বলে কিছু টের পাইনি? বন্ধুরা বলে, আমার মাথার পিছনে আরেকটা চোখ আছে... সবই দেখতে পাই। আমি নিশ্চিত, মেঝে থেকে কিছু একটা কুড়িয়ে নিয়েছেন আপনি। ডিনার জ্যাকেটের ডান পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছেন ওটা।'

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা বিরাজ করল। সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে কিন। শেষ পর্যন্ত মনস্থির করে সামনে ঝুঁকল। পকেট উল্টে যা যা আছে সব বের করে রাখল টেবিলের উপরে। ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, 'দেখুন কোন্‌টা আপনার পছন্দ।'

জিনিসগুলোর উপর চোখ বোলালেন পোয়ারো। একটা সিগারেট লাইটার, একটা রুমাল, সিল্কের তৈরি ছোট্ট একটা গোলাপ-কলি আর সোনালি রঙের একটা দেশলাইয়ের বাক্স।

হাত বাড়িয়ে দেশলাইয়ের বাক্সটা তুলে নিল কিন। বলল, 'এই যে... এটাই কুড়িয়ে নিয়েছিলাম। জিনিসটা আমারই, সন্ধ্যায় কোনও একসময় পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল।'

'দুঃখিত, আপনার কথা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না,' মাথা নাড়লেন পোয়ারো।

'মানে?'

BanglaBook.org

'দেখুন, মসিয়ো, আমি অত্যন্ত গোছানো স্বভাবের মানুষ। কাজের সময় চোখকানও খুব সজাগ রাখি। মেঝের উপরে এত বড় সাইজের একটা দেশলাইয়ের বাক্স পড়ে থাকবে, আর আমি সেটা লক্ষ করব না, তা হতেই পারে না। চোখ এড়াতে পারে আরও ছোট কোনও জিনিস... এই যেমন এটা।' সিল্কের গোলাপ-কলিটা হাতের তালুতে তুলে নিলেন পোয়ারো। 'এটা সম্ভবত মিস ক্লিভসের পার্স থেকে এসেছে, তাই না?'

বড় করে শ্বাস নিল কিন, তারপর হার মানার ভঙ্গিতে হাসল। বলল, 'হ্যাঁ। গতরাতে গোলাপটা ও আমাকে দিয়েছে।'

'সত্যি?'

জবাব দেবার সুযোগ পেল না কিন, তার আগেই দরজা খুলে হন্তদন্ত ভঙ্গিতে কামরায় প্রবেশ করল আরেক যুবক। সুদর্শন, লম্বা... মাথায় ঘন সোনালি চুল।

'এসব কী শুনছি, জেফরি?' বলে উঠল সে। 'মি. লিচাম নাকি আত্মহত্যা করেছেন? কী ভয়ঙ্কর কথা!'

'ভুল শোনোনি,' বলল কিন। উঠে দাঁড়াল। 'এসো, পরিচয় করিয়ে দিই। মসিয়ো এরকুল পোয়ারো, এ হলো ক্যাপ্টেন জন মার্শাল... এস্টেটের এজেন্ট। জন, মসিয়ো পোয়ারো তোমাকে সব খুলে বলবেন। আমি আসি। অনেক কাজ পড়ে আছে।'

গটমট করে বেরিয়ে গেল সে। টেনে দিয়ে গেল দরজা।

তীক্ষ্ণ চোখে নবাগতকে জরিপ করলেন পোয়ারো। প্রথম দর্শনে যতটা অল্পবয়েসী মনে হয়েছিল, মার্শালের বয়স তার চেয়ে অনেক বেশি—জুলফিতে কাঁচাপাকা চুল দেখা যাচ্ছে, মুখের এখানে-সেখানে বলিরেখাও ফুটতে শুরু করেছে। ছটফটে আচরণ দেখে যুবক মনে হচ্ছিল। একটা হাত কাঠের... ওটাই সম্ভবত যুদ্ধে হারিয়েছে সে।

'পুলিশ এসেছে কি না জানেন?' জিজ্ঞেস করলেন পোয়ারো।

BanglaBook.org

'হ্যাঁ,' বলল মার্শাল। 'আমি ওদের সঙ্গেই এলাম। ওরা অবশ্য খবর পেয়ে খুব একটা অবাক হয়নি, মি. লিচামের মাথার যে ঠিক নেই সে-কথা এলাকার সবাই জানত। তারপরেও...

'তারপরেও আপনি আত্মহত্যার ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছেন না, ঠিক?'

'ঠিক। অহঙ্কারী মানুষ ছিলেন মি. লিচাম, মনে করতেন তাঁকে ছাড়া দুনিয়া অচল। এমন লোকের আত্মহত্যা করার কথা নয়।'

'টাকা-পয়সার কোনও সমস্যা ছিল তাঁর?'

মাথা নাড়ল মার্শাল। 'সিরিয়াস কিছু না। মি. বারলিঙের ব্যবসায় টাকা খাটিয়ে কিছুটা লস হয়েছিল।'

পোয়ারো বললেন, 'তা হলে আপনাকে সরাসরিই জিজ্ঞেস করি—আপনাকে সন্দেহ করার কোনও কারণ কি ছিল মসিয়ো লিচামের? মানে... এমন কোনও সন্দেহ কি তাঁর মনে জাগতে পারে যে, আপনি তাঁর হিসাবপত্র জাল করে টাকা সরাচ্ছেন?'

হতভম্ব ভঙ্গিতে তাঁর দিকে তাকাল মার্শাল। চোয়াল ঝুলে পড়ল তার।

মুচকি হাসলেন পোয়ারো। 'আপনি দেখছি একেবারে চমকে গেছেন, মসিয়ো।'

'চমকাব না?' নিজেকে সামলে নিয়ে বলল মার্শাল। 'কী বলছেন আপনি! এ অসম্ভব!'

'বেশ, তা হলে আরেকটা প্রশ্ন করি। আপনি যে মিস ক্লিভসের সঙ্গে মেলামেশা করছেন, সেটা কি মসিয়ো লিচাম জানতেন?'

নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসল মার্শাল। 'আমাদের ব্যাপারটা আপনি জানেন?'

'তারমানে ওটা সত্যি?'

মাথা ঝাঁকাল মার্শাল। 'হ্যাঁ। কিন্তু মি. লিচাম এর কিছুই

BanglaBook.org

জানতেন না। ডায়ানাই জানাতে চায়নি। শুনলে খেপে বোম হয়ে যেতেন উনি। নির্ঘাত আমার চাকরি খেতেন।'

'কিন্তু কতদিন খবরটা গোপন রাখতেন আপনারা?'

'নির্দিষ্ট কিছু ঠিক করিনি। আসলে... ব্যাপারটা ডায়ানার উপরে ছেড়ে দিয়েছিলাম। ও বলেছিল সব ম্যানেজ করে নেবে। আর আমি চেষ্টা করছিলাম আরেকটা কাজ জোগাড় করতে, যাতে এ-চাকরিটা ছেড়ে দিতে পারি।'

'তা হলেই কি মাদমোয়াজেল আপনাকে বিয়ে করতেন? মসিয়ো লিচাম নিশ্চয়ই ওঁর মাসোহারা বন্ধ করে দিতেন। ওঁকে চালাতেন কী করে আপনি? আমি তো শুনেছি মাদমোয়াজেল অত্যন্ত বিলাসী জীবনযাপন করেন।'

অস্বস্তি ফুটল মার্শালের চেহারায়। 'যেভাবে হোক একটা ব্যবস্থা করে নিতাম। তারমানে এই নয় যে আমি এখান থেকে চুরি করার কথা ভাবছিলাম।'

'হুম।'

দরজায় টোকা পড়ল। পাল্লা একটু ফাঁকা করে উঁকি দিল কিন।

'পুলিশের কাজ শেষ, মসিয়ো পোয়ারো। যাবার আগে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন ওঁরা।'

'ধন্যবাদ। আসছি।' উঠে দাঁড়ালেন পোয়ারো।

স্টাডিতে সুঠামদেহী এক ইন্সপেক্টর এবং পুলিশ ডিপার্টমেন্টের এক মাঝবয়েসী ডাক্তার দাঁড়িয়ে আছেন। পোয়ারোকে অভিবাদন জানালেন তাঁরা।

ইন্সপেক্টর বললেন, 'শুভ সন্ধ্যা, মসিয়ো পোয়ারো। আমি ইন্সপেক্টর রিভস্। আপনার কথা অনেক শুনেছি, দেখা হওয়ায় খুব ভাল লাগছে।'

তার সঙ্গে হাত মেলালেন পোয়ারো। বললেন, 'আপনাদের

BanglaBook.org

তদন্ত শেষ? আমার কাছ থেকে কোনও ধরনের সাহায্যের প্রয়োজন নেই বোধহয়?'

'জী না, সার। ব্যাপারটা জলবৎ তরলং। সাধারণ আত্মহত্যার কেস।'

'আপনারা নিশ্চিত?'

'অবশ্যই! ঘরের দরজা-জানালা ভিতর থেকে বন্ধ, তালার চাবি পাওয়া গেছে লাশের পকেটে, সুইসাইড নোটও আছে। তা ছাড়া বেশ কিছুদিন থেকেই মি. লিচামের মাথার ঠিক ছিল না।'

'তারমানে সবকিছুই স্বাভাবিক?'

'গুলিটা যেভাবে আয়নায় লেগেছে, সেটা একটু অস্বাভাবিক,' এবার মুখ খুললেন ডাক্তার। 'বিদঘুটে একটা ভঙ্গিতে না বসলে ওটা ওভাবে লাগার কথা না। অবশ্য... যে-কোনও আত্মহত্যাই বিদঘুটে।'

'বুলেটটা উদ্ধার করেছেন আপনারা?' জানতে চাইলেন পোয়ারো।

'জী, এই তো।' হাতের তালুতে ওটা বাড়িয়ে ধরলেন ডাক্তার। 'আয়নার তলায়, মেঝেতে পেয়েছি। সংঘর্ষের পর নীচে পড়ে গিয়েছিল। পিস্তলটাও মি. লিচামের। সবসময় নিজের ড্রয়ারে রাখতেন ওটা। আত্মহত্যার কারণটা পরিষ্কার নয়, তবে মস্তিষ্কবিকৃতির ঘোরেও কাজটা করে বসতে পারেন তিনি।'

নীরবে সায় জানালেন পোয়ারো।

লাশটা ইতোমধ্যে আরেকটা কামরায় সরিয়ে নেয়া হয়েছে। আরেক দফা অভিবাদন জানিয়ে ইন্সপেক্টর আর ডাক্তার বিদায় নিলেন। তাঁদেরকে সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন পোয়ারো। তারপর উল্টো ঘুরতেই দেখা পেলেন হ্যারি ডেলহাউসের। সে-ও পুলিশকে বিদায় দিতে এসেছে।

'ভাল একটা ফ্ল্যাশলাইট জোগাড় করতে পারবেন?' তাকে

BanglaBook.org

জিজ্ঞেস করলেন পোয়ারো।

'নিশ্চয়ই,' বলে চলে গেল হ্যারি। জিনিসটা নিয়ে যখন ফিরল, তখন তার সঙ্গে জোওন অ্যাশবিও রয়েছে।

সংক্ষেপে মেয়েটির সঙ্গে পরিচিত হলেন পোয়ারো। বললেন, 'চাইলে আপনারা আমার সঙ্গে আসতে পারেন।'

দরজা খুলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন তিনি; হ্যারি আর জোওন অনুসরণ করল। ডানে মোড় নিয়ে স্টাডির জানালার দিকে এগিয়ে চললেন। জায়গামত পৌঁছে ফ্ল্যাশলাইট জ্বাললেন, নজর বোলালেন মাটিতে। বাগানের ওয়াকওয়ে থেকে জানালার নীচ পর্যন্ত প্রায় ছ'ফুট জায়গা ঘাসে ঢাকা। হাঁটু গেড়ে বসে অংশটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন তিনি। কিছু না পেয়ে ফের উঠে দাঁড়ালেন। ঘাসে ঢাকা অংশটার দু'পাশে দুটো ফুলের কেয়ারি রয়েছে, তাতে ফুটে রয়েছে ডেইজি আর ডালিয়া ফুল। একে একে দুটোর উপরেই আলো ফেললেন। ডানদিকে কেয়ারির কাঁচা মাটিতে ভেসে উঠল পায়ের ছাপ।

'দু'জোড়া পায়ের ছাপ,' বিড়বিড় করলেন পোয়ারো। 'এক জোড়া গেছে জানালার দিকে, আরেক জোড়া ফিরে এসেছে।'

'নিশ্চয়ই মালীর পায়ের ছাপ,' বলল জোওন।

'না, মাদমোয়াজেল। মালী নয়। ভাল করে দেখুন। জুতোজোড়া অনেক ছোট, সামনের দিকটা চোখা, পিছনে হিল আছে। সোজা কথায়, মেয়েদের জুতো। মিস ক্লিভস্ বলেছেন, ঘটনার সময় তিনি বাগানে হাঁটছিলেন। ছাপগুলো তাঁরই হতে পারে। আচ্ছা, উনি কি আপনার আগে দোতলা থেকে নেমেছিলেন, নাকি পরে?'

কাঁধ ঝাঁকাল জোওন। 'কী জানি, ওসব খেয়াল করিনি আমি। ডিনারের ঘণ্টা শোনামাত্র ছুটতে শুরু করেছিলাম, ভেবেছিলাম বুঝি দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়ে গেছে। ওটা যে প্রথম ঘণ্টা জানতাম না।

BanglaBook.org

ডায়ানার কামরার সামনে দিয়েই সিঁড়ির দিকে গেছি, কিন্তু ওর দরজা খোলা না বন্ধ ছিল খেয়াল করিনি। তবে হ্যাঁ... মিসেস লিচামের দরজা বন্ধ ছিল—এটা মনে আছে বেশ।'

'ঘণ্টার আওয়াজ নিয়ে ভুল করলেন কেন?'

'কী জানি... আমার মনে হচ্ছিল আগে আরও একবার আওয়াজ শুনেছি।'

'তাই নাকি?'

পোয়ারোর কণ্ঠে কীসের যেন আভাস... ঝট করে তাঁর দিকে তাকাল হ্যারি; কিন্তু বিখ্যাত গোয়েন্দাটির ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ছাড়া আর কিছুই দেখল না।

বাড়িতে ফিরে এল তিনজনে। ভিতরে ঢুকতেই দেখা হলো ডায়ানা ক্লিভসের সঙ্গে।

'কোথায় গিয়েছিলেন আপনারা?' জিজ্ঞেস করল সে।

'বাগানে,' পোয়ারো বললেন। 'আপনার সঙ্গে আরেকবার কথা বলা দরকার, মাদমোয়াজেল। আমার সঙ্গে একটু আসবেন?'

শ্রাগ করে তাঁর পিছু নিল ডায়ানা। ওকে স্টাডির পাশের ছোট কামরাটায় নিয়ে গেলেন পোয়ারো।

'কী বলবেন বলুন,' দরজা ভেজিয়ে বলল ডায়ানা।

'ছোট্ট একটা প্রশ্ন। আজ যখন আপনি বাগানে হাঁটছিলেন, তখন কি স্টাডির জানালার পাশের ফুলের কেয়ারিতে গিয়েছিলেন?'

'গেছি তো। দু'বার। প্রথমবার সাতটার দিকে, দ্বিতীয়বার ডিনারের ঠিক আগে।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

'বোঝাবুঝির তো কিছু দেখছি না,' শীতল গলায় বলল ডায়ানা। 'ফুল তুলতে গিয়েছিলাম। ডেইজি ফুল দিয়ে রোজই খাবারের টেবিল সাজাই আমি। সেজন্যেই সাতটার সময় ওখান

BanglaBook.org

থেকে ফুল তুলেছি।'

'আর পরে?'

'পরে? মেয়েলি একটা কারণে। আমার জামায়... কাঁধের কাছে একটু তেল লেগে গিয়েছিল। ছোট্ট দাগ... তার জন্য জামা বদলাতে ইচ্ছে করল না। মনে পড়ল কেয়ারিতে একটা বড়সড় গোলাপ ফুটতে দেখেছি। গিয়ে ওটাই ছিঁড়ে আনলাম, জামায় গেঁথে ঢেকে দিলাম দাগটা। এই দেখুন।' কাঁধের কাছে লাগানো গোলাপটা একটু সরিয়ে দাগ দেখাল ডায়ানা।

'এটা কখনকার কথা?'

'এই ধরুন... আটটা বাজার দশ মিনিট পর।'

'আপনি জানালার কাছে যাননি?'

'গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম ওখান দিয়েই ঘরে ঢুকব। কিন্তু ধাক্কা দিয়ে দেখি পাল্লাটা ভিতর থেকে বন্ধ। ডিনারের সময় হয়ে যাচ্ছিল, তাই ওখানে আর দেরি করিনি। উঁকিও দিইনি।'

'হুম,' গম্ভীর গলায় বললেন পোয়ারো। 'গুলির আওয়াজ যখন হলো, তখন আপনি কোথায় ছিলেন? ফুলের কেয়ারিতে?'

'না, না। সেটা তো আরও তিন-চার মিনিট পরের ঘটনা। আমি তখন বাড়িতে ঢোকার জন্য পিছনের দরজার দিকে এগোচ্ছিলাম।'

পকেট থেকে মুঠোয় কিছু একটা বের করে আনলেন পোয়ারো। 'এটা চেনেন?'

তাঁর হাতের তালুতে সিল্কের তৈরি একটা ছোট্ট গোলাপ-কলি দেখতে পেল ডায়ানা। বলল, 'মনে তো হচ্ছে আমার পার্সে লাগানো অর্নামেন্ট। কোথায় পেয়েছেন এটা?'

'মসিয়ো কিনের পকেটে,' বললেন পোয়ারো। 'এটা কি আপনি ওঁকে দিয়েছেন?'

'ও কি তা-ই বলেনি?'

BanglaBook.org

একটু হাসলেন পোয়ারো। 'কখন দিয়েছেন এটা?'

'গতকাল রাতে।'

'মসিয়ো কিন কি আপনাকে তা-ই বলতে বলেছে?'

'কী বলতে চান?' একটু যেন রেগে গেল ডায়ানা।

জবাব না দিয়ে আরেকবার হাসলেন পোয়ারো। তারপর বেরিয়ে এলেন হলঘরে। ডিগবিকে বললেন বাড়ির সবাইকে স্টাডিতে ডেকে নিয়ে আসতে।

'জী, সার।'

'যাবার আগে একটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাও। মাদমোয়াজেল ডায়ানা কি আজ সন্ধ্যায় টেবিল সাজাবার জন্য কোনও ফুল নিয়ে এসেছিলেন?'

'এনেছিলেন, সার। ডেইজি ফুল। প্রায়ই আনেন।'

'ধন্যবাদ, ডিগবি। তুমি এবার যেতে পারো।'

দশ মিনিট পর স্টাডিতে সমবেত হলো সবাই। তাদেরকে উদ্দেশ করে পোয়ারো বললেন, 'আপনাদের সবাইকে একটা বিশেষ কারণে এখানে ডেকেছি। পুলিশের মতে, মসিয়ো হিউবার্ট লিচামের মৃত্যুরহস্য চুকেবুকে গেছে। আত্মহত্যা করেছেন তিনি। কিন্তু আমি, এরকুল পোয়ারো বলছি... ঘটনা তা নয়।'

নড়েচড়ে বসল সবাই।

'হ্যাঁ, ঠিকই শুনছেন,' বলে চললেন পোয়ারো। 'ব্যাপারটা সাধারণ কোনও আত্মহত্যার ঘটনা নয়। মসিয়ো লিচামের চরিত্র বা মানসিকতার সঙ্গে ওটা একেবারেই মেলে না। দাম্ভিক, আত্মম্ভরী, অহঙ্কারী মানুষ ছিলেন তিনি; নিজেকে আপন জগতের রাজা বলে ভাবতেন। এ-ধরনের মানুষ আত্মহত্যা করে না। হ্যাঁ, লোকটা পাগল হয়ে যেতে পারে... মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটতে পারে তার। কিন্তু আত্মহত্যা? কখনোই নয়।'

'তা হলে কীভাবে মারা গেছেন উনি?' জিজ্ঞেস করলেন

BanglaBook.org

বারলিং।

'আমি বলব, খুন করা হয়েছে তাঁকে।'

যেন বোম ফাটল, বিস্ময়ে ক্ষণিকের জন্য স্থবির হয়ে গেল সবাই। তারপরেই চোখে-মুখে ফুটে উঠল অবিশ্বাস।

'খুন?' মুখ বাঁকিয়ে বলল মার্শাল। 'বন্ধ একটা কামরার ভিতরে? যেখানে আর কেউ ছিল না?'

'ব্যাপারটা সে-রকমই মনে হতে পারে,' বললেন পোয়ারো।

'আপনি কি বলতে চাইছেন, গুলি খাওয়ার পরে খুনিকে বিদায় জানিয়ে দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়েছিলেন মি. লিচাম?' ঠাট্টা করল হ্যারি।

'মোটেই না,' অবিচল রইলেন পোয়ারো। 'আসুন, আপনাদের একটা জিনিস দেখাই।'

জানালার কাছে চলে গেলেন তিনি। ছিটকিনি তুলে পাল্লা একবার খুললেন, তারপর আবার টেনে দিলেন। তবে ছিটকিনি আটকালেন না, ওটা নিজের খাঁজে খাড়া অবস্থায় আটকে রইল।

'দেখুন, জানালাটা বন্ধ হয়েছে, কিন্তু আটকানো অবস্থায় নয়। কিন্তু আমি যদি সামান্য ঝাঁকি দিই...' পাল্লার একপাশে হালকা টোকা দিলেন পোয়ারো, সঙ্গে সঙ্গে ছিটকিনিটা খটাস করে নীচে নেমে এল। বসে গেল গর্তে। ধীরে ধীরে দর্শকদের দিকে ফিরলেন তিনি। 'এ-কাজ বাইরে থেকেও করা যায়।'

'খুনি এখান দিয়ে বেরিয়েছে?' জিজ্ঞেস করল জোওন।

মাথা ঝাঁকালেন পোয়ারো। তারপর বললেন, 'আটটা বেজে বারো মিনিটে শোনা গিয়েছিল গুলির আওয়াজ। হলঘরে তখন চারজন মানুষ ছিল। বাকি তিনজন কোথায় ছিলেন? মাদাম লিচাম? আপনার কামরায়? বেশ। মসিয়ো বারলিং? আপনিও কি নিজের কামরায় ছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

BanglaBook.org

ডায়ানার দিকে ফিরল পোয়ারো। 'আর আপনি হাঁটছিলেন বাগানে—নিজেই সে-কথা স্বীকার করেছেন। তাই না?'

'দেখুন, মসিয়ো...' কিছু বলার চেষ্টা করল ডায়ানা।

ওর কথায় কান না দিয়ে মিসেস লিচামের দিকে ফিরলেন পোয়ারো। 'এক্সকিউজ মি, মাদাম। আপনার স্বামীর বিষয়-সম্পত্তি এখন কীভাবে ভাগ-বাটোয়ারা হবে, বলতে পারেন?'

'হ্যাঁ। কিছুদিন আগে হিউবার্ট আমাকে ওর উইলটা পড়তে দিয়েছিল। বলেছিল ওটার বিষয়বস্তু আমার জানা থাকা দরকার,' বললেন লিচাম-পত্নী। 'উইল মোতাবেক এস্টেটের আয় থেকে বছরে তিন হাজার পাউণ্ড পাব আমি, আর পাব আমার পছন্দমত যে-কোনও একটা বাড্রি। সম্পত্তির বাকি সবকিছু পাবে ডায়ানা, তবে শর্ত হচ্ছে—ওকে বিয়ে করতে হবে, এবং ওর স্বামীকে লিচাম পদবী নিতে হবে।'

'ইন্টারেস্টিং!' মন্তব্য করলেন পোয়ারো।

'ওটা পুরনো উইল,' বলে চললেন মিসেস লিচাম। 'কয়েক সপ্তাহ আগে উইলে সামান্য পরিবর্তন এনেছে হিউবার্ট। ওতে বলা হয়েছে, সম্পত্তি পাবার পূর্বশর্ত হিসেবে মি. বারলিঙের সঙ্গে বিয়ে হতে হবে ডায়ানার। ও যদি অন্য কাউকে বিয়ে করে, সেক্ষেত্রে ওর ভাগের সব সম্পত্তি পাবে হিউবার্টের ভাগ্নে হ্যারি ডেলহাউস।'

'পরিবর্তনটা যেহেতু সাম্প্রতিক, আমার ধারণা মাদমোয়াজেল ওটা সম্পর্কে সচেতন নন,' বললেন পোয়ারো। ডায়ানার দিকে তাকালেন তিনি, ওর চেহারা দেখে বুঝলেন, অনুমান মিথ্যে নয়। কয়েক পা এগিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'মাদমোয়াজেল, আপনি তো মসিয়ো মার্শালকে বিয়ে করতে চান, তাই না? নাকি মসিয়ো কিনকে?'

জবাব না দিয়ে মার্শালের পাশে গিয়ে দাঁড়াল ডায়ানা, ওর

BanglaBook.org

হাত ধরল। বলল, 'জবাব পেলেন?'

মাথা ঝাঁকালেন পোয়ারো। বললেন, 'এবার তা হলে আসল কথায় আসা যাক। মাদমোয়াজেল... মোটিভ, সুযোগ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিবেচনায় সন্দেহটা সবার আগে আপনার উপরেই আসে। প্রাণ থাকতে মসিয়ো মার্শালকে মেয়েজামাই হিসেবে কিছুতেই মেনে নিতেন না আপনার বাবা; কিন্তু উনি মারা গেলে সমস্যাটার সমাধানই শুধু হচ্ছে না, আপনি বিশাল সম্পত্তিরও মালিক হতে পারছেন... মানে, আপনার ধারণামতে আর কী। উইলের পরিবর্তনের খবর যেহেতু আপনি জানতেন না। এরপর আপনি কী করতে পারেন, সেটা সহজেই অনুমেয়। মসিয়ো লিচামের ড্রয়ার থেকে পিস্তল চুরি করতে পারেন, সেটা নিয়ে বাগানের দিক থেকে জানালা গলে স্টাডিতে ঢুকতে পারেন, তাঁকে গুলি করতে পারেন, তারপর ফের জানালা দিয়ে বেরিয়ে পাল্লাটা লাগিয়েও দিতে পারেন। ঠিক?'

দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল ডায়ানার। 'না... এসব মিথ্যে!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সে। 'আমি বাবাকে গুলি করিনি!'

একদৃষ্টে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন পোয়ারো। তারপর হাসলেন। 'আপনার কথা আমি বিশ্বাস করছি। আসলেই তা ঘটেনি। ব্যাখ্যাটা বেশ গ্রহণযোগ্য হলেও দুটো কারণে সেটা ধোপে টেকে না। প্রথম কারণটা হলো, আপনি সাতটার সময় ফুল তুলতে গিয়েছিলেন। আর দ্বিতীয় কারণ... সেটা উদ্‌ঘাটনের জন্য মাদমোয়াজেল অ্যাশবি আমাকে সাহায্য করেছেন।'

একসঙ্গে সবার চোখ ঘুরে গেল জোওনের দিকে। ও নিজেও থতমত খেয়ে গেল।

'আমি? আমি আবার কী সাহায্য করলাম?'

'এখুনি সেটা বুঝতে পারবেন,' পোয়ারো বললেন। লাশটা যে-চেয়ারে বসা ছিল, সেটার দিকে ইশারা করলেন তিনি।

BanglaBook.org

'আপনারা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন মসিয়ো লিচাম কীভাবে বসে ছিলেন? টেবিলের পিছনে নয়, পাশে। জানালার দিকে মুখ করে। ওটা কি স্বাভাবিক ভঙ্গি? মোটেই না। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে টেবিলের পিছনেই বসা থাকতেন ভদ্রলোক। ওখানে বসে সুইসাইড নোট লিখতেন, তারপর কপালে পিস্তল ঠেকিয়ে ট্রিগার চাপতেন। জায়গা পরিবর্তন করতেন না। কিন্তু ভেবে দেখুন, ওখানে গুলি চালালে কী ঘটত? কপালের আরেক পাশ ফুটো করে বেরিয়ে আসত বুলেট... স্টাডির দরজা খোলা থাকলে ওটা চলে যেত বাইরে... সোজা গিয়ে আঘাত হানত পিতলের ঘণ্টাটায়!

'এবার নিশ্চয়ই রহস্যটা পরিষ্কার হচ্ছে আপনাদের কাছে? মাদমোয়াজেল অ্যাশবি সত্যিই দু'বার ঘণ্টাধ্বনি শুনেছেন। প্রথম যে আওয়াজ শুনেছিলেন, সেটা ছিল ঘণ্টার গায়ে গুলির আঘাত... বেশ মৃদু। ওঁর কামরা দোতলায় ঠিক ঘণ্টার উপরে হওয়ায় একমাত্র তিনিই শুনেছেন ওটা, আর কেউ না।

'কাজেই বোঝা যাচ্ছে, টেবিলের পিছনে বসা অবস্থায় গুলি খেয়েছেন মসিয়ো লিচাম। ব্যাপারটা আত্মহত্যা হতে পারে না। কারণ মরার পর তাঁর পক্ষে চেয়ার ঘুরিয়ে টেবিলের পাশে এসে বসা সম্ভব নয়। কাজটা করেছে অন্য কেউ। সে-ই খুনি। চেয়ার ঘুরিয়েছে, যাতে ঘণ্টাধ্বনির সূত্র ধরে গুলির সঠিক সময় কেউ বের করতে না পারে, সেটা নিশ্চিত করবার জন্য। নাটক সাজাবার জন্য সে ঘরের দরজায় তালা দেয়, চাবিটা ঢুকিয়ে রাখে লাশের পকেটে। নিজের ছাপ মুছে পিস্তলে মসিয়ো লিচামের আঙুলের ছাপ বসায়, ওটা এমনভাবে ফেলে রাখে যেন ভদ্রলোকের হাত থেকে খসে পড়েছে। সবশেষে জানালা গলে কামরা থেকে বেরিয়ে যায়। তবে সে ঘাসে নামেনি, নেমেছে ফুলের কেয়ারিতে। ঘাসে নামলে পায়ের ছাপ থেকে যেত, কিন্তু কেয়ারির নরম মাটি ঘষে ছাপ মুছে ফেলা যায়। এভাবেই...

BanglaBook.org

সবকিছু সাজিয়ে-গুছিয়ে বাড়িতে ফিরে আসে সে। আটটা বাজার কিছুক্ষণ পরে... যখন সে ড্রয়িংরুমে একা... ওখানকার জানালা দিয়ে বাইরে একটা ফাঁকা গুলি করে। এরপর হন্তদন্ত হয়ে হলঘরে বেরিয়ে এমন একটা ভাব দেখায়, যেন গুলিটা ঘরের ভিতরেই হয়েছে। কী, মসিয়ো কিন, এভাবেই তো ঘটনাটা ঘটিয়েছেন আপনি... নাকি কোথাও ভুল করছি আমি?'

এক লাফে বসা থেকে উঠে দাঁড়াল জেফরি কিন। মুখ লাল হয়ে গেছে, কিছু বলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। থরথর করে কেঁপে উঠল তার ঠোঁট।

'নীরবতা সম্মতির লক্ষণ,' বললেন পোয়ারো। 'ওটাকেই স্বীকারোক্তি বলে ধরে নিতে পারি আমরা। কী বলেন?'

জবাবের প্রতীক্ষায় না থেকে দরজার দিকে ঘুরে গেল কিন। পালাবার জন্য দৌড়ানোর চেষ্টা করতেই পাশ থেকে তার চোয়ালে বিরাশি সিক্কার একটা ঘুসি হাঁকাল হ্যারি। আধপাক ঘুরে গেল কিন, মুখ থুবড়ে আছড়ে পড়ল মেঝেতে। জ্ঞান হারাল সঙ্গে সঙ্গে।

'ধন্যবাদ, মসিয়ো হ্যারি,' পোয়ারো হাসলেন। 'মসিয়ো মার্শাল, পুলিশে ফোন করবেন, প্লিজ? অপরাধীকে নিয়ে যাক।'

'শেষ পর্যন্ত জেফরি?' হতভম্ব গলায় বলল ডায়ানা। 'কিন্তু কেন?'

'সেক্রেটারি হিসেবে নানা কায়দায় মসিয়ো লিচামের টাকা চুরি করছিল ও,' ব্যাখ্যা করলেন পোয়ারো। 'সেটা তিনি টেরও পেয়ে গিয়েছিলেন। আমাকে খবর দিয়েছিলেন এর একটা সুরাহা করবার জন্য...'

'পুলিশে খবর না দিয়ে আপনাকে কেন ডাকলেন?' বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল ডায়ানা।

'তার জন্য আপনিই দায়ী, মাদমোয়াজেল। মসিয়ো মার্শালের

BanglaBook.org

সঙ্গে আপনার সম্পর্ক গোপন করার আশায় কিনের সঙ্গে নির্লজ্জভাবে মেলামেশা করেছেন আপনি, মসিয়ো লিচামের দৃষ্টি ওদিকে ঘুরিয়ে রেখেছিলেন। না, অস্বীকার করবার চেষ্টা করে লাভ নেই, ঘটনা সত্যি। আপনার বাবা সেই মেলামেশাকে গভীর প্রণয় ভেবে খুব সাবধানে পদক্ষেপ নিতে চাইছিলেন। অন্যদিকে কিনও আপনার প্রেমের অভিনয়কে সত্যি ভেবে ভবিষ্যতের জাল বুনতে থাকে, ভাবে আপনাকে বিয়ে করে বিশাল সম্পত্তির মালিক হতে পারবে। উইলের পরিবর্তনের খবর সে-ও নিশ্চয়ই জানত না।

'যা হোক, এ-অবস্থায় আচমকা সে শুনল, বিখ্যাত গোয়েন্দা এরকুল পোয়ারোকে খবর দিয়েছেন মসিয়ো লিচাম—তাঁর টাকা চুরির রহস্য ভেদ করবার জন্য। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে কিনের। সে বুঝতে পারে, চুরির জন্য দোষী সাব্যস্ত হলে শুধু চাকরি যাবে না, সম্পত্তিও হারাবে সে। মরিয়া হয়ে আমি পৌঁছুনোর আগেই মসিয়ো লিচামকে খুন করার ফন্দি আঁটে, যাতে তিনি ওর দিকে অভিযোগের আঙুল তুলতে না পারেন। তা ছাড়া তিনি মারা গেলে আপনাকে বিয়ে করে সম্পত্তির মালিক হবার পথ সুগম হবে বলে ভেবেছিল সে। চমৎকার একটা প্ল্যান এঁটেছিল, ওকে খুনি হিসেবে সন্দেহ করবার কোনও অবকাশই ছিল না। এমনকী পুলিশও ভেবেছে মসিয়ো লিচাম আত্মহত্যা করেছেন।

'ওর কাজে একমাত্র খুঁত দেখা দেয় পিস্তলের বুলেট কামরা থেকে বেরিয়ে যাওয়ায়। ঘণ্টার গায়ে বাড়ি খেয়ে ওটা হলঘরের মেঝেতে পড়ে ছিল। কামরা থেকে দরজা দিয়ে বেরুলেই কেউ না কেউ ওকে দেখে ফেলত, কাজেই কিনের কোনও সুযোগ ছিল না ওটাকে তৎক্ষণাৎ উদ্ধার করবার। অগত্যা মসিয়ো লিচামের লাশটা টেবিলের পিছন থেকে সরাতে হয় তাকে, আয়না ভেঙে

BanglaBook.org

নতুন পজিশনকে আত্মহত্যার পজিশন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। পরে, আমরা যখন দল বেঁধে স্টাডির সামনে এলাম, পিছনে থাকে সে। সবার অলক্ষে চট করে মেঝে থেকে প্রথম বুলেটটা কুড়িয়ে নেয়। কিন্তু আমি সেটা টের পেয়ে পরবর্তীতে ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করি। সিল্কের একটা গোলাপ-কলি দেখিয়ে ও আমাকে বুঝ দেবার চেষ্টা করে—ওটাই নাকি কুড়িয়ে নিয়েছিল। বড্ড ধুরন্ধর লোক এই জেফরি কিন! মাদমোয়াজেল ডায়ানা, ভাগ্যিস আপনি সন্ধ্যায় ফুল তুলতে গিয়েছিলেন, নইলে...'

'আমি এখনও বুঝতে পারছি না ওটার সঙ্গে জেফরির ধরা পড়ার সম্পর্ক কোথায়।' ভ্রূকুটি করল ডায়ানা।

'এ তো খুব সহজ! ফুলের কেয়ারিতে মাত্র দু'জোড়া পায়ের ছাপ দেখেছি আমি। ফুল তোলার সময় ওখানে আরও অনেক বেশি ছাপ পড়বার কথা... নিশ্চয়ই কেয়ারির ভিতরে হেঁটে হেঁটে ফুল ছিঁড়তে হয়েছিল আপনাকে, তাই না? দু'জোড়া ছাপ পড়তে পারে শুধুমাত্র আপনি যখন একটা গোলাপ তুলতে গিয়েছিলেন, তখন। এর মানে দাঁড়াচ্ছে, সন্ধ্যা সাতটায় আপনি ফুল তোলার পরে কেউ একজন কেয়ারির মাটি সমান করে দিয়েছে। বাগানের মালী হতে পারে না, দুনিয়ার কোথাও মালীরা সন্ধ্যার পরে বাগানে কাজ করে না। তারমানে কাজটা করেছে মসিয়ো লিচামের খুনি—নিজের পায়ের ছাপ মুছে দেবার জন্য। আর সেই ছাপগুলো মোছা হয়েছে আটটা বারোয় গুলির শব্দ শোনা যাবার বেশ আগে। তার অর্থ খুনটাও হয়েছে তার আগে। এবার পরিষ্কার হলো?'

'কিন্তু কিন যখন হিউবার্টকে খুন করল, সে-সময় কেউ গুলির আওয়াজ শোনেনি কেন?' জানতে চাইলেন মি. বারলিং।

'সাইলেন্সার,' সংক্ষেপে বললেন পোয়ারো। 'কাজ শেষে বাগানেই কোথাও ফেলে দিয়েছে ওটা। ভালমত খোঁজ করলে

BanglaBook.org

নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।'

'তারপরেও... বেশ ঝুঁকি নিয়েছে বলতে হবে।'

'ঝুঁকি কোথায়? ডিনারের আগে আপনারা সবাই যে-যার কামরায় পোশাক বদলাচ্ছিলেন, তখন কারও নীচে আসার সম্ভাবনাই ছিল না। কাজের অজুহাতে স্টাডিতে মসিয়ো লিচামের সঙ্গে দেখা করে কিন। পিস্তলটা আগেই হাতিয়ে রেখেছিল, কথার ফাঁকে তাঁর পাশে গিয়ে গুলি চালায়। তারপর প্ল্যান মোতাবেক জানালা গলে পালায়। গুলিটার কারণে একটু সমস্যায় পড়লেও সেটা কিন্তু চমৎকার সামাল দিয়েছে। ঘণ্টার পাশ থেকে কুড়িয়ে এনে আয়নার তলায় ফেলে দিয়েছে মসিয়ো হ্যারি আর আমার অলক্ষে। কপাল ভাল যে কুড়ানোটা খেয়াল করেছিলাম, ফেলবার সময় তো দেখতেই পাইনি। আরেকটু হলেই পার পেয়ে যেত।'

'আমার আর এসব ভাল লাগছে না।' মার্শালকে আঁকড়ে ধরল ডায়ানা। 'আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলো, প্লিজ!'

গলা খাঁকারি দিলেন বারলিং। বললেন, 'ডায়ানা, মাই ডিয়ার, তোমার বাবার উইল মোতাবেক...'

'উইলের নিকুচি করি,' সরোষে বলল ডায়ানা। 'সম্পত্তি চাই না আমি, চাই শুধু মার্শালকে। দরকার হলে বাকি জীবন ভিক্ষে করে বেড়াব।'

'তার দরকার হবে না, ডায়ানা,' বলে উঠল হ্যারি। 'আমার অংশের অর্ধেক তোমাকে দিয়ে দেব। মামার মাথায় ছিট ছিল বলে আমি তাঁর মেয়েকে পথে বসাতে পারি না।'

আনন্দে চিৎকার দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল ডায়ানা।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন মিসেস লিচাম। পোয়ারোকে বললেন, 'দেখলেন, আয়নার ব্যাপারে আমার কথাই সত্যি হলো?'

BanglaBook.org

'কোন্ কথা?' পোয়ারো অবাক।

'ওই যে... বলেছিলাম না, আয়না ভাঙা অশুভ? আমার ধারণা, স্টাডির আয়না ভেঙেছিল বলেই দুর্ভোগ নেমে এসেছে জেফরির কপালে। ধরা পড়তে হয়েছে ওকে।'

অজ্ঞান খুনির দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন পোয়ারো। 'আমার মনে হয় না আপনার সঙ্গে ও দ্বিমত পোষণ করবে।'

BanglaBook.org

অভ্যাসের দাস

পুরনো বন্ধু হেনরি বনিংটনের সঙ্গে রাতের খাবার খেতে এসেছেন বিখ্যাত গোয়েন্দা এরকুল পোয়ারো—চেলসির কিংস রোডে *গ্যালাণ্ট এণ্ডেভর*-এ। সুস্বাদু খাবারের জন্যে ইদানীং বেশ নামডাক হয়েছে এই রেস্তোরাঁর।

মি. বনিংটন গ্যালাণ্ট এণ্ডেভরের বেশ ভক্ত। এখানকার শান্ত পরিবেশটা খুব পছন্দ করেন তিনি। পছন্দ করেন খাবারগুলোও—খাঁটি ইংরেজ পদ ওগুলো, বিদেশি স্বাদ-গন্ধের মিশেল নয়। অতীতে কোন্ কোন্ বিখ্যাত মানুষের সঙ্গে এ-রেস্তোরাঁয় এসেছিলেন তিনি, তা নিয়েও বড়াই করে বেড়ান। দরকার হলে ভিজিটরস্ বুক খুলে দেখিয়ে দেন নিজের কথার সত্যতা। মি. বনিংটন ঠিক সংস্কৃতিমনা মানুষ নন, তবে যাঁরা শিল্পের চর্চা করেন, তাঁদের প্রতি ভদ্রলোকের এক রকম দুর্বলতা আছে।

BanglaBook.org

সবসময় আসা-যাওয়ার ফলে মোটামুটি মুখচেনা হয়ে গেছেন বনিংটন, রেস্তোরাঁয় ঢুকতেই মলি নামে এক ওয়েইট্রেস এসে অভ্যর্থনা জানাল তাঁদেরকে। নিয়মিত খদ্দেরদের পছন্দ-অপছন্দ মুখস্থ ওর, তা নিয়ে এক ধরনের গর্বও অনুভব করে।

'শুভ সন্ধ্যা, সার!' বনিংটন আর পোয়ারোকে কোনার একটা টেবিলে বসাল মলি। 'আপনারা ভাগ্যবান। এমন দিনে এলেন... স্টাফ করা টার্কি আছে আজ মেন্যুতে। আপনার তো খুব পছন্দ

ওটা, তাই না, মি. বনিংটন? বলুন, সার, কী দেব আগে—সুপ, নাকি মাছ?'

পোয়ারোর দিকে তাকালেন বনিংটন। 'কী, শুনলে তো? তোমার পছন্দের ফ্রেঞ্চ কিছু নেই। সব ইংরেজ খাবার।'

হাত নাড়লেন পোয়ারো সহাস্যে। 'আজ আমি নিজেকে তোমার মর্জির উপরেই ছেড়ে দিলাম, বন্ধু। যা খুশি খাওয়াও।'

'বেশ।' ভেবেচিন্তে খাবার আর পানীয়ের অর্ডার দিলেন বনিংটন। মলি চলে গেলে ন্যাপকিন বিছাতে বিছাতে বললেন, 'এখানকার সার্ভিস বেশ ভাল, বুঝলে? এই মলি মেয়েটার কথাই ধরো। খাবারদাবার সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখে। মেয়েরা এমনিতে খাদ্যরসিক হয় না। প্রচুর মহিলা দেখতে পাবে, যারা ধনী হবার পরও কী খাচ্ছে না খাচ্ছে, তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। হাল ফ্যাশানের জামাকাপড় আর গয়নার ওপরে ওদের সমস্ত মনোযোগ।'

'তা অবশ্য ঠিক বলেছ,' মাথা ঝাঁকালেন পোয়ারো।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, পুরুষদের অমন করে তৈরি করেননি!' বললেন বনিংটন।

'ব্যতিক্রম নেই বলতে চাইছ?' ভুরু কোঁচকালেন পোয়ারো।

'অল্প বয়সের ছোকরাগুলোকে হিসেবে ধরলে ব্যতিক্রম পাওয়া যাবে বটে,' স্বীকার করলেন বনিংটন। 'কিন্তু ওরা... হাহ্! এ-যুগের ছেলেপেলের না আছে সাহস, না আছে সাধনা। ওদেরকে আমি গোনাতেই ধরি না। এবং আমার ধারণা... ওরাও গোনায় ধরে না আমাদেরকে।' একটু আনমনা হয়ে গেলেন তিনি। 'হয়তো ওদের দৃষ্টিভঙ্গিই ঠিক। তারপরেও সবকিছুর একটা সীমা থাকা উচিত। এমন ভাব দেখায়, যেন দুনিয়ায় ষাট বছর বয়েস হয়ে গেলেই আর কারও বাঁচবার অধিকার নেই। এভাবে চললে আর ক'দিন পরে দুনিয়ায় মুরুব্বিদের সঙ্গে

BanglaBook.org

শ্রদ্ধা-ভালবাসার সম্পর্ক লোপ পাবে।'

'খুবই খাঁটি কথা,' সায় দিলেন পোয়ারো।

'নাহ, তুমিও দেখি নিরাশায় ডুবে গেলে। বলতে বাধ্য হচ্ছি, পোয়ারো, চোর-লুটেরা আর খুনখারাবির পুলিশি জালে জড়িয়ে তুমিও শেষ হয়ে গেছ।'

হাসলেন পোয়ারো। 'চিন্তা করো তো, ষাট বছরের সবগুলো বুড়োকে যদি একের পর এক সরিয়ে দেয়া হতে থাকে, তা হলে পুলিশের কী দুর্দশাটাই না হবে! হা হা হা! বাদ দাও ওসব। বরং তোমার খবর বলো। দিনকাল চলছে কেমন?'

'গ্যাঞ্জাম! এই দুনিয়ায় মনে হয় খালি গ্যাঞ্জামই অবশিষ্ট আছে। খালি ঝামেলা আর মিষ্টি-মিষ্টি কথা। ভাবখানা এমন, যেন মিষ্টি কথার তোড়ে সবাই আসল ঝামেলা ভুলে যাবে। এ অনেকটা ওই শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মত ব্যাপার আর কী...'

খাবার পরিবেশনের জন্য মলির আগমন ঘটায় আলাপে ব্যাঘাত ঘটল।

'ধন্যবাদ, মলি,' বললেন বনিংটন। 'তোমার তুলনা হয় না। কী পছন্দ করি না করি, তা একেবারে মুখস্থ করে রেখেছ!'

'এ কথা বলে আর লজ্জা দেবেন না, সার,' হাসল মলি। 'আপনি তো এখানে নিয়মিত আসেন। কী খেতে ভালবাসেন, তা মনে রাখা আমাদের কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে।'

'লোকজন কি সবসময় একই খাবারের অর্ডার দেয় নাকি?' জিজ্ঞেস করলেন পোয়ারো। 'মাঝে-মধ্যে স্বাদ বদলায় না?'

'মহিলারা বদলান,' বলল মলি। 'কিন্তু পুরুষরা সবসময় একই খাবার পছন্দ করেন।'

'কী... বলেছিলাম না?' বিজয়ীর হাসি হাসলেন বনিংটন। চারপাশে চোখ বোলালেন তিনি। 'কোনায় বসা ওই দাড়িঅলা বুড়োটাকে দেখছ? মলির কাছে শুনেছি, প্রতি মঙ্গল আর

BanglaBook.org

বৃহস্পতিবারের রাতে এখানে খেতে আসে সে... গত দশ বছর ধরে! একটা সপ্তাহও বাদ যায়নি। এই রেস্তোরাঁয় ও একটা মাইলফলকের মত। অথচ আজব ব্যাপার—লোকটা কে, কী করে, কোথায় থাকে—সেটা এখানকার কেউ জানে না! অদ্ভুত না?'

টার্কির বাদবাকি অংশ নিয়ে মলি ফিরে আসার পরে বনিংটন বললেন, 'তোমাদের ওই বুড়ো ঘড়ি দেখি আজও এসেছে!'

'হ্যাঁ, সার,' মাথা ঝাঁকাল মলি। 'প্রতি মঙ্গল আর বৃহস্পতিবার। জানেন, সার, গত হপ্তায় কিন্তু ভদ্রলোক সোমবার রাতে এসেছিলেন! এমন চমকে উঠেছিলাম, সার, ভেবেছিলাম আমিই বোধহয় দিন ভুল করেছি। অবশ্য পরেরদিন রাতেও উনি খেতে এসেছিলেন। বোধহয় একদিন এমনিই নিজের রুটিন ভেঙেছিলেন ভদ্রলোক।'

'অভ্যাসের এমন পরিবর্তন? ভারি অদ্ভুত ব্যাপার তো!' বিড়বিড় করলেন পোয়ারো। 'নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে তার পিছনে।'

'আমার মনে হয়, কোনও ধরনের দুশ্চিন্তায় ভুগছিলেন উনি।' অনুমান করল মলি।

'এমনটা ভাবছেন কেন? অস্বাভাবিক কোনও আচরণ করেছিলেন ভদ্রলোক?'

'না, সার। আচরণ বলা চলে না। কথা খুব কম বলেন ভদ্রলোক, স্বভাবও খুব শান্ত। তেমনটাই ছিলেন সেদিন। অস্বাভাবিক লেগেছে ওঁর অর্ডারটা।'

'অর্ডার?'

'হাসবেন না, সার,' বিব্রত গলায় বলল মলি। 'ভদ্রলোক গত দশ বছর ধরে এখানে খেতে আসেন। কিন্তু সেদিন রাতে উনি যা অর্ডার দিলেন... টমেটোর ঘন সুপ, গরুর মাংস, কিডনি পুডিং

BanglaBook.org

আর ব্ল্যাকবেরি টার্ট... ভীষণ অবাক হয়েছিলাম, সার। জীবনে কোনোদিন এসব খেতে চাননি উনি!'

'স্বীকার করছি, খুবই আশ্চর্য ঘটনা!' মাথা দোলালেন পোয়ারো।

আর কোনও কথা না থাকায় চলে গেল মলি।

'তারপর, গোয়েন্দাপ্রবর?' মৃদু হেসে বললেন বনিংটন। 'তুমি কিছু অনুমান করছ নাকি? শোনানো যাবে?'

'আগে তোমারটা বলো,' বললেন পোয়ারো।

'হুম, আমাকে ওয়াটসন বানাতে চাইছ? বেশ, চেষ্টা করে দেখি। শোনো, ব্যাখ্যা খুব সরল। ডাক্তার সম্ভবত বুড়োকে কোনও বিশেষ ডায়েট দিয়েছিল... সোজা হিসাব।'

'টমেটোর ঘন সুপ, গরুর মাংস, কিডনি পুডিং আর ব্ল্যাকবেরি টার্ট?' ভুরু কোঁচকালেন পোয়ারো। 'ভেবে পাচ্ছি না কোন্ ডাক্তার এই রকমের ডায়েট দেবে!'

'অবাক হয়ো না, ডাক্তারদের মতি-গতি বোঝা মুশকিল। কখন কোন্ জিনিস প্রেসক্রাইব করে বসবে, তা কেউ বলতে পারে না।'

'ঠাট্টা করছ? আর কোনও ব্যাখ্যা বুঝি আসছে না তোমার মাথায়?'

'আমি সিরিয়াস,' বললেন বনিংটন। 'তবু যদি বিকল্প ব্যাখ্যা চাও, তা হলে একটা সম্ভাবনার কথাই বলতে পারি। নিশ্চয়ই মানসিক চাপে ছিল লোকটা, বেখেয়ালে আজব একটা অর্ডার দিয়ে বসেছিল।'

'হুম!'

'কী, বিশ্বাস হচ্ছে না? আরে, বাবা, এত গম্ভীর হয়ে গেলে কেন? বাপ রে, তোমার ভাবভঙ্গি দেখে তো মনে হচ্ছে—এই বুড়ো এখুনি কোথাও একটা খুন করতে যাচ্ছে... হা হা হা...

BanglaBook.org

নাও নাও, খাবার জুড়িয়ে গেল এদিকে...'

বন্ধুর হাসির সঙ্গে তাল মেলাতে পারলেন না পোয়ারো। কেন যেন হঠাৎ চিন্তায় পড়ে গেছেন তিনি। যদিও আপাতত এ-ব্যাপারে কিছু করবার নেই।

সপ্তাহ তিনেক পর আবার দেখা হলো পোয়ারো আর মি. বনিংটনের। এবার অবশ্য রেস্তোরাঁয় নয়, পাতাল-রেলে। যাত্রীদের ভিড়ে শুরুতে কথাই হলো না দুজনের। কিন্তু পিকাডিলি সার্কাসে বেশিরভাগ মানুষ নেমে যাওয়ায় কামরার সামনের দিকে ফাঁকা দুটো সিট পেয়ে গেলেন দুই প্রবীণ বন্ধু। পাশাপাশি বসলেন ওখানে।

'যাক, সিট তা হলে পেলাম!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন বনিংটন। 'ভেবেছিলাম পুরো রাস্তা দাঁড়িয়েই যেতে হবে। কী যে দিনকাল পড়েছে... কেউ কাউকে বিন্দুমাত্র ছাড় দেয় না!'

'কী করবে, বলো?' কাঁধ ঝাঁকালেন পোয়ারো। 'এটাই জীবন। ওদের জায়গায় তুমি থাকলেও একই কাজ করতে।'

'তা অবশ্য ঠিক। এটাই জীবন। আজ আছি, কাল নেই। ভাল কথা, জীবনের কথা যখন চলেই এল... জানো নাকি, ওই যে, গ্যালাণ্ট এণ্ডেভরের সেই দাড়িঅলা বুড়ো... সে নাকি গত সপ্তাহে খেতে যায়নি। মলি বেশ চিন্তায় পড়ে গেছে ব্যাপারটা নিয়ে।'

পিঠ খাড়া হয়ে গেল পোয়ারোর। 'সত্যি? সত্যি বলছ?'

বনিংটন বললেন, 'আমার কী মনে হয়, জানো? ডাক্তার লোকটাকে ডায়েট দিয়েছেন বলেছিলাম না? ওটা বোধহয় ভুল অনুমান করিনি। নিশ্চয়ই কোনও ধরনের রোগব্যাধি হয়েছে বুড়োর—শারীরিক না হলেও মানসিক। ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল সেজন্যেই। এখন হয়তো অসুস্থতা বেড়েছে, মারা

BanglaBook.org

গেলেও অবাক হবার কিছু নেই।'

'দেখে তো অতটা অসুস্থ বলে মনে হয়নি।'

'চেহারা-সুরতে সবসময় অসুস্থতা ফুটে থাকে না, বন্ধু।'

'তা অবশ্য ঠিক।'

নিজের স্টপেজ আসতেই উঠে পড়লেন মি. বনিংটন। যাবার আগে বললেন, 'কী অদ্ভুত, তাই না? লোকটার নামধাম সম্ভবত আর কোনোদিনই জানতে পারব না আমরা। এ-ই দুনিয়ার রীতি।'

বিদায় নিয়ে ট্রেন থেকে নেমে গেলেন তিনি।

বন্ধুর মতামতের সঙ্গে মিলছে না পোয়ারোর চিন্তা। বৃদ্ধ মানুষটিকে নিয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন তিনি। মানতে পারছেন না, কোনোদিনই তার সম্পর্কে কিছু জানা যাবে না। সিদ্ধান্ত নিলেন, চেষ্টা করে দেখবেন। বাড়ি ফিরে নিজের ব্যক্তিগত পরিচারককে বিশেষ কিছু নির্দেশ দিয়ে বাইরে পাঠালেন তিনি।

খানিক পরেই পোয়ারোকে দেখা গেল একটি তালিকায় চোখ বোলাতে। নির্দিষ্ট একটি এলাকায় গত কয়েকদিনে মারা যাওয়া মানুষের তালিকা ওটা। তাঁর আঙুল থেমে গেল একটা নামের উপর।

'হেনরি গ্যাসকয়েন—বয়স উনসত্তর। হুম, এঁকে দিয়েই শুরু করা যাক।'

সেদিন সন্ধ্যায় ডা. ম্যাকঅ্যাণ্ড্রু নামে এক চিকিৎসকের সঙ্গে দেখা করলেন পোয়ারো। ভদ্রলোক বেশ লম্বা, মাথাভর্তি লাল চুল, বুদ্ধিমান চেহারা, জাতে স্কটিশ। পোয়ারোর নাম শুনেছেন আগে, পরিচয় পেয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। তার কাছে হেনরি গ্যাসকয়েনের বিষয়ে জানতে চাইলেন পোয়ারো।

'গ্যাসকয়েন?' ভুরু কোঁচকালেন ডাক্তার। 'ও, হ্যাঁ... মনে

BanglaBook.org

পড়েছে। বয়স্ক, আত্মকেন্দ্রিক মানুষ। বেচারা কাছেই থাকতেন, এই বিল্ডিঙের পিছনে একটা দোতলা বাড়িতে। আশপাশের সবগুলো বাড়ি ভেঙে অ্যাপার্টমেন্ট বানানো হয়ে গেছে; যে তিন-চারটা বাড়ি বাদ ছিল, তার মাঝে একটা ছিল ওঁর। কখনও ভদ্রলোকের চিকিৎসা করিনি আমি, তবে মুখ চিনতাম। দুঃখজনক ব্যাপার, দুধঅলা সেদিন ওঁকে মৃত অবস্থায় আবিষ্কার করেছে।'

'দুধঅলা?' ভুরু কোঁচকালেন পোয়ারো।

'হ্যাঁ। দুধ দিতে এসে দেখে, গতবারের রেখে যাওয়া বোতল ভেঙে পড়ে আছে দরজার সামনে... নিশ্চয়ই বেড়ালের কাজ... দুধ গড়াচ্ছে মাটিতে। সন্দেহ হয় ওর, পড়শিদের জড়ো করে। সবাই মিলে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে দেখে, মি. গ্যাস্কয়েন সিঁড়ির গোড়ায় মরে পড়ে আছেন। গায়ে স্লিপিং গাউন, কোমরের ফিতে খোলা। সম্ভবত ওই ফিতের সঙ্গে পা জড়িয়ে পড়ে গিয়েছিলেন সিঁড়িতে। ঘাড় ভেঙে গেছে আছাড় খেয়ে।'

'হুম,' বললেন পোয়ারো। 'ব্যাপারটা তা হলে সাধারণ দুর্ঘটনা?'

'ঠিক তাই।'

'আত্মীয়স্বজন আছে ভদ্রলোকের?'

'দূরসম্পর্কের এক ভাগ্নে আছে। রক্তের কিছু নয়। মাসে একবার মামাকে দেখতে আসত। নামটা বোধহয় লরিমার... জর্জ লরিমার। সে নিজেও ডাক্তার। উইম্বলডনে থাকে।'

'মামার মৃত্যুতে সে কি ভেঙে পড়েছে?'

'তা তো ঠিক বলতে পারব না। কী জানেন... মামাকে লরিমার পছন্দ করত বটে, কিন্তু ভালবাসত কি না বলা মুশকিল। বয়সের তফাতের কারণে একটা দূরত্ব তো ছিলই...'

'আপনি যখন মৃতদেহ পরীক্ষা করেছিলেন, তার ঠিক

BanglaBook.org

কতক্ষণ আগে উনি মারা গিয়েছিলেন, বলুন তো?'

'আহ্!' হাসলেন ডা. ম্যাকঅ্যাণ্ড্রু। 'আপনার আসল প্রশ্ন এবার শুরু হলো বুঝি, মসিয়ো পোয়ারো?' কাঁধ ঝাঁকিয়ে উত্তর দিলেন প্রশ্নের, 'অন্তত আটচল্লিশ ঘণ্টা। তবে বাহাত্তর ঘণ্টার বেশি নয়। আমার এখানে লাশটা আনা হয় ছয় তারিখ সকালে। সময়টা আরেকটু নির্দিষ্ট করে দিতে পারি। মি. গ্যাসকয়েনের গাউনের পকেটে একটা চিঠি পেয়েছি আমি—ভাগ্নে ডা. লরিমার তিন তারিখে পাঠিয়েছিল উইম্বলডন থেকে। খামের পোস্টমার্ক বলছে, মি. গ্যাসকয়েন চিঠিটা পেয়েছেন সেদিনই... রাত ন'টা বিশে। তারমানে মৃত্যুটা হয়েছে তার পরেই। পোস্টমর্টেমে পাকস্থলি থেকে পাওয়া তথ্যের সঙ্গে এটা মিলে যায়। ভদ্রলোক মৃত্যুর দু'ঘণ্টা আগে রাতের খাবার খেয়েছিলেন। আমরা তাই মোটামুটি নিশ্চিত—রাত দশটার দিকে মারা গেছেন তিনি।'

'হিসেবে কোনও ভুলচুক দেখছি না,' বললেন পোয়ারো। 'শেষ কখন তাঁকে জীবিত দেখা গেছে, তা জানেন?'

'সেদিনই... সন্ধ্যা সাতটার দিকে। কিংস রোডের গ্যালাণ্ট এণ্ডেভর রেস্তোরাঁয়। প্রতি বৃহস্পতিবার রাতেই নাকি ভদ্রলোক ওখানে খেতে যেতেন।'

'আর কোনও আত্মীয় নেই মি. গ্যাসকয়েনের? শুধু ওই ভাগ্নে?'

'ও, হ্যাঁ, ভুলেই গেছি বলতে। ভদ্রলোকের এক যমজ ভাই ছিলেন। যা শুনলাম, বহু বছর আগেই ওঁরা ঝগড়া করে মুখ দেখাদেখি বন্ধ করে দিয়েছেন। সেই ভাই... অ্যান্থনি গ্যাসকয়েন... বিয়ে করেছিলেন এক ধনী শিল্পপতির মেয়েকে। ব্যাপারটা পছন্দ হয়নি হেনরি গ্যাসকয়েনের। এ-নিয়ে ঝগড়া হয় দু'ভাইয়ের, এরপর থেকে মুখ দেখাদেখি বন্ধ। অদ্ভুত ব্যাপার কী, জানেন? দু'ভাই একই দিনে মারা গেছেন। অ্যান্থনি ছিলেন

BanglaBook.org

হেনরির চেয়ে কয়েক মিনিটের বড়, মারাও গেছেন ভাইয়ের কয়েক ঘণ্টা আগে। ওই তিন তারিখেই, বেলা তিনটায়। কাকতালীয় ব্যাপার নিঃসন্দেহে, কিন্তু বড়ই আজব। কী বলেন?'

'অ্যান্থনি গ্যাসকয়েনের স্ত্রী কি বেঁচে আছেন?'

'উঁহুঁ, বহু আগেই মারা গেছেন ভদ্রমহিলা।'

'অ্যান্থনি থাকতেন কোথায়?'

'সম্ভবত কিংসটন হিলের দিকে। আমার তো আসলে জানবার কথা নয়, ডা. লরিমারই আমাকে এসব বলেছেন লাশ নেবার সময়।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চিন্তায় ডুবে গেলেন পোয়ারো।

তাঁর নীরবতা দেখে ডা. ম্যাকঅ্যান্ড্রু একটু ইতস্তত করলেন। 'আপনি কিছু সন্দেহ করছেন নাকি, মসিয়ো পোয়ারো? আমি কিন্তু আপনার প্রশ্নের ধারা দেখে কিছুই বুঝতে পারলাম না।'

'পা পিছলে দুর্ঘটনায় মৃত্যু। খুব সরল ঘটনা।' ধীরে ধীরে বললেন পোয়ারো। 'তবে আমি যা ভাবছি, তা আরও সরল। একটু সামান্য ধাক্কা, এই যা।'

চমকে উঠলেন ম্যাকঅ্যান্ড্রু। 'তারমানে খুন? এই অদ্ভুত সন্দেহের কারণ?'

'উঁহুঁ, সন্দেহ নয়। অনুমান মাত্র।'

'যদি আপনি ওই ভাগ্নেকে সন্দেহ করে থাকেন, মসিয়ো পোয়ারো, বলতেই হচ্ছে... আপনার অনুমান ভুল। রাত সাড়ে আটটা থেকে বারোটা পর্যন্ত ডা. লরিমার তাস খেলছিলেন তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে—উইম্বলডনে। পুলিশ তদন্ত করে দেখেছে।'

কাঁধ ঝাঁকালেন পোয়ারো। 'তা হলে তো সন্দেহ করার কিছু নেই। এসব ক্ষেত্রে পুলিশ সবকিছু খুব ভালমত যাচাই-বাছাই করে।'

'আপনি নিশ্চয়ই ভাগ্নের সম্পর্কে কিছু জানতে পেরেছেন,

BanglaBook.org

মসিয়ো,' বললেন ম্যাকঅ্যাণ্ড্রু। 'তাই না?'

'মোটেই না। আপনি বলার আগ পর্যন্ত আমি তো জানতামই না যে, গ্যাসকয়েনের কোনও ভাগ্নে আছে।'

'তা হলে? অন্য কাউকে সন্দেহ করছেন নাকি?'

'তাও না। আসলে... মৃত্যুর আগে মানুষটার সারাজীবনের অভ্যাসের হঠাৎ পরিবর্তনটাই আমাকে ভাবিয়ে তুলছে। মাছ ঢাকতে শাকের পরিমাণটা একটু বেশিই মনে হচ্ছে।'

'কী বলছেন, মসিয়ো, কিছুই তো বুঝতে পারছি না।'

একটু হাসলেন পোয়ারো। 'আমাকে পাগল ঠাওরাবেন হয়তো, কিন্তু ডাক্তার... আমি স্পষ্ট অনুভব করছি, মৃত্যুটা ঠিক স্বাভাবিক নয়। যা হোক, আপনি এতটা সময় দিলেন, সেজন্যে কৃতজ্ঞ থাকলাম আপনার কাছে।'

উঠে দাঁড়ালেন তিনি। বিদায় দেবার জন্যে এগিয়ে এলেন ডা. ম্যাকঅ্যাণ্ড্রুও। দরজার কাছে এসে ঘুরে দাঁড়ালেন পোয়ারো। 'শেষ একটা প্রশ্ন, ডা. ম্যাকঅ্যাণ্ড্রু। হেনরি গ্যাসকয়েন কি নকল দাঁত ব্যবহার করতেন?'

'না, না, আসল। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই দাঁতের খুব যত্ন নিতেন। এই বয়েসে দাঁতের অমন চমৎকার অবস্থা সচরাচর দেখা যায় না।'

'তা হলে আপনি বলছেন, ঝকঝকে দাঁত ছিল তাঁর?'

'মুক্তোর মত। স্পষ্ট মনে আছে আমার। কারণ শেষ বয়েসে দাঁত সামান্য হলদেটে হয়ে যায়... কিন্তু মি. গ্যাসকয়েনের হয়নি। মনে হয় না তিনি ধূমপান করতেন, অবশ্য যদি এটাই আপনি জানতে চেয়ে থাকেন।'

'ঠিক তা না। একটা ঢিল ছুঁড়লাম আর কী অন্ধকারে... মনে হয় লেগে যাবে। শুভরাত্রি, ডা. ম্যাকঅ্যাণ্ড্রু। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।' ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলেন পোয়ারো।

BanglaBook.org

'এবার...' রাস্তায় নেমে ভাবলেন তিনি, 'দেখতে হবে ঢিলটা জায়গামত পড়েছে কি না!'

গ্যালাণ্ট এণ্ডেভরে এসে আগের দিনের টেবিলটাতেই বসলেন পোয়ারো। মেন্যু হাতে যে-ওয়েইট্রেস এল, সে মলি নয়, অন্য আরেকজন। তার কাছ থেকে জানা গেল, মলি ছুটি নিয়েছে।

সন্ধ্যা মাত্র সাতটা বাজে, রেস্তোরাঁয় কাস্টোমারের সংখ্যা কম। সামান্য চেষ্টাতেই মেয়েটার সঙ্গে হেনরি গ্যাসকয়েনের ব্যাপারে আলাপ জমাতে সক্ষম হলেন পোয়ারো।

'হ্যাঁ, সার। ভদ্রলোককে চিনি। বছরের পর বছর ধরে তিনি আমাদের এখানে আসতেন। অথচ আমরা... মানে ওয়েইট্রেসরা তাঁর নামটাও জানতাম না। খবরের কাগজে দেখলাম তিনি মারা গেছেন। ছবি না থাকলে জানতেও পারতাম না...'

'যেদিন মারা গেলেন, সে-রাতেও ভদ্রলোক বোধহয় এখানেই খেয়েছিলেন, তাই না?'

'জী, সার। সেদিন তো বৃহস্পতিবার ছিল। তিন তারিখ। প্রতি বৃহস্পতিবারেই ভদ্রলোক এখানে আসতেন। মঙ্গলবারেও। একদম ঘড়ির কাঁটা ধরে।'

'সেদিন কী খেয়েছিলেন, তা মনে আছে?'

'উম্‌ম্‌, দাঁড়ান, ভেবে দেখি। মুলিগাটানি সুপ খেয়েছিলেন, আর বিফস্টেক পাই... নাকি মাটন? পুডিং খাননি, শুধু আপেলের পাই, ব্ল্যাকবেরি টার্ট আর পনির। চিন্তা করুন, সার, এখান থেকে গিয়েই বেচারা সিঁড়ির উপর থেকে পড়ে গেলেন! পত্রিকায় লিখেছে, স্লিপিং গাউনের ফিতে জড়িয়ে গিয়েছিল পায়ে। অবাক হইনি, পোশাক-আশাকের ব্যাপারে সবসময় উদাসীন দেখেছি তাঁকে। পুরনো আমলের সুট-প্যাণ্ট পরতেন... ঠিকমত ইস্ত্রি করা হতো না। এখানে কত কিসিমের লোক যে আসে!'

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ বকবক করে চলে গেল মেয়েটা।

ভালমত খাওয়াদাওয়া করলেন পোয়ারো। বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠেছেন। 'দেখা যাচ্ছে, চতুর লোকজনও বোকার মত ভুল করে থাকে,' বিড়বিড় করলেন তিনি। 'বনিংটন শুনলে অবাক হবে।'

রেস্তোরাঁ থেকে মর্গে গেলেন পোয়ারো। করোনার তাঁর পূর্ব-পরিচিত, তাই রাত হলেও ওখানে ঢুকতে অসুবিধে হলো না। কী কাজে এসেছেন, তা জানতে পেরে ভ্রূকুটি করলেন করোনার।

'মি. গ্যাসকয়েন তো গুরুত্বপূর্ণ কেউ নন। তাঁর মৃত্যু নিয়ে আপনি হঠাৎ আগ্রহী হয়ে উঠলেন কেন, মসিয়ো পোয়ারো?'

ভদ্রলোকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে পোয়ারো অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে শব্দ বাছাই করলেন। 'পরিস্থিতি... আর কিছু নয়, করোনার... পরিস্থিতি! সেটাই আমাকে বাধ্য করল একটু খোঁজ নিতে।'

'বেশ, বলুন কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি।'

'তেমন কিছু না, গ্যাসকয়েনের পকেটে নাকি একটা চিঠি পাওয়া গেছে?'

'ঠিকই শুনেছেন।'

'তাঁর ভাগ্নে, ডা. জর্জ লরিমারের চিঠি?'

'হ্যাঁ। ওই চিঠি দিয়েই মৃত্যুর সময়টা নির্ধারণ করতে পেরেছি আমরা।'

'মেডিক্যাল এভিডেন্সের সঙ্গে মিলেছে সময়টা?'

'কাঁটায় কাঁটায়।'

'চিঠিটা একটু দেখতে পারি?'

দেখালেন করোনার। খাম আর মূল চিঠি... দুটোই হাতে নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন পোয়ারো। হাতের লেখা কিছুটা

BanglaBook.org

স্পষ্ট, স্টাইলোগ্রাফিক কলমে লেখা। চিঠিটা এ-রকম:

প্রিয় আঙ্কেল হেনরি,

দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আঙ্কেল অ্যান্থনির বিষয়ে যে-কাজটি আপনি করতে দিয়েছিলেন, তাতে আমি সফল হতে পারিনি। আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপারে কোনোই আগ্রহ দেখাননি তিনি। শরীরও খুব খারাপ তাঁর। যে-কোনও মুহূর্তে একটা কিছু হয়ে যেতে পারে।

আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। দুঃখিত যে, তবুও কাজটায় সফল হতে পারলাম না।

আপনার স্নেহধন্য,
জর্জ লরিমার।

চিঠির উপরে তারিখ দেয়া আছে—তেসরা নভেম্বর। খামের উপরের পোস্টমার্কও তা-ই। বেলা সাড়ে চারটা, তেসরা নভেম্বর।

'সবকিছুই বড্ড নিখুঁত, তাই না?' আপনমনে বিড়বিড় করলেন পোয়ারো।

পরদিন বেলা চড়বার আগেই কিংসটন হিলে পৌঁছুলেন পোয়ারো—হেনরি গ্যাসকয়েনের ভাই অ্যান্থনির বাড়িতে। বাড়ির দেখাশোনা করে মিসেস অ্যামেলিয়া হিল নামে মাঝবয়েসী এক মহিলা। প্রয়াত অ্যান্থনি গ্যাসকয়েনের দেখাশোনা আর রান্নার কাজটাও সে-ই করত।

বিদেশি এক গোয়েন্দাকে দেখে মহিলা প্রথমে বেশ আড়ষ্ট হয়ে ছিল। কিন্তু মিষ্টি কথায় খানিক পরেই তাকে গলিয়ে ফেললেন পোয়ারো। সহানুভূতিপূর্ণ এক শ্রোতাকে পেয়ে

BanglaBook.org

মহিলাও মনের সমস্ত কথা উগড়ে দিতে লাগল পেটের ভিতর থেকে।

জানা গেল, গত চোদ্দ বছর ধরে সে অ্যান্থনি গ্যাসকয়েনের সেবা করে আসছে। কাজটা অনেক কঠিন, অন্য কেউ হলে কবেই এই কাজের মুখে লাথি মেরে চলে যেত! আচার-ব্যবহার ভাল ছিল না লোকটার, তা ছাড়া ছিল কিপটের একশেষ। টাকা-পয়সার কমতি ছিল না, কিন্তু খরচের কথা উঠলেই যেন রাজ্যের ভয় দেখা দিত তাঁর মাঝে। বেতন পর্যন্ত ঠিকমত দিতে চাইত না। এই যে সে... অ্যামেলিয়া হিল... কত যত্ন করে এই চোদ্দটা বছর তাঁকে দেখে শুনে রাখল, বিনিময়ে তাঁর জন্যে কি তিনি কিছু রেখে যেতে পারতেন না? অথচ রাখেননি... কিছুই জোটেনি বেচারি হাউসকিপারের ভাগ্যে। বহু বছর আগে নাকি অ্যান্থনি এক উইল করেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর সমস্ত টাকা-পয়সা আর সহায়-সম্পত্তি পাবে তাঁর ভাই হেনরি। সেই উইল নাকি এখনও বলবৎ আছে।

'খুব অন্যায় করা হয়েছে আপনার সঙ্গে,' সহানুভূতি জানালেন পোয়ারো। 'আচ্ছা, ওঁর ভাই হেনরিকে কখনও টাকা-পয়সা চাইতে দেখেছেন? নিজে হয়তো আসেননি, কিন্তু অন্য কারও মাধ্যমে?'

'ডা. লরিমারের কথা বলছেন?' ভুরু কোঁচকাল মিসেস হিল। 'কয়েকবার আসতে দেখেছি তাঁকে। কিন্তু আমি তো জানতাম, দু'মামার রাগ ভাঙিয়ে মিল করাতে চাইছিলেন তিনি।'

'এ-ব্যাপারে মি. গ্যাসকয়েনকে কিছু বলতে শোনেননি?' জিজ্ঞেস করলেন পোয়ারো।

'উঁহুঁ। ভাইকে দু'চোখে দেখতে পারতেন না আমার মনিব। টাকা-পয়সার কথা উঠলে তো দূর দূর করে তাড়ানোর কথা... যে-ই আসুক না কেন!'

BanglaBook.org

আরও কিছুক্ষণ মহিলার দুঃখকষ্টের কাহিনি শুনতে হলো পোয়ারোকে, তারপর কাজের অজুহাত দেখিয়ে উঠে পড়লেন তিনি।

ডিনারের খানিক পরে উইম্বলডনে হাজির হলেন পোয়ারো—ডরসেট রোডে, ডা. জর্জ লরিমারের বাসায়। ডাক্তারের ব্যক্তিগত চেম্বারে বসতে দেয়া হলো তাঁকে। একটু পর এসে গেল লরিমার। দেখে বোঝা গেল, ডিনার টেবিল থেকে উঠে এসেছে।

'আমি কিন্তু রোগী নই, ডাক্তার,' সৌজন্য-বিনিময় শেষে বললেন পোয়ারো। 'তবে হ্যাঁ, যেহেতু বয়েস হয়েছে, তাই আমি সরাসরি কথা বলতে পছন্দ করি। উকিল না পাঠিয়ে তাই আমি সশরীরেই এলাম।'

হাবেভাবে বোঝা গেল, লরিমারের মাঝে কৌতূহল জাগ্রত হয়েছে। কথা বলার ফাঁকে তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন পোয়ারো—চেহারায় কোনও বিশেষত্ব নেই। ক্লিন-শেভড, মাঝারি উচ্চতার মানুষ। চোখদুটো ফোলা ফোলা, দেখেই মনে হয় যেন ঘুম থেকে উঠল কেবল।

'উকিল?' একটা ভুরু উঁচু হলো লরিমারের। 'হঠাৎ উকিলের কথা আসছে কেন? উকিলদের আমি মোটেই পছন্দ করি না। আপনি আসলে কে, বলুন তো?'

নিজের একটা ভিজিটিং কার্ড বের করে তার হাতে দিলেন পোয়ারো।

'এরকুল পোয়ারো। প্রাইভেট ডিটেকটিভ।'

চোখ মিটমিট করল লরিমার। 'প্লিজ, বসুন।'

একটা চেয়ার টেনে ডাক্তারের মুখোমুখি বসলেন পোয়ারো। বললেন, 'আমার বেশিরভাগ মক্কেলই মহিলা। সরকারি পুলিশকে

BanglaBook.org

বিশ্বাস করতে পারে না ওরা, সমস্যা দেখা দিলে সেটা প্রাইভেট ডিটেকটিভের মাধ্যমে সমাধান করতে চায়।'

'শুনে খুশি হলাম,' একটু বিরক্ত হলো লরিমার। 'কিন্তু এসব আমাকে শোনাচ্ছেন কেন?'

'বলছি। কয়েকদিন আমার কাছে এক বয়স্কা ভদ্রমহিলা এসেছিলেন। বহু বছর আগে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে তিনি নাকি আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন। এই স্বামীটি আর কেউ নন, আপনার প্রয়াত মামা মি. গ্যাসকয়েন।'

'কী যা তা বলছেন! আমার মামী... মিসেস গ্যাসকয়েন তো বহু আগে মারা গেছেন।'

'অ্যান্থনি গ্যাসকয়েনের কথা বলছি না, ডা. লরিমার। আমি বলছি মি. হেনরি গ্যাসকয়েনের কথা।'

'কী বললেন... আঙ্কেল হেনরি?' অবিশ্বাস ফুটল লরিমারের কণ্ঠে। 'উনি তো বিয়েই করেননি!'

'করেছেন, ডা. লরিমার, করেছেন!' অম্লানবদনে মিথ্যে বললেন পোয়ারো। 'সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। ওই মহিলা আমাকে তাঁদের বিয়ের সার্টিফিকেট পর্যন্ত দেখিয়েছেন।'

'না-আ!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল লরিমার। মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে তার। 'আমি বিশ্বাস করি না। আপনি... আপনি মিথ্যে বলছেন।'

'খুব খারাপ হলো ব্যাপারটা, তাই না?' শান্ত গলায় বললেন পোয়ারো। 'মিছেমিছি আপনি একটা খুন করলেন।'

'খুন?' গলা কেঁপে উঠল লরিমারের। 'আ... আমি? ক্... কাকে?'

'সেটাও বলে দিতে হবে?' ভুরু নাচালেন পোয়ারো। 'সঙ্গে পুলিশ নিয়ে এসেছি। বাড়ির বাইরে অপেক্ষা করছে ওরা। থানায় যাবার পর অভিযোগপত্র থেকে দেখে নেবেন নাহয়।'

BanglaBook.org

কিছু বলার চেষ্টা করল লরিমার, কিন্তু মুখ দিয়ে শব্দ বেরুল না। সদর দরজায় টোকা পড়তে শুরু করেছে। নিশ্চয়ই পুলিশ!

'ভাল কথা,' বললেন পোয়ারো, 'দেখতে পাচ্ছি, আপনি ডিনারেও ব্ল্যাকবেরি টার্ট খাচ্ছিলেন। বদভ্যাস! এটা ঠিক যে, ওতে প্রচুর ভিটামিন আছে; কিন্তু, ডা. লরিমার, ব্ল্যাকবেরি কখনও কখনও মানুষের গলায় ফাঁসির দড়িও পরাতে পারে। আপনি তার জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত।'

ক'দিন পর গ্যালাণ্ট এণ্ডেভরে বসে মি. বনিংটনের কাছে সবকিছু ব্যাখ্যা করলেন পোয়ারো।

'ব্যাপারটা সেদিনই আমার মধ্যে খটকা জাগিয়ে তুলেছিল, বন্ধু। মানবজাতি হলো অভ্যাসের দাস... সারাজীবনের অভ্যাস সহজে বদলাতে পারে না মানুষ, যত মানসিক চাপের মধ্যেই পড়ুক না কেন! হ্যাঁ, চাপের মুখে অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়ে বসতে পারে, তা স্বীকার করি। ধরো, তুমি যদি প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে পড়ো, মনের ভুলে ঘরের পায়জামা পরেই রেস্তোরাঁয় চলে আসতে পারো। কিন্তু পায়জামাটা তোমারই হবে, অন্যের পায়জামা পরে তুমি কখনও বের হবে না, বন্ধু।

'এবার কেসটার দিকে তাকাও। যে-মানুষ জীবনে কখনও ঘন টমেটোর সুপ আর ব্ল্যাকবেরি টার্ট খাননি, তিনি কী করে অস্থিরতার মুহূর্তে ওই খাবারের ফরমায়েশ দেন? তুমি বলছিলে, তিনি বেখেয়ালে ছিলেন। কিন্তু আমি বলব, বেখেয়ালে মানুষ সেই খাবারেরই অর্ডার দেবে, যা সে সচরাচর খেয়ে থাকে। বরং অর্ডার পাল্টাতে গেলে মাথা ঠাণ্ডা থাকা দরকার। ওই ঘটনা শোনার পরই আমার মনে হলো, কোথাও গড়বড় আছে।

'কথা হলো, বিকল্প ব্যাখ্যা কী হতে পারে? অনেক ভাবলাম, কিন্তু একটাও ব্যাখ্যা বের করতে পারলাম না। দুশ্চিন্তায় পড়ে

BanglaBook.org

গেলাম আমি, কিছুতেই মেলাতে পারলাম না ঘটনাটা। পরে তোমার মুখে শুনলাম, বুড়ো উধাও হয়ে গেছেন। দীর্ঘদিনের অভ্যাস ত্যাগ করে রেস্তোরাঁয় আর আসছেন না তিনি। এর অর্থ একটাই হতে পারে—মারা গেছেন ভদ্রলোক। স্বাভাবিকভাবে, নাকি অস্বাভাবিকভাবে? জানার জন্য তদন্ত শুরু করলাম।

'তদন্তে বেরিয়ে এল, সত্যিই মারা গেছেন তিনি। কিন্তু মারা যাবার আগে সন্ধ্যা সাতটায় এই রেস্তোরাঁয় এসেছিলেন, সাড়ে সাতটার দিকে ডিনার করেছেন। এর দু'ঘণ্টা পর সব শেষ। কোথাও কোনও গড়বড় নেই। পাকস্থলির পোস্টমর্টেম, স্লিপিং গাউনের পকেটে চিঠি। সবকিছু বড় বেশি নিখুঁত, মাছ ঢাকতে শাকের পরিমাণ যেন একটু বেশিই দেয়া হয়েছে।

'ভাগ্নে লরিমার চিঠি পাঠিয়েছে, ওর নিখুঁত অ্যালিবাই-ও রয়েছে। সবকিছুতে ও জড়িত। খোঁজ পেলাম, গ্যাসকয়েনের একমাত্র উত্তরাধিকারী লরিমার। কিন্তু লোকটার তো বিষয়-সম্পত্তি তেমন কিছুই নেই। তা হলে মামার মৃত্যুতে লাভ কী লরিমারের?

'উত্তর পাওয়া যায় একটু উল্টোদিকে চিন্তা করলে। হেনরি গ্যাসকয়েন না, আমাদেরকে নজর ফেরাতে হবে তাঁর যমজ ভাই অ্যান্থনি গ্যাসকয়েনের দিকে। ধনী এক মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন তিনি। অতএব, স্ত্রীর মৃত্যুর পর সবকিছুর মালিক হয়েছেন ভদ্রলোক। হাড়-কিপটে ছিলেন অ্যান্থনি, টাকা-পয়সা কমা তো দূরের কথা, বরং আরও বেড়ে যাবার কথা এতদিনে। বহু বছর আগে একটা উইল করেছিলেন, সেই মোতাবেক তাঁর মৃত্যুর পর সম্পত্তির মালিক হবার কথা হেনরির... আর হেনরি মারা যাবার পর সব পাবে লরিমার। এই সূত্রটা পাবার পর বাকি সব সহজেই আন্দাজ করা গেল।'

'কিন্তু সবই তো তোমার অনুমান,' বললেন বনিংটন।

BanglaBook.org

'প্রমাণটা পেলে কীভাবে?'

'বলছি। নিজেকে ডা. লরিমারের জায়গায় কল্পনা করো। ও তার দুই মামারই মৃত্যু কামনা করছে। কপালজোরে ক'দিন থেকে অ্যান্থনির বাসায় আসা-যাওয়া করছিল, দু'ভাইয়ের মধ্যে মিল করানোর জন্য। এ-অবস্থায় দু'তারিখ দুপুরে অ্যান্থনিকে দেখে ও নিজের ডাক্তারি বিদ্যা থেকে বুঝতে পারে, ভদ্রলোক বড়জোর রাতটা টিকবেন। চতুর ডা. লরিমার তখুনি নিজের অন্য মামা হেনরিকেও সরিয়ে দেবার নকশা আঁটে। দু'তারিখেই ও একটা চিঠি পাঠায় উইম্বলডন থেকে—তারিখের জায়গায় দুই-এর বদলে তিন লিখে রাখে। পরদিন দুপুরে অ্যান্থনির মৃত্যুর খবর পেয়েই ও ছুটে যায় হেনরির বাড়িতে। এরপর সিঁড়ির উপর থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে তাঁকে খুন করে। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে আছে, মৃত্যুর দু'ঘণ্টা পূর্বে খাওয়াদাওয়া করেছেন হেনরি। ঠিক... কিন্তু রাতের খাবার নয়, ওটা ছিল দুপুরের খাবার! এরপরের কাজ আরও সহজ। হেনরি গ্যাসকয়েন সেজে সাতটায় রেস্তোরাঁয় আসা... ডিনার শেষে জোরে গাড়ি চালিয়ে সাড়ে আটটার সময় তাসের আড্ডায় উপস্থিত হওয়া—খুব কঠিন কিছু নয়, কী বলো?'

'কিন্তু খামের উপরের পোস্টমার্ক?' বনিংটনের প্রশ্ন।

'সহজ ব্যাপার, বন্ধু। কলমের খোঁচায় ইংরেজি ২-কে ৩ বানিয়ে দেয়া কী আর কঠিন কাজ! তারিখ পাল্টে খামসহ চিঠিটা ও ঢুকিয়ে দিয়েছে হেনরির পকেটে। কেউ তো আর খামটা খুঁটিয়ে লক্ষ করেনি... আমি ছাড়া। তবে এ-সব আসলে কিছু নয়, যে-জিনিস আমার মনে প্রথম সন্দেহ জাগিয়ে তোলে, সেটা ছিল ওর দেয়া খাবারের ফরমায়েশ। ভাল ছদ্মবেশ নিতে জানে লরিমার; মামার সাজ, হাঁটা-চলা, কথা বলার ভঙ্গি... সব রপ্ত করেছিল ঠিকই; কিন্তু খাদ্যাভ্যাসটা নকল করতে পারেনি।

BanglaBook.org

'লরিমার এই রেস্তোরাঁয় হেনরি গ্যাসকয়েনের বেশে খেতে এসেছিল আসলে দু'বার। একবার খুনের রাতে, আরেকবার হচ্ছে সেই সোমবার... যে সপ্তায় আমরা খেতে এসেছিলাম। প্রথমবার আসবার কারণ ছিল নিজের ছদ্মবেশ যাচাই করে নেয়া—আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নেয়া। লক্ষ করলে দেখবে, দু'বারই নার্ভাসনেসের কারণে নিজের খাদ্যাভ্যাস অনুসারে অর্ডার দিয়ে বসে ও। ডা. ম্যাকঅ্যান্ড্রুর কাছ থেকে জেনেছি, হেনরি গ্যাসকয়েনের দাঁত ছিল ঝকঝকে সাদা, কিন্তু ব্ল্যাকবেরি খেলে কারও দাঁত সাদা থাকতে পারে না... বিশেষ করে যদি মারা যাবার মাত্র দু'ঘণ্টা আগে খেয়ে থাকে। হেনরির পাকস্থলি পরীক্ষা করিয়েছি পরে; তাতে ব্ল্যাকবেরির চিহ্নমাত্র পাওয়া যায়নি। লরিমারের বাড়িতে গিয়েছিলাম এ-সব সন্দেহ ঠিক কি না, তা মিলিয়ে দেখতে। মিথ্যে এক মামীর গল্প শুনিয়ে ভড়কে দিয়েছি ওকে, প্রতিক্রিয়া দেখে নিশ্চিত হয়েছি—একটুও ভুল হয়নি আমার। তা ছাড়া ওর দাঁত দেখে বুঝতে পেরেছি, ব্ল্যাকবেরি টার্টের আসল খাদক কে। সবকিছুই প্রমাণ করতে পেরেছি শেষ পর্যন্ত।'

পোয়ারোর কথা শেষ হতেই উদয় হলো মলি। টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল স্টাফ করা টার্কি আর... একপাত্র ব্ল্যাকবেরি টার্ট!

'এগুলো আজ আর আমার মুখে রুচবে না,' উদাস স্বরে বললেন বনিংটন। 'মলি, ব্ল্যাকবেরির বদলে একটু সাগো পুডিং নিয়ে এসো বরং...'

BanglaBook.org

শেষ যাত্রা

এক

সিরিয়ার এক শীতের সকাল। ঘড়িতে ভোর পাঁচটা বাজে। আলেপ্পোর প্ল্যাটফর্মের পাশে দাঁড়িয়ে আছে এক জমকালো ট্রেন, নাম—*টরাস এক্সপ্রেস*। একটা কিচেন ও ডাইনিং-কার, সেই সঙ্গে দুটো লোকাল কোচ আর একটা স্লিপিং-কার আছে ট্রেনটাতে।

স্লিপিং-কারে ওঠার সিঁড়ির সামনে নিভাঁজ ইউনিফর্ম পরে দাঁড়িয়ে আছে তরুণ এক ফরাসি লেফটেন্যান্ট, কথা বলছে মুখোমুখি দাঁড়ানো একজন ছোটখাট গড়নের মানুষের সঙ্গে। লোকটির সারা শরীর ঢাকা পড়ে আছে শীতের ভারী কাপড়ে, গোলাপি নাকের ডগা, আর মুচড়ে উপরদিকে তুলে রাখা দুই গোঁফের প্রান্তভাগ ছাড়া আর কিছুই বলতে গেলে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

ভয়ানক ঠাণ্ডা পড়েছে। এই আবহাওয়ায় কাউকে বিদায় দেয়ার দায়িত্ব পেলে ভাল লাগার কথা নয়। কিন্তু নিবেদিতপ্রাণ সৈনিকের মত নিজের ভূমিকা পালন করছে লেফটেন্যান্ট দুঁবো। মার্জিত ফরাসিতে স্তুতিবাক্য বেরুচ্ছে ওর মুখ দিয়ে। যদিও জানে না, আসলে ব্যাপারটা কী নিয়ে। নানা ধরনের গুজব শুনেছে কেবল... এসব ক্ষেত্রে গুজব ছড়ানোই স্বাভাবিক। ওর উর্ধ্বতন জেনারেল সাহেবের মেজাজ বিগড়ে যেতে দেখেছে দিনে দিনে। তারপর একদিন ইংল্যাণ্ড থেকে এলেন এই বেলজিয়ান আগন্তুক।

BanglaBook.org

একটা সপ্তাহ কাটল দারুণ উত্তেজনায়। বেশ কয়েকটা ঘটনা ঘটল এর মাঝে। উচ্চপদস্থ এক অফিসার আত্মহত্যা করলেন, আরেকজন জমা দিলেন পদত্যাগপত্র। উদ্বিগ্ন মুখগুলো থেকে এরপর উদ্বেগের ছাপ অদৃশ্য হতে শুরু করল, সম্প্রতি আরোপ করা বেশ কিছু সামরিক বিধি-নিষেধ তুলে নেয়া হলো। জেনারেল সাহেবের বয়স যেন আচমকা দশ বছর কমে গেল। হাসিখুশি হয়ে উঠলেন তিনি।

আগন্তুকের সঙ্গে জেনারেলের কথোপকথন সেদিন শুনতে পেয়েছে দুঁবো।

'আপনি আমাদেরকে বাঁচিয়েছেন, বন্ধু,' আবেগপ্রবণ কণ্ঠে বলছিলেন জেনারেল। তাঁর পুরু গোঁফজোড়া কেঁপে উঠছিল বারে বারে। 'ফ্রেঞ্চ আর্মির সম্মান রক্ষা করেছেন আপনি, নইলে অকারণে বহু মানুষের প্রাণ ঝরে যেত। কীভাবে এই উপকারের প্রতিদান দেব, বলুন? কষ্ট করে এতদূর এসেছেন...'

হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দিয়েছিলেন আগন্তুক। ততদিনে দুঁবো জানতে পেরেছে, ভদ্রলোকের নাম এরকুল পোয়ারো। বলেছিলেন, 'ছি, ছি, এসব কী বলছেন? একদিন আপনিও আমার জীবন বাঁচিয়েছিলেন। আমার কি সে-কথা মনে নেই?'

এর জবাবে জেনারেল যা বললেন, তাতে বোঝা গেল, অতীতে নিজে কী করেছেন না করেছেন, তা বিচার্য নয়। মসিয়ো পোয়ারো যে-কাজ করে দিয়েছেন, তার সামনে বাকি সবকিছুই ফিকে। ফ্রান্স আর বেলজিয়াম, দু'দেশের হয়েই ভদ্রলোককে কৃতজ্ঞতা জানালেন জেনারেল। আলোচনার ইতি ঘটেছিল দুজনের আন্তরিক কোলাকুলির মধ্য দিয়ে।

প্রকৃত ঘটনা কী, তা এখন পর্যন্ত জানে না লেফটেন্যান্ট দুঁবো। সম্মানিত এই অতিথিকে ট্রেন ছাড়ার আগ পর্যন্ত সঙ্গ দেয়া ওর দায়িত্ব, সেটাই পালন করছে উৎসাহের সঙ্গে। বলা তো যায়

BanglaBook.org

না, কর্তৃপক্ষ খুশি হয়ে হয়তো বা প্রমোশনই দিয়ে দিল!

'আজ হলো রোববার,' বলল দুঁবো। 'আগামীকাল... মানে সোমবার সন্ধ্যা নাগাদ ইস্তাম্বুলে পৌঁছে যাবেন আপনি।'

কথাটা এই প্রথম বলল না ও। আসলে বলার মত নতুন কিছু খুঁজে পাচ্ছে না। শীতের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে কতই বা আর কথাবার্তা চালানো যায়।

'হুম,' মাথা ঝাঁকিয়ে ওর সঙ্গে একমত হলেন পোয়ারো।

'ওখানে ক'টা দিন থাকবেন নিশ্চয়ই?' জিজ্ঞেস করল দুঁবো।

'ইচ্ছে তো আছে। ইস্তাম্বুলে যাইনি কখনও এর আগে। শহরটা একটু ঘুরে দেখব বলে ভাবছি।' হাতের আঙুল ফোটালেন পোয়ারো। 'তাড়া নেই কোনও, কয়েকদিনের জন্য ট্যুরিস্ট হয়ে যেতে পারব।'

'আমিও শুনেছি, খুব সুন্দর শহর,' বলল দুঁবো। 'নিজে দেখিনি অবশ্য।'

এক ঝলক ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস বয়ে গেল প্ল্যাটফর্মের উপর দিয়ে। কেঁপে উঠল দুজনেই। চকিতে ঘড়ি দেখে নিল লেফটেন্যান্ট, পাঁচটা বাজতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি আছে।

ঘড়ি দেখাটাকে অভদ্রতা ভেবে বসেন কি না পোয়ারো, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি আবার নতুন আলাপ জুড়ল সে।

'বছরের এই সময়টায় ভীষণ ঠাণ্ডা পড়ে, মসিয়ো। নেহাত দায়ে না পড়লে লোকে ঘর থেকেই বেরোয় না।' স্লিপিং-কারের জানালাগুলোর উপর চোখ বোলাল দুঁবো।

'তা অবশ্য ঠিক,' একমত হলেন পোয়ারো।

'আশা করি তুষারপাতে আটকা পড়বেন না।'

'এই সময়টায় হয় নাকি?'

'সাধারণত,' মাথা ঝাঁকাল দুঁবো। 'তবে এ-বছর এখনও শুরু হয়নি।'

BanglaBook.org

'প্রার্থনা করি যাতে না হয়,' বললেন পোয়ারো। 'ইয়োরোপের আবহাওয়ার অবস্থা শুনেছি বেশ খারাপ।'

'খুবই খারাপ। বলকান অঞ্চল বরফে ঢাকা পড়ে গেছে।'

'জার্মানিও। তেমনটাই শুনেছি আমি।'

'ঠিক শুনেছেন,' বলেই একটু থমকে গেল। বলার মত আর কিছু পাচ্ছে না। তাই পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে গেল। 'কাল সন্ধ্যা সাতটা চল্লিশে কনস্ট্যান্টিনোপোলে পৌঁছুবেন আপনি...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ...' তাড়াতাড়ি বললেন পোয়ারো। 'খুব সুন্দর জায়গা, তাই না? আপনি কখনও যাননি ওখানে।'

হেসে ফেলল দুঁবো।

ট্রেনের স্লিপার কোচের একটা জানালা খুলে গেল ওদের ঠিক মাথার উপরে। সুন্দরী এক তরুণী মাথা বের করল ওখান দিয়ে।

মেরি ডেবেনহ্যাম বাগদাদ ছেড়েছে গত বৃহস্পতিবার। তারপর থেকে ভাল করে ঘুমাতে পারেনি একবারও। না হোটেলে, না ট্রেনে। ঘুমের অভাবে চোখদুটো লাল হয়ে আছে; কম্পার্টমেন্টের ভিতরটাও হিটারের কারণে তেতে আছে, গুমোট হয়ে উঠেছে বাতাস। তাই জানালা খুলেছে ও তাজা হাওয়া পাবার আশায়।

কোন্ স্টেশন এটা? আলেপ্পো নিশ্চয়ই? দেখার মত কিছু নেই আশপাশে। স্রেফ একটা লম্বাটে প্ল্যাটফর্ম, দূরে আরবিতে ঝগড়া করছে কে যেন। দুজন লোক ফরাসি ভাষায় আলাপ করছে জানালার ঠিক নীচে দাঁড়িয়ে। একজনের পরনে ফরাসি সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম, অন্যজন ছোটখাট গড়নের; গোঁফ দেখা যাচ্ছে।

কী কাণ্ড! আপনমনে হেসে উঠল মেরি। রাজ্যের যত গরম কাপড় গায়ে চাপিয়েছেন আধবুড়ো ছোটখাট ভদ্রলোকটি। বাইরে নিশ্চয়ই ভয়ানক ঠাণ্ডা পড়েছে। বুঝতে অসুবিধে হলো না,

BanglaBook.org

এজন্যেই ট্রেনের ভিতরটা এভাবে তাতিয়ে রাখা হয়েছে। জানালাটা ফের বন্ধ করে দিতে চাইল ও, কিন্তু পুরোপুরি পারল না। শেষপ্রান্তে এসে আটকে গেল পাল্লাটা। কয়েকবার চাপাচাপি করে হাল ছেড়ে দিল মেরি।

ট্রেন ছাড়ার সময় হয়েছে। ওয়্যাগন-লিটের কণ্ডাক্টর এগিয়ে এল নীচে দাঁড়ানো দুই ভদ্রলোকের দিকে। অনুরোধ করল ট্রেনে ওঠার জন্য। টুপি খুললেন ছোটখাট মানুষটি, সঙ্গে সঙ্গে হাসি পেয়ে গেল মেরির। মাথাটা কেমন যেন ডিমের মত। বড়ই অদ্ভুত। এমন লোককে সিরিয়াসলি নেয়া সম্ভব নয়, বরং হাসি-ঠাট্টা করতে ইচ্ছে করে।

বিদায়-ভাষণটা আগেই মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল লেফটেন্যান্ট দুঁবো। এবার পরিষ্কার মার্জিত ভাষায় শেষ মুহূর্তের স্তুতি শুরু করল। পোয়ারোও বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যুত্তর দিলেন তার।

'দেরি হয়ে যাচ্ছে, মসিয়ো,' তাড়া দিল কণ্ডাক্টর।

মাথা ঝাঁকিয়ে ত্রস্ত পায়ে ট্রেনে উঠে পড়লেন পোয়ারো। পিছু পিছু কণ্ডাক্টর। উল্টো ঘুরে লেফটেন্যান্টের দিকে হাত নাড়লেন তিনি। দুঁবোও সটান হয়ে সামরিক কায়দায় একটা স্যালিউট ঠুকল তাঁকে।

প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি দিয়ে এর পরেই চলতে শুরু করল টরাস এক্সপ্রেস।

'*ভোয়ালা*, মসিয়ো!' নাটকীয় ভঙ্গিতে হাত নাড়ল কণ্ডাক্টর। পোয়ারোকে তাঁর স্লিপিং কম্পার্টমেন্ট দেখাচ্ছে। 'এই যে, আপনার ব্যাগটা এখানে রাখলাম। সবকিছু পছন্দ হয়েছে তো?'

'হ্যাঁ। ধন্যবাদ।' লোকটার বাড়িয়ে রাখা হাতে একটা নোট গুঁজে দিলেন পোয়ারো।

'*মার্সি*, মসিয়ো,' একগাল হেসে বলল কণ্ডাক্টর। 'আপনার

টিকেট আর পাসপোর্ট দেখান, প্লিজ। আপনি তো বোধহয় ইস্তাম্বুল যাচ্ছেন, তাই না?'

মাথা ঝাঁকালেন পোয়ারো। 'যাত্রী বোধহয় খুব বেশি নেই ট্রেনে?'

'না, মসিয়ো। আপনি ছাড়া আর মাত্র দুজন। দুজনেই ইংরেজ। ভারত থেকে এসেছেন এক কর্নেল... আর অন্যজন একজন অল্পবয়েসী ভদ্রমহিলা, বাগদাদে থাকেন। আর কিছু লাগবে আপনার?'

এক বোতল পেরিয়ার চাইলেন পোয়ারো।

সূর্য উঠতে এখনও ঘণ্টাদুয়েক বাকি। ভোর পাঁচটায় ট্রেন ধরা বড়ই বিরক্তিকর। ঘুম পুরো হয়নি, চোখ কচকচ করছে। তবে সিরিয়ায় যে-উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলেন, তা ঠিকঠাকমত পূরণ হওয়ায় সন্তুষ্ট বোধ করছেন পোয়ারো।

পেরিয়ার খেয়ে একটু পরেই গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়লেন তিনি।

ঘুম যখন ভাঙল, তখন সকাল সাড়ে ন'টা। হাত-মুখ ধুয়ে রেস্টুরেন্ট-কারের দিকে পা বাড়ালেন পোয়ারো গরম কফির খোঁজে।

একজন সহযাত্রীর দেখা পাওয়া গেল ওখানে—কণ্ডাক্টরের কাছে শুনেছেন এর কথা... সেই ইংরেজ তরুণী। লম্বা, রোগা, তামাটে গায়ের রঙ। বয়স সাতাশ-আটাশ বছরের মত হবে। খাওয়ার ভঙ্গি দেখে বোঝা গেল—আত্মবিশ্বাসী, বুদ্ধিমতী আর চটপটে স্বভাবের মেয়ে। কণ্ডাক্টরের কাছে কফি চাইবার ভঙ্গি দেখে মনে হলো ব্যাপারটা নতুন নয় তার জন্য। ভ্রমণের অভ্যেস আছে। বেশ গরম ট্রেনের ভিতরটা, তাই একটা পাতলা সুতির জামা পরেছে সে।

কোনও কাজ নেই পোয়ারোর হাতে, তাই তরুণীটির দিকে

BanglaBook.org

মনোনিবেশ করলেন। তাঁর মনে হলো, মেয়েটা সেই ধরনের, যারা সবরকম অবস্থায় নিজেকে বাঁচিয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে পারে। সাদামাঠা বলা যাবে না মোটেই, এক ধরনের আভিজাত্য আছে চেহারায়। ধূসর চোখের মণি, দৃষ্টিতে মায়া। কালো কুচকুচে ঢেউ খেলানো চুল, মসৃণ ত্বক, আয়ত চোখ... সবমিলিয়ে এক কথায় অত্যন্ত আকর্ষণীয়া।

একটু পরেই আরেকজনের আগমন ঘটল রেস্টুরেন্ট-কারে। লম্বা-চওড়া একজন পুরুষ, চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে বয়স। সুগঠিত, মেদহীন শরীর। কিছুটা শ্যামলা, কপালের পাশে টাক পড়তে শুরু করেছে।

নিশ্চয়ই ভারত থেকে আসা কর্নেল, আন্দাজ করলেন পোয়ারো।

মাথা ঝুঁকিয়ে তরুণীকে অভিবাদন জানাল নবাগত। 'সুপ্রভাত, মিস ডেবেনহ্যাম।'

'সুপ্রভাত, কর্নেল আর্বাথনট!'

মেরির উল্টোপাশের চেয়ারে হাত রাখল কর্নেল। 'আপনার টেবিলে বসতে পারি?'

'নিশ্চয়ই! বসুন।'

'অসুবিধে নেই তো কোনও?'

'মোটেই না।'

'ইয়ে... সকালের নাশতায় আসলে গল্প জুড়বার কিছু থাকে না তো...'

'তাতে কিছু আসে-যায় না। বসুন।'

চেয়ার টেনে বসে পড়ল কর্নেল আর্বাথনট। বেয়ারাকে হাতের ইশারায় ডেকে ডিম আর কফির অর্ডার দিল। ক্ষণিকের জন্য মসিয়ো পোয়ারোর উপর স্থির হলো তার দৃষ্টি। পোয়ারো বুঝলেন, তাঁকে উড়ে এসে জুড়ে বসা ভিনদেশি বলে ভাবছে খাঁটি

BanglaBook.org

ইংরেজটি।

দেখা গেল, আসলেই গল্প করতে পারে না ওদের কেউই টুকটাক কথাবার্তা হলো কর্নেল আর মিস ডেবেনহ্যামের মধ্যে একটু পর ক্ষমা চেয়ে উঠে চলে গেল মেয়েটি। নিজের নাশতায় মন দিলেন পোয়ারো।

দুপুরেও একই ঘটনা। এক টেবিলে বসল কর্নেল আর মেরি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করল পোয়ারোকে। এই দফায় দুজনের আলোচনা কিছুটা প্রাণবন্ত দেখাল। পাঞ্জাবের গল্প শোনাল কর্নেল, মাঝে মাঝে মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করল বাগদাদের ইতিবৃত্তান্ত। কথাবার্তায় বোঝা গেল, ওখানকার এক ধনাঢ্য পরিবারে গভর্নেস ছিল মিস ডেবেনহ্যাম। আলাপ কিছুদূর এগোলে দুজনের পরিচিত কিছু লোকজন বেরিয়ে পড়ল। বুড়ো টমি আর বুড়ো রেজি নামে কাদের নিয়ে যেন কথা বলল ওরা। কর্নেল জানতে চাইল, মেরি কি সরাসরি ইংল্যাণ্ডে যাবে, নাকি বিরতি নেবে ইস্তাম্বুলে।

'না, আমি সরাসরিই যাচ্ছি,' জবাব দিল মেরি।

'ইশ্, ইস্তাম্বুল শহরটা তো তা হলে দেখতে পাবেন না।'

'না, না,' বলল মেরি। 'আমি দু'বছর আগে ইস্তাম্বুলে এসেছিলাম। তিনদিন থেকে সব দেখে গেছি।'

'ও! তাই নাকি? তা হলে জেনে খুশি হবেন যে, আমিও থাকছি না ওখানে। সরাসরি লণ্ডনে যাব।' কথাটা বলতে বলতে কর্নেলের গাল একটু আরক্ত হলো।

মুচকি হাসলেন পোয়ারো। লোকটার মনের খবর পড়তে পারছেন।

সৌজন্য দেখিয়ে মেরি বলল, 'খুব ভাল।' ভাবাবেগ দমন করার একটা প্রচেষ্টা লক্ষ করা গেল তার মাঝে।

পরে, মেয়েটাকে তার কামরা পর্যন্ত এগিয়ে দিল কর্নেল ক্ষণিকের জন্য করিডরে থামল দুজনে। জানালা দিয়ে তাক

BanglaBook.org

ঢালাসের অপূর্ব দৃশ্যের দিকে। সিলিসিয়ান গেটের দিকে চোখ পড়তেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল মিস ডেবেনহ্যামের বুক চিরে। কাছাকাছি দাঁড়িয়ে তার স্বগতোক্তি শুনতে পেলেন পোয়ারো।

'কী সুন্দর! যদি... যদি...'

'যদি কী?' জানতে চাইল কর্নেল।

'যদি উপভোগ করতে পারতাম!'

চোয়াল একটু শক্ত হয়ে গেল কর্নেল আর্বাথনটের।

'এ-ঝামেলা থেকে তুমি দূরে থাকলে ভাল হতো,' মৃদু গলায় বলল সে।

'চুপ করো! লোকে শুনতে পাবে!' ভয়ার্ত দৃষ্টি ফুটল মেরির চোখে।

'ও কিছু না,' পোয়ারোর দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টি নিক্ষেপ করল কর্নেল। 'কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি, তোমার এই গভর্নেসের চাকরি আমার পছন্দ নয়। সারাক্ষণ মায়েদের আর বাচ্চাদের তাঁবেদারি করা...'

হাসল মেরি। 'এভাবে বোলো না। দিনকাল পাল্টে গেছে। আজকাল আর আমার মত গভর্নেসদের সঙ্গে চোখ রাঙিয়ে কথা বলে না কেউ। বরং মায়েরাই আমাদেরকে ভয় পায়।'

আর কিছু বলল না কর্নেল। বোধহয় মেয়েটার পেশা নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করে ফেলায় লজ্জিত হয়েছে।

'জুটি বটে একটা!' ভাবলেন পোয়ারো। পরস্পরের মধ্যকার পরিচয় গোপন রাখতে চাইছে কেন?

রাত সাড়ে এগারোয় *কোনিয়া*-তে পৌঁছুল ট্রেন। হাত-পায়ের আড়ষ্টতা কাটাতে স্লিপিং-কার থেকে নেমে পড়ল কর্নেল আর মেরি। তুষারে ঢাকা প্ল্যাটফর্মে হাঁটাহাঁটি শুরু করল।

জানালা দিয়ে স্টেশনের দৃশ্য দেখছিলেন পোয়ারো। নামার

BanglaBook.org

ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু মিনিট দশেক পর গরম জামা-কাপড় চাপিয়ে নিজেও নেমে পড়লেন প্ল্যাটফর্মে। মুক্ত বাতাস দরকার। হালকা পায়ে পায়চারি করতে করতে ইঞ্জিনের পাশে পৌঁছে গেলেন তিনি। আর তখুনি শুনতে পেলেন পরিচিত দুটো কণ্ঠ।

একটা ট্রাফিক ভ্যানের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে দুটো ছায়ামূর্তি। গা ঘেঁষে। আর্বাথনটের গলা শুনলেন।

'মেরি...'

মেয়েটা তাকে বাধা দিল।

'না, না... এখন না। যখন সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। যখন এই বিচ্ছিরি ব্যাপারটা আমরা পিছনে ফেলে আসব...'

তাড়াতাড়ি ওখান থেকে সরে এলেন পোয়ারো। কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানোর ইচ্ছে নেই তাঁর। কিন্তু কপালে ভ্রূকুটি ফুটে উঠল। মিস ডেবেনহ্যামের গলাটা সম্পূর্ণ অন্যরকম লেগেছে। তাতে আতঙ্ক আর উদ্বেগসহ আরও কী যেন মিশে ছিল।

'অদ্ভুত!' বিড়বিড় করলেন পোয়ারো।

পরদিন মনে হলো, দুজনের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে। ঠিকমত কথা বলল না মেরি বা আর্বাথনট কেউ কারও সঙ্গে। মেয়েটার চেহারায় শঙ্কার ছাপ দেখতে পেলেন পোয়ারো। চোখের নীচে কালি পড়ে গেছে রাত্রি-জাগরণে। সম্ভবত ঘুমাতে পারছে না সে।

দুপুর আড়াইটার দিকে হঠাৎ থেমে গেল ট্রেন। জানালা দিয়ে মাথা বের করল কৌতূহলী যাত্রীরা। লাইনের ধারে জটলা করছে রেল-কর্মচারীরা। রেস্টুরেন্ট-কারের তলায় কী যেন হয়েছে।

জানালা দিয়ে কণ্ডাক্টরের সঙ্গে কথা বললেন পোয়ারো। মাথা ফের ভিতরে গলাতে গিয়ে প্রায় ধাক্কা লাগল মিস ডেবেনহ্যামের সঙ্গে। একেবারে তাঁর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে মেয়েটি।

BanglaBook.org

'কী হয়েছে?' শঙ্কিত কণ্ঠে ফরাসি ভাষায় জানতে চাইল মেরি। 'আমরা থেমেছি কেন?'

'কিছু না,' ওকে আশ্বস্ত করলেন পোয়ারো। 'একটু আগুন লেগেছিল রেস্টুরেন্ট-কারের নীচে। ভয়ের কিছু নয়। আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়েছে। টুকিটাকি কাজ চলছে মেরামতের জন্য।'

হাতের একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করল মেরি। মনে হলো আগুন না, অন্য কিছু নিয়ে সে চিন্তিত।

বলল, 'এটা একটা সময় হলো আগুন লাগার?'

'সময়!' অবাক হলেন পোয়ারো।

'এর জন্য তো আমাদের দেরি হয়ে যাবে পথে।'

'হ্যাঁ, সে-সম্ভাবনা আছে।' স্বীকার করলেন পোয়ারো।

'কিন্তু দেরি করা চলবে না আমাদের!' বলল মেরি। 'ছ'টা পঞ্চান্নতে পৌঁছুনোর কথা আমাদের। তারপর বসফরাস প্রণালী পেরিয়ে ওপাশের সিম্পলন ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস ধরতে হবে। ওটা ছাড়বে ন'টায়। এক-দু'ঘণ্টা দেরি করলে তো মিস করব ট্রেনটা।'

'তা অবশ্য হতে পারে,' মাথা ঝাঁকালেন পোয়ারো।

একটু কৌতূহলী হয়ে উঠলেন তিনি। হাত আর ঠোঁট কাঁপছে মেয়েটার। জানালার ফ্রেম আঁকড়ে ধরে রেখেছে শক্ত করে।

'আপনার কি খুব ক্ষতি হয়ে যাবে দেরি হলে?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'হ্যাঁ... হ্যাঁ। ওই ট্রেনটা আমাকে ধরতেই হবে।'

জানালার কাছে থেকে সরে এল মেয়েটা। উল্টো ঘুরে হনহন করে হেঁটে চলে গেল কর্নেল আর্বাথনটের সঙ্গে দেখা করতে।

ওর আশঙ্কা অবশ্য অমূলক বলে প্রমাণিত হলো কিছুক্ষণের মধ্যে। দশ মিনিট পরেই আবার চলতে শুরু করল টরাস এক্সপ্রেস। শেষ গন্তব্য হায়দা-পারাস স্টেশনে পৌঁছুল নির্ধারিত সময়ের মাত্র পাঁচ মিনিট পরে।

BanglaBook.org

স্টিমারে বসফরাস পাড়ি দিলেন পোয়ারো। পানি বেশ অশান্ত, দুলুনিতে কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি। সহযাত্রীদের সঙ্গে আর দেখা হলো না জলপথে।

গ্যালাটা ব্রিজে পৌঁছুনোর পর একটা ট্যাক্সি নিলেন পোয়ারো। চলে গেলেন টোকাট্‌লিয়ান হোটেলে।

দুই

হোটেলে ঢুকে বাথরুম সহ একটা কামরা চাইলেন পোয়ারো। এরপর রিসেপশন ডেস্কে গিয়ে খোঁজ নিলেন, তাঁর নামে কোনও চিঠিপত্র আছে কি না।

একটা টেলিগ্রাম আর দুটো চিঠি পাওয়া গেল। টেলিগ্রামটার দিকে তাকিয়ে কপালে ভাঁজ পড়ল পোয়ারোর। নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে। তাড়াহুড়ো করলেন না। শান্ত ভঙ্গিতে টেলিগ্রামটা খুললেন তিনি। ওটায় লেখা:

আপনি যা ভেবেছিলেন, তা-ই ঘটতে শুরু করেছে কাসনার কেসে। তাড়াতাড়ি ফিরে আসুন।

'কী যন্ত্রণা!' বিড়বিড় করলেন পোয়ারো। 'কপালে দেখি বিশ্রাম নেই!' চট করে দেয়ালঘড়ি দেখে নিলেন। হোটেল ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'সিম্পলন ওরিয়েন্ট ক'টায় ছাড়ে,

BanglaBook.org

বলতে পারেন?'

'রাত ন'টায়, মসিয়ো।'

'আমার জন্য একটা স্লিপার বার্থের ব্যবস্থা করা যাবে?'

'নিশ্চয়ই, মসিয়ো। কোনও অসুবিধে নেই। এ-সময়টাতে ট্রেন প্রায় খালিই যায়। ভিড় থাকে না মোটেই। ফার্স্ট ক্লাস, না সেকেণ্ড?'

'ফার্স্ট।'

'বেশ। কতদূর যাবেন?'

'লণ্ডন।'

'ঠিক আছে। ইস্তাম্বুল-ক্যালে কোচে আপনার জন্য লণ্ডন যাবার একটা রিজার্ভেশন করিয়ে দিচ্ছি আমি।'

আবার ঘড়ি দেখলেন পোয়ারো। আটটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। জিজ্ঞেস করলেন, 'খেয়ে নেবার সময় পাব?'

'অবশ্যই, মসিয়ো।'

'ধন্যবাদ।'

ডেস্কে ফিরে গিয়ে কামরার বুকিং বাতিল করলেন পোয়ারো। এরপর নৈশভোজের জন্য চলে গেলেন হোটেলের রেস্টুরেন্টে।

সবেমাত্র খাবারের অর্ডার দিয়েছেন, এমন সময় কাঁধে একটা হাত পড়ল।

'কী আশ্চর্য! আপনি এখানে? আপনাকে তো আশাই করিনি, বন্ধু!' পিছন থেকে বলে উঠল কে যেন।

ঘাড় ফিরিয়ে বক্তার দিকে তাকালেন পোয়ারো। বেঁটেখাটো, মোটা একজন মানুষ, মাঝবয়েসী। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা।

পোয়ারো প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। 'মসিয়ো বুচ!'

'মসিয়ো পোয়ারো!'

আবেগের উচ্ছ্বাসে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলেন দুজনে।

মসিয়ো বুচও একজন বেলজিয়ান, পোয়ারোর পুরনো বন্ধু।

BanglaBook.org

বহু বছর আগে বেলজিয়ান পুলিশ বাহিনীতে একসঙ্গে কাজ করতেন তাঁরা। এখন অবশ্য ভদ্রলোক রেল কোম্পানির একজন পদস্থ কর্মকর্তা।

'কী খবর?' জিজ্ঞেস করলেন বুচ। 'বাড়ি ছেড়ে এতদূরে?'

'ছোট্ট একটা কাজ ছিল সিরিয়ায়,' বললেন পোয়ারো।

'তা-ই? ফিরছেন কবে?'

'আজ রাতেই।'

'চমৎকার। আমিও যাচ্ছি আজ রাতের ট্রেনে। লুসানে একটা কাজ আছে। আপনি সিম্পলন ওরিয়েন্টে যাচ্ছেন নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ। এই তো, একটু আগেই একটা বার্থের রিজার্ভেশন দিলাম। ক'টা দিন এখানে থেকে যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু কপাল খারাপ। তাড়াতাড়ি ফিরে যাবার তলব এসেছে, লণ্ডন থেকে টেলিগ্রাম পেয়েছি একটা।'

'কাজ আর কাজ! আপনি তো এখন ওপরতলার মানুষ, মসিয়ো।'

লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসলেন পোয়ারো। 'তা... কয়েকটা ব্যাপারে সামান্য সাফল্য পেয়েছি। এই আর কী।'

বুচও হাসলেন। 'আপনার বিনয়ের তুলনা হয় না। যাক গে, খাওয়া-দাওয়া করুন। হাতের কাজটা সেরে আসছি। তারপর জমিয়ে আলাপ করা যাবে।'

চলে গেলেন তিনি।

খাবার এসে গেছে, গোঁফ না ভিজিয়ে সাবধানে সুপে চুমুক দিলেন পোয়ারো। খেতে খেতে নজর বোলালেন রেস্টুরেন্টের অন্যান্য খদ্দেরদের দিকে। দুজন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

কাছেই একটা টেবিলে বসে আছে তারা। একজন বয়স্ক, অন্যজন যুবক। যুবকটির বয়স ত্রিশের কোঠায়, সুদর্শন। আমেরিকান মনে হচ্ছে। তবে সে নয়, বয়স্ক সঙ্গীটি কৌতূহল

BanglaBook.org

জাগিয়ে তুলল পোয়ারোর মাঝে।

বৃদ্ধই বলা যায় তাকে—ষাট থেকে সত্তরের মধ্যে বয়স। দেখে মনে হয়, পুরো দুনিয়া তার পায়ের তলায়। মাথায় সামান্য টাক, সামনের দু'পাটি দাঁত নকল। উঁচু কপাল, মুখে গাম্ভীর্য। কুঁতকুঁতে কালো চোখদুটো গর্তে বসা, তাতে রাজ্যের শয়তানি। যেন সারাক্ষণ কোনও ফন্দি আঁটছে। এক মুহূর্তের জন্য পোয়ারোর চোখে চোখ পড়ল তার, যুবকটির সঙ্গে কথা বলতে বলতে দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠল।

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল লোকটা।

'হেক্টর, বিলটা মিটিয়ে দাও,' সঙ্গীকে বলল সে।

গলার স্বরটা ফ্যাঁসফেঁসে। তাতে অশুভ কিছু যেন মিশে আছে।

একটু পর লাউঞ্জে যখন বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হলেন পোয়ারো, তখন হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে যেতে দেখলেন ওদেরকে। মালপত্র নিয়ে আসা হয়েছে দরজার কাছে। হেক্টর নামের যুবকটি সবকিছুর তদারক করছে। রিপোর্ট দেবার ভঙ্গিতে বলল, 'সব তৈরি, মি. র‍্যাচেট।'

গজগজ করে কী যেন বলল বয়স্ক লোকটা। হেক্টর দরজা খুলে ধরলে গটমট করে বেরিয়ে গেল হোটেল থেকে।

পোয়ারোর আগ্রহ লক্ষ করেছেন মসিয়ো বুচ। বললেন, 'ওরা আমেরিকান।'

'কথা শুনেই বুঝতে পেরেছি,' মাথা ঝাঁকালেন পোয়ারো। 'কিন্তু মানুষ হিসেবে কেমন মনে হলো?'

'ছেলেটাকে খারাপ লাগেনি।'

'আর অন্যজন?'

'সত্যি কথা বলব? দেখলেই কেমন গা জ্বলে যায়, আমার মোটেই পছন্দ হয়নি লোকটাকে। আপনার কেমন লেগেছে?'

BanglaBook.org

একটু ভাবলেন পোয়ারো। তারপর বললেন, 'রেস্টুরেন্টে আমার পাশ দিয়ে হেঁটে গেছে লোকটা। তখন কী মনে হয়েছিল, জানেন? যেন একটা হিংস্র বুনো জন্তু পাশ কাটাল আমাকে।'

'কিন্তু চেহারাসুরতে তো বিশিষ্ট ভদ্রলোকের মত লাগল।'

'ওটা বাইরের খোলস। জামাকাপড় আর চেহারা হলো সুন্দর একটা খাঁচা; তার ভিতরে আসল পশুটা ঘাপটি মেরে বসে আছে।'

'উপমা দিতে পারেন বটে!'

'না দিয়ে উপায় কী? মনে হলো পাশ দিয়ে সাক্ষাৎ শয়তান হেঁটে গেছে।'

'ওই আমেরিকান ভদ্রলোক?'

'হ্যাঁ। তার কথাই বলছি।'

হাসলেন মসিয়ো বুঁচ। 'আপনার সঙ্গে তর্কে যাব না। জগৎটাই এখন শয়তানের কুক্ষিগত, বুঝলেন? কী আর করা।'

ম্যানেজারকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। লজ্জিত একটা ভাব ফুটে রয়েছে চেহারায়।

'মাফ করবেন, মসিয়ো,' পোয়ারোকে বলল সে। 'ট্রেনে ফার্স্ট ক্লাসের একটা বার্থও খালি নেই।'

'কী!' বিস্মিত গলায় বললেন বুচ। 'বছরের এই সময়ে? কিছু ঘটেছে নাকি? সাংবাদিকরা কোথাও ঝাঁক বেঁধে যাচ্ছে, নাকি রাজনীতিকরা?'

'আমার ঠিক জানা নেই, মসিয়ো,' বলল ম্যানেজার। 'বার্থ নেই, শুধু এটুকুই জানি আমি।'

পোয়ারোর কাঁধে হাত রাখলেন বুচ। 'কিচ্ছু ভাববেন না, আমি তো আছি। একটা বার্থ সবসময় খালি রাখা হয়—ষোল নম্বরটা। কণ্ডাক্টরকে বলে ওটায় তুলে দেব আপনাকে। হাতে বেশি সময় নেই, চলুন রওনা হওয়া যাক।'

স্টেশনে পৌঁছুতেই খয়েরি ইউনিফর্ম পরা ওয়্যাগন-লিট

BanglaBook.org

কণ্ডাক্টর বিনীত ভঙ্গিতে অভ্যর্থনা জানাল মসিয়ো বুচকে। হাজার হোক, কোম্পানির বড় কর্মকর্তা তিনি।

'শুভ সন্ধ্যা, মসিয়ো। এক নম্বর কামরাটা আপনার,' বলল সে।

হাতছানি দিয়ে কুলিদেরকে ডাকল কণ্ডাক্টর। মসিয়ো বুচের মালপত্র স্লিপিং কোচে তুলে ফেলার নির্দেশ দিল। ট্রেনের গায়ে লাগানো ফলক দেখলেন পোয়ারো, তাতে গন্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে।

ইস্তাম্বুল-ত্রিয়েস্ত-ক্যালে।

'আজ নাকি সব বার্থ ভর্তি হয়ে গেছে?' জিজ্ঞেস করলেন বুচ।

'জী, মসিয়ো,' মাথা ঝাঁকাল কণ্ডাক্টর। 'অদ্ভুত ব্যাপার বলতে হবে। কেন যেন আজকের রাতটাকেই ভ্রমণের জন্য বেছে নিয়েছে সবাই।'

'সে যা-ই হোক, এই ভদ্রলোকের জন্য একটা ব্যবস্থা করতে হবে তোমাকে,' পোয়ারোকে দেখালেন বুচ। 'আমার বিশিষ্ট বন্ধু উনি। এক কাজ করো, ষোল নম্বরটা দিয়ে দাও ওঁকে।'

'উপায় নেই, মসিয়ো। ওটাও নেয়া হয়ে গেছে।'

'কী! ষোল নম্বরও?'

দৃষ্টি বিনিময় হলো বুচ আর কণ্ডাক্টরের মধ্যে। লিকলিকে শুকনো, মাঝবয়েসী এক লোক সে। হাত কচলে বলল, 'বললাম তো, মসিয়ো। আজ সব ভর্তি। একটাও খালি নেই।'

'হচ্ছেটা কী এখানে?' রাগী গলায় বললেন বুচ। 'কোথাও সভা-টভা আছে নাকি?'

'জী না। ব্যাপারটা স্রেফ কাকতাল। আজ রাতের টিকেট কিনে বসেছে অনেকে।'

বিরক্তিতে একটা অস্ফুট শব্দ করলেন বুচ।

'বেলগ্রেডে অ্যাথেন্সের কোচ এসে জোড়া লাগবে,' বললেন

BanglaBook.org

তিনি। 'বুখারেস্ট-প্যারিস কোচটাও জোড়া লাগবে ওখানে। তখন আর বার্থের অভাব হবে না। কিন্তু আগামীকাল সন্ধ্যার আগে বেলগ্রেডে পৌঁছুচ্ছি না আমরা। সমস্যাটা কেবল আজকের রাত নিয়ে। আচ্ছা, সেকেণ্ড ক্লাসের কোনও বার্থ খালি নেই?'

'আছে, মসিয়ো,' বলল কণ্ডাক্টর। 'কিন্তু...'

'কিন্তু-টিন্তু নেই, ওটাই দিয়ে দাও মসিয়ো পোয়ারোকে।'

'ওটা যে মহিলাদের বার্থ, মসিয়ো! জার্মান এক মেয়ে ইতিমধ্যে উঠে পড়েছে ওটায়—এক ভদ্রমহিলার চাকরানি।'

'ধ্যাত্তেরি!' সখেদে বললেন বুচ। 'ঝামেলার দেখি শেষ নেই।'

'আপনি এত ব্যস্ত হবেন না তো,' বলে উঠলেন পোয়ারো। 'আমি নাহয় সাধারণ একটা ক্যারিজে উঠে পড়ছি।'

'অসম্ভব! আমি থাকতে আপনি যাবেন সাধারণ ক্যারিজে?' আঁতে ঘা লাগল যেন মসিয়ো বুচের। কণ্ডাক্টরের দিকে ফিরলেন। 'সবাই এসে পড়েছে?'

ইতস্তত করল কণ্ডাক্টর। 'ইয়ে... একজন এখনও বাকি...'

'ঠিকমত কথা বলো!' গর্জে উঠলেন বুচ।

'সেকেণ্ড ক্লাস... সাত নম্বর বার্থ,' গলা খাঁকারি দিয়ে বলল কণ্ডাক্টর। 'এখনও এসে পৌঁছাননি। কখন আসবেন, তাও বুঝতে পারছি না। ন'টা বাজতে আর মাত্র চার মিনিট বাকি।'

'কে এই যাত্রী?'

হাতের তালিকা দেখল কণ্ডাক্টর। 'ইংরেজ এক ভদ্রলোক। মি. হ্যারিস।'

'শুভ নাম,' বললেন পোয়ারো। 'চার্লস ডিকেন্সের একটা বইয়ের চরিত্র। কাহিনির সঙ্গে মিল থাকলে বলতে হয়, সে সম্ভবত আসবে না।'

'সাত নম্বরে এই ভদ্রলোকের মালপত্র তুলে দাও,' নির্দেশ

BanglaBook.org

দিলেন বুচ। 'যদি মি. হ্যারিস এসেও যায়, তাকে বলে দিয়ো—দেরি করে আসায় অন্য একজনকে বার্থটা দিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছি আমরা। যত বড় লাটসাহেবই হোক সে, কিছু যায়-আসে না। ওঁর জন্য বিকল্প একটা ব্যবস্থা করে নেয়া যাবে।'

'বেশ, আপনার যা মর্জি,' কাঁধ ঝাঁকাল কণ্ডাক্টর। কুলিকে বলে দিল মালপত্র তুলে ফেলতে। এরপর দরজা থেকে সরে গিয়ে পোয়ারোকে উঠতে দিল।

'শেষ মাথায় চলে যান, মসিয়ো,' বলল সে। 'একেবারে শেষ কামরাটা আপনার।'

করিডর ধরে মন্থর গতিতে এগোলেন পোয়ারো। যাত্রীরা এখনও যার যার কামরায় ঢুকে সারেনি। করিডরে গাদাগাদি অবস্থা। শেষ পর্যন্ত কামরায় যখন পৌঁছুলেন, দেখতে পেলেন হোটেলের সেই আমেরিকান যুবকটিকে।

পোয়ারোকে কামরায় ঢুকতে দেখে ত্রস্ত হয়ে উঠল যুবক। ভাঙা ভাঙা ফরাসিতে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, মসিয়ো। আপনার সম্ভবত ভুল হয়েছে কোথাও...'

'আপনি মি. হ্যারিস?' ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন পোয়ারো।

'জী না। আমার নাম হেক্টর ম্যাককুইন। আমি...'

কথা শেষ হলো না। তার আগেই পোয়ারোর পিছন থেকে কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি দিল ওয়্যাগন-লিটের কণ্ডাক্টর। ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল, 'ট্রেনে আর কোনও বার্থ খালি নেই, মসিয়ো। তাই এ-ভদ্রলোককে এখানে জায়গা দিতে হলো।'

পোয়ারোর লাগেজ ভিতরে ঢোকানোয় সাহায্য করল সে।

কণ্ডাক্টরের ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গি লক্ষ করে মনে মনে হাসলেন পোয়ারো। কামরা একা দখল করার আশায় যুবক সম্ভবত ভাল বখশিশ দিয়েছিল। কিন্তু সে-আশায় বাদ সাধলেন মসিয়ো বুচ।

BanglaBook.org

একদিকে জাঁদরেল ওপরঅলা, অন্যদিকে কাঁচা পয়সা... কণ্ডাক্টর বেচারার অবস্থা শোচনীয়।

সব মালপত্র গোছগাছ করে কণ্ডাক্টর বলল, 'দেখুন, সব ব্যবস্থা করে দিয়ে গেলাম, মসিয়ো পোয়ারো। আপনার বার্থ উপরেরটা... সাত নম্বর। মিনিটখানেকের মধ্যেই রওনা হব আমরা।'

বখশিশের অপেক্ষা করল না সে। তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকালেন পোয়ারো। আপনমনে বললেন, 'অদ্ভুত ব্যাপার তো! কণ্ডাক্টর নিজে যাত্রীর মালপত্র গুছিয়ে দিচ্ছে, এমন দেখিনি আগে।'

সহযাত্রী যুবকটি হাসল তাঁর কথা শুনে। বোঝা যাচ্ছে, তার রাগ পড়ে গেছে। না পড়ে গিয়েই বা উপায় কী? ট্রেন একদম ভর্তি। এ-অবস্থায় গোটা কামরা দখল করার স্বপ্ন না দেখাই ভাল।

হুইসেল বেজে উঠল বাইরে। এরপরেই শোনা গেল ইঞ্জিনের গম্ভীর আওয়াজ। কামরা থেকে করিডরে বেরিয়ে এলেন পোয়ারো আর তাঁর সহযাত্রী।

একটা চিৎকার শোনা গেল। 'যাত্রীরা হুঁশিয়ার!'

'রওনা হলাম তা হলে!' বলল ম্যাককুইন।

কিন্তু এখনও ছাড়েনি ট্রেন। বাইরে আরেকবার তীক্ষ্ণসুরে হুইসেল বাজল।

'সার,' হঠাৎ বলল যুবকটি, 'চাইলে আপনি নীচের বার্থটা নিতে পারেন। আমার কোনও অসুবিধা হবে না উপরে শুতে।'

ভারি অমায়িক ছেলে বটে।

'না, না,' প্রতিবাদ করলেন পোয়ারো। 'আপনাকে কষ্ট করতে হবে না।'

BanglaBook.org

'আরে নাহ্। কষ্ট কীসের?'

'আপনি বড় ভালমানুষ, সেধে ঝামেলা ঘাড়ে নিতে চাইছেন।'

'ঝামেলা কোথায়? এক জায়গায় শুলেই তো চলে।'

'ব্যস্ত হবেন না তো। মাত্র একরাতের মামলা। বেলগ্রেডে পৌঁছুলেই...'

'ওখানে নেমে যাবেন বুঝি?'

'না, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। আসলে...'

কথা শেষ করতে পারলেন না পোয়ারো। হঠাৎ দুলে উঠল গোটা কম্পার্টমেন্ট। চমকে উঠলেন দুজনে ঝাঁকুনি খেয়ে। ধীরে ধীরে চলতে শুরু করেছে ট্রেন। আলোকিত প্ল্যাটফর্ম সরে যাচ্ছে জানালার পাশ থেকে।

তিনদিনের যাত্রা শুরু করল ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস।

তিন

পরদিন দুপুরে ডাইনিং কারে যেতে একটু দেরি হয়ে গেল মসিয়ো পোয়ারোর। ঘুম অবশ্য বেশ ভোরেই ভেঙেছে। একাকী নাশতা সেরেছেন। তারপর পুরো সকালটা কাটিয়েছেন লণ্ডনের কেসটার কাগজপত্র ঘেঁটে। আমেরিকান সহযাত্রীটি কোথায় যেন বেরিয়ে গেছে, তার সঙ্গে দেখা হয়নি আর।

পোয়ারোকে দেখতে পেয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন মসিয়ো বুচ। বন্ধুকে নিয়ে বসার জন্য আগেভাগেই একটা টেবিল দখল

BanglaBook.org

করে রেখেছেন তিনি। টেবিলটাও এমন এক জায়গায় যে, খাবার-দাবার নিয়ে বেয়ারা প্রথমে ওখানেই আসে। ট্রেনের খাবারটাও বেশ সুস্বাদু, সাধারণত এমনটা দেখা যায় না।

হালকা গল্পগুজব করতে করতে লাঞ্চ সারলেন দুজনে। শেষে ক্রিম চিজের কেকের ডেজার্ট পরিবেশন করা হলো। তাতে মুখ দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বুচ। দার্শনিকের ভঙ্গিতে বললেন, 'আহ, যদি বালজাকের মত কলম ধরতে পারতাম, তা হলে এই সুন্দর দৃশ্য নিয়ে একটা কাব্য রচনা করে ফেলতাম।'

জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখালেন তিনি।

কিছু বললেন না পোয়ারো। দু'চারটে ভাল-মন্দ পদ পেটে পড়লে লোকে যে কবি হয়ে যায়, এ তাঁর ভালই জানা আছে।

'ঠিক বলেছি কি না বলুন,' পোয়ারোর মৌনতাকে সম্মতির লক্ষণ ধরে নিয়ে বললেন বুচ। 'এই তো, আমাদের চারপাশেই তাকিয়ে দেখুন। নানা দেশের, নানা পেশার, নানা বয়সের যেন এক মিলনমেলা। কার কী চরিত্র, কে জানে। তিনটে দিনের জন্য একত্র হয়েছে সবাই। একসঙ্গে থাকছে, খাচ্ছে-দাচ্ছে, ঘুমাচ্ছে। আবার যাত্রাশেষে বিদায় নিয়ে চলে যাবে বিভিন্ন দিকে। আর কোনোদিন হয়তো দেখাই হবে না।'

'হতে পারে,' মন্তব্য করলেন পোয়ারো, 'যদি না কোনও দুর্ঘটনা...'

'দূর!' বাধা দিলেন বুচ। 'কী যে বলেন না!'

'রেল কোম্পানির প্রতিনিধি আপনি। জানি, দুর্ঘটনার কথা শুনতে চাইবেন না। কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে দেখুন। যত পার্থক্যই থাকুক, প্রতিটা মানুষ কিন্তু মৃত্যু নামের এক অদৃশ্য বাঁধনে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত।'

'নিন তো, আরেকটু মদ খান,' বিরক্ত ভঙ্গিতে পোয়ারোর গ্লাস ভরে দিলেন বুচ। 'মাঝে মাঝে এমন সব কথা বলেন না! আপনার

BanglaBook.org

নির্ঘাত হজমে গোলমাল হয়েছে।'

'হতে পারে,' কাঁধ ঝাঁকালেন পোয়ারো। 'সিরিয়ার খাবার হয়তো সহ্য হচ্ছে না পেটে।'

মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে চেয়ারে হেলান দিলেন তিনি। তীক্ষ্ণদৃষ্টি বোলালেন ডাইনিং কারের ভিতরে। তেরোজন যাত্রী দেখা যাচ্ছে। মসিয়ো বুচের কথা ঠিক—বিভিন্ন জাতীয়তা, আর বিভিন্ন শ্রেণীর এক অদ্ভুত সমাবেশ। তাদেরকে জরিপ করতে শুরু করলেন পোয়ারো।

উল্টোপাশের টেবিলে তিনজন পুরুষ বসে আছে। একাকী ভ্রমণ করছে সম্ভবত এরা, আলাদা টেবিল দেয়া যায়নি বলে একসঙ্গে বসিয়েছে বেয়ারা। বিশালদেহী এক ইটালিয়ান আছে তাদের মাঝে, কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছে। বিরসবদনে তার মুখোমুখি বসে আছে ধোপদুরস্ত পোশাক পরা এক ইংরেজ, চেহারা-সুরতে মনে হচ্ছে অন্যের আদেশ পালনের জন্য জন্ম হয়েছে তার। ইংরেজের পাশে রয়েছে সুট-পরা এক আমেরিকান ব্যবসায়ী। এ-ও বেশ বড়সড় দেহের অধিকারী। দায়সারা ভঙ্গিতে টুকটাক কথা বলছে তিনজনে।

'কাঠিটা এবার নামান তো।' আমেরিকানের তীক্ষ্ণ, নাকি গলা শুনলেন পোয়ারো।

বিরক্ত ভঙ্গিতে তার দিকে তাকাল ইটালিয়ান। 'খাওয়ার পরে দাঁত খোঁচানো আমার অভ্যাস। আপনার অসুবিধে হলে অন্য কোথাও চলে যান।'

জানালার দিকে মুখ ঘুরিয়ে কেশে উঠল ইংরেজ।

এবার অন্যদিকে চোখ ঘুরে গেল পোয়ারোর। ছোট একটা টেবিলে পিঠ খাড়া করে বসে আছেন এক বয়স্কা মহিলা। খুবই কুৎসিত চেহারা, গা শিউরে ওঠে। গলায় মুক্তোর মালা পরেছেন মহিলা... আসল মুক্তো। হাতভর্তি আংটি আর বালা; গায়ে দামি

BanglaBook.org

ফারের কোট, কাঁধের পিছনে ঢিলে করে রেখেছেন। মাথার পিছন থেকে একটা দামি কালো টুপি উঁকি দিচ্ছে।

বেয়ারার সঙ্গে কথা বলছেন মহিলা—খুবই কর্তৃত্বের সুরে।

'এক বোতল পানি আর এক গ্লাস কমলার জুস দিয়ে এসো আমার কামরায়। খবরদার, ভুল হয় না যেন। আর হ্যাঁ, একদম ঝালমশলা ছাড়া মুরগীর মাংস খাব আমি আজ রাতে। কিছু মাছসেদ্ধও কোরো।'

মাথা ঝুঁকিয়ে বেয়ারা জানাল, তাঁর ইচ্ছে অনুসারেই করা হবে সব।

টেবিল ছেড়ে উঠে গেলেন ভদ্রমহিলা। পোয়ারোর মুখের উপর দিয়ে তাঁর অহঙ্কারী, উন্নাসিক দৃষ্টি ঘুরে গেল। ডাইনিং কার থেকে হনহন করে বেরিয়ে গেলেন একটু পর।

'প্রিন্সেস দ্রাগোমিরফ,' ফিসফিস করে মহিলার পরিচয় জানালেন মসিয়ো বুচ। 'রাশান। বিপ্লবের আগে ওঁর স্বামী সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি বিক্রি করে পশ্চিম ইয়োরোপে ব্যবসার ধান্দায় চলে এসেছিলেন। এখন তো টাকার পাহাড়। নির্দিষ্ট কোনও দেশে থাকেন না। সারা বছর এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ান।'

মাথা ঝাঁকালেন পোয়ারো। নামটা শুনেছেন তিনি আগে।

'কী ব্যক্তিত্ব, দেখলেন?' যোগ করলেন বুচ। 'চেহারা মন্দ হলে কী হবে, ঠমকের কমতি নেই একবিন্দু।'

পোয়ারো একমত হলেন।

নজর ঘোরালেন তিনি। বড় একটা টেবিলে বসে আছে মেরি ডেবেনহ্যাম। সঙ্গে আরও দুজন মহিলা। এদের একজন লম্বা, মাঝবয়েসী। পরনে সাদামাঠা স্কার্ট আর ব্লাউজ। মাথাভর্তি সোনালি চুল খোঁপা বেঁধে রেখেছে। চোখে চশমা, ভালমানুষি চেহারা। দেখে মনে হয়, চুপচাপ সবার কথা শোনার জন্য জন্ম হয়েছে বেচারির। টেবিলের তৃতীয় মহিলার বাক্যবাণে বিধ্বস্ত

BanglaBook.org

দুজনেই। এই মহিলা আমেরিকান—মোটাসোটা, ভারিক্কি চেহারা। এ-ও বয়স্ক।

'...তো, তখন আমার মেয়ে কী বলল, জানেন?' বলছেন মহিলা। 'বলল যে, আমেরিকান পদ্ধতি তো আপনারা এ-দেশে প্রয়োগ করতে পারবেন না। জাতিগতভাবেই এখানকার মানুষ একেবারে অলস। কর্মস্পৃহাই নেই ওদের মাঝে। কিন্তু এতকিছুর পরও আমাদের কলেজ ওখানে কী করছে, তা শুনলে অবাক হয়ে যাবেন। ভাল ভাল অনেক শিক্ষক আছে ওখানে। আসলে শিক্ষার সঙ্গে আর কিছুর তুলনা চলে না। প্রাচ্যের এই অন্ধকার কোণগুলোয় যেভাবে হোক পাশ্চাত্যের আদর্শ ছড়িয়ে দিতে হবে আমাদেরকে। আমার মেয়ে তো বলে...'

ট্রেন একটা টানেলে ঢুকে পড়ায় ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে গেল।

মেয়েদের পাশে, ছোট একটা টেবিলে একাকী বসে আছে কর্নেল আর্বাথনট। সতৃষ্ণ চোখের দৃষ্টি সেঁটে রয়েছে মেরি ডেবেনহ্যামের উপর। নাছোড়বান্দা মহিলাটির পাল্লায় পড়েছে মেরি, উঠে আসার উপায় নেই। প্রথম থেকেই একসঙ্গে বসতে পারত ওরা, বসেনি কেন? সমস্যা কোথায়?

হয়তো মেয়েটা একটু সতর্ক প্রকৃতির, ভাবলেন পোয়ারো। গভর্নেসদেরকে সতর্ক হতে হয়। নজর রাখতে হয় বাহ্যিক ব্যাপার-স্যাপারে। নিজের আবেগ-উচ্ছ্বাস চাপা দিয়ে রাখতে হয় ওদের।

ক্যারিজের অন্যপ্রান্তে নজর ঘোরালেন পোয়ারো। একেবারে শেষ মাথায়, দেয়ালের পাশে নিঃসঙ্গভাবে বসে আছে মাঝবয়েসী এক মহিলা। পরনে সাদাসিধে কালো পোশাক, মুখ অভিব্যক্তিহীন। এই-ই সম্ভবত সেই জার্মান চাকরানি, অনুমান করলেন পোয়ারো। প্রিন্সেস দ্রাগোমিরফের পরিচারিকা।

BanglaBook.org

পরিচারিকার পিছনে বসেছে এক জুটি। অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে গল্প করছে পরস্পরের দিকে ঝুঁকে। পুরুষটির বয়স ত্রিশের কোঠায়, চমৎকার এক জোড়া গোঁফের মালিক; সুবেশী এবং সুদর্শন। কথা বলতে বলতে একবার মুখ ফেরাল, পোয়ারো বুঝতে পারলেন—যুবকটি ইংরেজ নয়।

উল্টোপাশে বসে থাকা মেয়েটিকে সুন্দরী বললে কম বলা হয়। একেবারে যেন ডানাকাটা পরী। বছর কুড়ি বয়স, শরীর কামড়ে ধরে থাকা ছোট কালো কোট আর স্কার্ট পরেছে। ব্লাউজটা সাদা সাটিনের, হাল ফ্যাশানের একটা ছোট্ট টুপি বাঁকা করে দিয়ে রেখেছে মাথায়। মাখনের মত মোলায়েম ত্বক, মায়াবী বাদামি চোখ, মাথাভরা কুচকুচে কালো চুল। চাঁপাকলির মত আঙুলে একটা জ্বলন্ত সিগারেট ধরে রেখেছে। প্লাটিনামের উপর পান্না বসানো গয়না পরেছে, নখে চকচকে নেইল-পলিশ... চোখের দৃষ্টি আর গলার স্বর মদির, স্বপ্নালু।

'অদ্ভুত সুন্দর,' বিড়বিড় করলেন পোয়ারো। বুচের দিকে তাকালেন। 'জামাই-বউ নাকি?'

ইতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন বসিয়ো বুচ। 'হাঙ্গেরিয়ান কাউন্ট আর কাউন্টেস। দুজনকে দারুণ মানিয়েছে, তাই না?'

জবাব দিলেন না পোয়ারো। ডাইনিং কারে উপবিষ্ট শেষ দুই যাত্রীর উপর দৃষ্টি আটকে গেছে। ম্যাককুইন আর তার মনিব মি. র‍্যাচেট। আমেরিকান লোকটি পোয়া[redacted] দিকে মুখ করে বসে আছে, দ্বিতীয়বারের মত তাকে জরিপ করলেন তিনি। লক্ষ করলেন, মোটা ভুরু ও তার তলার ছোট চোখদুটোয় ফুটে রয়েছে এক মিথ্যে ভদ্রতার চাহনি।

পোয়ারোর মুখভঙ্গি বদলে যেতে দেখলেন বুচ।

'হিংস্র জানোয়ারটাকে দেখছেন নাকি?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালেন পোয়ারো।

BanglaBook.org

কফি এসে গেছে, বুচ উঠে দাঁড়ালেন। আগেভাগে নাশতা শুরু করায় তাঁর খাওয়া শেষ হয়েছে অনেকক্ষণ আগে।

'কামরায় ফিরে যাচ্ছি,' বললেন তিনি। 'কফি শেষ করে চলে আসুন। গল্প করা যাবে।'

'আসব,' কথা দিলেন পোয়ারো।

কফি শেষ করে একটু মদ চাইলেন তিনি। ততক্ষণে বিল নিতে শুরু করেছে অ্যাটেনডেন্ট। ঘুরতে শুরু করেছে টেবিলে টেবিলে। বিল দেখেই হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন মোটা মহিলা।

'দেখেছেন... দেখেছেন অবস্থা? আমার মেয়ে বলেছিল, ফুড টিকেটের একটা বই নিয়ে যাও, সমস্যা হবে না। এই বুঝি তার নমুনা? দশ পার্সেন্ট টিপস্ ধরে দিয়েছে। পানির জন্যেও বাড়তি বিল! যে-ছিরি পানির, এভিয়ান বা ভিচি হলেও নাহয় একটা কথা ছিল। অদ্ভুত একটা স্বাদ পেয়েছি ওতে।'

'ইয়ে... এদেশে হয়তো এমন পানিই খায় লোকে,' ইতস্তত করে বলল চশমা পরা মহিলা।

'ওরা খায় বলে আমাকেও খেতে হবে নাকি?' গজগজ করে উঠলেন মোটা মহিলা। বিল মেটালেন। খুচরো কিছু পয়সা তাঁর সামনে নামিয়ে রেখে সটকে পড়ল অ্যাটেনডেন্ট। মুদ্রাগুলোর দিকে তাকিয়ে আবারও খেপে গেলেন মহিলা। 'দেখুন কী দিয়েছে! আমি দিলাম ডলার, আর ভাঙতি ফেরত দিল দিনার দিয়ে। এজন্যেই আমার মেয়ে বলেছিল...'

আর বোধহয় সহ্য হলো না মেরির। উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে, ছোট্ট একটা নড করে চলে এল ওখান থেকে। ওর দেখাদেখি আসন ছাড়ল কর্নেল আর্বাথনট, অনুসরণ করল মেয়েটিকে। আরও কিছুক্ষণ ভ্যানর ভ্যানর করে আমেরিকান মহিলাও উঠে পড়লেন, তবে তার আগে খুচরো পয়সাগুলো ব্যাগে ঢোকাতে ভোলেননি। তাঁর সঙ্গে উঠল চশমাপরা মহিলা। হাঙ্গেরিয়ান

BanglaBook.org

দম্পতি এর আগেই চলে গেছে, ডাইনিং কারে পোয়ারো ছাড়া রয়ে গেছে শুধু র‍্যাচেট আর ম্যাককুইন।

পাশ ফিরে র‍্যাচেট কী যেন বলতেই ম্যাককুইনও চলে গেল। এবার আসন ছাড়ল আমেরিকান লোকটি, পোয়ারোকে বিস্মিত করে দিয়ে এসে বসল তাঁর মুখোমুখি।

'আগুন হবে আপনার কাছে?' মুখে একটা চুরুট ঝুলিয়ে জিজ্ঞেস করল সে। মোলায়েম কণ্ঠ, একটু নাকি সুরে কথা বলছে।

মাথা ঝাঁকিয়ে পকেট থেকে দেশলাইয়ের বাক্স বের করে দিলেন পোয়ারো। ওটা হাতে নিল র‍্যাচেট, কিন্তু আগুন জ্বালল না। তার বদলে একটু ঝুঁকে এসে বলল, 'আমার নাম র‍্যাচেট। যদি ভুল করে না থাকি, আপনিই তো মসিয়ো এরকুল পোয়ারো?'

'ঠিকই ধরেছেন,' নির্লিপ্ত গলায় বললেন পোয়ারো। লক্ষ করলেন, কথা বলার আগে শীতল দৃষ্টি দিয়ে তাঁকে মেপে নিল প্রতিপক্ষ।

'যা বলার তা সরাসরি বলতে পছন্দ করি,' বলল র‍্যাচেট। 'আপনাকে একটা কাজ দিতে চাই আমি, মসিয়ো পোয়ারো।'

কপালে ভাঁজ পড়ল পোয়ারোর। 'সবার কেস আমি নিই না, মসিয়ো। ইদানীং কাজও কমিয়ে দিয়েছি।'

'বুঝলাম, কিন্তু এই কেসে প্রচুর টাকা পাবেন আপনি। প্র-চু-র টাকা।' লোভ দেখাল র‍্যাচেট।

একটু সময় চুপ করে রইলেন পোয়ারো। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'কাজটা কী?'

'মসিয়ো, আমি ধনী মানুষ... অত্যন্ত ধনী। আর ধনী লোকের শত্রু থাকে, এ-কথা তো জানেন। আমারও একজন শত্রু আছে।'

'মাত্র একজন?'

'মানে?' তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করল র‍্যাচেট।

BanglaBook.org

হেলান দিয়ে বসলেন পোয়ারো। 'ধনী লোকের শত্রু থাকে, ঠিক, কিন্তু স্রেফ একজন নয়। একাধিক শত্রু থাকাই স্বাভাবিক। আপনি মাত্র একজনের কথা বলায় খটকা লাগল।'

কাঁধ ঝাঁকাল র‍্যাচেট। 'এক না একাধিক—তাতে কিছু যায়-আসে না। যেটা গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো আমার নিরাপত্তা।'

'নিরাপত্তা?'

'হ্যাঁ। আমার প্রাণসংশয় দেখা দিয়েছে, মসিয়ো পোয়ারো। না, না, ভয় পেয়েছি ভাববেন না। আমি নিজেকে রক্ষা করতে জানি।' পকেট থেকে ছোট একটা অটোমেটিক পিস্তল বের করে দেখাল সে। 'আমাকে অসতর্ক অবস্থায় ঘায়েল করবে, সে-উপায় নেই। তারপরেও ভাবছি চোখকান খোলা রাখবার জন্য আর কাউকে পেলে ভাল হয়। সাবধানের মার নেই, কী বলেন? আপনাকে সে-কাজের ভার দিতে চাই... অবশ্যই চড়া পারিশ্রমিকের বিনিময়ে।'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না পোয়ারো, কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলেন প্রতিপক্ষের দিকে। চেহারায় কোনও ভাব ফুটতে দিচ্ছেন না।

'দুঃখিত, মসিয়ো,' নীরবতা ভেঙে বললেন তিনি। 'আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারছি না।'

হার মানার বান্দা নয় র‍্যাচেট। 'কত টাকা চাই, সেটা বলুন। লজ্জা করবেন না।'

মাথা নাড়লেন পোয়ারো। 'আপনি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না, মসিয়ো। আমি সচ্ছল। নিজের প্রয়োজন ও শখ মেটানোর মত যথেষ্ট আয় করেছি সারাজীবনে। যে-কেসে আগ্রহ পাই না, শুধু টাকার লোভে সে-কেস নেবার প্রশ্নই ওঠে না।'

'তা-ই?' মুখ বাঁকাল র‍্যাচেট। 'যদি বলি বিশ হাজার ডলার দেব আপনাকে?'

BanglaBook.org

'লাভ নেই।'

'দেখুন, যদি ভেবে থাকেন এরচেয়ে বেশি অফার করব আমি, তা হলে ভুল করছেন। টাকার মূল্য আমি খুব ভালই বুঝি।'

'আমিও, মসিয়ো র‍্যাচেট।'

হতভম্ব চোখে পোয়ারোর দিকে তাকাল র‍্যাচেট। এবার বুঝেছে, এ-লোক নতি স্বীকার করবে না। জিজ্ঞেস করল, 'আমার প্রস্তাবে সমস্যা কোথায়, বলুন তো?'

টেবিল থেকে উঠে পড়লেন পোয়ারো। 'ব্যাপারটা ব্যক্তিগত, ক্ষমা করবেন আমাকে... আসলে আপনার চেহারাটাই পছন্দ হয়নি আমার।'

র‍্যাচেটকে বিহ্বল করে দিয়ে ডাইনিং কার থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি।

চার

সেদিন রাত পৌনে ন'টায় বেলগ্রেড পৌঁছুল সিম্পলন ওরিয়েন্ট। আধঘণ্টার স্টপেজ, হাত-পায়ের জড়তা কাটাতে প্ল্যাটফর্মে নেমে গেলেন পোয়ারো। তবে বেশিক্ষণ সেখানে থাকা সম্ভব হলো না, ভীষণ ঠাণ্ডা পড়েছে। প্ল্যাটফর্ম ছাড়া চারদিক ঢাকা পড়ে গেছে অবিরাম তুষারপাতে। কম্পার্টমেন্টে ফেরার পথে দেখা হলো কণ্ডাক্টরের সঙ্গে। পা থেকে তুষার ঝাড়ছে সে, হাতের তালু ঘষছে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক রাখার জন্য।

BanglaBook.org

পোয়ারোকে দেখতে পেয়ে বলল, 'আপনার লাগেজ এক নম্বর কম্পার্টমেন্টে পাঠিয়ে দিয়েছি, মসিয়ো।'

'এক নম্বর... মানে মসিয়ো বুচের কম্পার্টমেন্ট?'

'জী।'

'উনি কোথায় গেলেন?'

'অ্যাথেন্সের কোচ জোড়া দেয়া হয়েছে। ওটায় চলে গেছেন তিনি।'

বন্ধুর খোঁজে গেলেন পোয়ারো। দেখা করে জানালেন নিজের আপত্তি।

'আরে, রাখুন তো!' বললেন বুচ। 'আপনি সেই ইংল্যাণ্ড পর্যন্ত যাবেন... ক্যালের কোচেই থাকা উচিত আপনার। আমার এখানে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না, বেশ শান্তিতেই আছি। পুরো কোচই বলা যায় খালি, থাকার মধ্যে আছে স্রেফ এক গ্রিক ডাক্তার।'

'তাও...'

'আবার কথা! আসুন, আসুন। ভিতরে এসে বসুন। কী এক রাত, দেখেছেন? গত কয়েক বছরে এমন তুষারপাত হয়নি। প্রার্থনা করুন যাতে আটকা না পড়ে ট্রেন। সেটা সুখকর হবে না।'

ঠিক সোয়া ন'টায় ফের যাত্রা শুরু করল ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস। বন্ধুকে শুভরাত্রি জানিয়ে উঠে পড়লেন পোয়ারো, সংকীর্ণ করিডর ধরে ফিরতে শুরু করলেন নিজের কোচের দিকে।

জার্নির দ্বিতীয় দিন আজ, যাত্রীদের মাঝের অদৃশ্য দেয়াল সরে যেতে শুরু করেছে। কর্নেল আর্বাথনটকে তার কম্পার্টমেন্টের দরজায় দাঁড়িয়ে ম্যাককুইনের সঙ্গে কথা বলতে দেখলেন পোয়ারো। অবশ্য তাঁকে দেখেই কথা থামিয়ে ফেলল তারা। ম্যাককুইন একটু বিস্ময়ের সুরে বলল, 'আপনি এখনও আছেন? তবে যে বলেছিলেন বেলগ্রেডে নেমে যাবেন?'

BanglaBook.org

'বুঝতে ভুল হয়েছে আপনার,' একটু হাসলেন পোয়ারো। 'নামব বলিনি মোটেই।'

'কিন্তু... আপনার লাগেজ...'

'আরেকটা কম্পার্টমেন্টে সরিয়ে নেয়া হয়েছে, এই আর কী।'

'অ! তা-ই বলুন।'

আর্বাথনটের সঙ্গে আবার আলাপে মত্ত হলো ম্যাককুইন। ওদেরকে পাশ কাটিয়ে সামনে এগোলেন পোয়ারো। তাঁর কামরার একটা দরজা পরেই গল্পবাজ সেই আমেরিকান মহিলা... মিসেস হাবার্ডের কামরা। খাবার টেবিলের চশমা-পরিহিতাকে দেখা গেল ওখানে—মিসেস হাবার্ড তার হাতে একটা ম্যাগাজিন গুঁজে দিচ্ছেন।

'না, না, এটা আপনিই রাখুন,' বললেন মিসেস হাবার্ড। 'পড়বার মত আরও অনেক বইপত্র আছে আমার। বাপ রে, কী ঠাণ্ডা পড়েছে দেখেছেন?' পোয়ারোকে দেখতে পেয়ে ভদ্রতাসূচক নড করলেন।

'আপনার অনেক দয়া,' ম্যাগাজিন নিয়ে বলল দ্বিতীয় মহিলা।

'দূর, এ আর এমন কী। যান, গিয়ে শুয়ে পড়ুন, আশা করি সকাল নাগাদ মাথাধরা সেরে যাবে।'

'ধন্যবাদ। তবে সিরিয়াস কিছু হয়নি, ঠাণ্ডা লেগেছে একটু। চা বানাচ্ছি, খাবেন?'

'এখন? না, থাক। আপনার কাছে অ্যাসপিরিন আছে? না থাকলে আমার কাছ থেকে নিতে পারেন। ব্যাগভর্তি ওষুধ নিয়ে ঘুরি। দরকার নেই? ঠিক আছে, শুভরাত্রি।'

বিদায় নিয়ে চলে গেল দ্বিতীয় মহিলা। দরজা থেকে পোয়ারোর দিকে তাকালেন মিসেস হাবার্ড। 'বেচারি! যদ্দূর বুঝলাম, মিশনারির কাজ করে... টিচার। স্বভাব-চরিত্র বেশ ভাল, কিন্তু ইংরেজিতে ভীষণ দুর্বল। সুইডিশ তো! আমার মেয়ের

BanglaBook.org

ব্যাপারে সে কী আগ্রহ!'

হাসি পেল পোয়ারোর। আগ্রহ না ছাই, ট্রেনে এমন কেউ নেই যে মিসেস হাবার্ডের মেয়ের কথা জানে না। বলতে গেলে মেয়েটির পুরো জীবনকাহিনি কীর্তন করে চলেছেন তিনি—স্মিরনা-র এক আমেরিকান কলেজে কাজ করে সেই মেয়ে ও তার স্বামী। তাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য এই প্রথম এ-অঞ্চলে এসেছেন মিসেস হাবার্ড, যদিও তুর্কিদের তিনি দু'চোখে দেখতে পারেন না।

পাশের কামরার দরজা খুলে গেল, বেরিয়ে এল শীর্ণদেহী এক আর্দালি। এক পলকের জন্য র‍্যাচেটকে দেখতে পেলেন পোয়ারো, বিছানায় উঠে বসেছে। পোয়ারোর উপর চোখ পড়তেই মেঘ জমল চেহারায়, পরক্ষণে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

হাতছানি দিয়ে পোয়ারোকে ডাকলেন মিসেস হাবার্ড।

'একটা কথা বলি আপনাকে? ওই লোকটাকে ভয় করে আমার। না, না, আর্দালির কথা বলছি না... বলছি ওর মনিবের কথা। কী যেন একটা লুকিয়ে আছে তার মধ্যে। আমার মেয়ে বলে, আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় নাকি খুবই প্রখর। কোথাও কোনও সমস্যা থাকলে নাকি সহজেই ধরে ফেলি। আর এ-মুহূর্তে আমার কী মনে হচ্ছে, জানেন? লোকটা ভাল নয়। তার ওপর থাকছে আমার পাশের কামরায়, ভাবতে পারেন! আমাদের কামরাদুটোর মাঝে একটা দরজা আছে, গতরাতে ওটায় খুটখাট আওয়াজ শুনেছি। মনে হচ্ছিল হাতল ঘুরিয়ে দরজাটা খুলতে চাইছে কেউ। লোকটা খুনি বা ট্রেন ডাকাত হলে মোটেই অবাক হব না। জানি, কথাগুলো হাস্যকর শোনাচ্ছে; কিন্তু মনের ভয়টা তাড়াতে পারছি না কিছুতেই। সারাক্ষণ ভয় হচ্ছে কিছু একটা ঘটল বুঝি! ওই লোকটাই ঘটাবে। ওর সেক্রেটারিকে দেখেছেন? চমৎকার ছেলে, কীভাবে যে এমন একজনের অধীনে চাকরি করছে ভাবতেই পারি

BanglaBook.org

না।'

ম্যাককুইন আর কর্নেল আর্বাথনটকে আসতে দেখা গেল করিডর ধরে।

'আমার ক্যারিজে চলুন,' বলছে ম্যাককুইন। 'শুতে দেরি আছে, জমিয়ে আড্ডা দেয়া যাবে। ভারতের বিষয়ে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার...'

পোয়ারো আর মিসেস হাবার্ডকে পেরিয়ে চলে গেল ওরা। আমেরিকান মহিলাটিও বিদায় জানালেন পোয়ারোকে।

'যাই, শুয়ে পড়ি,' বললেন তিনি। 'শুভরাত্রি।'

'শুভরাত্রি, মাদাম।'

নিজের কামরায় ফিরে এলেন পোয়ারো। র‍্যাচেটের এপাশেরটা তাঁর। পোশাক বদলে উঠে পড়লেন বিছানায়, আধঘণ্টা পড়াশোনা করলেন, এরপর ঘুমিয়ে পড়লেন বাতি নিভিয়ে।

কয়েক ঘণ্টা পর আচমকা জেগে উঠলেন তিনি। কীসের জন্য ঘুম ভেঙেছে, সেটা বুঝতে অসুবিধে হলো না। জোরালো কণ্ঠে গুঙিয়ে উঠেছে কেউ, প্রায় চিৎকার করে উঠেছে বলা চলে... আর সেটা খুব কাছে কোথাও। টুং করে কোথায় যেন একটা ঘণ্টি বাজল।

উঠে বসে বাতি জ্বাললেন পোয়ারো। টের পেলেন, ট্রেন নড়ছে না, সম্ভবত কোনও স্টেশনে থেমেছে।

চিৎকারটার কথা ভাবলেন তিনি—কে চিৎকার করল? পাশের কামরায় উঠেছে র‍্যাচেট, সে-ই নয় তো? বিছানা থেকে নামলেন, দরজা খুলতেই চোখে পড়ল ওয়্যাগন-লিটের কণ্ডাক্টরকে, ব্যস্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে করিডর ধরে। বেরুলেন না পোয়ারো, দরজা একটু ফাঁকা করে নজর রাখলেন কী ঘটে দেখবার জন্য।

র‍্যাচেটের দরজায় পর পর দু'বার টোকা দিল কণ্ডাক্টর।

BanglaBook.org

আবারও ঘণ্টি বাজল, দূরের একটা দরজায় দেখা গেল আলোর আভা। সেদিকে ঘাড় ফেরাল কণ্ডাক্টর।

প্রায় একই সঙ্গে পাশের কামরার ভিতর থেকে ভেসে এল একটা চড়া কণ্ঠ। ফরাসি ভাষায় বলল, 'কিছু হয়নি, ভুল করে ঘণ্টি বাজিয়েছি।'

'জী, মসিয়ো,' বিনীত গলায় বলল কণ্ডাক্টর। চলে গেল আলো জ্বলে ওঠা দ্বিতীয় কামরার দিকে।

বিছানায় ফিরে এলেন পোয়ারো, অযথাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। বাতি নেভানোর আগে ঘড়ি দেখে নিলেন। একটা বাজতে তেইশ মিনিট বাকি।

পাঁচ

বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করলেন পোয়ারো, ঘুম আসছে না। ট্রেনের দুলুনি মিস করছেন। সত্যিই স্টেশনে থেমেছে? তা হলে বাইরে সবকিছু এত নীরব কেন? সে-তুলনায় ট্রেনের ভিতরেই শব্দ বেশি হচ্ছে। পাশের কামরায় র‍্যাচেটের নড়াচড়ার শব্দ পেলেন তিনি। ক্লিক করে আওয়াজ হলো—ওয়াশবেসিন নামিয়েছে। কল ছাড়ল, এরপর শোনা গেল মুখে পানি ছিটানোর শব্দ। সবশেষে আবার ওয়াশবেসিন তুলে রাখল সে। করিডরে পায়ের আওয়াজ হলো কয়েক মুহূর্ত পর। বেডরুম স্লিপার পরে কে যেন হেঁটে গেল পোয়ারোর কামরার সামনে দিয়ে।

BanglaBook.org

ছাতের দিকে নিদ্রাহীন চোখ মেলে তাকিয়ে রইলেন পোয়ারো। স্টেশনটা এত চুপচাপ কেন? গলা শুকিয়ে গেছে, শোবার আগে পানির বোতল চাইতে ভুলে গিয়েছিলেন। আবারও ঘড়ি দেখলেন তিনি। সোয়া একটা বাজে। ভাবলেন কণ্ডাক্টরকে ডেকে পানি চাইবেন, কিন্তু সুইচের দিকে হাত বাড়িয়েই থেমে গেলেন। দূরে আবারও বেজে উঠেছে ঘণ্টি। কণ্ডাক্টরের পক্ষে একসঙ্গে দু'জায়গায় সার্ভিস দেয়া সম্ভব নয়। একটু অপেক্ষা করা যাক।

টুং... টুং... টুং...

বেজে চলেছে ঘণ্টি। কোথায় লোকটা? ঘণ্টির বোতাম টিপতে থাকা মানুষটা অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

টুং...

থামছে না ঘণ্টি। বোতাম টিপে ধরে রেখেছে।

কয়েক মুহূর্ত পর ত্রস্ত পদশব্দ শোনা গেল, অবশেষে উদয় হয়েছে কণ্ডাক্টর। খুব কাছেই কোনও দরজায় টোকা দিল সে। তারপর শোনা গেল উত্তপ্ত বাদানুবাদ—কণ্ডাক্টর ক্ষমা চাইছে, আর তাকে বাক্যবাণে তুলোধুনো করছে একটি নারীকণ্ঠ।

মিসেস হাবার্ড।

মুচকি হাসলেন পোয়ারো। বেচারা আর মানুষ পায়নি খেপানোর!

কিছুক্ষণ চলল সেই বাক্য-বিনিময়, মিসেস হাবার্ডের গলাই বেশি শোনা গেল, কণ্ডাক্টর ক্ষীণ গলায় প্রতিবাদ করে চলেছে। শেষে থামল সে-পর্ব।

'শুভরাত্রি, মাদাম,' শুনতে পেলেন পোয়ারো। পরক্ষণে সশব্দে বন্ধ হলো দরজা।

এবার নিজের কামরার বোতাম চাপলেন তিনি।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হাজির হলো কণ্ডাক্টর। উত্তেজিত। ঘামছে।

BanglaBook.org

'এক বোতল পানি দিতে পারো?'

'নিশ্চয়ই, মসিয়ো।' উল্টো ঘুরতে গিয়ে থেমে গেল কণ্ডাক্টর। চেহারায় ইতস্তত ভাব।

'কিছু বলবে?' জিজ্ঞেস করলেন পোয়ারো। 'মিসেস হাবার্ড চেঁচামেচি করছিলেন কেন?'

'পাগলামি, মসিয়ো... পাগলামি।' কপালের ঘাম মুছল কণ্ডাক্টর। 'বলছেন কি না একটা লোক ঢুকেছে তাঁর কামরায়! চিন্তা করে দেখুন, ওইটুকুন একটা জায়গায় সে লুকাবে কোথায়? বোঝাবার চেষ্টা করলাম, লাভ হলো না। বার বার একই কথা, ঘুম ভেঙেই নাকি একটা লোককে দেখেছেন। জানতে চাইলাম সে গেল কোথায়? যদি বেরিয়েই গিয়ে থাকে, তা হলে দরজাটা ফের ভিতর থেকে ছিটকিনি লাগাল কে? জবাব তো দিলেনই না, বরং চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন। এমনিতেই ঝামেলার শেষ নেই, তুষারপাতে...'

'তুষার?'

'হ্যাঁ, মসিয়ো। কেন, আপনি খেয়াল করেননি, আমরা থেমে আছি? তুষার জমে সামনের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। ক'দিন এখানে আটকে থাকতে হয় ঈশ্বর জানেন। একবার তো পুরো সাতদিন আটকা পড়েছিলাম!'

'আমরা কোথায়?'

'ভিঙ্কাভি আর ব্রডের মাঝামাঝি।'

'হুম!'

পানি এনে দিল কণ্ডাক্টর। তারপর অভিবাদন জানিয়ে চলে গেল।

এক গ্লাস পানি খেয়ে আবার ঘুমানোর চেষ্টা করলেন পোয়ারো। চোখদুটো লেগে এসেছে, এমন সময় ধুপ করে একটা আওয়াজে টুটে গেল তন্দ্রা। মনে হলো কেউ আছড়ে পড়েছে

BanglaBook.org

দরজার গায়ে।

তাড়াতাড়ি দরজা খুললেন পোয়ারো, উঁকি দিলেন করিডরে। কেউ নেই। ডানে, প্যাসেজ ধরে চলে যাচ্ছে একটি নারীমূর্তি, গায়ে লাল রঙের কিমোনো, চেহারা দেখা গেল না। বাঁয়ে, প্যাসেজের শেষ প্রান্তে নিজের সিটে বসে আছে কণ্ডাক্টর—কাগজে টুকে রাখছে কী যেন। দেখার মত আর কিছু নেই।

'স্নায়ুপীড়া দেখা দিল নাকি?' বিড়বিড় করলেন পোয়ারো। 'বার বার চমকে উঠছি কেন?'

বিছানায় ফিরে গেলেন তিনি। বাকি রাতে আর একবারও ভাঙল না ঘুম। জাগলেন একেবারে সকালে। ট্রেন তখনও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকালেন পোয়ারো। তুষারের সাদা চাদরে ঢাকা পড়ে আছে প্রকৃতি। ঘড়িতে ন'টা পেরিয়ে গেছে।

পৌনে দশটা নাগাদ ভদ্রস্থ হয়ে ডাইনিং কারে হাজির হলেন তিনি। সেখানে বেশ জমজমাট অবস্থা। প্রাথমিক দূরত্ব ঘুচে গেছে যাত্রীদের, অযাচিত দুর্যোগ একাট্টা করে দিয়েছে সবাইকে। চলছে জোর আলোচনা-সমালোচনা। মিসেস হাবার্ডের গলাই সবচেয়ে চড়া।

'আমার মেয়ে বলেছিল, এটাই নাকি দুনিয়ার সবচাইতে নির্বিঘ্ন রাস্তা—চোখের পলকে পৌঁছে যাব পারাস-এ। অথচ কাণ্ডটা দেখুন। ক'দিনের জন্য আটকালাম কে জানে। পরশু আমার জাহাজ ছাড়বে, ওটাকে ধরব কীভাবে? টেলিগ্রামেরও ব্যবস্থা নেই যে টিকেট ক্যানসেল করব। কী যে অস্থির লাগছে... কী করব কিছু ভেবে পাচ্ছি না।'

তাঁকে সমবেদনা জানাল ইটালিয়ান লোকটা, তার নিজেরও নাকি জরুরি কাজ আছে মিলানে। আমেরিকান লোকটাও সুর

BanglaBook.org

মেলাল।

'আমার বোন আর তার ছেলেমেয়েরা আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে,' কাঁদো কাঁদো গলায় বলল সুইডিশ মহিলা। 'নিশ্চয়ই ভাববে কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছে। কোনও খবর পাঠানোর তো উপায় নেই!'

'কতক্ষণ এভাবে থাকতে হবে আমাদের?' বলল মেরি ডেবেনহ্যাম। 'কেউই কি জানে না?'

কথাটা মোটামুটি শান্ত গলায় করা হলো। পোয়ারো লক্ষ করলেন, টরাস এক্সপ্রেসে মেয়েটির মধ্যে যে-ধরনের অস্থির উৎকণ্ঠা দেখেছিলেন, তা আর নেই।

'কেউ কিছু জানে না,' রাগী গলায় বললেন মিসেস হাবার্ড। 'কেউ কিছু করার চেষ্টাও করছে না। অকর্মা বিদেশির দল। এটা আমেরিকা হলে এতক্ষণ হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকত না কেউ।'

পোয়ারোর দিকে ফিরল কর্নেল আর্বাথনট। 'আপনি তো বোধহয় রেল কোম্পানির সঙ্গে আছেন, মসিয়ো। কিছু কি...'

মাথা নাড়লেন পোয়ারো। 'দুঃখিত, আপনি সম্ভবত আমাকে মসিয়ো বুচ ভেবে ভুল করছেন।'

'ওহ্! ক্ষমা করে দেবেন।' বিব্রত হলো আর্বাথনট।

'না, না, আমি কিছু মনে করিনি। ভুল হওয়াই স্বাভাবিক। আমি ওঁর কামরায় উঠেছি কি না।'

কথা বলতে বলতে ডাইনিং কারের ভিতরে নজর বোলালেন পোয়ারো। বুচকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। প্রিন্সেস দ্রাগোমিরফ, তাঁর জার্মান চাকরানি আর হাঙ্গেরিয়ান দম্পতিও অনুপস্থিত। নেই র‍্যাচেট বা তার আর্দালিও।

চোখ মুছছে সুইডিশ মহিলা। লজ্জিত গলায় বলল, 'ছেলেমানুষের মত কান্নাকাটি করাটা বোধহয় ঠিক হলো না। সব ঈশ্বরের ইচ্ছে... তিনি যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন।'

BanglaBook.org

খাঁটি ধর্মপ্রাণ আচরণ, তবে সেটার সঙ্গে একাত্ম হলো না আর কেউ।

'বুঝলাম সবই,' বলল ম্যাককুইন। 'কিন্তু এখানে যে অনির্দিষ্টকাল আটকে থাকতে হতে পারে, তা বুঝতে পারছেন না?'

'আমরা আছি কোন্ চুলোয়?' ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন মিসেস হাবার্ড। 'কোন্ দেশ এটা?'

'ইউগোস্লাভিয়া,' পাশ থেকে জানাল একজন।

'অ! বলকানে, তাই না? এই হতচ্ছাড়া দেশে আর কী-ই বা আশা করা যায়?'

মেরির পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন পোয়ারো। নিচু গলায় বললেন, 'একমাত্র আপনাকেই বেশ শান্ত দেখছি।'

কাঁধ ঝাঁকাল মেরি। 'প্রাকৃতিক দুর্যোগের উপর তো কারও হাত নেই। অযথা চেঁচিয়ে কী লাভ?'

'আপনি দার্শনিকের ভঙ্গিতে কথা বলছেন।'

'অকারণ আবেগ আমার আসে না। অপ্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়াও তাই দেখাই না আমি।'

পোয়ারোর দিকে না তাকিয়ে কথা বলছে মেরি। ওর দৃষ্টি আটকে আছে জানালার বাইরে, তুষারের স্তূপের দিকে।

'আপনার মনের জোর অসাধারণ, মাদমোয়াজেল,' মন্তব্য করলেন পোয়ারো। 'সম্ভবত আমাদের সবার চেয়ে বেশি।'

'উঁহুঁ। ভুল বলছেন। অন্তত আরেকজনের কথা বলতে পারি, যার মনের জোর আমার চেয়ে বেশি।'

'কে?'

প্রশ্নটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে যেন সংবিৎ ফিরে পেল মেরি। অনুধাবন করল, প্রায় অচেনা একজন মানুষের সঙ্গে কথা বলছে, যার সঙ্গে এর আগে ঠিকমত একটা কথাও হয়নি। নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসল সে, বলল, 'কেন? ওই বৃদ্ধা ভদ্রমহিলার কথাই ধরুন না।

BanglaBook.org

বুড়ো হলে কী হবে, মুখ দিয়ে কিছু বেরুলেই হলো, ট্রেনভর্তি লোক ছুটোছুটি শুরু করে তাঁর আদেশ পালনের জন্য।'

'সেটা অবশ্য আমার বন্ধু মসিয়ো বুচের বেলাতেও প্রযোজ্য,' হাসলেন পোয়ারো। 'তবে ও হলো রেল কোম্পানির বড় কর্মকর্তা... তাই ওর কথা না মেনে উপায় নেই কর্মচারীদের।'

হেসে ফেলল মেরি। সহজ হয়ে এল পরিবেশ।

গড়িয়ে চলল সকালটা। ডাইনিং কার ছেড়ে নড়ছে না কেউ, পারস্পরিক সাহচর্যে ভালই কাটছে সময়। মিসেস হাবার্ড গল্প জুড়ে দিলেন, ফলে তার মেয়ে ও প্রয়াত স্বামীর বিষয়ে অনেক কিছুই জানা হয়ে গেল। স্বামী ভদ্রলোক সকালে ঘুম থেকে উঠে কী ধরনের নাশতা করতেন, রাতে ঘুমুতে যাবার সময় স্ত্রীর বোনা কী ধরনের মোজা পরতেন... কিছুই বলতে বাকি রাখলেন না তিনি।

মিশনারির গল্প শুরু করেছিল সুইডিশ মহিলা, আর তখুনি এক কণ্ডাক্টর উদয় হলো। পোয়ারোর কাছে এসে নিচু গলায় বলল, 'মাফ করবেন, মসিয়ো।'

'কী ব্যাপার?'

'মসিয়ো বুচ আপনাকে একটু দেখা করতে বলেছেন।'

ক্ষমা চেয়ে উঠে পড়লেন পোয়ারো, বেরিয়ে এলেন ডাইনিং কার থেকে। পথ দেখিয়ে তাঁকে নিয়ে চলল কণ্ডাক্টর। পোয়ারোর কোচের নয়, এ ভিন্ন লোক। দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা কোচে নিয়ে গেল তাঁকে। বন্ধ একটা দরজায় টোকা দিল।

ভিতরে ঢুকলেন পোয়ারো। দ্বিতীয় শ্রেণীর মোটামুটি বড়সড় কামরা, এক কোনায় বসে আছেন বুচ। তাঁর মুখোমুখি বসেছেন ছোটখাট গড়নের শ্যামলা এক লোক—তাকিয়ে আছেন বাইরে। দাঁড়িয়ে আছে দুজন—নীল ইউনিফর্ম পরা ট্রেনের চিফ আর পোয়ারোর কোচের সেই কণ্ডাক্টর।

BanglaBook.org

'যাক, এসে গেছেন?' পোয়ারোকে দেখেই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন বুচ। 'আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।'

অচেনা ভদ্রলোক সরে জায়গা করে দিলেন, তার পাশের খালি সিটে বসলেন পোয়ারো, বন্ধুর মুখোমুখি। বুচের চেহারা দেখেই আন্দাজ করতে পারছেন, অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটেছে।

'হঠাৎ জরুরি তলব? কী হয়েছে?'

'আর বলবেন না, তুষারধসে আটকা পড়ে গেছি, তার ওপর...'

'তার ওপর কী?'

বড় করে শ্বাস নিলেন বুচ। 'আমাদের একজন যাত্রী মরে পড়ে আছে তার বিছানায়। ছুরি মারা হয়েছে তাকে।'

ভুরু কোঁচকালেন পোয়ারো। 'কোন্ যাত্রী?'

'আমেরিকান। নামটা হলো...' নোটবুকের পাতা ওল্টালেন বুচ, 'র‍্যাচেট... হ্যাঁ, র‍্যাচেট।'

'র‍্যাচেট?'

'জী, মসিয়ো।' পোয়ারোর কোচের কণ্ডাক্টর সায় জানাল। চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে আছে তার।

লোকটার দিকে তাকিয়ে পোয়ারো বললেন, 'ওকে বসতে দিন। দেখে তো মনে হচ্ছে মূর্ছা যাবে।'

সরে গিয়ে জায়গা দিল ট্রেনের চিফ। ধপ্ করে বসে পড়ল কণ্ডাক্টর। মুখ ঢাকল দু'হাতে।

'এ তো সাংঘাতিক ঘটনা!' মন্তব্য করলেন পোয়ারো।

'তা তো বটেই,' একমত হলেন বুচ। 'খুন মানেই ঝামেলা, তার ওপর পরিস্থিতি বিরূপ। আটকা পড়ে আছি আমরা, ক'দিন এভাবে থাকতে হয় কোনও ঠিক নেই। ট্রেনে কোনও পুলিশও নেই যে সাহায্য নেব। সমস্যাটা বুঝতে পারছেন?'

'হুম। গুরুতর সমস্যা।'

BanglaBook.org

'পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে মোড় নেয় কি না কে জানে। ডা. কনস্ট্যান্টাইন বলছিলেন... ওফফো, আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিতে ভুলে গেছি... মসিয়ো পোয়ারো, ইনি ডা. কনস্ট্যান্টাইন। ট্রেনেরই একজন যাত্রী। আমার কোচে উঠেছেন। এঁর কথাই বলেছিলাম আপনাকে।'

নড করে অভিবাদন জানালেন ডা. কনস্ট্যান্টাইন। একই ভঙ্গিতে প্রত্যুত্তর দিলেন পোয়ারো।

আগের কথার খেই ধরলেন বুচ, 'তো যা বলছিলাম... ডা. কনস্ট্যান্টাইনের ধারণা, রাত একটার দিকে হয়েছে খুন।'

'এ-ধরনের পরিস্থিতিতে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না,' ডাক্তার যোগ করলেন। 'তবে বারোটা থেকে দুটোর মধ্যেই যে মারা গেছেন মি. র‍্যাচেট, এ-ব্যাপারে আমি মোটামুটি নিঃসন্দেহ।'

'শেষ কখন জীবিত দেখা গেছে তাঁকে?' জানতে চাইলেন পোয়ারো।

'একটা বাজার বিশ মিনিট আগেও বেঁচে ছিলেন,' বললেন বুচ। 'কণ্ডাক্টর তাঁর সঙ্গে কথা বলেছে।'

'আমি নিজেই তার সাক্ষী,' মাথা ঝাঁকালেন পোয়ারো। 'আমিও শুনেছি তাঁর কথা। এরপরে আর কিছু জানা যায়নি?'

'নাহ্।'

ডাক্তার বললেন, 'মি. র‍্যাচেটের কামরার জানালা খোলা পাওয়া গেছে। মনে হতে পারে, খুন শেষে ও-পথে পালিয়েছে খুনি। কিন্তু আমার সেটা বিশ্বাস হচ্ছে না। জানালা দিয়ে বেরুলে বাইরে পায়ের ছাপ থাকত তুষারের গায়ে। নেই।'

'লাশ কীভাবে পাওয়া গেল?' প্রশ্ন করলেন পোয়ারো।

'মিশেল?' কণ্ডাক্টরকে ডাকলেন বুচ। সোজা হয়ে বসল সে। 'পুরো ঘটনা খুলে বলো মসিয়ো পোয়ারোকে।'

BanglaBook.org

কাঁপা কাঁপা গলায় বলতে শুরু করল কণ্ডাক্টর, 'আজ সকালে মি. র‍্যাচেটের দরজা বন্ধ পায় তাঁর আর্দালি। কয়েকবার টোকা দেবার পরেও জবাব না পেয়ে চলে যায় সে। পরে... এগারোটা বেজে যাওয়ায় ডাইনিং কারের অ্যাটেনডেন্ট আসে খোঁজ নেবার জন্য—মি. র‍্যাচেট নাশতা করবেন কি না। আমার চাবি দিয়ে দরজা খুলে দিই ওকে। কিন্তু ভিতর থেকে শেকল টানা ছিল, তাই কয়েক ইঞ্চির বেশি খুলতে পারিনি পাল্লা। ফাঁকা দিয়ে দেখলাম, হু হু করে বরফকুচি ঢুকছে খোলা জানালা দিয়ে। ভদ্রলোক অজ্ঞান হয়ে গেছেন ভেবে চিফকে ডেকে আনলাম। তারপর সবাই মিলে শেকল ভেঙে ঢুকলাম ভিতরে। দেখলাম বিছানায় মরে পড়ে আছেন তিনি। ওহ, কী ভয়ানক দৃশ্য!'

দু'হাতে মুখ ঢাকল সে আবার।

চিন্তিত গলায় পোয়ারো বললেন, 'ভিতর থেকে বন্ধ ছিল দরজা? শেকল টানা ছিল? ব্যাপারটা আত্মহত্যা নয়তো?'

মুখ বাঁকা করলেন ডাক্তার। 'উঁহুঁ, নিজের গায়ে বারো-চোদ্দবার ছুরি মেরে আত্মহত্যা করে না কেউ।'

চোখ কপালে উঠল পোয়ারোর। 'বলেন কী!'

'নির্ঘাত কোনও মহিলার কাজ,' এতক্ষণে মুখ খুলল চিফ। 'আমি বলে দিলাম, দেখবেন! মেয়েমানুষ ছাড়া আর কেউ ওভাবে ছুরি মারে না।'

তার দিকে দৃষ্টি ফেরালেন ডাক্তার। 'তা হলে তো বলতে হবে ওই মেয়ে অনেক শক্তি ধরে হাতে। ডাক্তারি শাস্ত্রমতে যথেষ্ট গায়ের জোর দরকার ওভাবে ছুরি চালাতে গেলে। মাংস ভেদ করে কয়েকটা আঘাত একেবারে হাড়ে গিয়ে ঠেকেছে।'

'তা-ই?' বললেন পোয়ারো। 'ভারি অস্বাভাবিক ব্যাপার তো!'

'অস্বাভাবিকতা শুধু ওটুকু নয়,' ডাক্তার বললেন। 'এলোমেলো ভঙ্গিতে চালানো হয়েছে ছুরি। কয়েকটা আঘাত স্রেফ

BanglaBook.org

আঁচড় কেটে বেরিয়ে গেছে। দেখে মনে হচ্ছে চোখবন্ধ করে ছুরি চালাচ্ছিল খুনি।'

'বললাম তো মেয়েমানুষের কাজ,' চিফ তার সিদ্ধান্তে অটল। 'রেগে গেলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না ওদের। পাগল হয়ে যায়।' কথা শুনে মনে হলো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে তার এ-বিষয়ে।

'একটা ব্যাপার আপনাদের জানিয়ে রাখা দরকার,' বললেন পোয়ারো। 'গতকাল মি. র‍্যাচেটের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আমার। কথাবার্তায় যতটুকু বুঝেছি, নিজের জীবনের আশঙ্কা করছিলেন তিনি।'

'বলেন কী?' নড়েচড়ে বসলেন বুচ। 'তা হলে তো মেয়েমানুষ হতে পারে না। মেয়েমানুষের ভয়ে ভীত হবার লোক ছিলেন না র‍্যাচেট। নিশ্চয়ই কোনও পেশাদার পুরুষ খুনি... আমেরিকান গ্যাংস্টার বা গানম্যান।'

'সেক্ষেত্রে বলব খুবই কাঁচা কাজ করেছে সে।' পোয়ারো মানতে পারছেন না।

'ট্রেনে একজন আমেরিকান পুরুষ আছে,' নিজের থিয়োরি নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন বুচ। 'খুব সাধারণ চেহারা, জামাকাপড় তেমন সুবিধের নয়। সবসময় চিউয়িং গাম চিবুচ্ছে, যেটা ভদ্রসমাজে অসভ্যতা। কার কথা বলছি, বুঝতে পারছেন?'

ওয়্যাগন-লিটের কণ্ডাক্টর মাথা ঝাঁকাল। 'জী, মসিয়ো। ষোল নম্বর কামরার ভদ্রলোক। কিন্তু খুনটা তিনি করেছেন বলে মনে হয় না। উনি কামরা থেকে বেরুলে বা ঢুকলে আমি দেখতে পেতাম।'

'হয়তো পেতে, হয়তো পেতে না... সেটা নিয়ে পরে ভাবা যাবে,' বললেন পোয়ারো। 'তার আগে আমাদের করণীয় নির্ধারণ করা জরুরি।'

'এ আবার মুখে বলে দিতে হবে?' বুচ বললেন। 'আমরা চাই, আপনি এ-ঘটনার তদন্ত করুন... খুঁজে বের করুন খুনিকে। যাতে

BanglaBook.org

পুলিশ এলে তাদের হাতে অপরাধীকে সোপর্দ করা যায়। নইলে অযথাই যাত্রাবিলম্ব আর নিরীহ যাত্রীদের হয়রানির শিকার হতে হবে। দয়া করে অমত করবেন না, রেল কোম্পানির তরফ থেকে আপনাকে অনুরোধ করছি আমি!'

'আর আমি যদি রহস্যটা সমাধান করতে না পারি?'

হাসলেন বুচ। 'আপনার রেপিউটেশন আমার জানা আছে, বন্ধু। কীভাবে কাজ করেন, সে-বিষয়েও অল্পবিস্তর ধারণা রাখি। ব্যর্থতার কোনও আশঙ্কা করছি না। লাশ দেখুন, সাক্ষীদের জেরা করুন, খুঁজে বের করুন সূত্র। আপনি পারবেন—এ বিশ্বাস আমার আছে।'

'আপনার আস্থার মর্যাদা রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করব, কথা দিলাম,' বললেন পোয়ারো। 'আর হ্যাঁ, কেসটা খুব জটিল হওয়া উচিত নয়। সন্দেহভাজনের সংখ্যা খুব বেশি নয়, সূত্রও রয়েছে এই ট্রেনের ভিতরেই। আমি নিজেই গতকাল রাতে... থাক, সেটা এখন না বলি। শুধু এটুকু বলতে পারি, রহস্যটা আমাকে কৌতূহলী করে তুলেছে। একঘেয়েমি কাটাতে ভাল কাজ দেবে।'

'তারমানে আপনি রাজি?'

'নিশ্চয়ই। ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দিন।'

'চমৎকার। আমরাও আপনাকে সব ধরনের সাহায্য করতে প্রস্তুত। বলুন কী চাই?'

'প্রথমেই ইস্তাম্বুল-ক্যালে কোচের একটা নকশা চাই—কোন্ কামরায় কে থাকছে, সেটা জানা দরকার। যাত্রীদের পাসপোর্ট আর টিকেটও দেখতে চাই আমি।'

'মিশেল ওগুলো এনে দেবে।'

ইশারা পেয়ে বেরিয়ে গেল কণ্ডাক্টর।

'ট্রেনের বাকি যাত্রীদের সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন?' পোয়ারো জিজ্ঞেস করলেন।

BanglaBook.org

'এই কোচে আমি আর ডা. কনস্ট্যান্টাইন ছাড়া আর কেউ নেই,' জানালেন বুচ। 'বুখারেস্টের কোচে বৃদ্ধ এক ভদ্রলোক আছেন—এক পা খোঁড়া। কণ্ডাক্টরের পূর্ব-পরিচিত, প্রায়ই যাতায়াত করেন এ-পথে। এ ছাড়া আছে সাধারণ ক্যারিজ, তবে সেগুলোর যাত্রীদের সন্দেহের আওতার বাইরে রাখা যেতে পারে। কারণ ডিনারের পরেই ক্যারিজের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়, কারও পক্ষে ওখান থেকে বেরিয়ে এদিকে আসা সম্ভব নয়। চোখে পড়ে যাবে। বাকি রইল শুধু ডাইনিং কার—ইস্তাম্বুল-ক্যালে কোচের সামনে ওটা।'

'তার মানে দাঁড়াল,' চিন্তিত গলায় বললেন পোয়ারো, 'ইস্তাম্বুল-ক্যালে কোচেই রয়েছে খুনি।' ডাক্তারের দিকে তাকালেন। 'আপনি বোধহয় সেটাই বোঝাতে চাইছিলেন, তাই না?'

ইতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন গ্রিক ডাক্তার। 'সাড়ে বারোটায় থামতে বাধ্য হয়েছে ট্রেন। তারপর থেকে সবাই এক রকম বন্দি। নামতে পারেনি কেউ।'

'খুনি তা হলে এখনও এখানেই আছে,' গম্ভীর গলায় বললেন বুচ। 'এই ট্রেনে!'

BanglaBook.org

ছয়

'তদন্ত শুরু করা যাক,' পোয়ারো বললেন। 'সবার আগে ওই

ম্যাককুইন নামের ছেলেটার সঙ্গে কথা বলব। হয়তো কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাবে ওর কাছে।'

চিফের দিকে তাকালেন বুচ। 'মসিয়ো ম্যাককুইনকে নিয়ে এসো।'

বেরিয়ে গেল চিফ। একটু পরেই পাসপোর্ট আর টিকেটের তাড়া নিয়ে হাজির হলো কণ্ডাক্টর। সেগুলো নিয়ে বুচ তাকে বললেন, 'ধন্যবাদ, মিশেল। তুমি আপাতত নিজের পোস্টে ফিরে যাও। পরে কথা বলব তোমার সঙ্গে।'

'জী, মসিয়ো।' চলে গেল মিশেল।

'ম্যাককুইনের সঙ্গে কথা বলার পর ভিকটিমের কামরা দেখতে যাব,' বললেন পোয়ারো। 'ডা. কনস্ট্যান্টাইনের যদি আপত্তি না থাকে আর কী।'

'আপত্তি নেই, মসিয়ো।'

দরজায় টোকা পড়ল, কামরায় ঢুকল চিফ—ম্যাককুইনকে নিয়ে এসেছে।

'জায়গার সঙ্কট,' বলে উঠে পড়লেন বুচ। 'মি. ম্যাককুইন, আপনি আমার সিটে বসুন, মসিয়ো পোয়ারোর মুখোমুখি।' চিফের দিকে তাকালেন। 'ডাইনিং কারটা খালি করাও। বাকি ইন্টারভিউ ওখানে করলে সুবিধে হবে। কী বলেন, মসিয়ো?'

'ভাল আইডিয়া,' একমত হলেন পোয়ারো।

চিফকে পাঠিয়ে দিলেন বুচ।

একটু বিস্ময় নিয়ে ম্যাককুইন বলল, 'কী ব্যাপার? কিছু কি ঘটেছে?'

মাথা ঝোঁকালেন পোয়ারো। 'হ্যাঁ, ঘটেছে। খবরটা শোনার জন্য মনকে শক্ত করুন। আপনার নিয়োগকর্তা... মি. র‍্যাচেট মারা গেছেন।'

শিস দেবার মত আওয়াজ করল ম্যাককুইন। ক্ষণিকের জন্য

BanglaBook.org

চকচক করে উঠল চোখের দৃষ্টি। মনে হলো না খবরটা শুনে সে কষ্ট পেয়েছে।

'তা হলে ওঁকে শেষ পর্যন্ত বাগে পেয়েছে ওরা,' বলল সে।

'এ-কথার মানে কী, মসিয়ো ম্যাককুইন?' তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করলেন পোয়ারো।

জবাব দিল না আমেরিকান যুবক। দ্বিধান্বিত।

'আপনার কি ধারণা, মি. র‍্যাচেট খুন হয়েছেন?' আবার প্রশ্ন করলেন পোয়ারো।

'হননি?' এবার যেন অবাক হলো ম্যাককুইন। 'ইয়ে... হ্যাঁ, খুন হয়েছেন বলেই ভেবেছি। আসলে কী ঘটেছে? স্বাভাবিক মৃত্যু?'

'উঁহুঁ, আপনার আন্দাজ সঠিক। খুনই হয়েছেন তিনি—ছুরির আঘাতে। কিন্তু আমি জানতে চাই, স্বাভাবিক মৃত্যুর কথা না ভেবে আপনার মাথায় খুনের চিন্তা এল কেন?'

সরাসরি প্রশ্নের মুখে অবিচল রইল ম্যাককুইন। বলল, 'সেটা বলবার আগে আমি জানতে চাই, আপনি কে? আমাকে এভাবে জেরা করবার অধিকার আপনি কোথায় পেলেন?'

'রেল কোম্পানি থেকে—ওরা আমাকে অনুরোধ করেছে ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখবার জন্য। আমার নাম এরকুল পোয়ারো। আমি একজন গোয়েন্দা।'

যে-ধরনের প্রতিক্রিয়া আশা করেছিলেন, তা দেখাল না ম্যাককুইন। বিরস গলায় বলল, 'তাই বুঝি?'

'আমার নাম আপনি শোনেননি কখনও?'

'হ্যাঁ, চেনা চেনা লাগছে। তবে নামটা কোনও গোয়েন্দার বলে ভাবিনি, ভেবেছি মেয়েদের পোশাক-নির্মাতার।'

বিরক্তি ফুটল পোয়ারোর দৃষ্টিতে। 'বলিহারি আপনার চিন্তা!'

'কী বললেন?'

BanglaBook.org

'কিছু না। কাজের কথায় আসা যাক। মি. র‍্যাচেট সম্পর্কে সবকিছু জানা দরকার আমাদের। আপনি ওঁর আত্মীয় নন তো?'

'না, না। আমি ওঁর সেক্রেটারি।'

'কতদিন থেকে?'

'বছরখানেক।'

'যা যা জানেন ওঁর সম্পর্কে, খুলে বলুন, প্লিজ।'

'বেশ। এক বছর আগে মি. র‍্যাচেটের সঙ্গে পরিচয় হয় আমার... পারস্যে।'

বাধা দিলেন পোয়ারো। 'ওখানে কী করছিলেন আপনি?'

'তেল ব্যবসার কাজে নিউ ইয়র্ক থেকে গিয়েছিলাম ওখানে, বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই বোধহয়। একই হোটেলে উঠেছিলাম আমি আর মি. র‍্যাচেট। যে-কাজে গিয়েছিলাম, সেটা সমাধা করতে পারিনি, চাকরি যায়-যায় দশা... এমন সময় কী কারণে যেন মি. র‍্যাচেট তাঁর সেক্রেটারিকে ছাঁটাই করে দিলেন। আমার সঙ্গে পরিচয় হতেই অফার করলেন পদটা। কালবিলম্ব না করে নিয়ে নিলাম চাকরি। বেতন ভাল, তা ছাড়া আমার তখন প্রায় বেকার হবার দশা। বুঝতেই পারছেন।'

'তারপর?'

'ঘুরে বেড়িয়েছি মি. র‍্যাচেটের সঙ্গে। ভদ্রলোকের ভ্রমণের নেশা ছিল, কিন্তু বিদেশি ভাষা জানা না থাকায় অসুবিধে হতো খুব। নামে সেক্রেটারি হলেও আমি আসলে কাজ করতাম দোভাষীর। সময় মন্দ কাটেনি।'

'হুম। এবার মি. র‍্যাচেট সম্পর্কে বলুন।'

চকিতে একটা কালো ছায়া পড়ল ম্যাককুইনের মুখে। বলল, 'সেটা খুব সহজ নয়। কী জানতে চান?'

'ওঁর পুরো নাম?'

'স্যামুয়েল এডওয়ার্ড র‍্যাচেট।'

BanglaBook.org

'আমেরিকার নাগরিক ছিলেন, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আমেরিকার কোথায় তাঁর বাড়ি?'

'আমার জানা নেই।'

'তা হলে যা জানেন সেটা বলুন।'

'সত্যি বলতে কী, মসিয়ো পোয়ারো, আমি কিছুই জানি না। মি. র‍্যাচেট কখনও নিজের কোনও কথা আমাকে বলেননি। আমেরিকার জীবন সম্পর্কেও কখনও মুখ খুলতে দেখিনি তাকে।'

'কেন?'

'কে জানে!' কাঁধ ঝাঁকাল ম্যাককুইন। 'হয়তো নিজের অতীত নিয়ে বিব্রত ছিলেন তিনি। অনেকেই থাকে অমন।'

'আপনার কি মনে হয়, তাঁর আচরণের এটাই যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা?'

'সত্যি বলব? না, আমার তা মনে হয় না।'

'কোনও আত্মীয়স্বজন আছে ওঁর?'

'কখনও বলেননি।'

নড়েচড়ে বসলেন পোয়ারো। 'মসিয়ো ম্যাককুইন, আমার মনে হচ্ছে আপনি কিছু চেপে যাচ্ছেন। প্লিজ, পুরোটা খোলাসা করে বলুন। কী জানেন আপনি? কেন শুরুতেই ব্যাপারটা হত্যাকাণ্ড বলে সন্দেহ করলেন?'

'আমার হাতে কোনও প্রমাণ নেই। শুধু থিয়োরি শোনাতে পারি,' বলল ম্যাককুইন।

'সেটাই শুনি।'

'আমার ধারণা, ভদ্রলোকের সত্যিকার নাম র‍্যাচেট নয়। আমেরিকা ছেড়ে পালিয়ে এসেছিলেন কারও হাত থেকে বাঁচার জন্য। তাতে সফলও হয়েছিলেন... অন্তত কয়েক সপ্তাহ আগে পর্যন্ত।'

BanglaBook.org

'তারপর?'

'তারপর তিনি চিঠি পেতে শুরু করলেন—হুমকির চিঠি।'

'আপনি দেখেছেন সে-সব চিঠি?'

'হ্যাঁ। সেক্রেটারি হিসেবে মি. র‍্যাচেটের চিঠিপত্র হ্যাণ্ডেল করতাম আমি। প্রথম চিঠিটা আসে দিন পনেরো আগে।'

'কোথায় চিঠিগুলো? নষ্ট করা হয়নি তো?'

'আমার ফাইলে গোটাদুই এখনও আছে। ওগুলো পেলেই রেগে-মেগে ছিঁড়ে ফেলতেন মি. র‍্যাচেট। আমি কুড়িয়ে রেখে দিয়েছি। নিয়ে আসব?'

'খুব ভাল হয়।'

কামরা থেকে বেরিয়ে গেল ম্যাককুইন, কয়েক মিনিট পর ফিরে এসে দুটো নোংরা কাগজ ধরিয়ে দিল পোয়ারোর হাতে।

প্রথম চিঠিটা এরকম:

ভেবেছ আমাদের সঙ্গে বেঈমানী করে পার পাবে? জীবন থাকতে না! তোমাকে ধরতে বেরিয়ে পড়েছি আমরা, র‍্যাচেট... এবং খুব শীঘ্রি তোমাকে ধরেও পাব!

চিঠিতে কোনও স্বাক্ষর নেই।

কোনও মন্তব্য করলেন না পোয়ারো, নীরব ভ্রূকুটি ছাড়া। এবার তুলে নিলেন দ্বিতীয় চিঠিটা।

তোমাকে নিয়ে আমরা খেলতে চলেছি, র‍্যাচেট। এবং সেটা খুব শীঘ্রি। আমাদের হাতের মুঠোয় ধরা পড়তে চলেছ তুমি, বুঝলে?

চিঠিদুটো নামিয়ে রাখলেন পোয়ারো। বললেন, 'একঘেয়ে

BanglaBook.org

ভাষা। তবে হাতের লেখাগুলো ইন্টারেস্টিং।'

'লেখাগুলো!' বিস্ময় ফুটল ম্যাককুইনের চেহারায়।

একটু হাসলেন পোয়ারো। 'অভিজ্ঞতা নেই বলে আপনার চোখে ধরা পড়েনি—এ-চিঠিগুলো কারও একার লেখা নয়। অন্তত দুই বা তারও বেশি লোক মিলে লিখেছে চিঠি। একেকজন একেকটা শব্দ। এ-ধরনের চিঠি থেকে হাতের লেখা সনাক্ত করা মুশকিল।' একটু বিরতি নিলেন তিনি। 'আপনি কি জানতেন, মি. র‍্যাচেট আমার সাহায্য চেয়েছিলেন?'

'সাহায্য?'

ম্যাককুইনের নির্ভেজাল বিস্ময় দেখে নিশ্চিত হলেন পোয়ারো, সে এ-ব্যাপারে কিছুই জানে না।

'হ্যাঁ, বেশ ভয় পেয়েছিলেন তিনি। আচ্ছা, প্রথম চিঠিটা পাবার পর তাঁর প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল?'

আবারও ইতস্তত করল ম্যাককুইন। 'ইয়ে, ব্যাখ্যা করা কঠিন। হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটু যে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন, তা বুঝতে পারছিলাম ভালভাবেই।'

এবার অপ্রত্যাশিত একটা প্রশ্ন করলেন পোয়ারো। 'মসিয়ো ম্যাককুইন, মি. র‍্যাচেটের ব্যাপারে আপনার ব্যক্তিগত মতামত জানতে চাই আমি। সত্যি কথা বলবেন। ওঁকে কি আপনি পছন্দ করতেন?'

থমকে গেল ম্যাককুইন। খানিক পর নিচু গলায় বলল, 'না, পছন্দ করতাম না।'

'কেন?'

'নির্দিষ্ট করে কিছু বলতে পারব না। তবে ওঁর আচার-আচরণ ভাল ছিল না।' একটু থেমে কথা গুছিয়ে নিল ম্যাককুইন। 'আমি সত্যি কথাই বলব, মসিয়ো পোয়ারো... মি. র‍্যাচেটকে আমি অপছন্দ করতাম, অবিশ্বাসও করতাম। খুবই বিপজ্জনক ও নিষ্ঠুর

BanglaBook.org

চরিত্রের মানুষ ছিলেন তিনি—যদিও এ-অভিযোগের সপক্ষে কোনও প্রমাণ দেখাতে পারব না।'

'ধন্যবাদ, মসিয়ো ম্যাককুইন। আরেকটা প্রশ্ন—ভদ্রলোককে শেষ কখন জীবিত দেখেছেন আপনি?'

'গতকাল রাতে... এই ধরুন দশটার দিকে। ডিকটেশন নিতে গিয়েছিলাম।'

'কীসের ডিকটেশন?'

'পারস্য থেকে কিছু অ্যান্টিক কিনেছিলেন মি. র‍্যাচেট, কিন্তু ডেলিভারির পর দেখা গেল, ভুল জিনিস পাঠিয়েছে। তাই আমাকে দিয়ে একটা কড়া ভাষায় চিঠি লিখিয়েছেন তিনি—বিক্রেতাকে পাঠাবার জন্য।'

'এর পরে তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয়নি আপনার?'

'জী না।'

'হুম। মি. র‍্যাচেট শেষ কবে হুমকির চিঠি পেয়েছেন, সেটা বলতে পারবেন?'

'আমরা যেদিন কনস্ট্যান্টিনোপোল ছাড়লাম, সেদিন সকালে।'

'আর মাত্র একটা প্রশ্ন করব, মসিয়ো ম্যাককুইন। মি. র‍্যাচেটের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন ছিল?'

ম্যাককুইনের দৃষ্টি ঝিকিয়ে উঠল। 'ভাল, মসিয়ো পোয়ারো। ভিতরে ভিতরে যা-ই অনুভব করে থাকি, মি. র‍্যাচেটের সামনে সেটা কখনও প্রকাশ করিনি। সুসম্পর্ক বজায় রেখেছি তাঁর সঙ্গে।'

'ধন্যবাদ। আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। রেকর্ডে রাখার জন্য আপনার পুরো নাম-ঠিকানাটা দেবেন?'

দিল ম্যাককুইন—পুরো নাম হেক্টর উইলার্ড ম্যাককুইন, আর নিউ ইয়র্কের একটা ঠিকানা।

'বেশ, আপনি এবার আসতে পারেন,' সিটে হেলান দিলেন

BanglaBook.org

পোয়ারো। 'আর একটা ব্যাপার... মি. র‍্যাচেটের মৃত্যুর খবরটা যদি গোপন রাখেন, খুব খুশি হব।'

'মাস্টারম্যান... মানে ওঁর আর্দালিকে না জানিয়ে পারব না বোধহয়।'

'ও সম্ভবত ইতোমধ্যেই জেনে গেছে,' শুষ্ক গলায় বললেন পোয়ারো। 'যদি তা-ই হয়, দয়া করে ওকেও মুখ বন্ধ রাখতে বলবেন।'

'অসুবিধে হবে না। জাতে ও ব্রিটিশ, নিজের মত থাকে। আমেরিকানদের সম্পর্কে নিচু ধারণা পোষণ করে, বাকিদের তো গোনাতেই ধরে না। যেচে কারও সঙ্গে আলাপ করতে যায় না ও।'

'অশেষ ধন্যবাদ, মসিয়ো ম্যাককুইন।'

চলে গেল ম্যাককুইন। পোয়ারোর পাশে বসলেন বুচ। বললেন, 'কী বুঝলেন? বিশ্বাস করেছেন ওর কথা?'

'সৎ আর স্পষ্টবাদী বলেই মনে হলো,' মন্তব্য করলেন পোয়ারো। 'র‍্যাচেটের প্রতি মমতা দেখানোর নাটক করেনি, অপরাধের সঙ্গে জড়িত হলে নিশ্চয়ই সেটা করত।'

'যাক,' খুশি হলেন বুচ, 'অন্তত একজনকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেয়া গেল।'

বাঁকা চোখে বন্ধুর দিকে তাকালেন পোয়ারো। 'ভুল করছেন। আসল খুনি ধরা না পড়া পর্যন্ত সবাইকেই সন্দেহের তালিকায় রাখছি আমি। তবে এ-কথাও স্বীকার করব, ম্যাককুইনকে দেখে মনে হয় না সে উত্তেজনার বশে কারও উপর ছুরি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। খুব ঠাণ্ডা মাথার ছেলে।'

'বোধহয় ঠিকই বলেছেন,' স্বীকার করলেন বুচ। 'কাজটা তীব্র ঘৃণা আর প্রতিহিংসায় আক্রান্ত কোনও পুরুষের—ল্যাটিনদের মত। অথবা চিফ অভ দ্য ট্রেন যা বলেছে... কোনও নারীর।'

BanglaBook.org

সাত

ডাক্তার কনস্ট্যান্টাইনকে সঙ্গে নিয়ে পাশের কোচে হাজির হলেন পোয়ারো—ঘটনাস্থল দেখবেন। কণ্ডাক্টর এসে তালা খুলে দিল র‍্যাচেটের কামরার। ভিতরে ঢুকলেন দুজনে।

'জিনিসপত্র কতখানি নাড়াচাড়া করা হয়েছে?' জানতে চাইলেন পোয়ারো।

'একটুও না,' বললেন ডাক্তার। 'কোনও কিছুতে হাত দিইনি আমরা। লাশটাও এমনভাবে পরীক্ষা করেছি যাতে না নড়ে।'

চারপাশে নজর বোলালেন পোয়ারো। প্রথমেই যেটা অনুভব করলেন, তা হলো তীব্র ঠাণ্ডা। জানালার কাঁচ যতটুকু সম্ভব খুলে রাখা হয়েছে, পর্দাগুলোও সরানো। দু'হাতের তালু ঘষলেন তিনি।

'বাপ রে, ভাল ঠাণ্ডা তো!'

মুচকি হাসলেন ডাক্তার। 'জানালা বন্ধ করতে রাজি হইনি আমি। সবকিছু যেভাবে ছিল, সেভাবেই রাখতে চেয়েছি।'

কাছে গিয়ে জানালাটা পরীক্ষা করলেন পোয়ারো। 'আপনার ধারণাই ঠিক, ডাক্তার। এ-পথে কেউ বেরোয়নি। হয়তো বেরুবার জন্যই খুলেছিল জানালা, কিন্তু বাইরের তুষার সে-ইচ্ছেয় বাদ সেধেছে।'

জানালার ফ্রেমটা খুঁটিয়ে দেখলেন তিনি। পকেট থেকে একটা ছোট বাক্স বের করে ফ্রেমের উপরে পাউডার ছিটালেন।

BanglaBook.org

'কোনও ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেখছি না,' একটু পর বললেন পোয়ারো। 'নিশ্চয়ই মুছে ফেলা হয়েছে। থাকলেও বিশেষ লাভ হতো বলে মনে হয় না। হয়তো দেখতাম সেগুলো মি. র‍্যাচেট বা তাঁর আর্দালি মাস্টারম্যানের। অপরাধীরা আজকাল বেশ চালাক হয়ে গেছে—ফিঙ্গারপ্রিন্ট রেখে যায় না।' সোজা হলেন তিনি। 'জানালা তা হলে বন্ধ করে দেয়া যাক। ওটা থেকে যেহেতু কোনও সূত্র পাচ্ছি না, অযথা ঠাণ্ডায় জমে বরফ হবার প্রয়োজন নেই।'

কাঁচ তুলে দিয়ে এরপর বাঙ্কে শুয়ে থাকা নিস্পন্দ দেহটার দিকে ফিরলেন। চিৎ হয়ে পড়ে আছে র‍্যাচেট। গায়ে শোবার পোশাকের জ্যাকেট, ছোপ ছোপ রক্তে ভেজা—বোতাম খুলে উন্মুক্ত করা হয়েছে বুক।

'বোতাম আমিই খুলেছি,' পোয়ারোর চোখে প্রশ্নবোধক দৃষ্টি দেখে বললেন ডাক্তার। 'ক্ষতগুলো দেখতে চাইছিলাম।'

মাথা ঝাঁকিয়ে লাশের উপর ঝুঁকে পড়লেন পোয়ারো। খানিক পর সোজা হলেন গম্ভীর চেহারা নিয়ে।

'বিচ্ছিরি কাণ্ড,' বললেন তিনি। 'মনে হচ্ছে কেউ বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করেছে। ক'টা ক্ষত—গুনে দেখেছেন?'

'বারোটা পেয়েছি আমি,' জবাব দিলেন ডাক্তার। 'কয়েকটা একেবারে অগভীর, আঁচড় ছাড়া কিছুই বলা যায় না ওগুলোকে। তবে অন্তত তিনটা আঘাত ছিল প্রাণসংহারী।'

ভদ্রলোকের কণ্ঠে কীসের যেন সংশয়। ঝট্ করে তাঁর দিকে ঘাড় ফেরালেন পোয়ারো।

'কিছু একটা খাপছাড়া লাগছে আপনার কাছে, তাই না?' বললেন তিনি। 'বলুন... বলে ফেলুন। অস্বাভাবিকতা আছে কোনও?'

BanglaBook.org

'জী, আছে।'

'কোন্‌টা?'

এগিয়ে এলেন ডাক্তার, আঙুল দিয়ে দেখালেন, 'এই ক্ষতদুটো দেখুন—এটা আর এটা। বেশ গভীর, রক্তনালী ছিন্ন করেছে। অথচ ক্ষতদুটো খুব একটা হাঁ করেনি... রক্তও বেরোয়নি যতটা বেরুনো উচিত।'

'মানেটা কী দাঁড়াল?'

'মানে হচ্ছে, এগুলো পোস্টমর্টেম। মারা যাবার বেশ কিছুক্ষণ পরের আঘাত। অদ্ভুত না? মরার পরে আবারও ছুরি মারার দরকার কী?'

'হুম, অদ্ভুত,' চিন্তিত গলায় বললেন পোয়ারো। 'তবে এমনও হতে পারে, প্রথমবার ছুরি মেরে মি. র‍্যাচেটের মৃত্যুর ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হতে পারেনি খুনি। পরে ফিরে এসে আবারও ছুরি মেরে নিশ্চিত করতে চেয়েছে মৃত্যু। অবশ্য সেটাও পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য নয়। ফিরতেই পারে, কিন্তু নাড়ি না দেখে ছুরি মারবে কেন?'

'এগজ্যাক্টলি!'

'হুম। আর কোনও অস্বাভাবিকতা?'

'হ্যাঁ... আরেকটা ব্যাপার আছে।'

'দেখান।'

'এই ক্ষতটা দেখুন—ডান হাতের নীচে, কাঁধের কাছটায়। আমার পেন্সিলটা নিন। দেখুন তো ওখানে লাগাতে পারেন কি না।'

পরীক্ষা করে দেখলেন পোয়ারো। পরক্ষণে উত্তেজিত গলায় বললেন, 'তাই তো! ডান হাতে ওখানে ছুরি মারা তো প্রায় অসম্ভব। তারমানে মারা হয়েছে বাঁ হাতে...'

'আমিও তা-ই মনে করি,' বললেন ডাক্তার। 'এই বিশেষ

BanglaBook.org

আঘাতটা বাম হাতে করা হয়েছে।'

'তা হলে কি আপনি বলতে চাইছেন আমাদের খুনি বাঁ-হাতি? উঁহুঁ, ব্যাপারটা আরও জটিল।'

'ঠিক তা-ই, মসিয়ো পোয়ারো। কারণ বাকি আঘাতগুলোর অনেকগুলোই নিঃসন্দেহে ডান হাতে করা হয়েছে।'

'দুজন... তারমানে কমপক্ষে দুজন খুনি,' বিড়বিড় করলেন পোয়ারো। হঠাৎ কী যেন মনে হতে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, বাতিগুলো জ্বালানো ছিল?'

'বলা কঠিন। প্রতিদিন সকাল দশটায় কণ্ডাক্টর বাইরে থেকে মেইন সুইচ অফ করে দেয়।'

'সেক্ষেত্রে ভিতরের সুইচগুলো দেখা যাক।'

ছাতের বাতি আর বেড-লাইটের সুইচ চেক করলেন পোয়ারো। দুটোই নেভানো।

'হুম,' বললেন তিনি। 'যদি দুজন খুনির হাইপোথিসিস দাঁড় করাই, তা হলে বলব—প্রথমজন ভিকটিমকে ছুরি মেরে বেরিয়ে যাবার সময় বাতি নিভিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয়জন আর তা জ্বালেনি। অন্ধকারে প্রথমজনের কীর্তি দেখতে পায়নি সে, অন্ধকারে আন্দাজের ভিত্তিতে বারদুয়েক ছুরি চালিয়ে ফিরে গেছে। কেমন শোনাচ্ছে ধারণাটা, ডাক্তার?'

'চমৎকার!' সোল্লাসে বললেন ডা. কনস্ট্যান্টাইন।

'তা-ই? শুনে খুশি হলাম। আমার কাছে হাস্যকর মনে হচ্ছিল।'

'এ ছাড়া আর কী-ই বা ব্যাখ্যা হতে পারে ঘটনাটার?'

'আমিও সেটাই ভাবছি। ব্যাপারটা স্রেফ কাকতাল, নাকি আর কিছু? আর কোনও অস্বাভাবিকতা পেয়েছেন, যা থেকে দুজনের জড়িত থাকার বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়?'

'হ্যাঁ। আগেই বলেছি, কয়েকটা আঘাত তেমন জুতসই

BanglaBook.org

হয়নি। হয় সেটা গায়ে যথেষ্ট শক্তি, কিংবা আক্রোশ না থাকায়। খুবই হালকা গোছের আঘাত ওগুলো। কিন্তু এগুলোর কথাই ধরুন,' আঙুল দিয়ে দুটো ক্ষত দেখালেন ডাক্তার, 'এর জন্য প্রচুর শক্তি ব্যয় করতে হয়েছে। পেশি ভেদ করে হাড় পর্যন্ত ঢুকেছে ছুরি।'

'আপনার মতে, কাজটা কোনও পুরুষের?'

'নিঃসন্দেহে।'

'কোনও মেয়ের পক্ষে সম্ভব নয়?'

'অল্পবয়েসী, শক্তিশালী মেয়ের পক্ষে সম্ভব। বিশেষ করে সে যদি তীব্র আবেগের বশে পরিচালিত হয়। কিন্তু আমার কাছে সেটা প্রায় অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে।'

নীরব হয়ে গেলেন পোয়ারো। ভাবতে শুরু করেছেন।

কয়েক মুহূর্ত পেরিয়ে গেলে ডাক্তার অধৈর্য গলায় বললেন, 'আপনি কি আমার কথা বুঝতে পেরেছেন?'

'আলবত,' বললেন পোয়ারো। 'ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। দুজন খুনি—একজন পুরুষ, একজন মহিলা। একজন শক্তিশালী, আরেকজন দুর্বল... একজন ডানহাতি, অপরজন বাঁহাতি। এ-পর্যন্ত পরিষ্কার। কিন্তু...' কপালে ভাঁজ পড়ল তাঁর, 'ভিকটিম তখন কী করেছে? চিৎকার করেনি? ধস্তাধস্তি করেনি? চেষ্টা করেনি আত্মরক্ষার?'

বালিশের তলায় হাত ঢুকিয়ে দিলেন তিনি, বের করে আনলেন একটা পিস্তল। গতকাল এটাই তাঁকে দেখিয়েছিল র‍্যাচেট। ম্যাগাজিন চেক করে দেখলেন।

'পুরোপুরি লোডেড। দেখুন।' ডাক্তারের হাতে আগ্নেয়াস্ত্রটা তুলে দিলেন পোয়ারো।

এবার কামরার দিকে মনোযোগ দিলেন তিনি। দেয়ালের হুকে ঝুলছে র‍্যাচেটের পোশাক। ওয়াশিং বেসিনের ঢাকনা নামিয়ে তার

BanglaBook.org

উপর রাখা হয়েছে হরেক রকম জিনিস—পানি ভরা একটা গ্লাস... তাতে ভিজছে নকল দাঁতের পাটি; আরেকটা গ্লাস রয়েছে খালি অবস্থায়। মিনারেল ওয়াটারের একটা বোতল রয়েছে, আছে বড় একটা ফ্লাস্ক। একটা অ্যাশট্রে, তাতে একটা পোড়া সিগার; কাগজের ছাই আর দুটো পোড়া দেশলাই কাঠিও দেখা গেল অ্যাশট্রের ভিতর।

খালি গ্লাসটা তুলে গন্ধ শুঁকলেন ডা. কনস্ট্যান্টাইন। গম্ভীর গলায় বললেন, 'ভিকটিম কেন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল, এবার বুঝতে পারছি।'

'ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছিল?'

'হুঁ।'

অ্যাশট্রে থেকে পোড়া কাঠিদুটো তুলে নিলেন পোয়ারো, তীক্ষ্ণ চোখে খুঁটিয়ে দেখলেন ওগুলো।

'কিছু পেলেন?' কৌতূহলী গলায় জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার।

'কাঠিদুটো দু'ধরনের। একটার চেয়ে অন্যটা বেশি চ্যাপ্টা।'

'ট্রেনের দেশলাই। কাগজের প্যাকেটে থাকে।'

দেয়ালে ঝোলানো পোশাকের পকেট হাতড়ে দেশলাইয়ের একটা বাক্স বের করে আনলেন পোয়ারো। ওটার কাঠির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেন পোড়াদুটো।

'যে-কাঠিটা একটু পুরু, সেটা মি. র‍্যাচেট জ্বেলেছিলেন,' বললেন পোয়ারো। 'দেখা যাক, চ্যাপ্টাটাও তাঁর কি না।'

আঁতিপাঁতি করে খুঁজেও দ্বিতীয় কোনও দেশলাইয়ের বাক্স পাওয়া গেল না। কামরার ভিতরে আবারও তীক্ষ্ণ নজর বোলালেন পোয়ারো। হঠাৎ অস্ফুট আওয়াজ করে উঠলেন তিনি। ঝুঁকে মেঝে থেকে তুলে নিলেন রেশমি এক টুকরো কাপড়। চারকোনা। একটা সুগন্ধী রুমাল!

'চিফের কথাই দেখছি ঠিক,' বললেন ডা. কনস্ট্যান্টাইন।

BanglaBook.org

'এর সঙ্গে একজন মেয়ে জড়িত!'

'...যে কি না আমাদের নিঃসন্দেহ করবার জন্য তার রুমাল ফেলে গেছে,' কপট সুরে বললেন পোয়ারো, 'ঠিক যেমন নাটক বা সিনেমায় ঘটে। দেখুন না, আমাদের কাজ সহজ করবার জন্য রুমালে একটা আদ্যক্ষরও আছে।'

'এ তো সৌভাগ্য!'

'সত্যি?'

পোয়ারোর কণ্ঠে মেশানো শ্লেষ কান এড়াল না ডাক্তারের। কিন্তু তিনি কোনও প্রশ্ন করবার আগেই আবারও নিচু হলেন পোয়ারো, মেঝে থেকে তুলে আনলেন একটা পাইপ ক্লিনার।

'কার ওটা?' প্রশ্ন করলেন ডা. কনস্ট্যান্টাইন। 'মি. র‍্যাচেটের?'

'ভদ্রলোকের পকেটে কোনও পাইপ পাইনি,' মনে করিয়ে দিলেন পোয়ারো। 'তামাক বা তামাকের পাউচও নেই কামরায়।'

'তা হলে তো এটাও একটা সূত্র।'

'অবশ্যই! এবং এটাও যেন প্রথমটার মতই আমাদের সাহায্য করবার জন্য ফেলে যাওয়া হয়েছে। দেখতেই পাচ্ছেন, সূত্রের অভাব বলে কপাল চাপড়াবার অবকাশ নেই। প্রচুর সূত্র রেখে গেছে খুনিরা। ভাল কথা, মার্ডার ওয়েপন কোথায়?'

'পাইনি। খুনি নিশ্চয়ই সঙ্গে করে নিয়ে গেছে।'

'কেন নিল?' আপনমনে বিড়বিড় করলেন পোয়ারো।

বিস্ময়সূচক একটা শব্দ করলেন ডা. কনস্ট্যান্টাইন, লাশের পোশাকের পকেট দেখছিলেন তিনি।

'কী হলো?'

'তাড়াহুড়োয় এটা আগে খেয়াল করিনি,' বললেন ডাক্তার। শার্টের বুকপকেট থেকে একটা সোনার ঘড়ি বের করে আনলেন তিনি। কেসটা দুমড়ে গেছে, থেমে আছে ঘড়ির কাঁটা। সময়

BanglaBook.org

দেখাচ্ছে সোয়া একটা।

'দেখুন,' বললেন তিনি, 'খুনটা কখন হয়েছে, তা জানা যাচ্ছে এবার। আমার হিসেবের সঙ্গেও মিলে গেছে। এটাই তার কনফারমেশন। ধস্তাধস্তিতে ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেছে ঘড়িটা। সোয়া একটায় করা হয়েছিল হামলা।'

'সম্ভব... সম্ভব তো বটেই।'

ভুরু কুঁচকে পোয়ারোর দিকে তাকালেন ডাক্তার। 'কী বোঝাতে চাইছেন ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'আমি নিজেও বুঝতে পারছি না, আর সেটাই অস্বস্তি তৈরি করছে।' ঝুঁকে এবার অ্যাশট্রেতে গোঁজা কাগজের পোড়া টুকরোদুটোর দিকে মনোনিবেশ করলেন পোয়ারো। বিড়বিড় করে বললেন, 'এ-মুহূর্তে যেটা দরকার, তা হলো মহিলাদের পুরনো আমলের একটা হ্যাট-বক্স।'

বিভ্রান্ত বোধ করলেন ডা. কনস্ট্যান্টাইন। হঠাৎ হ্যাট-বক্স চাইছেন কেন বিখ্যাত গোয়েন্দাটি? ব্যাখ্যা করবার প্রয়োজন বোধ করলেন না পোয়ারো, দরজা খুলে গলা চড়িয়ে ডাকলেন কণ্ডাক্টরকে। সঙ্গে সঙ্গে হাজির হলো মিশেল।

'এ-কোচে কতজন মহিলা আছেন?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

আঙুল তুলে গুনল মিশেল। 'এক, দুই, তিন... ছয়জন, মসিয়ো। একজন আমেরিকান, একজন সুইডিশ, একজন ইংরেজ, কাউন্টেস আন্দ্রেয়ি, প্রিন্সেস দ্রাগোমিরফ আর তাঁর জার্মান পরিচারিকা।'

'আশা করি ওদের সবারই হ্যাট-বক্স আছে?'

'জী, মসিয়ো।'

'তা হলে দুটো নিয়ে এসো—সুইডিশ আর ওই জার্মান মহিলার কাছ থেকে। ও-দুটোতেই কাজ হয়ে যাবে। কেন প্রয়োজন জিজ্ঞেস করলে বোলো, কাস্টমসের কাজে। পারবে না?'

BanglaBook.org

'মিথ্যে বলার প্রয়োজন হবে না, মসিয়ো। ওঁরা কেউই এ-মুহূর্তে কামরায় নেই।'

'তা হলে তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো।'

খানিক পরেই দু'হাতে দুটো হ্যাট-বক্স নিয়ে ফিরে এল মিশেল। প্রথমে পরিচারিকারটা খুললেন পোয়ারো, দেখে সরিয়ে রাখলেন একপাশে। এরপর খুললেন সুইডিশ মহিলারটা। সঙ্গে সঙ্গে সন্তুষ্টির একটা আওয়াজ বেরুল তাঁর গলা দিয়ে। সাবধানে হ্যাটগুলো বের করে নিলেন তিনি, উন্মুক্ত করলেন তারের জালি দিয়ে বোনা ঢিবির মত একটা আকৃতি।

'হ্যাঁ, এটাই চাইছিলাম,' বললেন তিনি। ডাক্তারের দিকে ফিরলেন। 'বছর পনেরো আগে এভাবেই তৈরি হতো হ্যাট-বক্স। তারের জালি দিয়ে তৈরি একটা ঢিবির উপর বসানো হতো টুপি, আটকে রাখা হতো পিন দিয়ে। এখন অবশ্য আর হয় না।'

কথা বলতে বলতে ঢিবির মত আকৃতিটা থেকে দু-পরত জালি খুলে নিলেন পোয়ারো। মিশেলকে বললেন বাক্সদুটো ফিরিয়ে দিয়ে আসতে।

'কী করবেন ও দিয়ে?' দ্বিধান্বিত গলায় জিজ্ঞেস করলেন ডা. কনস্ট্যান্টাইন।

'ছোট্ট একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা। কামরার ভিতরে অসংখ্য সূত্র ছড়িয়ে আছে, কিন্তু সত্যিই ওগুলো সূত্র কি না, সেটা বোঝা দরকার।'

'আরেকটু খোলাসা করবেন? কেমন যেন হেঁয়ালির মত লাগছে আপনার কথা।'

'বেশ, তা হলে উদাহরণ দিই। মেয়েদের একটা রুমাল পেয়েছি আমরা। কথা হলো, সত্যিই কি কোনও মেয়ে ফেলে গেছে ওটা, নাকি কোনও পুরুষ? এমন হতে পারে না, রুমাল বা এলোমেলো আঘাত... সবই আমাদের দৃষ্টি ঘোরানোর জন্য

BanglaBook.org

সাজানো হয়েছে? খুনি আসলে পুরুষ, কিন্তু দেখাতে চেয়েছে মেয়েদের মত করে, যাতে কেউ সন্দেহ না করে তাকে। পাইপ-ক্লিনারের বেলাতেও একই কথা খাটে। আবার নারী-পুরুষের যুগ্ম প্রচেষ্টার ব্যাপারেও নিশ্চিত হবার উপায় নেই। একসঙ্গে দুজনেই একটা করে জিনিস ফেলে যাবে, সেটা কি বিশ্বাসযোগ্য?'

'বুঝলাম, আলামতগুলোর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছেন আপনি। কিন্তু ওই তারের জালি দিয়ে কী করবেন?'

'ধৈর্য ধরুন, বলছি। সোয়া একটায় থেমে যাওয়া ঘড়ি, রুমাল আর পাইপ ক্লিনার... এগুলো সত্যিকার সূত্র হতে পারে, আবার হতে পারে মিথ্যেও। কিন্তু এগুলো বাদে আর একটা সূত্র আছে, যেটা আমার বিশ্বাস, কোনোভাবেই সাজানো নয়। চ্যাপ্টা ওই ম্যাচটার কথা বলছি, মসিয়ো। আমার ধারণা ওটা খুনি ব্যবহার করেছে, মি. র‍্যাচেট নন। ওটা দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাগজ পোড়ানো হয়েছে... এমন কিছু, যেটা থেকে খুনির পরিচয় বেরিয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল। আমি এখন চেষ্টা করে দেখব, ওটা থেকে তথ্যটা বের করা যায় কি না।'

'তারের জালি দিয়ে?'

'তারের জালি, এবং আরও কয়েকটা জিনিস দিয়ে। একটু অপেক্ষা করুন। আমি আসছি।'

কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন পোয়ারো, খানিক পরেই একটা ছোট স্পিরিটের স্টোভ, চিমটা আর একজোড়া ক্লিপ নিয়ে ফিরে এলেন। ওগুলোর সবই তাঁর গোঁফ পরিপাটি রাখার সরঞ্জাম।

এবার কাজে নামলেন তিনি। প্রথমেই সমান করে বিছালেন একটা তারের জালি। চিমটার সাহায্যে এরপর খুব সাবধানে ভাঁজ খুলে জালির উপর শোয়ালেন পোড়া কাগজদুটোকে। দ্বিতীয় জালি দিয়ে ঢেকে দিলেন ওগুলোকে, যাতে সমান হয়ে থাকে।

BanglaBook.org

জালিদুটোকে স্থির রাখলেন ক্লিপ আটকে। সবশেষে পুরো জিনিসটা স্টোভের আগুনে ঝলসাতে শুরু করলেন।

একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন ডা. কনস্ট্যান্টাইন। তাঁর বিস্মিত চোখের সামনে কালো ছাইয়ের মাঝে হঠাৎ ভেসে উঠল কয়েকটা শব্দ। সেগুলো এরকম:

"....রণ করো ছোট্ট ডেইজি আর্মস্ট্রং-কে।"

হাসি ফুটে উঠেছে পোয়ারোর ঠোঁটের কোণে। বিভ্রান্ত সুরে ডাক্তার বললেন, 'আপনি হাসছেন কেন? কিছু বুঝতে পেরেছেন?'

আগুন নিভিয়ে গরম জালিদুটো সাবধানে নামিয়ে রাখলেন পোয়ারো। বললেন, 'হ্যাঁ। ভিকটিমের সত্যিকার নাম এখন জানি আমি। কেন সে আমেরিকা থেকে পালিয়েছিল, সেটাও বলতে পারব।'

'সত্যিকার নাম? কী সেটা?'

'ক্যাসেটি।'

'ক্যাসেটি?' ভাবিত হয়ে পড়লেন ডাক্তার। 'খুব পরিচিত মনে হচ্ছে। বেশ কয়েক বছর আগের ঘটনা বোধহয়, ঠিক মনে নেই। আমেরিকার কোনও একটা ঘটনা...'

'হ্যাঁ,' সায় দিলেন পোয়ারো। 'আমেরিকার ঘটনাই বটে।'

আর কিছু না বলে তল্লাশিতে মনোযোগ দিলেন তিনি। র‍্যাচেটের সবগুলো পোশাকের পকেট চেক করা হলো। তবে আগ্রহোদ্দীপক আর কিছু পাওয়া গেল না। পাশের কামরায় যাবার দরজাটা টানাটানি করলেন, তবে ওটা ওপাশ থেকে বন্ধ।

'এই ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকছে না,' বললেন ডা. কনস্ট্যান্টাইন। 'খুনি জানালা দিয়ে পালায়নি; দুটো দরজার একটা ওপাশ থেকে, আর একটা ভিতর থেকে বন্ধ... তা হলে লোকটা কামরা থেকে বেরুল কোন্ পথে?'

'ঠিক যেন জাদু, তাই না?' পোয়ারো বললেন। 'চারদিক

BanglaBook.org

থেকে বন্ধ একটা বাক্সে কাউকে ঢোকানোর পর দরজা খুলে দেখা গেল, ভিতরে সে নেই।'

'ধ্যাৎ, জাদু হতে যাবে কেন?'

'উপমা দিলাম। জাদু বলে কিছু নেই। ম্যাজিশিয়ানরা গোপন কৌশল খাটিয়ে গায়েব করে দেয় মানুষটাকে। এখানেই সে-রকম কিছুই ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে। আমাদেরকে এখন সেই কৌশলটা উদ্‌ঘাটন করতে হবে।' মাঝখানের দরজাটার ছিটকিনি লাগিয়ে দিলেন তিনি। 'মনে হচ্ছে মিসেস হাবার্ড একটা নতুন গল্প পেয়ে গেলেন তাঁর মেয়েকে শোনাবার জন্য—একটি হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষ বিবরণ!' আশপাশে আরেকবার চোখ বোলালেন। 'আর কিছু দেখার নেই এখানে। চলুন, মসিয়ো বুচের কাছে ফিরে যাই।'

আট

আগের কামরাতেই পাওয়া গেল বুচকে, অমলেট খাচ্ছেন। পোয়ারোকে দেখে বললেন, 'ডাইনিং কারে লাঞ্চ পরিবেশন করতে বলেছি, যাত্রীদের অভুক্ত রাখা ঠিক না। খাওয়াদাওয়ার পরে জায়গাটা খালি করা হবে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। আমাদের তিনজনের খাবার এখানেই আনিয়ে নিয়েছি। আসুন, বসুন।'

'ধন্যবাদ,' বললেন পোয়ারো।

খিদে নেই তাঁর বা ডা. কনস্ট্যান্টাইনের, খুব দ্রুতই শেষ হলো খাওয়া। লাঞ্চ শেষে কফিতে চুমুক দিয়ে কাজের কথা

BanglaBook.org

পাড়লেন মসিয়ো বুচ।

'কিছু পেলেন?'

'হ্যাঁ, ভিকটিমের সত্যিকার পরিচয় জানতে পেরেছি,' মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন পোয়ারো। 'কেন সে আমেরিকা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল, সেটাও বুঝতে পারছি।'

'কে সে?'

'আর্মস্ট্রং কিডন্যাপিং কেসের কথা মনে আছে আপনার? ছোট্ট ডেইজি আর্মস্ট্রংকে খুন করেছিল যে-লোক, র‍্যাচেট আসলে সেই ক্যাসেটি।'

'আবছাভাবে মনে পড়ছে। ভয়ঙ্কর ঘটনা। তবে খুঁটিনাটি মনে নেই।'

'তা হলে ঝালাই করে দিই আপনাদের স্মৃতি। কর্নেল আর্মস্ট্রং ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত ইংরেজ ভদ্রলোক, ভিক্টোরিয়া ক্রস পেয়েছিলেন সাহসিকতার জন্য। আধা-আমেরিকানও ছিলেন তিনি, তাঁর মা ছিলেন ওয়াল স্ট্রিটের কোটিপতি ডব্লিউ. কে. ভ্যান ডার হল্টের মেয়ে। কর্নেল আর্মস্ট্রং বিয়ে করেছিলেন এককালের বিখ্যাত আমেরিকান অভিনেত্রী লিণ্ডা আরডেনের মেয়ে সোনিয়াকে। আমেরিকায় থাকতেন এই দম্পতি, অতি আদরের একমাত্র কন্যাকে নিয়ে। তিন বছর বয়সে বাচ্চাটা অপহৃত হয়, অবিশ্বাস্য অঙ্কের মুক্তিপণ চাওয়া হয় তার জন্য। দুই লাখ ডলার! বহু ঝামেলার পর সেই দাবি মিটিয়ে দিলেও ডেইজি আর্মস্ট্রংকে জীবিত পাওয়া যায়নি, পাওয়া গিয়েছিল ওর লাশ—পনেরো দিন পরে। পুরো আমেরিকা জুড়ে হৈচৈ পড়ে গিয়েছিল এ-নিয়ে। দুর্ভাগ্যের আরও কিছু বাকি ছিল তখনও। ঘটনার সময় মিসেস আর্মস্ট্রং দ্বিতীয়বারের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন, ডেইজির মৃত্যুর কিছুদিনের মাথায় মৃত এক সন্তান প্রসব করে মারা যান তিনি। শোকে-দুঃখে পাগলপ্রায় কর্নেল আর্মস্ট্রং কপালে পিস্তল ঠেকিয়ে

BanglaBook.org

আত্মহত্যা করেন।'

'ভয়ানক ট্র্যাজেডি,' মন্তব্য করলেন বুচ। 'এবার মনে পড়ছে। আরও কে একজন যেন মারা গিয়েছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ। ডেইজির বিদেশি নার্সারি-মেইড—ফ্রেঞ্চ বা সুইস ছিল সে... সঠিক মনে নেই। পুলিশ ভেবেছিল অপহরণের সঙ্গে সে জড়িত, মেয়েটি সেটা অস্বীকার করলেও কানে তোলেনি। শেষ পর্যন্ত হতাশায় ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে সে। অবশ্য পরে জানা গিয়েছিল, মেয়েটি নির্দোষ। তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

'দুঃখজনক,' মাথা নাড়লেন বুচ।

'এরপর কী ঘটল?' জানতে চাইলেন ডা. কনস্ট্যান্টাইন।

'ঘটনার প্রায় ছ'মাস পরে গ্রেফতার হয় অপহরণকারী দলের নেতা ক্যাসেটি। পেশাদার চক্র ছিল ওরা, একই পদ্ধতি আগেও ব্যবহার করেছে। পুলিশ ওদের পিছে লেগেছে জানলেই খুন করত অপহৃত শিশুকে, লাশ লুকিয়ে রেখে বাচ্চার বাবা-মায়ের কাছ থেকে যতটা পারে টাকা হাতিয়ে নিত।

'যা হোক, ডেইজি আর্মস্ট্রঙের মৃত্যুর জন্য ক্যাসেটিই যে দায়ী, তাতে কোনও সন্দেহ ছিল না। বিশাল অর্থবিত্তের মালিক হয়েছিল সে অপহরণ আর ব্ল্যাকমেইলের মাধ্যমে। আর টাকা খাটিয়েই শেষতক ছাড়া পেয়ে যায় শয়তানটা, আইনের ফাঁক গলে। তবে আদালত থেকে রেহাই পেলেও জনগণ তাকে ছাড়ত না, নির্ঘাত গণপিটুনি দিয়ে মেরে ফেলত; কিন্তু ধূর্ত ক্যাসেটি ধোঁকা দেয় সবাইকে... পালিয়ে যায়। কীভাবে, সেটা এখন বুঝতে পারছি। নামধাম পাল্টে আমেরিকা ত্যাগ করে সে। শৌখিন পর্যটক সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছিল দুনিয়াময়, যাতে কেউ তাকে খুঁজে না পায়।'

'এ দেখি সাক্ষাৎ শয়তান!' বললেন বুচ। 'কিছু মনে করবেন

BanglaBook.org

না, মসিয়ো পোয়ারো, তবে এ-লোক মারা যাওয়ায় আমি মোটেই দুঃখ পাচ্ছি না।'

'দুঃখ পাবার কথাও নয়। দুনিয়ার বুক থেকে একটা পিশাচ কমল।'

'দুঃখ শুধু একটাই—হতভাগা আমার ট্রেনে এসে মরতে গেল কেন?' মুখ কালো করে বললেন বুচ। 'আর কোথাও মরতে পারল না?'

হাসলেন পোয়ারো। 'ভাল বলেছেন, তাতে আমাদের ঝামেলা কমে যেত অনেক।'

কাঁধ ঝাঁকালেন বুচ। 'যাক গে, যা হবার তো হয়েই গেছে। খুনিকে খুঁজে বের করা এখন আমাদের অবশ্যকর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কথা হলো, কে সে? ক্যাসেটির কোনও অপরাধী প্রতিপক্ষ, যাদের সে অতীতে ধোঁকা দিয়েছে; নাকি ব্যাপারটা স্রেফ ব্যক্তিগত প্রতিশোধ?'

পোড়া কাগজ থেকে পাওয়া সূত্রের কথা বললেন পোয়ারো। 'আমার ধারণা কাগজটা খুনিই পুড়িয়েছে। কেন? কারণ ওতে ডেইজি আর্মস্ট্রঙের নাম লেখা ছিল। অমন একটা সূত্র ফেলে যেতে চায়নি সে।'

'আর্মস্ট্রং পরিবারের কেউ কি বেঁচে আছে?' জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার।

'দুর্ভাগ্য, সেটা আমার জানা নেই,' বললেন পোয়ারো। 'তবে মিসেস আর্মস্ট্রঙের ছোট এক বোন আছে বলে পত্রিকায় পড়েছিলাম।'

বুচকে র‍্যাচেটের কামরায় তল্লাশির বিবরণ শোনালেন তিনি। ঘড়ির প্রসঙ্গ আসতেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল রেল কর্মকর্তার চেহারা। বললেন, 'বাহ্, তা হলে তো হত্যাকাণ্ডের নিখুঁত সময়টা জানা গেল।'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন পোয়ারো। 'বলতে পারেন মেঘ না চাইতেই জল।'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন বুচ আর কনস্ট্যান্টাইন। ডাক্তার বললেন, 'সময়ের ব্যাপারে তখনও আপনাকে সন্দিহান দেখলাম, কারণ কী? আপনি নিজেই তো বলেছেন, কণ্ডাক্টরের সঙ্গে একটা বাজার বিশ মিনিট আগে র‍্যাচেটকে কথা বলতে শুনেছেন আপনি।'

যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও সায় দিলেন পোয়ারো।

'তা হলে এটুকু তো নিশ্চিত, র‍্যাচেট... মানে, ক্যাসেটি... আচ্ছা থাক, র‍্যাচেটই বলি... রাত একটা বাজার বিশ মিনিট আগে জীবিত ছিল।'

'ও-রকমই,' স্বীকার করলেন পোয়ারো, 'নিখুঁতভাবে বলতে গেলে... একটা বাজার তেইশ মিনিট আগে।'

'রাইট। তারমানে বারোটা সাঁইত্রিশে র‍্যাচেট বেঁচে ছিল—এটা একটা প্রতিষ্ঠিত সত্য।'

হ্যাঁ-না কিছুই বললেন না পোয়ারো, কী যেন ভাবছেন।

দরজায় টোকা পড়ল, পরক্ষণে রেস্টুরেন্টের অ্যাটেনডেন্ট ঢুকল কামরায়।

'ডাইনিং কার খালি হয়ে গেছে, সার,' জানাল সে।

উঠে দাঁড়ালেন বুচ। 'চলুন, তা হলে ওখানেই যাওয়া যাক।'

'আমি আপনাদের সঙ্গে থাকতে পারি?' জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার।

'বিলক্ষণ! অবশ্য... মসিয়ো পোয়ারোর যদি আপত্তি না থাকে আর কী।'

'না, আপত্তি নেই,' বললেন পোয়ারো। 'চলুন।'

কামরা থেকে বেরিয়ে এলেন তিনজনে।

BanglaBook.org

নয়

জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করার জন্য ডাইনিং কার সম্পূর্ণ তৈরি। একটা টেবিলের একপাশ দখল করে বসলেন পোয়ারো আর বুচ, অন্যপাশ খালি রইল সাক্ষীর জন্য। ডাক্তার বসলেন আইলের ওপারে। পোয়ারোর টেবিলের উপর রাখা হয়েছে ইস্তাম্বুল-ক্যালে কোচের একটা ড্রয়িং—বিভিন্ন কামরায় যাত্রীদের অবস্থান লাল কালিতে নির্দেশ করা হয়েছে তাতে। টেবিলের একপাশে রাখা হয়েছে সবার পাসপোর্ট আর টিকেট। এ ছাড়া রাখা হয়েছে লেখার কাগজ, কলম, পেন্সিল আর কালি।

'চমৎকার!' আয়োজন দেখে সন্তোষ প্রকাশ করলেন পোয়ারো। 'তদন্তের কাজ তা হলে শুরু করা যাক। প্রথমেই ওয়্যাগন-লিট কণ্ডাক্টরের জবানবন্দি নেব। মসিয়ো বুচ, লোকটা সম্ভবত আপনার পরিচিত। কিছু বলতে পারেন ওর সম্পর্কে? কেমন মানুষ সে? স্বভাব-চরিত্র কেমন? ওর উপর কি বিশ্বাস রাখা যায়?'

'অবশ্যই,' জোর দিয়ে বললেন বুচ। 'প্রায় পনেরো বছর ধরে কোম্পানিতে চাকরি করছে পিয়ের মিশেল। ফরাসি, ক্যালের কাছে বাড়ি। সৎ ও কর্মঠ বলে সুনাম আছে ওর, তবে একটু বোকাসোকা।'

'ধন্যবাদ,' মাথা ঝোঁকালেন পোয়ারো। 'তা হলে ডাকা যাক

BanglaBook.org

কয়েক মিনিট পরে হাজির হলো মিশেল। ঘটনার প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে উঠেছে সে, তবে এখনও বেশ নার্ভাস।

'আশা করি মসিয়োরা ভাবছেন না, আমার দিক থেকে কোনও গাফিলতি ছিল,' পোয়ারো আর বুচের সামনে বসে করুণ গলায় বলল সে। পালা করে তাকাচ্ছে ওঁদের দিকে। 'ঘটনাটা মারাত্মক, কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমার কোনও হাত ছিল না ওতে।'

'আমরা তেমন কিছু ভাবছি না,' তাকে আশ্বস্ত করলেন পোয়ারো। 'দুশ্চিন্তা কোরো না।'

শুরু হলো জেরা। প্রথমে মিশেলের ব্যক্তিগত তথ্য নিলেন তিনি—পুরো নাম, ঠিকানা, চাকরির দৈর্ঘ্য, এই রুটে তার কাজ করবার সময়সীমা, ইত্যাদি। স্বাভাবিক প্রশ্নোত্তরে কিছুটা শান্ত হয়ে এল কণ্ডাক্টর। এরপর শুরু হলো আসল জিজ্ঞাসাবাদ।

'এবার তা হলে গতরাতের প্রসঙ্গে আসা যাক, কী বলো?' বললেন পোয়ারো। 'মি. র‍্যাচেট বিছানায় গেলেন কখন?'

'ডিনারের ঠিক পর পরই, মসিয়ো,' বলল মিশেল। 'বেলগ্রেড ছাড়ার আগে। গত পরশুও একই সময় বিছানায় গেছেন। আমাকে বলে দিয়েছিলেন ডিনারের সময় বিছানা ঠিকঠাক করে রাখতে; আমি তা-ই করেছি।'

'তোমার পরে আর কেউ গেছে ওই কামরায়?'

'মি. র‍্যাচেটের আর্দালি, আর তাঁর সেক্রেটারি।'

'আর কেউ?'

'জী না, মসিয়ো। অন্তত আমি দেখিনি।'

'হুম। শেষ কখন তাঁকে জীবিত দেখেছ বা তাঁর কথা শুনেছ?'

'কেন, মসিয়ো, ভুলে গেলেন? একটা বাজার বিশ মিনিট আগে তিনি বেল বাজিয়েছিলেন। ওই যে, আমরা থেমে যাবার পর।'

BanglaBook.org

'তারপর কী ঘটল, সেটাই তোমার মুখ থেকে শুনতে চাইছি।'

'বলার মত কিছু না, মসিয়ো। আমি গিয়ে টোকা দিলাম দরজায়, নাম ধরে ডাকলাম... জবাবে তিনি বললেন ভুল করে ঘণ্টি বাজিয়েছেন।'

'ইংরেজিতে, নাকি ফরাসি ভাষায়?'

'ফরাসি ভাষায়।'

'ঠিক কী বলেছিলেন?'

'কিছু হয়নি, ভুল করে ঘণ্টি বাজিয়েছি।'

'ঠিক,' মাথা ঝাঁকালেন পোয়ারো। 'আমিও তা-ই শুনেছি। এরপর কী ঘটল? তুমি নিজের পোস্টে ফিরে গেলে?'

'জী না, মসিয়ো। পাশের কামরা থেকে আরেকটা ঘণ্টি বেজেছিল, ওটার জবাব দিতে গেছি।'

'বুঝলাম। এবার, মিশেল, খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন করব তোমাকে। রাত সোয়া একটায় তুমি কোথায় ছিলে?'

'আমি, মসিয়ো? আর কোথায়... করিডরের প্রান্তে, আমার ছোট্ট সিটে!'

'পুরো সময়?'

'ইয়ে... মানে...'

'ঠিক করে বলো, মিশেল।'

'পাশের কোচ... মানে অ্যাথেন্সের কোচে গিয়েছিলাম একবার, আমার সহকর্মীর সঙ্গে দেখা করতে। তুষারপাত নিয়ে গল্প করেছি আমরা, রাত বোধহয় তখন একটা বা তার সামান্য বেশি। ঘড়ি দেখিনি, তাই সঠিক বলতে পারছি না।'

'কখন ফিরেছ?'

'ঘণ্টি বাজলে। ওই যে, আপনাকে কাল রাতে বললাম না? আমেরিকান মহিলা পাগলামি শুরু করেছিলেন? তখন।'

'মনে আছে। তারপর?'

BanglaBook.org

'তারপর তো আপনি ঘণ্টি বাজালেন। আমি আপনাকে পানি এনে দিলাম। এরও আধঘণ্টা পর মি. র‍্যাচেটের সেক্রেটারির বিছানা গুছিয়ে দিয়েছি।'

'হুম। তখন মি. ম্যাককুইন কি তাঁর কামরায় একা ছিলেন?'

'জী না। পনেরো নম্বরের ইংরেজ কর্নেল ছিলেন ওখানে। গল্প করছিলেন দুজনে।'

'কর্নেল ওখান থেকে বেরিয়ে আর কোথাও গেছেন?'

'জী না। নিজের কামরায় ফিরেছেন।'

'পনেরো নম্বরে। ওটা তো বোধহয় তোমার সিট থেকে বেশ কাছে, তাই না?'

'জী, মসিয়ো। করিডরের ওপাশ থেকে দ্বিতীয় কামরা।'

'কর্নেলের বিছানা গোছগাছ করতে হয়নি?'

'সেটা ডিনারের সময়েই করে দিয়েছিলাম।'

'কামরায় কখন ফিরেছেন কর্নেল?'

'ঠিক বলতে পারব না। বোধহয় দুটোর দিকে।'

'তারপর?'

'তারপর আর কিছু না। সকাল পর্যন্ত নিজের সিটেই ছিলাম আমি।'

'অ্যাথেন্সের কোচে আর যাওনি?'

'জী না।'

'হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিলে?'

'না, মসিয়ো। ট্রেন থেমে থাকায় কোনও দুলুনি ছিল না, আমারও ঘুম আসেনি।'

'করিডরে আর কোনও যাত্রীকে দেখেছ?'

একটু ভাবল মিশেল। 'করিডরের আরেক প্রান্তে এক মহিলাকে বাথরুমে যেতে দেখেছি।'

'কোন্ মহিলা?'

BanglaBook.org

'বলতে পারি না, মসিয়ো। আমার দিকে পিঠ ফেরানো ছিল তাঁর। শুধু তাঁর লাল কিমোনো, আর কিমোনোর পিঠে আঁকা ড্রাগনের ছবি দেখেছি।'

'আর কিছু?'

'নাহ্। সকাল পর্যন্ত আর কিছুই ঘটেনি।'

'ভাল করে ভাবো।'

'ও, হ্যাঁ, একবার দেখলাম আপনি দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিচ্ছেন।'

'বাহ্, তোমার নজর দেখছি বেশ কড়া। স্মরণশক্তিও ভাল।' প্রশংসা করলেন পোয়ারো। 'কেন উঁকি দিয়েছিলাম, জানো? আমার মনে হচ্ছিল কেউ বা কিছু একটা আমার দরজায় বাড়ি খেয়েছে। শব্দটা কীভাবে হলো, বলতে পারো?'

অবাক হলো মিশেল। 'কই, কিছু দেখিনি তো। উঁকি দেবার আগে আপনার দরজায় কেউ ছিল না, মসিয়ো। আমি নিশ্চিত।'

'হুম, তা হলে ভুল শুনেছিলাম বোধহয়,' ঠোঁট কামড়ালেন পোয়ারো।

'আওয়াজটা পাশের কামরাতেও হতে পারে,' বললেন বুচ। 'হয়তো দরজায় নয়, দেয়ালে বাড়ি খেয়েছিল কেউ।'

অনুমানটা পোয়ারো কানে তুললেন কি না বোঝা গেল না। হয়তো কণ্ডাক্টরের সামনে আলোচনা করতে চাইছেন না, তাই আর উচ্চবাচ্য করলেন না বুচ।

'আরেকটা পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করা যাক,' পোয়ারো বললেন। 'যদি ধরে নিই, গতরাতে একজন খুনি উঠেছিল ট্রেনে, তার পক্ষে কি খুন শেষে নেমে যাওয়া সম্ভব ছিল?'

মিশেল মাথা নাড়ল। 'না, মসিয়ো।'

'কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারে না?'

'আমরা ভালমত তল্লাশি করেছি, বন্ধু,' বললেন বুচ। 'কাউকে

BanglaBook.org

পাওয়া যায়নি। কাজেই সে-সম্ভাবনার কথা ভুলে যেতে পারেন।'

'তা ছাড়া,' যোগ করল মিশেল, 'আমার চোখ এড়িয়ে কারও পক্ষে স্লিপিং-কারে ওঠা সম্ভব নয়।'

'আমাদের শেষ স্টপেজ কোন্‌টা ছিল?'

'ভিঙ্কাভি।'

'ক'টায়?'

'এগারোটা আটান্ন-তে ওখানে পৌঁছুবার কথা ছিল, তবে আবহাওয়ার কারণে বিশ মিনিট দেরি হয়েছে আমাদের।'

'অ! ট্রেনের সাধারণ ক্যারিজ থেকে কি কারও পক্ষে স্লিপিং-কারে আসা সম্ভব ছিল?'

'জী না। ডিনারের পর পরই বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল সাধারণ ক্যারিজ আর স্লিপিং-কারের মধ্যকার দরজা।'

'ভিঙ্কাভিতে তুমি নেমেছিলে?'

'হ্যাঁ, মসিয়ো। প্ল্যাটফর্মে নেমে সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সব স্টেশনেই তা করি। আমি একা না, সব কণ্ডাক্টরই নামে।'

'সামনের দরজা? রেস্টুরেন্টের দিকে যেতে যেটা পড়ে?'

'ওটা সবসময়েই ভিতর থেকে বন্ধ করা থাকে।'

'এখন কিন্তু বন্ধ নেই।'

বিস্ময় ফুটল মিশেলের চেহারায়। পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে বলল, 'হয়তো কোনও যাত্রী খুলেছেন—তুষার দেখার জন্য।'

'হয়তো,' বিড়বিড় করলেন পোয়ারো। টেবিলের উপর চিন্তিত ভঙ্গিতে টোকা দিলেন কয়েকটা।

'মসিয়ো আমাকে দোষী ভাবছেন না তো?' আকুতি ঝরল মিশেলের কণ্ঠে।

অভয়ের হাসি হাসলেন পোয়ারো। 'না, তুমি স্রেফ দুর্ভাগ্যের শিকার। ও... আরেকটা ব্যাপার মনে পড়ল। তুমি যখন মি.

BanglaBook.org

র‍্যাচেটের দরজায় টোকা দিচ্ছিলে, তখন আরেকটা কামরা থেকে ঘণ্টি বাজছিল। সেটা কার?'

'প্রিন্সেস দ্রাগোমিরফের। তাঁর পরিচারিকাকে ডেকে দেবার জন্য ঘণ্টি বাজাচ্ছিলেন।'

'ডেকেছিলে?'

'জী, মসিয়ো।'

টেবিলে বিছানো ড্রয়িংটা কয়েক মুহূর্ত জরিপ করলেন পোয়ারো। তারপর মুখ তুলে বললেন, 'আপাতত আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। তুমি যেতে পারো।'

উঠে দাঁড়াল মিশেল। করুণ চোখে তাকাল মসিয়ো বুচের দিকে।

'নির্ভয়ে থাকো,' বুচ বললেন। 'তোমার তরফ থেকে দায়িত্বে কোনও ধরনের অবহেলা চোখে পড়েনি আমাদের।'

কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে ডাইনিং কার থেকে বেরিয়ে গেল কণ্ডাক্টর।

BanglaBook.org

দশ

কয়েক মিনিটের জন্য আপন চিন্তায় ডুবে গেলেন পোয়ারো। এরপর নীরবতা ভেঙে বললেন, 'আমার মনে হয় ম্যাককুইনের সঙ্গে আরেকবার কথা বলা দরকার। নতুন বেশ কিছু তথ্য পাওয়া গেছে, দেখা যাক এবার সে কী বলে।'

খবর পেয়ে খুব দ্রুত হাজির হলো আমেরিকান যুবকটি।

'তারপর?' জিজ্ঞেস করল সে। 'কেমন এগোচ্ছে আপনাদের তদন্ত?'

'মন্দ নয়,' পোয়ারো বললেন। 'ইতোমধ্যে মি. র‍্যাচেটের সত্যিকার পরিচয় উদ্‌ঘাটন করতে পেরেছি।'

আসন গ্রহণ করল ম্যাককুইন। আগ্রহের সুরে জানতে চাইল, 'কী সেই পরিচয়?'

'আপনার সন্দেহই ঠিক। র‍্যাচেট তার ছদ্মনাম। প্রকৃত নাম ক্যাসেটি... কুখ্যাত এক কিডন্যাপার, ডেইজি আর্মস্ট্রঙের আলোচিত অপহরণের মূল হোতা ছিল সে।'

চোয়াল ঝুলে পড়ল ম্যাককুইনের, পরমুহূর্তে বিস্ময় সরে গিয়ে চেহারায় ভর করল ঘৃণা।

'পিশাচ কোথাকার!' হিসিয়ে উঠল সে।

'আপনি এ-ব্যাপারে কিছুই জানতেন না?'

'না, সার,' দৃঢ় গলায় বলল ম্যাককুইন। 'জানলে কখনোই ওর চাকরি নিতাম না। প্রয়োজনে না খেয়ে মরতাম।'

'কথাগুলো খুব রূঢ় শোনাচ্ছে। বিশেষ কোনও কারণ আছে তার পিছনে?'

'অবশ্যই আছে। ওই কেসে আমার বাবা ছিলেন সরকার পক্ষের উকিল, মসিয়ো পোয়ারো। মিসেস আর্মস্ট্রংকে বেশ কয়েকবারই দেখেছি আমি। ভীষণ নরম স্বভাবের মহিলা ছিলেন, ভেঙে পড়েছিলেন একমাত্র মেয়েকে হারিয়ে। কী ভয়ানক হৃদয়বিদারক ব্যাপার... না দেখলে বুঝবেন না। আমি তো বলব উচিত শাস্তি পেয়েছে ক্যাসেটি। ওর মত পিশাচের বেঁচে থাকার অধিকার নেই।'

'যেভাবে বলছেন, তাতে মনে হচ্ছে শাস্তিটা আপনি নিজ হাতেই দিতে চাইছিলেন।'

'চেয়েছি তো! চাইব না কেন? আমি...' এটুকু বলেই থমকে

BanglaBook.org

গেল ম্যাককুইন। বোধোদয় হয়েছে হঠাৎ। লজ্জার হাসি হাসল। 'দুঃখিত, আমি সম্ভবত নিজেই নিজের উপর সন্দেহ টেনে আনছি।'

'মোটেই না,' পোয়ারো বললেন। 'বরং ক্যাসেটির জন্য সহানুভূতি দেখালে আমি সন্দেহ করতাম আপনাকে।'

'সেটা কখনোই সম্ভব নয়,' বলল ম্যাককুইন। একটু ইতস্তত করল, 'ইয়ে... একটা প্রশ্ন করব? ক্যাসেটির পরিচয় কীভাবে বের করলেন আপনারা?'

'তার কামরায় পাওয়া একটা চিরকুট থেকে।'

'তা কী করে...' একটু যেন অবাক হলো ম্যাককুইন। 'ইয়ে... বুড়ো তা হলে অসতর্ক হয়ে পড়েছিল ভীষণ।'

'কার অসতর্কতা, সেটা দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে।'

পোয়ারোর কণ্ঠে হেঁয়ালির সুর। গূঢ় অর্থ বুঝতে না পেরে বোকার মত তাকিয়ে রইল ম্যাককুইন।

'ঘটনার সময় কে কোথায় ছিল, সেটা বের করবার চেষ্টা করছি আমি,' প্রসঙ্গ বদলালেন পোয়ারো। 'আশা করি আপনার তাতে আপত্তি নেই? স্রেফ রুটিন কয়েকটা প্রশ্ন করব।'

'আপত্তি কীসের, যা খুশি জিজ্ঞেস করুন। সন্দেহের তালিকা থেকে যত তাড়াতাড়ি নিজের নাম কাটানো যায় ততই মঙ্গল।'

'আপনার কামরার নম্বর জানতে চাইব না। আপনার সঙ্গে এক রাত ওখানে থেকেছি আমি। সেকেণ্ড ক্লাসের ছয় আর সাত। আমি চলে আসার পর নিশ্চয়ই ওখানে একা থাকছেন আপনি?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে গতরাতে ডিনারের পর থেকে কী কী করেছেন, তা খুলে বলুন আমাদের।'

'সেটা তো খুব সহজ। ডিনারের পর কিছুক্ষণের জন্য কামরায় ফিরে গিয়েছিলাম, বেলগ্রেডের প্ল্যাটফর্মেও নেমেছি। তবে ঠাণ্ডা

BanglaBook.org

বেশি হওয়ায় ট্রেনের ভিতরে ফিরে আসি আবার। পাশের কামরার ইংরেজ মেয়েটির সঙ্গে কিছু সময় গল্প করেছি, এরপর আড্ডা দিয়েছি কর্নেল আর্বাথনটের সঙ্গে। আপনি তো আমাদের দেখেছেন, মসিয়ো। এরপর মি. র‍্যাচেটের কাছে গিয়েছিলাম ডিকটেশনের জন্য... সেটা আগেই বলেছি। চিঠি লেখা শেষ হলে তাঁকে শুভরাত্রি বলে চলে আসি। করিডরে বেরিয়ে দেখলাম কর্নেল তখনও দাঁড়িয়ে আছেন ওখানে। তাই তাকে আমরা কামরায় আমন্ত্রণ জানালাম গল্প করবার জন্য। দুটো ড্রিঙ্কের অর্ডার দিয়ে জম্পেশ আড্ডায় মেতে উঠেছিলাম সমসাময়িক রাজনীতি আর ভারতীয় সরকার নিয়ে। আমেরিকার অর্থনীতি আর ওয়াল স্ট্রিট বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। ব্রিটিশরা একটু ঘাড়ত্যাড়া হয় বলে জানতাম, কিন্তু কর্নেল আমার ভুল ভেঙে দিয়েছেন। যথেষ্ট উদারমনা লোক তিনি।'

'কখন শেষ হয়েছে আপনাদের আড্ডা?'

'বেশ দেরিতে। রাত প্রায় দুটোর দিকে।'

'ট্রেন যে থেমে গেছে, সেটা টের পেয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। বেশ অবাক হয়েছিলাম। জানালা দিয়ে বাইরের তুষার দেখতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু সেটা খুব সাংঘাতিক বলে মনে হয়নি।'

'কর্নেল আর্বাথনট চলে যাবার পর কী করেছেন?'

'কণ্ডাক্টরকে ডেকে বিছানা পেতে দিতে বললাম।'

'ও যখন কাজ করছিল, তখন আপনি কোথায় ছিলেন?'

'করিডরে। সিগারেট ধরিয়েছিলাম।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী? বিছানায় উঠে সকাল অবধি ঘুমিয়েছি।'

'রাতে একবারও বাইরে যাননি আপনি বা কর্নেল আর্বাথনট?'

'ওফফো. বলতে ভুলে গেছি। কী যেন স্টেশনটার নাম... হ্যাঁ, ভিঙ্কাভি। ওখানে ট্রেন পৌঁছুলে হাঁটাহাঁটির জন্য প্ল্যাটফর্মে

BanglaBook.org

নেমেছিলাম দুজনে। কিন্তু ঠাণ্ডার কারণে বেশিক্ষণ তা সম্ভব হয়নি। তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছিলাম।'

'কোন্ দরজা দিয়ে নেমেছিলেন?'

'আমার কামরা থেকে যেটা কাছে, সেটা দিয়ে।'

'ডাইনিং কারের পাশেরটা?'

'হ্যাঁ।'

'ওটার ছিটকিনি লাগানো ছিল কি না মনে করতে পারেন?'

ভাবল ম্যাককুইন। 'উম্‌ম্‌... হ্যাঁ, ছিল। ছিটকিনি খুলেই নেমেছিলাম।'

'ফিরে আসার পর ওটা আবার লাগিয়ে দিয়েছিলেন?'

'এই রে,' দাঁত দিয়ে জিভ কাটল ম্যাককুইন। 'লাগাইনি বোধহয়। মনে ছিল না একদম। লাগানো কি জরুরি ছিল?'

'হয়তো,' সংক্ষেপে বললেন পোয়ারো। 'অন্য বিষয়ে কথা বলি। আপনি আর কর্নেল যখন আড্ডা দিচ্ছিলেন, কামরার দরজা নিশ্চয়ই খোলা ছিল? করিডর দেখতে পাচ্ছিলেন?'

মাথা ঝাঁকিয়ে ইতিবাচক জবাব দিল ম্যাককুইন।

'বেশ, তা হলে মনে করে দেখুন,' পোয়ারো বললেন, 'ভিঙ্কাভি থেকে ট্রেন ছাড়ার পর... এবং কর্নেল যখন তাঁর কামরায় ফিরে গেলেন... এর মাঝে করিডরে কাউকে হাঁটাচলা করতে দেখেছেন আপনারা?'

গাল চুলকাল ম্যাককুইন। 'কণ্ডাক্টরকে একবার যেতে দেখেছি, যদ্দূর মনে পড়ে। ডাইনিং কারের দিক থেকে আসছিল। এক মহিলাও গেছেন দরজার সামনে দিয়ে, তবে বিপরীত ডিরেকশনে।'

'কোন্ মহিলা?'

'জানি না। খেয়াল করিনি। আসলে হয়েছে কী, তখন খুব জটিল এক বিষয় নিয়ে তর্ক করছিলাম কর্নেলের সঙ্গে; করিডরের

BanglaBook.org

দিকে তাকাবার সময় ছিল না। এক ঝলকের জন্য লাল সিল্ক জড়ানো একটা মহিলাকে দেখলাম মনে হলো। আমি ফিরে তাকাইনি।'

ঠোঁট কামড়ালেন পোয়ারো। 'মহিলা বাথরুমে যাচ্ছিল বোধহয়?'

'আমার তা-ই ধারণা। ওদিকে বাথরুম ছাড়া আর কিছু নেই।'

'ফিরতে দেখেছেন তাকে?'

'ভাল প্রশ্ন করেছেন। না, ফিরতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। কিন্তু ফিরেছে নিশ্চয়ই। বাথরুমে নিশ্চয়ই রাতভর পড়ে থাকেনি।'

'শেষ প্রশ্ন। আপনি পাইপে ধূমপান করেন?'

'না, সার। পাইপ ব্যবহার করি না আমি।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি এবার আসতে পারেন। কষ্ট করে যদি মি. র‍্যাচেটের আর্দালিকে পাঠিয়ে দেন, খুব খুশি হব। নাম বোধহয় মাস্টারসন, তাই না? আপনারা দুজনেই কি সবসময় সেকেণ্ড ক্লাসে ভ্রমণ করেন?'

'মাস্টারসন করে, আমি সাধারণত ফার্স্ট ক্লাসেই উঠি... সম্ভব হলে মি. র‍্যাচেটের পাশের কামরাতেই। এবার সেটা সম্ভব হয়নি। সব সিট বুক হয়ে গিয়েছিল। অগত্যা সেকেণ্ড ক্লাসে উঠতে হয়েছে।'

'বুঝতে পেরেছি। ধন্যবাদ, মি. ম্যাককুইন।'

BanglaBook.org

এগারো

ম্যাককুইন চলে যাবার খানিক পরেই উদয় হলো র‍্যাচেটের শীর্ণদেহী আর্দালি। প্রতিক্রিয়াহীন চেহারা, কোনও আবেগ ফুটছে না। ডাইনিং কারে ঢুকে নতমুখে দাঁড়াল পোয়ারো আর বুচের টেবিলের পাশে, যেন হুকুমের অপেক্ষা করছে।

'বসো,' ইশারা করলেন পোয়ারো।

জড়োসড়ো ভঙ্গিতে তাঁর মুখোমুখি বসল লোকটা।

'তুমিই তো মি. র‍্যাচেটের আর্দালি ছিলে, তাই না?'

'জী, সার।'

'তোমার নাম?'

'এডওয়ার্ড হেনরি মাস্টারম্যান।'

'বয়স?'

'উনচল্লিশ, সার।'

'বাড়ির ঠিকানা?'

'২১, ফ্রায়ার স্ট্রিট, ক্লার্কেনওয়েল।'

'তোমার মনিব যে খুন হয়েছেন, সেটা শুনেছ নিশ্চয়ই?'

'জী, সার। খুব সাংঘাতিক ঘটনা।'

'তা তো বটেই। শেষ কখন তাঁকে জীবিত দেখেছিলে, বলবে আমাদের?'

একটু ভাবল মাস্টারসন। 'গতরাতে, আনুমানিক ন'টার দিকে

BanglaBook.org

তাঁর কামরায় গিয়েছিলাম। তখনই শেষ দেখা হয়েছে।'

'কেন গিয়েছিলে?'

'প্রতি রাতেই যেতে হয়, সার, ওঁর ব্যক্তিগত কাজগুলো সেরে দেবার জন্য।'

'কী কাজ?'

'আমি তাঁর পোশাক-আশাক গুছিয়ে দিই, নকল দাঁতের পাটি ভিজিয়ে রাখি পানিতে; আর লক্ষ রাখি রাতে যা যা দরকার হতে পারে, সব তাঁর হাতের কাছে আছে কি না।'

'গতরাতে তাঁর আচরণ কেমন ছিল?'

ইতস্তত করল মাস্টারসন। 'ইয়ে... খুব আপসেট মনে হয়েছে তাঁকে।'

'কী নিয়ে আপসেট?'

'একটা চিঠি পড়ছিলেন। আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, ওটা কে রেখে গেছে কামরায়। দেখিনি বলায় রেগে গেলেন খুব। আমার সব কাজে খুঁত ধরতে শুরু করলেন।'

'সেটা বুঝি খুব অস্বাভাবিক?'

'না, অস্বাভাবিক নয় মোটেই। বদমেজাজী লোক ছিলেন মি. র‍্যাচেট—অল্পতেই রেগে যেতেন। গতকাল রেগেছিলেন ওই চিঠির জন্য।'

'হুম। তোমার মনিব কি ঘুমের ওষুধ খেতেন?'

জবাবটা শোনার জন্য এদিকে একটু ঝুঁকে বসলেন ডা. কনস্ট্যান্টাইন।

'হ্যাঁ, সার। ট্রেন জার্নিতে সবসময় খেতেন। বলতেন, নইলে নাকি তাঁর ঘুম আসে না।'

'ওষুধটার নাম জানো?'

'জী না। শিশির উপর শুধু লেবেল আঁটা থাকত—*ঘুমের ওষুধ, শুধু শোবার আগে খেতে হবে।*'

BanglaBook.org

'কাল রাতে ওটা খেয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, সার। আমি নিজে গ্লাসে মিশিয়ে বেসিনের টেবিলে রেখেছিলাম।'

'তারমানে নিজ চোখে খেতে দেখোনি, তাই তো?'

'না, দেখিনি।'

'এরপর কী হলো?'

'মি. র‍্যাচেটকে জিজ্ঞেস করলাম, আর কিছু চাই কি না। সকালে কখন ডাকব, তাও জানতে চাইলাম। উনি বললেন, ডাকার দরকার নেই; ঘণ্টি না বাজানো পর্যন্ত যেন বিরক্ত না করি ওঁকে।'

'সেটা কি স্বাভাবিক?'

'খুবই, সার। কণ্ডাক্টরের মাধ্যমেই প্রতি সকালে আমাকে ডেকে পাঠাতেন তিনি।'

'কখন জাগতেন? ভোরে, নাকি বেলা করে?'

'মুডের উপর নির্ভর করত সেটা। কখনও ব্রেকফাস্টের আগে জাগতেন, আবার কখনও বা একেবারে লাঞ্চের সময়ে।'

'তা হলে আজ সকালে দেরি দেখে তুমি দুশ্চিন্তা করোনি?'

'না, সার।'

'তোমার মনিবের যে শত্রু ছিল, তা জানতে?'

'হ্যাঁ, জানতাম।'

'কীভাবে?'

'মি. ম্যাককুইনের সঙ্গে আলোচনা করতে শুনেছি তাঁকে। কারা যেন হুমকি দিয়ে চিঠি পাঠাচ্ছিল।'

'মি. র‍্যাচেটের সঙ্গে কেমন সম্পর্ক ছিল তোমার?'

মুখ শক্ত হয়ে গেল মাস্টারসনের। আবেগহীন গলায় বলল, 'এ-বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। তবে তিনি বেশ উদার মনিব ছিলেন।'

BanglaBook.org

'অথচ তুমি তাকে পছন্দ করতে না... অন্তত কথা শুনে তা-ই মনে হচ্ছে। কারণ কী?'

'আমেরিকানদের আমি এমনিতেই পছন্দ করি না, সার।'

'কখনও গেছ আমেরিকায়?'

'জী না, সার।'

'পত্রিকায় কখনও আর্মস্ট্রং কিডন্যাপিং কেসের খবর পড়েছ?'

একটু যেন রক্ত জমল আর্দালির গালে। 'নিশ্চয়ই পড়েছি। ছোট্ট একটা মেয়ে অপহৃত হয়েছিল, তাই না? মর্মান্তিক ঘটনা!'

'এটা কি জানতে, তোমার মনিবই সেই অপহরণের জন্য দায়ী?'

'না তো!' এই প্রথম একটা প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেল মাস্টারসনের কাছ থেকে। অবাক হয়েছে সে। 'এ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কিছু যায়-আসে না, ঘটনা সত্য। যাক গে, এবার তোমার গতরাতের গতিবিধির বর্ণনা দাও। র‍্যাচেটের কামরা থেকে বেরিয়ে কী করেছ?'

'মি. ম্যাককুইনের কাছে গিয়েছিলাম, ওঁকে বললাম যে মনিব ডাকছেন। তারপর নিজের কামরায় গিয়ে বই পড়েছি।'

'কোন্ কামরায় উঠেছ তুমি?'

'করিডরের শেষ মাথায়, ডাইনিং কারের ঠিক পাশেরটাতে।'

নকশায় চোখ বোলালেন পোয়ারো। 'কোন্ বার্থে?'

'নীচেরটা, সার।'

'চার নম্বর?'

'জী।'

'আর কেউ থাকছে তোমার সঙ্গে?'

'হ্যাঁ, সার। ইটালিয়ান এক লোক।'

'ও ইংরেজি বলতে পারে?'

BanglaBook.org

'উম্‌ম্‌... ইংরেজি বলা যেতে পারে... এক ধরনের ইংরেজি তো বটেই।' তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেল আর্দালির কণ্ঠে। 'আমেরিকায় ছিল সে, সম্ভবত শিকাগোতে।'

'কথাবার্তা হয় ওর সঙ্গে?'

'না, সার। আমি পড়তে ভালবাসি।'

মুচকি হাসলেন পোয়ারো। দৃশ্যটা কল্পনা করতে পারছেন—অভব্য বিশালদেহী ইটালিয়ানটির সান্নিধ্যে কেমন অস্বস্তি বোধ করে এই ভদ্রলোকের সেবক।

'ও!' বললেন তিনি। 'কী পড়ো তুমি?'

'এই মুহূর্তে একটা উপন্যাস পড়ছি—আরাবেলা রিচার্ডসনের *প্রেমের বন্দি।*'

'গল্পটা কেমন?'

'বেশ উপভোগ্য, সার।'

'হুম। তা হলে কামরায় ফিরে প্রেমের বন্দি পড়তে শুরু করলে তুমি। কতক্ষণ পড়েছ?'

'সাড়ে দশটা পর্যন্ত। এরপর ইটালিয়ান লোকটা বাতি নিভিয়ে ঘুমাতে চাইল। কণ্ডাক্টর এসে বিছানা তৈরি করে দিলে শুয়ে পড়লাম দুজনেই।'

'ঘুমিয়ে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে?'

'না, সার। ঘুমাতে পারিনি। দাঁতে ব্যথা করছিল।'

'বড় ভয়ানক ব্যথা। ওই ব্যথা নিয়েই শুয়ে রইলে? উপশমের জন্য কিছু করোনি?'

'লবঙ্গের তেল মেখেছিলাম, তাতে ব্যথা একটু কমেছিল। তবু ঘুম আসেনি। শেষ পর্যন্ত বেডলাইট জ্বেলে আবার বই পড়তে শুরু করি।'

'সারারাত একেবারেই ঘুমাওনি?'

'ভোর চারটার দিকে চোখ লেগে এসেছিল।'

BanglaBook.org

'আর তোমার সহযাত্রী সেই ইটালিয়ান?'
'ও তো রাতভর নাক ডাকিয়েছে।'
'রাতে একবারও কামরা থেকে বেরোয়নি?'
'না, সার।'
'তুমি বেরিয়েছিলে?'
'আমিও বেরোইনি।'
'কিছু শুনতে পেয়েছ?'
'অস্বাভাবিক কিছু না। আসলে, ট্রেনটা থেমে যাবার পর ক পরিবেশ খুব নীরব হয়ে পড়েছিল। তাতে বই পড়তে ধেই হয়েছে।'
চুপ করে জবাবগুলো খতিয়ে দেখলেন পোয়ারো। তারপর লন, 'মনে হচ্ছে আর কিছু বলার নেই। যে-ট্র্যাজেডিটা ঘটে , সেটার বিষয়ে কোনও আলোকপাত করতে পারবে?'
'না, সার। দুঃখিত।'
'তা হলে এটা বলো—তোমার মনিব আর মি. ম্যাককুইনের ম কোনও ধরনের রেষারেষি ছিল?'
'না, না। মি. ম্যাককুইনের মত মানুষ হয় না।'
'র‍্যাচেটের চাকরি নেবার আগে কোথায় ছিলে তুমি?'
'গ্রসভেনর স্কয়্যারের সার হেনরি টমলিনসনের কাজ তাম।'
'সে-চাকরি ছাড়লে কেন?'
'উনি পূর্ব আফ্রিকায় চলে যাচ্ছিলেন, আমাকে আর প্রয়োজন না। চাইলে যোগাযোগ করে দেখতে পারেন, ভাল কথাই বন আমার সম্পর্কে। অনেকদিন সার টমলিনসনের সঙ্গে াম কি না!'
'আর মি. র‍্যাচেটের সঙ্গে কতদিন?'
'ন'মাসের একটু বেশি।'

BanglaBook.org

'ধন্যবাদ, মাস্টারসন। ভাল কথা, তুমি কি পাইপ-স্মোকার?'

'না, সার। আমি শুধু সিগারেট খাই—গ্যাসপার ব্র্যাণ্ডের, সার।'

'ঠিক আছে, ওতেই চলবে। এবার যেতে পারো।'

উঠে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করল আর্দালি। বলল, 'মাফ করবেন, সার... কিন্তু আমেরিকান ওই ভদ্রমহিলাকে খুব উত্তেজিত অবস্থায় দেখে এসেছি। বলছেন, খুনি সম্পর্কে নাকি সবকিছুই জানা আছে তাঁর। রীতিমত হৈচৈ করছিলেন।'

'সেক্ষেত্রে,' হাসলেন পোয়ারো, 'তাঁর সঙ্গেই তো মনে হয় কথা বলা দরকার।'

'পাঠিয়ে দেব, সার? অনেকক্ষণ থেকেই কর্তৃপক্ষের কারও সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন তিনি। কণ্ডাক্টর হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে তাঁকে শান্ত রাখতে।'

'তা হলে আসতে বলো,' পোয়ারো বললেন। 'দেখি কী বলতে চান উনি।'

BanglaBook.org

বারো

হাঁপাতে হাঁপাতে ডাইনিং কারে পৌঁছুলেন মিসেস হাবার্ড, উত্তেজনায় ফেটে পড়বেন যেন। কথাই বলতে পারছেন না ঠিকমত। ভিতরে ঢুকেই কড়া গলায় বললেন, 'আগে বলুন, এখানে কর্তৃপক্ষের কে আছেন? আমার কাছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ

তথ্য আছে, কিন্তু সেগুলো আমি শুধু কর্তাব্যক্তিদের কাউকেই বলতে চাই... যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আপনাদের কেউ যদি...'

বাক্য অসমাপ্ত রেখে থেমে গেলেন তিনি, একে একে দেখলেন ডাইনিং কারে উপবিষ্ট তিনজনের মুখ।

পোয়ারো সামনে ঝুঁকলেন। 'যা বলার আমাকেই বলতে পারেন, মাদাম। কিন্তু তার আগে, দয়া করে, বসুন এখানটায়।'

ভারী শরীর নিয়ে ধপ্ করে তাঁর মুখোমুখি এসে বসলেন ভদ্রমহিলা। গলার স্বর খাদে নামিয়ে বললেন, 'আমার কথা মন দিয়ে শুনুন। গতরাতে একটা খুন হয়েছে এই ট্রেনে, আর সেই খুনি ঢুকেছিল আমারই কামরায়!' নাটকীয়তা বাড়াবার জন্য এটুকু বলেই চুপ হয়ে গেলেন।

'আপনি শিয়োর, মাদাম?'

'শিয়োর মানে? এ আবার কেমনতরো প্রশ্ন! যা বলি চুপচাপ শুনতে থাকুন। কাল রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুমাচ্ছি, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। কামরার ভিতরে তখন অন্ধকার... হ্যাঁ, মিশমিশে অন্ধকার। তারপরেও স্পষ্ট বুঝলাম, কেউ একজন রয়েছে কামরার ভিতরে। এত ভয় পেলাম যে চিৎকারও বেরুল না গলা দিয়ে। পড়ে পড়ে খালি ঈশ্বরকে ডাকলাম—হা, ঈশ্বর, রক্ষা করো... খুন হতে দিয়ো না আমাকে। বোঝাতে পারব না তখনকার অনুভূতি। হতচ্ছাড়া ট্রেনটার উপর কী যে ঘৃণা লাগছিল! ভাবছিলাম কোন্ দুঃখে উঠতে গিয়েছিলাম এটাতে। অবশ্য একটা সান্ত্বনা পাচ্ছিলাম—খুন করলেও আমার গহনাগুলো হাতাতে পারবে না ব্যাটা। মোজায় ভরে বালিশের তলায় লুকিয়ে রাখি ওগুলো। শক্ত জিনিস মাথার তলায় রেখে ঘুমাতে একটু অসুবিধে হয় বটে, কিন্তু ওগুলো নিরাপদ থাকছে, সে-ই বা কম কী? গহনা তো নয়, ওগুলো আমার জান! আচ্ছা, কী যেন বলছিলাম?'

কোনোমতে হাসি চাপলেন তিন শ্রোতা। গল্পবাজ মহিলা যেন

BanglaBook.org

অর্গল খুলে দিয়েছে তার মুখের, কথার তোড়ে খেই হারিয়েছে নিজেই।

পোয়ারো মনে করিয়ে দিলেন, 'ঘুম ভাঙার কথা বলছিলেন। ঘুম ভেঙেই মনে হলো একটা লোক ঢুকেছে আপনার কামরায়।'

'ও, হ্যাঁ। চোখ বন্ধ করে পড়ে রইলাম আমি, মনে মনে ভাবলাম—ভাগ্যিস আমার মেয়ে জানে না কত বড় বিপদে পড়েছি আমি! নইলে দুশ্চিন্তায় পাগল হয়ে যেত বেচারি। যা হোক শুয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। আলগোছে হাত নিয়ে গেলাম ঘণ্টির সুইচের কাছে। টিপতে শুরু করলাম ওটা। কী যে ভয় লাগছিল, মনে হচ্ছিল বুকের ভিতরে ফেটে যাবে হৃৎপিণ্ড। তার ওপর কোনও জবাব পাচ্ছিলাম না ঘণ্টির। ভাবছিলাম, তবে কি লোকটা ট্রেনের সবাইকেই খুন করেছে? আমিই কি ওর শেষ শিকার? বুঝতে পারছিলাম ট্রেন থেমে গেছে, সবাই যদি বেঁচে থাকত, তা হলে তো থামার কথা নয়। কেউ না কেউ ঠিকই চালিয়ে নিয়ে যেত... হায়, ঈশ্বর, এসব ভেবে হার্টফেল করার দশা আমার! যা হোক, ঘণ্টির বোতাম তাও ছাড়লাম না, টিপতে থাকলাম। অনেকক্ষণ পর করিডরে কণ্ডাক্টরের পায়ের আওয়াজ শুনলাম। দরজায় টোকা দিল সে। সাহস ফিরে পেয়ে ঝট্ করে উঠে বসলাম, জ্বেলে দিলাম বাতি। কী আশ্চর্য, জানেন, দেখি খুনি লোকটা গায়েব হয়ে গেছে!'

শ্রোতাদের এ-কাহিনি শুনিয়ে ভড়কে দেবেন বলে ভেবেছিলেন মিসেস হাবার্ড, কিন্তু বাস্তবে তা ঘটল না। নিরাসক্ত গলায় পোয়ারো জিজ্ঞেস করলেন, 'এরপর কী ঘটল, মাদাম?'

'কী ঘটল? মনে পড়লেই মেজাজ গরম হয়ে যাচ্ছে। কণ্ডাক্টরকে পুরো ঘটনা বলতেই সে হেসে উড়িয়ে দিল আমার কথা। এমন ভাব দেখাল, যেন আমি স্বপ্ন দেখেছি। জোর করে ওকে সিটের তলা পরীক্ষা করালাম, যদিও সে বলছিল ওখানে

BanglaBook.org

একজন মানুষের লুকানোর জায়গা হবে না। পাইওনি তাকে। বুঝলাম কোনোভাবে পালিয়ে গেছে সে। কিন্তু কামরায় যে ঢুকেছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। অথচ আপনাদের কণ্ডাক্টর কোনও কথাই বিশ্বাস করল না! শুনে রাখুন, ভুলভাল দেখা বা কল্পনা করবার মানুষ নই আমি, মিস্টার... দূর ছাই, আপনার নামটাই তো জানা হয়নি এখনও।'

'পোয়ারো, মাদাম। ইনি মসিয়ো বুচ, রেল কোম্পানির কর্মকর্তা। আর ওপাশে বসে আছেন ডা. কনস্ট্যান্টাইন।'

দায়সারা গোছের অভিবাদন জানালেন মিসেস হাবার্ড। 'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, ভদ্রমহোদয়গণ।' তারপরেই আবার ফিরে গেলেন নিজের কাহিনিতে। 'স্বীকার করছি, ওই পরিস্থিতিতে যতটা বুদ্ধিমত্তা দেখানো উচিত ছিল, তা আমি দেখাইনি। বরং পাশের কামরার ওই বুড়োকেই সন্দেহ করেছি। কণ্ডাক্টরকে বলেছি দু-কামরার মাঝখানের কানেক্টিং ডোরটা ছিটকিনি টেনে বন্ধ করে দিতে। পরে দরজার গায়ে একটা সুটকেস ঠেস দিয়ে রেখেছি নিশ্চিত হবার জন্য।'

'ক'টা বাজে তখন?' বাধা দিয়ে প্রশ্ন ছুড়লেন পোয়ারো।

'আমি কীভাবে বলব? যে-অবস্থায় ছিলাম, ঘড়ি দেখার কথা মনে থাকে নাকি?'

'হুম। তা হলে আপনার থিয়োরি কী? কে ঢুকেছিল আপনার কামরায়?'

'সেটা তো খুবই সহজ। নিশ্চয়ই ওই খুনিটা।'

'খুনিই যদি হয়ে থাকে, আপনার কামরায় ঢুকল কেন... আবার গায়েবই বা হলো কোথায়? নিশ্চয়ই র‍্যাচেটের কামরায় ফিরে যায়নি?'

'কোথায় গেছে তা আমি কী করে বলব? আমি তো চোখ বন্ধ করে রেখেছিলাম।'

BanglaBook.org

'দরজা গলে করিডরে বেরোয়নি তো?'

'বললাম তো, আমি কিছু দেখিনি। শুধু আমার মেয়ের কথা ভাবছিলাম...'

আবার গল্প শুরু হয় কি না, সেই আতঙ্কে তাড়াতাড়ি তাঁকে থামালেন পোয়ারো। 'এক মিনিট, মাদাম। এমন কি হতে পারে, পাশের কামরায় কারও নড়াচড়ার আওয়াজ শুনেছেন আপনি... সেটাকেই নিজের কামরার ভিতরে ভেবে ভুল করেছেন?'

'না, অসম্ভব! মিস্টার... কী যেন নাম আপনার... হ্যাঁ, পোয়ারো! শুনুন, লোকটা আমার সঙ্গে একই কামরাতে ছিল। আর আমি সেটা প্রমাণও করে দিতে পারব।'

'তা-ই?'

টেবিলের উপর নিজের হ্যাণ্ডব্যাগ উপুড় করে দিলেন মিসেস হাবার্ড। ছড়িয়ে পড়ল একগাদা জিনিস—দুটো বড় রুমাল, এক জোড়া হর্ন রিমের চশমা, অ্যাসপিরিনের শিশি, লবণের প্যাকেট, পেপারমিন্টের টিউব, চাবির গোছা, একটা কাঁচি, চেকবই, অতি সাধারণ চেহারার একটি বাচ্চার ফটোগ্রাফ, কিছু চিঠির খাম, গোটা পাঁচেক ওরিয়েন্টাল পুঁতির মালা, আর সবশেষে একটা ছোট্ট ধাতব বস্তু—একটা বোতাম।

'বোতামটা দেখতে পাচ্ছেন?' বললেন মিসেস হাবার্ড। 'ওটা আমার না। আমার কোনও পোশাকে অমন বোতাম নেই। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে পেয়েছি ওটা।'

ভুরু কুঁচকে জিনিসটার দিকে তাকালেন মসিয়ো বুচ, পরক্ষণে বললেন, 'এ তো ইউনিফর্মের বোতাম! ওয়্যাগন-লিটের অ্যাটেনডেন্টের ইউনিফর্ম!'

'সেক্ষেত্রে খুব সহজেই একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায়,' পোয়ারো বললেন। 'কণ্ডাক্টরের ইউনিফর্ম থেকে পড়েছে এটা—হয় রাতের তল্লাশি, কিংবা বিছানা তৈরি করবার সময়।'

BanglaBook.org

'আপনাদের সমস্যা কী, বলুন তো?' রেগে গেলেন মিসেস হাবার্ড। 'আমার কথার পিঠে পাল্টা যুক্তি দেয়া ছাড়া আর কিছুই কি পারেন না? ভেবেছেন আমার ঘটে ওটুকু বুদ্ধি নেই? ভাল করে শুনুন, এটা মেঝেতে বা বিছানায় পাইনি। পেয়েছি জানালার কাছে—রাতে ঘুমানোর আগে হাতের ম্যাগাজিনটা জানালার পাশে রেখে ঘুমিয়েছিলাম... এই বোতাম ছিল ওই ম্যাগাজিনটার উপরে। কণ্ডাক্টর কামরায় তল্লাশি চালালেও জানালার কাছে যায়নি। বিশ্বাস না হলে ওকে জিজ্ঞেস করে দেখুন। এখন আপনারাই বলুন, কী বলবেন একে?'

'এভিডেন্স, মাদাম,' পোয়ারো বললেন। 'জলজ্যান্ত একটা আলামত।'

ভ্রূকুটি করলেন মিসেস হাবার্ড। 'ঠাট্টা করছেন না তো? দেখুন, কেউ আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করলে কিন্তু আমার মাথায় রক্ত চড়ে যায়!'

'না, না, ঠাট্টা করব কেন?' সিরিয়াসলি বললেন পোয়ারো। 'সত্যিই খুব ইন্টারেস্টিং একটা আলামত দিয়েছেন আপনি আমাদেরকে। এবার... যদি আপত্তি না থাকে... কয়েকটা প্রশ্ন করি?'

'নিশ্চয়ই! করুন।'

'কাল রাতে আপনি আমাকে বলেছিলেন, র‍্যাচেটকে ভয় করে আপনার। অথচ ওর পাশের কামরায় থেকেও কানেক্টিং ডোর খোলা রাখলেন কোন্ সাহসে?'

'আমি ভেবেছিলাম ওটা বন্ধ।'

'ভেবেছিলেন মানে?'

'সুইডিশ ভদ্রমহিলাকে বলেছিলাম দেখতে—ছিটকিনি টানা আছে কি না। ও বলল আছে। আমি আর দেখতে যাইনি।'

'কখনকার কথা সেটা?'

BanglaBook.org

'সাড়ে দশটা-পৌনে এগারোটার মত হবে সম্ভবত। অ্যাসপিরিন নিতে এসেছিল ও। ওষুধ নিয়ে আবার চলে গিয়েছিল। আমি বিছানা থেকে উঠিনি।' বলেই হেসে উঠলেন মিসেস হাবার্ড। 'মহিলা আস্ত বোকা! আমার কামরায় ঢুকতে গিয়ে প্রথমে র‍্যাচেটের কামরায় ঢুকে গিয়েছিল।'

'মানে?'

'মানে আবার কী? কামরাগুলোর দরজা তো একই রকম। চিনতে পারেনি। ভুল করে খুলে ফেলেছিল র‍্যাচেটের দরজা। সে কী বিব্রতকর অবস্থা! বেচারি লাল-টাল হয়ে একাকার। বুড়ো রীতিমত নচ্ছাড়, কোথায় ভদ্রতা করে সহানুভূতি দেখাবে, তা না... মহিলাকে নিয়ে হাসাহাসি করেছে। ক্ষমা চাওয়ার পরেও নাকি বলেছে, ওর বয়স বেশি... তাই অমন ভুল করেছে। চিন্তা করুন ব্যাপারটা—একজন মহিলাকে তার বয়স নিয়ে খোঁটা দেয়া!'

হেসে ফেলতে যাচ্ছিলেন ডা. কনস্ট্যান্টাইন, তাঁর দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানলেন ভদ্রমহিলা। মাঝপথেই হাসি থেমে গেল তাঁর।

'হ্যাঁ, ভীষণ অভদ্রতা,' সায় দিলেন পোয়ারো। 'যা হোক, ওই ঘটনার পরে র‍্যাচেটের কামরায় আর কোনও শব্দ শুনেছেন?'

'ইয়ে... না। মানে নাক ডাকার শব্দকে যদি গোনায় না ধরি আর কী।'

'নাক ডাকত নাকি?'

'ভয়াবহ রকমের। এর আগের রাতে তো সেই আওয়াজে ঘুমুতেই পারিনি!'

'আর গতরাতে? অচেনা ওই অনুপ্রবেশকারী যখন গায়েব হয়ে গেল, তার পরে কি শুনেছেন?'

'শুনব কী করে? তখন তো র‍্যাচেট মারা গেছে।'

'ও, হ্যাঁ, তা-ই তো!' বিভ্রান্ত গলায় বললেন পোয়ারো।

BanglaBook.org

মহিলার কথাবার্তার সঙ্গে তাল মেলাতে বেশ কষ্ট হচ্ছে তাঁর। নতুন প্রশ্ন করলেন, 'আর্মস্ট্রং কিডন্যাপিঙের ব্যাপারে কিছু কি জানা আছে আপনার, মিসেস হাবার্ড?'

'কে না জানে! ভাবতেই পারি না কী করে খুনিটাকে ছেড়ে দিল আদালত! একবার যদি ওকে হাতে পেতাম...'

'ও আসলে শেষ পর্যন্ত রেহাই পায়নি, মাদাম। মারা গেছে ও... গতকাল রাতে।'

ফ্যাল ফ্যাল করে পোয়ারোর দিকে তাকালেন মিসেস হাবার্ড। 'আপনি কি বলতে চাইছেন... ও, মাই গড!' এক লাফে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

'ঠিক ধরেছেন। র‍্যাচেটই সেই লোক।'

'তাই নাকি? সত্যি? আমার মেয়েকে এখুনি চিঠি লিখতে হয়। দেখেছেন, আমার কথা কীভাবে ফলে গেল? বলিনি, র‍্যাচেটকে মন্দ লোক বলে মনে হয়েছে আমার? আমার মেয়েটা আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় নিয়ে যা বলে, তার সত্যতা হাড়ে হাড়ে টের পেলেন তো?'

মিসেস হাবার্ডের বড়াইয়ে কান দিলেন না পোয়ারো। জিজ্ঞেস করলেন, 'আর্মস্ট্রং পরিবারকে চিনতেন আপনি?'

'না, চিনতাম না। ওরা আলাদা পরিমণ্ডলে ঘোরাফেরা করত। তবে শুনেছি মিসেস আর্মস্ট্রং চমৎকার মহিলা ছিলেন, তাঁর স্বামী রীতিমত পুজো করতেন তাঁকে।'

'যাক, মিসেস হাবার্ড, অনেক সাহায্য করলেন আমাদের... প্রয়োজনের চেয়েও বেশি। এবার আপনার পুরো নামটা যদি বলতেন...'

'ক্যারোলাইন মার্থা হাবার্ড।'

কাগজ-কলম ঠেলে দিলেন পোয়ারো। 'ঠিকানাটাও লিখে দিন।'

লিখতে শুরু করলেন মিসেস হাবার্ড, কিন্তু মুখ থামল না। 'কী

BanglaBook.org

অবিশ্বাস্য ব্যাপার, আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে। কুখ্যাত ক্যাসেটি... এই ট্রেনে! আমার মন কুডাক ডাকছিল, বলিনি, মি. পোয়ারো?'

'হ্যাঁ, বলেছেন, মাদাম। ও, হ্যাঁ, আপনার কি কোনও লাল সিল্কের ড্রেসিং গাউন আছে?'

মুখ বাঁকালেন মিসেস হাবার্ড। 'অদ্ভুত প্রশ্ন তো! জানতেই যদি চান তো বলি—না, নেই। দুটো ড্রেসিং গাউন আছে আমার—একটা গোলাপি ফ্লানেলের, আমার মেয়ের দেয়া উপহার; অন্যটা বেগুনি রঙা সিল্কের। কিন্তু হঠাৎ ড্রেসিং গাউন সম্পর্কে জানতে চাইছেন কেন?'

'কারণ আমার ধারণা, গতকাল রাতে লাল কিমোনো পরা কেউ একজন আপনার বা মি. র‍্যাচেটের কামরায় ঢুকেছিল। ঠিক কোন্‌টায়, তা বলতে পারছি না। আপনি নিজেই তো বললেন, বন্ধ অবস্থায় সব দরজা একই রকম দেখায়।'

'আমার কামরায় লাল পোশাক পরে কেউ আসেনি।'

'তা হলে নির্ঘাত মি. র‍্যাচেটের কামরায় ঢুকেছিল।'

কাঁধ ঝাঁকালেন মিসেস হাবার্ড। 'তাতে অবাক হবার কিছু নেই।'

'পাশের কামরায় কোনও মেয়ের কণ্ঠ শুনেছেন আপনি?'

এক মুহূর্তের জন্য একটু থমকে গেল মহিলা। 'সেটা আপনি কী করে জানলেন? হ্যাঁ, শুনেছি।'

'একটু আগে সেটা বলেননি কেন? তখন তো বললেন নাক ডাকার শব্দ ছাড়া কিছুই শোনেননি।'

'কথাটা পুরোপুরি মিথ্যে নয়,' অস্বস্তিভরে বললেন মিসেস হাবার্ড। 'বেশিরভাগ সময়ে নাকই ডেকেছে তার, তবে কিছু সময়ের জন্য... ইয়ে, এসব নিয়ে কথা বলাটা শালীনতার মধ্যে পড়ে না।'

BanglaBook.org

'কখন শুনেছেন ওই মেয়ের কণ্ঠ?'

'তা তো বলতে পারব না। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, তখন শুনলাম। বিবমিষা জাগল রাতদুপুরে একটা মেয়ে ওই কামরায় ঢুকেছে ভেবে। তাড়াতাড়ি ফের কম্বলমুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

'এটা কি ওই অনুপ্রবেশের আগে না পরে?'

'তাও বলে দিতে হবে? বেঁচে না থাকলে মেয়েটার সঙ্গে কথা বলল কীভাবে ক্যাসেটি?'

'ওফফো, বোকার মত প্রশ্ন করে ফেলেছি। ঠিক আছে, আপনি এবার আসতে পারেন।'

টেবিলে পড়ে থাকা জিনিসগুলো হ্যাণ্ডব্যাগে ঢোকাতে সাহায্য করলেন পোয়ারো। ব্যাগের মুখ বন্ধ করে দরজার দিকে রওনা হলেন মিসেস হাবার্ড।

পিছন থেকে ডাক দিলেন পোয়ারো। 'এক্সকিউজ মি, মাদাম। আপনি বোধহয় একটা রুমাল ফেলে গেছেন।' তাঁর হাতে র‍্যাচেটের কামরায় পাওয়া রুমালটা।

ঘুরে দাঁড়ালেন মিসেস হাবার্ড। 'ওটা আমার না।'

'নিশ্চিত? সুতোয় বোনা এইচ. আদ্যক্ষর আছে দেখছি।'

'উঁহুঁ। আমার রুমালে পুরো নামের তিনটা অক্ষর থাকে—সি.এম.এইচ.। তা ছাড়া আমি অত দামি রুমাল ব্যবহার করি না। দামি রুমালে নাক মোছা যায় না।'

কথা শেষ করে আবার ঘুরলেন তিনি। গটমট করে বেরিয়ে গেলেন ডাইনিং কার থেকে।

BanglaBook.org

তেরো

মিসেস হাবার্ডের রেখে যাওয়া বোতামটা নেড়েচেড়ে দেখছেন মসিয়ো বুচ।

'এই বোতামের ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। মানে কী এর? পিয়ের মিশেল কি তা হলে ঘটনাটার সঙ্গে জড়িত?' পোয়ারোর দিকে ফিরলেন তিনি। 'আপনার কী মনে হয়?'

'এখুনি মন্তব্য করতে চাই না,' পোয়ারো বললেন। 'আগে ওই সুইডিশ মহিলার সঙ্গে কথা বলি। কী নাম তার?'

পাসপোর্ট উল্টে দেখলেন বুচ। 'পেয়েছি। গ্রেটা ওলসন। বয়স উনপঞ্চাশ।' রেস্টুরেন্ট অ্যাটেনডেন্টের মাধ্যমে ডেকে পাঠালেন তাকে।

এল সে। সাধাসিধে চেহারার মহিলা, মাথার চুলে পাক ধরতে শুরু করেছে। চশমার ওপাশে শান্ত এক জোড়া চোখ। অনাকর্ষণীয়া। ইংরেজি ভাল বলতে পারে না, তাই ফরাসিতে চলল জিজ্ঞাসাবাদ। প্রথমেই গঁৎবাঁধা প্রশ্ন করা হলো, জেনে নেয়া হলো নাম-ঠিকানা। এরপর তার পেশা জানতে চাইলেন পোয়ারো।

গ্রেটা জানাল, সে ইস্তাম্বুলের নিকটবর্তী একটি মিশনারি স্কুলের মেট্রন। একই সঙ্গে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্স।

'গতরাতে কী ঘটেছে, সেটা কি আপনি শুনেছেন, মাদাম?'

BanglaBook.org

জিজ্ঞেস করলেন পোয়ারো।

'শুনেছি তো বটেই। কী ভয়ানক! মিসেস হাবার্ডের কাছে শুনলাম, খুনি নাকি তাঁর কামরাতেও ঢুকেছিল।'

'আপনিই বোধহয় মি. র‍্যাচেটকে শেষ জীবিতাবস্থায় দেখেছেন?'

'হতে পারে। ভুল করে তাঁর দরজা খুলে ফেলেছিলাম, খুব বিব্রতকর একটা ব্যাপার।'

'কী করছিলেন তিনি?'

'বই পড়ছিলেন। আমি ক্ষমা চেয়ে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিই।'

'আপনাকে কিছু বলেনি?'

অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল গ্রেটা। নিচু গলায় বলল, 'হেসে উঠে কী যেন বলেছিলেন। আ...আমি ঠিক শুনতে পাইনি।'

'হুম। তারপর?'

'মিসেস হাবার্ডের কাছে গিয়ে অ্যাসপিরিন চাইলাম, ওষুধ নিয়ে ফিরে এলাম আমার কামরায়।'

'মিসেস হাবার্ড আপনাকে তাঁর কামরার কানেক্টিং ডোরটা দেখতে বলেছিলেন?'

'হ্যাঁ। ছিটকিনি লাগানো ছিল ওটায়।'

'আচ্ছা! এরপর?'

'কামরায় ফিরে ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়েছিলাম।'

'ক'টা বাজে তখন?'

'বিছানায় উঠি এগারোটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে। দম দেবার সময় ঘড়িতে সময় দেখেছিলাম। তবে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমাইনি। মাথা ব্যথা না কমা পর্যন্ত জেগেই ছিলাম।'

'তুষারের কারণে ট্রেন যখন থামল, তখন কি আপনি জেগে ছিলেন?'

BanglaBook.org

'না মনে হয়। যদ্দূর মনে পড়ে, ঘুম ঘুম অবস্থায় একটা স্টেশন দেখতে পেয়েছিলাম। এরপর আর কিচ্ছু মনে নেই।'

'সম্ভবত ভিঙ্কাভির কথা বলছেন। যাক গে, আপনি কোন্ কামরায় উঠেছেন? এটায়?' নকশার উপর আঙুল রাখলেন পোয়ারো।

'হ্যাঁ।' সায় জানাল গ্রেটা।

'উপরের বার্থ, নাকি নীচের?'

'নীচের। দশ নম্বর।'

'আর কে থাকছে আপনার সঙ্গে?'

'ইংরেজ এক মেয়ে—মিস ডেবেনহ্যাম। বাগদাদ থেকে এসেছে।'

'ভিঙ্কাভি ছাড়ার পরে ও কি কামরা থেকে বেরিয়েছিল?'

'না, বেরোয়নি। আমার ঘুম খুব পাতলা, উপর থেকে নামলেই টের পেতাম।'

'আর আপনি?'

'আমিও সকাল হবার আগে বেরোইনি।'

'বুঝলাম। লাল সিল্কের কোনও কিমোনো আছে আপনার?'

'জী না, আমি কিমোনো পরি না। পরি ড্রেসিং গাউন।'

'ব্যক্তিগত প্রশ্ন করি। আপনি এই ট্রেনে কেন? ছুটি কাটাতে যাচ্ছেন কোথাও?'

'হ্যাঁ, ছুটি। বাড়িতে যাব। তবে পথিমধ্যে লুসান-এ আমার বোনের বাসায় হপ্তাখানেক থাকার ইচ্ছে আছে।'

'আপনার বোনের নাম-ঠিকানা লিখে দেবেন, প্লিজ?'

'নিশ্চয়ই।'

কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে খসখস করে লিখে ফেলল গ্রেটা।

পোয়ারো এবার জানতে চাইলেন, 'আপনি কখনও আমেরিকায় গেছেন?'

BanglaBook.org

'না, তবে যাবার কথা ছিল—পঙ্গু এক মহিলার নার্স হিসেবে। শেষ মুহূর্তে সেটা বাতিল হয়ে যায়। খারাপ লেগেছিল বেশ। আমেরিকার প্রতি আমার আগ্রহ আছে, ওখানকার মানুষ খুব ভাল... উদার। আমাদের মিশনারিতে প্রচুর ডোনেশন দেয় ওরা।'

'আর্মস্ট্রং কিডন্যাপিং কেস সম্পর্কে কিছু জানা আছে আপনার?'

'না তো। সেটা আবার কী?'

খুলে বললেন পোয়ারো। শুনে বিষণ্ন হলো গ্রেটার চেহারা। বলল, 'কী সাংঘাতিক! মানুষ এমন নিষ্ঠুর হয় কী করে? আহা রে, সেই হতভাগিনী মায়ের জন্য খুব খারাপ লাগছে আমার।' চোখ মুছল সে।

জিজ্ঞাসাবাদ শেষ। বিদায় নিয়ে চলে গেল সুইডিশ নার্স। একটা কাগজ টেনে নিয়ে কী যেন লিখতে শুরু করলেন পোয়ারো। মসিয়ো বুচ কৌতূহল প্রকাশ করলে দেখতে দিলেন লেখাটা। বললেন, 'ঘটনাক্রম সাজালাম। দেখুন ঠিক আছে কি না।'

কাগজে চোখ বোলালেন বুচ। সেটা এরকম:

রাত ৯.১৫, ট্রেন বেলগ্রেড ছাড়ল।

আনুমানিক ৯.৪০, গ্লাসে ঘুমের ওষুধ মিলিয়ে র‍্যাচেটের কাছ থেকে চলে এল মাস্টারসন।

আনুমানিক ১০.০০, ম্যাককুইন র‍্যাচেটের কাছ থেকে বিদায় নিল।

আনুমানিক ১০.৪০, গ্রেটা দেখল র‍্যাচেটকে (জীবিতাবস্থায় শেষ দর্শন)। বিঃ.দ্রঃ সে জেগে ছিল এবং একটা বই পড়ছিল।

রাত ১২.১০, ভিঙ্কাভি ছাড়ল ট্রেন (বিলম্বে)।

BanglaBook.org

১২.৩০, তুষারধসের কারণে থেমে গেল ট্রেন।

১২.৩৭, র‍্যাচেটের ঘণ্টি বাজল, কিন্তু কণ্ডাক্টর সেটা জবাব দিতে গেলে ভিতর থেকে বলা হলো, ভুল করে বাজানো হয়েছে ঘণ্টিটা।

আনুমানিক ১.১৭, মিসেস হাবার্ডের মনে হলো তাঁর কামরায় কেউ অনুপ্রবেশ করেছে। তাই ঘণ্টি বাজালেন তিনি।

কাগজটা ফিরিয়ে দিলেন বুচ। 'ভাল লিখেছেন। কখন কী ঘটেছে, তার একটা পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাচ্ছে এ থেকে।'

'কোথাও খটকা লাগেনি?'

'নাহ্। এ তো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, খুনটা সংঘটিত হয়েছে রাত সোয়া একটায়। ঘড়ির আলামত সেটা নির্দেশ করছে, মিসেস হাবার্ডের কাহিনিও সমর্থন করে সেটা। যদি কিছু মনে না করেন, খুনির পরিচয় সম্পর্কে নিজের অনুমান জানাতে চাই। আমার তো মনে হচ্ছে, কীর্তিটা ওই বিশালদেহী ইটালিয়ানের। আমেরিকায় ছিল সে... শিকাগোতে। আর ছুরি যে ইটালিয়ানদের প্রিয় অস্ত্র, তা কে না জানে? শিকারকে ছুরি দিয়ে কোপাতে পছন্দ করে ওরা।'

'তা অবশ্য ঠিক।'

'মোটিভটাও অনুমান করা কঠিন নয়। অপহরণের পেশায় ক্যাসেটির সঙ্গী ছিল সে... ক্যাসেটি নামটার মধ্যেও ইটালিয়ান গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। সম্ভবত বখরা না দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল সে, ম্যাককুইনের ফাইলে দেখা চিঠিতে তেমনটাই ইঙ্গিত করা হয়েছে; শেষ পর্যন্ত ইটালিয়ান গুণ্ডাটা নির্ঘাত তাকে খুঁজে বের করে প্রতিশোধ নিয়েছে।'

মাথা নাড়লেন পোয়ারো। 'সমাধানটা এত সহজ বলে মনে হচ্ছে না আমার।'

BanglaBook.org

'আমি কিন্তু এক প্রকার নিশ্চিত,' জোর গলায় বললেন বুচ।

'তা হলে মাস্টারসন যে কসম কেটে বলল, রাতভর কামরা ছেড়ে বেরোয়নি লোকটা?'

'ইয়ে... হ্যাঁ, ওটাই একমাত্র জটিলতা।'

'আপনার থিয়োরিতে পানি ঢেলে দেবার জন্য ওই একটা জবানবন্দিই যথেষ্ট।'

'সময় যেতে দিন, একটা না একটা ব্যাখ্যা ঠিকই দাঁড় করিয়ে ফেলব।'

'সেটা সহজ হবে না মোটেই,' বিড়বিড় করলেন পোয়ারো।

চোদ্দ

এক মুহূর্ত পরেই নিজেকে সামলে নিলেন বেলজিয়ান গোয়েন্দা। 'বোতামের ব্যাপারে মিশেলের বক্তব্য শোনা যাক, কী বলেন?'

ডাকা হলো কণ্ডাক্টরকে। দেখানো হলো বোতামটা। মসিয়ো বুচ বললেন, 'এটা তোমার টিউনিকের বোতাম, মিশেল। মিসেস হাবার্ডের কামরায় গেল কী করে, বলতে পারো?'

হতভম্ব চোখে তাঁর দিকে তাকাল মিশেল। তাড়াতাড়ি চেক করল নিজের ইউনিফর্ম। বলল, 'আমার কোনও বোতাম খোয়া যায়নি, মসিয়ো। নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হচ্ছে আপনার।'

'ভুল? তোমার না হলে এটা কার বোতাম?'

'তা আমার জানা নেই, মসিয়ো।'

BanglaBook.org

তীক্ষ্ণ চোখে কণ্ডাক্টরের প্রতিক্রিয়া দেখছেন পোয়ারো। নিখাদ বিস্ময় লক্ষ করলেন চেহারায়, ছলচাতুরি বা অভিনয়ের লেশমাত্র নেই। তারমানে বোতামটা সত্যিই তার নয়।

বুচ নিজে অপ্রস্তুত হয়ে গেছেন। ইতস্তত করে বললেন, 'অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে কাল রাতের অনুপ্রবেশকারী বোতামটা ফেলে গেছে মিসেস হাবার্ডের কামরায়। এটা যদি তোমার না হয়ে থাকে...'

'ওখানে কেউ ছিল না, মসিয়ো। নিশ্চয়ই কল্পনা করেছেন ভদ্রমহিলা।'

'কল্পনা নয়, মিশেল। কানেক্টিং ডোর দিয়ে ওই কামরায় ঢুকেছিল র‍্যাচেটের খুনি... সে-ই ফেলে গেছে বোতামটা।'

'আ...আপনি কি বলতে চাইছেন আমি খুন করেছি?' কাঁপতে শুরু করল মিশেল। 'ঈশ্বরের কসম, আমি নির্দোষ। ওই বোতাম আমার না, ঘণ্টি বাজার আগে আমি মিসেস হাবার্ডের কামরাতেও ঢুকিনি। আর কেনই বা খুন করব অপরিচিত একজন মানুষকে? আমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

'তা হলে ঘণ্টি বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দাওনি কেন?'

'বলেছি তো, আমি অ্যাথেন্স কোচের কণ্ডাক্টরের সঙ্গে গল্প করছিলাম।'

'তাকে ডেকে আনব?'

'আনুন। এখুনি আনুন।'

ডাকা হলো তাকে। মিশেলের কথাগুলোই পুনরাবৃত্তি করল সে। হ্যাঁ, সত্যিই গল্প করছিল ওরা—স্রেফ দুজন নয়, বুখারেস্ট কোচের কণ্ডাক্টরও যোগ দিয়েছিল ওতে। মিসেস হাবার্ডের ঘণ্টির আওয়াজ ওরাও শুনেছে। ঘণ্টি শুনেই ছুট লাগিয়েছিল মিশেল।

'দেখলেন তো, এক বর্ণ মিথ্যে বলিনি আমি,' সহকর্মীর কথা শেষ হলে বলল মিশেল।

BanglaBook.org

'কিন্তু এই বোতামটার কী ব্যাখ্যা?'

'আমি জানি না, মসিয়ো। ওটা আমার কাছেও একটা রহস্য। টিউনিকের সবক'টা বোতাম অক্ষত আছে আমার।'

শুধু মিশেল নয়, অ্যাথেন্স আর বুখারেস্ট কোচের কণ্ডাক্টররাও কোনও বোতাম হারায়নি। মিসেস হাবার্ডের কামরাতেও যায়নি ওরা কখনও।

'ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো, মিশেল,' বললেন বুচ, 'ঘণ্টি শুনে যখন ছুট লাগালে, করিডরে কারও সঙ্গে দেখা হয়েছিল?'

'না, মসিয়ো।'

'দূর থেকেও দেখোনি কাউকে?'

'উঁহুঁ।'

'তা কী করে হয়?'

'খুবই সম্ভব,' পোয়ারো মুখ খুললেন এবার। 'ঘুম ভাঙলেও চোখ খোলেননি মিসেস হাবার্ড। ঘণ্টি বাজালেও মিশেল একটু সময় নিয়েছে আসতে। পালিয়ে যাবার সুযোগ পেয়েছে খুনি।'

'কোথায় পালাবে? ট্রেনের চারদিকে তো বরফ!'

'কথার কথা বললাম—পালানোটা নয়। তবে লুকিয়ে পড়তে ক্ষতি কী? বাথরুম বা কোনও কামরায় গা-ঢাকা দিয়েছে হয়তো।'

'কিন্তু সব কামরায় তো লোক ছিল...' বলতে বলতে থেমে গেলেন বুচ। 'দাঁড়ান... আপনি বলতে চাইছেন নিজের কামরায় ফিরে গেছে সে?'

'হুঁ। সেটা একটা ব্যাখ্যা।'

'তা হলে ঘটনা এরকম দাঁড়াল—র‍্যাচেটের কামরায় ঢুকে খুন করে সে, তারপর ওখানকার দরজা আটকে কানেক্টিং ডোর গলে চলে আসে মিসেস হাবার্ডের কামরায়। বেরিয়ে যায় ওখানকার দরজা দিয়ে। মিশেল যদি আরেকটু আগে আসত, করিডরে দেখতে পেত তাকে।'

BanglaBook.org

'এর মধ্যে আরও প্যাঁচ আছে। ডাক্তারের কাছ থেকে পরে শুনে নেবেন নাহয়।'

ইশারায় কণ্ডাক্টরদের চলে যেতে বললেন বুচ।

'এখনও আটজন যাত্রীকে জেরা করা বাকি,' তালিকা দেখে পোয়ারো বললেন। 'ফার্স্ট ক্লাসের পাঁচজন—প্রিন্সেস দ্রাগোমিরফ, কাউন্ট ও কাউন্টেস আন্দ্রেঁয়ি, কর্নেল আর্বাথনট আর মি. হার্ডম্যান। সেকেণ্ড ক্লাসে আছে তিনজন—মিস ডেবেনহ্যাম, আন্তোনিও ফসকারেলি আর জার্মান পরিচারিকা ফ্রাউলাইন শ্মিথ।'

'কাকে ডাকবেন এবার—ফসকারেলিকে?'

'আপনি দেখি ওই ইটালিয়ানকে নিয়েই আছেন! না, গাছের মগডাল থেকে শুরু করা যাক। প্রিন্সেস দ্রাগোমিরফ। চাইলে তাঁর কামরায় গিয়েও কথা বলা যেতে পারে।'

তার প্রয়োজন হলো না। একটু পর ডাইনিং কারে নিজেই উপস্থিত হলেন ভদ্রমহিলা। বসলেন পোয়ারোর মুখোমুখি। বিবর্ণ চেহারা, কুৎসিতই বলা চলে... তবে দু'চোখে রয়েছে অদ্ভুত এক আভা। পাওয়া যাচ্ছে সুপ্ত ক্ষমতা আর বুদ্ধিমত্তার আভাস।

গাঢ় স্বরে কথা বলেন প্রিন্সেস দ্রাগোমিরফ, তাতে মিশে থাকে কর্তৃত্ব। বুচ ভদ্রতা করে ক্ষমা চাইতে গেলে হাত তুলে থামিয়ে দিলেন মাঝপথে।

'ক্ষমা চাইবার প্রয়োজন নেই, মসিয়ো। একটা হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, সবাইকে জেরা করা আপনাদের কর্তব্য। সাহায্য করতে পারলে খুশিই হব।'

'অশেষ দয়া আপনার, মাদাম,' পোয়ারো বললেন।

'দয়া না, আমারও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে ব্যাপারটা। কী জানতে চান?'

'আপনার পুরো নাম-ঠিকানা। যদি সম্ভব হয় তো লিখে দিন।'

কাগজ-পেন্সিল এগিয়ে দেবার সুযোগ পেলেন না পোয়ারো,

BanglaBook.org

প্রিন্সেস বললেন, 'আপনিই লিখে নিন—নাতালিয়া দ্রাগোমিরফ। ১৭, ক্লেবার অ্যাভিনিউ, প্যারিস।'

'আপনি কি কনস্ট্যান্টিনোপোল থেকে আসছেন?'

'হ্যাঁ। অস্ট্রিয়ান এম্বাসিতে গিয়েছিলাম। আমি আর আমার পরিচারিকা।'

'গতকাল রাতে ডিনারের পর থেকে আপনার গতিবিধি সম্পর্কে বলুন, প্লিজ।'

'ঠিক আছে। যখন ডাইনিং কারে ছিলাম, তখনই কণ্ডাক্টরকে বলে দিয়েছিলাম বিছানা তৈরি করে রাখতে। কামরায় ফিরে শুয়ে পড়েছিলাম তাতে। রাত এগারোটা পর্যন্ত বই পড়েছি, তারপর আলো নিভিয়ে চেষ্টা করেছি ঘুমাতে। তবে বাতের ব্যথায় সেটা সম্ভব হয়নি। পৌনে একটায় আমার পরিচারিকাকে ডেকে পাঠালাম। ও এসে শরীর মালিশ করেছে আমার, ঘুম না আসা পর্যন্ত বইও পড়ে শুনিয়েছে। কখন ও ফিরে গেছে, তা বলতে পারি না। আধঘণ্টা হতে পারে, বেশি হওয়াও বিচিত্র নয়।'

'ট্রেন কি তখন থেমে গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

'অস্বাভাবিক কোনও আওয়াজ শোনেননি?'

'নাহ্। কিছুই না।'

'আপনার পরিচারিকার নাম কী?'

'হিল্ডেগার্ড শ্মিথ।'

'কতদিন থেকে আছে আপনার সঙ্গে?'

'পনেরো বছর।'

'বিশ্বস্ত বলবেন তাকে?'

'অবশ্যই। ওর পরিবার আমার স্বামীর জার্মান এস্টেটে থাকত।'

'ধরে নিচ্ছি আপনি আমেরিকাতেও গেছেন, মাদাম?'

BanglaBook.org

প্রশ্নের ধারা বদলে যাওয়ায় ক্ষণিকের জন্য থমকে গেলেন প্রিন্সেস। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'হ্যাঁ, গেছি। বহুবার।'

'আর্মস্ট্রং নামে কোনও পরিবারের সঙ্গে কি সখ্য ছিল আপনার?'

একটু যেন দুখি হয়ে উঠল প্রিন্সেসের চেহারা। 'খুব ঘনিষ্ঠ ছিল ওরা আমার।'

'কর্নেল আর্মস্ট্রংকে চিনতেন?'

'মোটামুটি। তবে ওর স্ত্রী... সোনিয়া ছিল আমার ধর্মকন্যা। ওর মা, লিণ্ডা আরডেন ছিল আমার বান্ধবী। অসাধারণ প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী ছিল লিণ্ডা, বন্ধুত্বের পাশাপাশি আমি ছিলাম ওর গুণমুগ্ধ ভক্ত।'

'ভদ্রমহিলা কি মারা গেছেন?'

'না, না, বেঁচে আছে এখনও। অবসর নিয়েছে বহুদিন আগে, এখন শরীরও ভেঙে পড়েছে। বেশিরভাগ সময় বিছানাতেই পড়ে থাকে।'

'আরেক মেয়ে ছিল বোধহয় তাঁর?'

'হ্যাঁ, সোনিয়ার ছোট।'

'সে বেঁচে আছে?'

'অবশ্যই!'

'কোথায় সে?'

স্থির চোখে পোয়ারোর দিকে তাকালেন প্রিন্সেস। 'এসব প্রশ্নের কারণ জানতে পারি? ট্রেনের হত্যাকাণ্ড ছেড়ে হঠাৎ আর্মস্ট্রং পরিবার নিয়ে পড়লেন কেন?'

'দুটোই এক সুতোয় গাঁথা, মাদাম। খুন হওয়া লোকটাই ছিল ডেইজি আর্মস্ট্রঙের অপহরণকারী।'

'তা-ই?' পিঠ খাড়া করে ফেললেন প্রিন্সেস। 'তা হলে এই হত্যাকাণ্ডকে সাধুবাদ না জানিয়ে পারছি না। আশা করি আমার

BanglaBook.org

এই দৃষ্টিভঙ্গিকে খারাপ চোখে দেখছেন না?'

'স্বাভাবিক বলেই ধরে নিচ্ছি, মাদাম। এবার আমার প্রশ্নের জবাব দিন। মিসেস আরডেনের ছোট মেয়ে কোথায়?'

'আমার জানা নেই, সত্যি! ওর সঙ্গে যোগাযোগ রাখিনি আমি। শুনেছিলাম কোনও এক ইংরেজ ভদ্রলোককে বিয়ে করে ইংল্যাণ্ডে চলে গিয়েছিল, তবে ওর স্বামীর নাম মনে করতে পারছি না।' একটু বিরতি নিলেন প্রিন্সেস। 'আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন?'

'একটা প্রশ্ন। একটু ব্যক্তিগত। আপনার ড্রেসিং গাউনের রঙ কী?'

একটা ভুরু উঁচু হলো প্রিন্সেসের। 'ধরে নিচ্ছি যুক্তিসঙ্গত কারণেই জিজ্ঞেস করছেন। বেশ, আমার গাউন নীল রঙের। সাটিন দিয়ে তৈরি।'

'কষ্ট করে আমাদের প্রশ্নের জবাব দেয়ায় কৃতজ্ঞ হলাম, মাদাম,' পোয়ারো বিনয় করলেন। 'আপনি এবার যেতে পারেন।'

উঠে পড়লেন প্রিন্সেস দ্রাগোমিরফ। হঠাৎ কী মনে হতে ঘাড় ফেরালেন পোয়ারোর দিকে। 'আপনার নামটা জানতে পারি? কেন যেন চেনা চেনা লাগছে আপনাকে।'

'আমার নাম এরকুল পোয়ারো, মাদাম।'

এক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলেন প্রিন্সেস। এরপর ফিসফিসিয়ে বললেন, 'এরকুল পোয়ারো? হ্যাঁ, মনে পড়েছে। একেই বলে নিয়তি।'

চলে গেলেন তিনি।

বুচ বললেন, 'কী এক মহিলা! কী মনে হলো, বন্ধু?'

আনমনে মাথা নাড়লেন পোয়ারো। 'ভাবছি নিয়তি বলতে কী বোঝালেন তিনি।'

BanglaBook.org

পনেরো

কাউন্ট আর কাউন্টেস আন্দ্রেঁয়িকে ডাকা হলো এরপর, তবে কাউন্ট একাই হাজির হলো ডাইনিং কারে। সুদর্শন যুবক, ছ'ফুট লম্বা, সুগঠিত শরীর। চমৎকার ইংলিশ টুইড পরেছে, ঠোঁটের উপরে সরু গোঁফ না থাকলে তাকে ইংরেজ বলেই ভ্রম হতো।

অভিবাদন জানিয়ে নির্ধারিত আসনে বসে পড়ল সে। 'বলুন কী করতে পারি?'

'আশা করি সেটা ইতোমধ্যেই জানতে পেরেছেন,' পোয়ারো বললেন। 'ট্রেনে একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে, তাই সবাইকে জেরা করছি আমরা।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। দায়িত্ব তো পালন করতেই হবে আপনাদেরকে। আমি ও আমার স্ত্রী যদ্দূর সম্ভব সাহায্য করব। তবে ব্যাপার হয়েছে কী, কাল সারারাত আমরা মড়ার মত ঘুমিয়েছি। কিছু দেখিনি বা শুনিনি।'

'কে মারা গেছেন, সেটা জানেন তো?'

'বয়স্ক সেই আমেরিকান ভদ্রলোক, তাই না? এই ডাইনিং কারেই দেখেছি তাঁকে। এমনিতে কখনও কথা হয়নি।'

'হ্যাঁ, তিনিই,' পোয়ারো মাথা ঝাঁকালেন। 'তাঁর নাম বলতে পারবেন?'

'না,' বলল কাউন্ট। প্রশ্ন শুনে অবাক হয়েছে। 'আমার কাছে

BanglaBook.org

জানতে চাইছেন কেন? পাসপোর্ট দেখলেই তো পারেন।'

'পাসপোর্টে নাম লেখা আছে র‍্যাচেট। কিন্তু, মসিয়ো, সেটা তার আসল নাম নয়। ও আসলে একজন পলাতক অপরাধী, নাম ক্যাসেটি—আমেরিকার কুখ্যাত এক কিডন্যাপিং কেসের আসামী।'

তথ্যটা বলতে বলতে সাক্ষীর চেহারার দিকে কড়া নজর রাখলেন পোয়ারো। চমকাল না কাউন্ট, চোখদুটো বড় হলো একটু।

'আহ্, তা-ই বলুন!' বলল সে। 'তদন্ত তা হলে বেশ কিছুদূর এগিয়েছে দেখছি!'

'আপনি আমেরিকায় কখনও ছিলেন?'

'হ্যাঁ, ওয়াশিংটনে। বছরখানেক।'

'আর্মস্ট্রং পরিবারকে চিনতেন?'

'আর্মস্ট্রং... আর্মস্ট্রং... কী জানি, ওখানে তো কত লোকের সঙ্গেই জানাশোনা ছিল! ঠিক মনে পড়ছে না।' কাঁধ ঝাঁকাল কাউন্ট। 'আর কোনোভাবে সাহায্য করতে পারি?'

'হুঁ। কাল রাতে কামরায় কখন ফিরেছেন আপনারা?' প্রশ্ন করেই নকশায় চোখ বোলালেন পোয়ারো। পাশাপাশি দুটো কামরায় উঠেছে হাঙ্গেরিয়ান দম্পতি। বারো আর তেরো।

'ডিনার শেষে আমার কামরায় গিয়েছিলাম, সেখানে দুজনে কিছুক্ষণ তাস পিটিয়েছি। পরে আমার স্ত্রী ওর কামরায় চলে যায়। আমিও বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। একেবারে সকালে উঠেছি।'

'ট্রেনের থামা টের পাননি?'

'উঁহুঁ, সকালে উঠে জানলাম।'

'আর আপনার স্ত্রী?'

মুচকি হাসল কাউন্ট। 'ওরও জানার কথা না। আমার স্ত্রী রেলভ্রমণের সময় ঘুমের ওষুধ খায়। গতকালও বরাবরের মত

BanglaBook.org

ট্রায়োনালের একটা ডোজ নিয়েছিল।' একটু যেন বিব্রত হলো সে। 'দুঃখিত, আমি বোধহয় তেমন কোনও সাহায্য করতে পারলাম না।'

'অসুবিধে নেই। এখন দয়া করে আপনার পুরো নাম-ঠিকানা লিখে দিন।'

যত্ন নিয়ে আস্তে আস্তে লিখল কাউন্ট। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার স্ত্রীর বোধহয় আর আসার দরকার নেই। আমি যা বলেছি, তার বেশি কিছু ও বলতে পারবে না।'

দৃষ্টি উজ্জ্বল হলো পোয়ারোর। 'তা তো বটেই। তবু ওঁর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই আমরা।'

'বললাম তো, তার কোনও প্রয়োজন নেই।' কড়া গলায় বলল কাউন্ট।

নির্বিকার রইলেন পোয়ারো। 'স্রেফ ফর্মালিটি, মসিয়ো। সবাইকে জেরা না করলে লোকে ভাববে কর্তব্যে গাফিলতি করেছি আমি। দয়া করে পাঠান কাউন্টেসকে।'

একদৃষ্টে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল কাউন্ট, শেষে কাঁধ ঝুলে পড়ল তার। বুঝতে পেরেছে, আপত্তি জানিয়ে লাভ হবে না।

'বেশ, আপনার যেমন অভিরুচি।'

বিদেশি কেতায় নড করে বেরিয়ে গেল সে।

হাত বাড়িয়ে কাউন্টের পাসপোর্ট টেনে নিলেন পোয়ারো। ভদ্রলোকের নাম আর উপাধিগুলো দেখলেন। সস্ত্রীক ভ্রমণ করছেন—এ-কথাও লেখা রয়েছে। স্ত্রীর নাম পড়লেন—ইলেনা মারিয়া। মাতৃ-পদবী, গোল্ডেনবার্গ। বয়স বিশ। পাসপোর্টে কে যেন কবে অসতর্ক অবস্থায় এক ফোঁটা গ্রিজ ফেলেছে, তার দাগ রয়ে গেছে।

'ডিপ্লোমেটিক পাসপোর্ট,' মন্তব্য করলেন বুচ। 'একটু সতর্ক হবার পরামর্শ দেব আপনাকে, বন্ধু, এঁরা যেন অপমানিত বোধ না

BanglaBook.org

করেন। নালিশ করে বসলে সমস্যা হবে।'

'নিশ্চিন্তে থাকুন,' ওঁকে আশ্বস্ত করলেন পোয়ারো। 'আমি সাবধানেই কথা বলছি।'

পরমুহূর্তে কাউন্টেস আন্দ্রেঁয়ি ঢুকল ডাইনিং কারে। নম্র প্রকৃতির সুন্দরী এক তরুণী। সামনে এসে জিজ্ঞেস করল, 'আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছেন আপনারা?'

'স্রেফ ফর্মালিটির জন্য, মাদাম,' উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখালেন পোয়ারো। 'বসুন, প্লিজ। একটা ব্যাপারই শুধু জানতে চাইব—গতরাতের ঘটনার ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে কোনও ধরনের তথ্য দিতে পারবেন?'

'জী না, মসিয়ো। আমি সারারাত ঘুমিয়েছি।'

'আপনার পাশের কামরাতেই তো চেঁচামেচি করছিলেন মিসেস হাবার্ড। সেটা শুনতে পাননি?'

'না। আমি ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলাম।'

'ও! তা হলে শুধু শুধু বিরক্ত করলাম আপনাকে।' কাউন্টেস উঠে দাঁড়াচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি যোগ করলেন পোয়ারো, 'এক মিনিট, মাদাম। পাসপোর্টের এসব তথ্য—আপনার নাম, মাতৃ-পদবী, বয়স... এগুলো কি সঠিক?'

'অবশ্যই।'

খসখস করে কাগজে ওগুলো টুকে নিলেন পোয়ারো। তারপর পৃষ্ঠাটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'এখানে সই করে দিয়ে যান, প্লিজ। রেকর্ড রাখব।'

ঝটপট স্বাক্ষর করে দিল কাউন্টেস—*ইলেনা আন্দ্রেঁয়ি।*

'ইয়ে, আপনার স্বামী যখন আমেরিকায় ছিলেন, আপনিও কি তখন তাঁর সঙ্গে থাকতেন?'

'না, মসিয়ো। তখন আমাদের বিয়ে হয়নি। বিয়েটা হয়েছে মাত্র বছরখানেক আগে।'

BanglaBook.org

'আহ্, শুনে খুশি হলাম। আরেকটা ব্যাপার...' পিছন থেকে ডেকে কাউন্টেসকে আবারও থামালেন পোয়ারো। 'আপনার স্বামী কি ধূমপান করেন?'

বিরক্তি ফুটল মেয়েটির চেহারায়। 'হ্যাঁ, করে।'

'পাইপ?'

'না। সিগারেট আর চুরুট।'

'ধন্যবাদ।'

কথা শেষ হলেও নড়ল না কাউন্টেস। দাঁড়িয়ে রইল আগের জায়গায়। কৌতূহলী চোখে মাপছে পোয়ারোকে। চোখদুটো বেশ সুন্দর—গাঢ়, মায়াকাড়া। গোলাপি গাল আর লিপস্টিক মাখা টুকটুকে ঠোঁট মিলে অপরূপ লাগছে তাকে।

দ্বিধান্বিত গলায় সে জিজ্ঞেস করল, 'হঠাৎ পাইপের কথা জানতে চাইলেন কেন, মসিয়ো?'

'গোয়েন্দারা অমন অনেক প্রশ্নই করে,' হালকা গলায় বললেন পোয়ারো। 'এই যেমন, এবার আমি আপনার ড্রেসিং গাউনের রঙ জানতে চাইব।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে হেসে ফেলল কাউন্টেস। 'বাদামি রঙের শিফন গাউন পরি আমি। তথ্যটা কি খুব জরুরি?'

'খুবই, মাদাম।'

'তারমানে আপনি সত্যিই গোয়েন্দা?'

'জী।'

'কিন্তু আমি তো জানতাম, ট্রেনে কোনও পুলিশ বা ডিটেকটিভ নেই।'

'আমি পুলিশের লোক নই। প্রাইভেট ডিটেকটিভ। লণ্ডনে থাকি। আপনি ইংরেজি জানেন?'

'অল্প-স্বল্প।'

'আপনাকে আর আটকে রাখব না। এসেছেন বলে ধন্যবাদ।'

BanglaBook.org

সৌজন্য দেখিয়ে চলে গেল কাউন্টেস।

'ধ্যাৎ,' বিরক্তি প্রকাশ করলেন বুচ। 'খামোকা সময় নষ্ট। কিছু জানা গেল না।'

'হুম,' মাথা দোলালেন পোয়ারো। 'দুজন সাক্ষী, যারা কিছুই দেখেনি... কিছুই শোনেনি। হতাশাজনক তো বটেই।'

'এবার ওই ইটালিয়ানকে ডাকছেন তো?'

জবাব দিলেন না পোয়ারো, গভীর মনোযোগে তিনি পাসপোর্টের গ্রিজের দাগটা দেখছেন।

ষোল

খানিক পর ধ্যানভঙ্গ হলো পোয়ারোর। বুচকে হতাশ করে ডেকে পাঠালেন কর্নেল আর্বাথনটকে। কর্নেলের ফরাসি ভাষার জ্ঞান সীমিত, তাই জিজ্ঞাসাবাদ চলল ইংরেজিতে। শুরুতেই তার নাম-ঠিকানা, সামরিক পদবী-উপাধি... সবকিছু টুকে নেয়া হলো। এরপর শুরু হলো প্রশ্নোত্তর পর্ব।

'আপনি সম্ভবত ভারত থেকে ছুটি কাটাতে দেশে যাচ্ছেন, তাই না?' জিজ্ঞেস করলেন পোয়ারো।

'হ্যাঁ,' সামরিকসুলভ সংক্ষিপ্ত জবাব দিল কর্নেল। মনে হলো জেরার সম্মুখীন হওয়ায় সে বিরক্ত।

'জাহাজে না গিয়ে ট্রেনে কেন?'

'কারণটা ব্যক্তিগত।'

BanglaBook.org

'ভারত থেকে সরাসরি এসেছেন?'

'না। শালডিসে এক রাত আর বাগদাদে তিনদিনের যাত্রাবিরতি নিয়েছি। দেখা করেছি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে।'

'বাগদাদ? মিস ডেবেনহ্যামও বোধহয় বাগদাদ থেকেই আসছেন। ওখানে দেখা হয়েছে তাঁর সঙ্গে?'

'না, হয়নি। মিস ডেবেনহ্যামকে আমি প্রথম দেখি কারকুক থেকে নিসিবিন আসার সময় ট্রেনে।'

সামনে ঝুঁকলেন পোয়ারো। 'আপনাকে আমি একটু খোলামেলা হবার জন্য অনুরোধ করব, কর্নেল। এই ট্রেনে ইংরেজ বলতে রয়েছেন কেবল আপনি আর মিস ডেবেনহ্যাম। পরস্পরের ব্যাপারে আপনাদের মতামত জানা দরকার আমার।'

'খুব অস্বাভাবিক অনুরোধ, বলতে বাধ্য হচ্ছি,' শীতল গলায় বলল কর্নেল।

'মোটেই না। কারণ হত্যাকাণ্ডটি খুব সম্ভবত একজন মহিলার হাতে সংঘটিত হয়েছে। অন্তত বারোবার ছুরি মারা হয়েছে ভিকটিমকে। নারীসুলভ সহিংসতা। তাই ট্রেনের সব মহিলা যাত্রীকে বিশ্লেষণ করতে বাধ্য হচ্ছি আমি। বাকিদের হালচাল বোঝা সহজ, কিন্তু ইংরেজ মেয়েরা অত্যন্ত চাপা স্বভাবের হয়ে থাকে। বাইরে থেকে কিছু বোঝা মুশকিল। তাই ন্যায়বিচারের স্বার্থে অনুরোধ করছি, দয়া করে খুলে বলুন সব। কেমন মেয়ে মিস ডেবেনহ্যাম? কী জানেন আপনি তাঁর সম্পর্কে?'

'মিস ডেবেনহ্যাম...' ইতস্তত করে বলল কর্নেল, 'একজন সত্যিকার ভদ্রমহিলা।'

'তারমানে এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তিনি জড়িত নন?'

'অসম্ভব! র‍্যাচেটকে ও চিনত না, দেখেইনি কোনোদিন।'

'সেটা কি উনি নিজে বলেছেন?'

'হ্যাঁ, মিস ডেবেনহ্যামের মুখেই শুনেছি। খুনি মহিলা কি না

BanglaBook.org

জানি না, তবে ও নয়—এ নিশ্চয়তা আমি আপনাকে দিতে পারি।'

'বড় বেশি আত্মবিশ্বাস আপনার।' মন্তব্য করলেন পোয়ারো।

রাগী চোখে তাঁর দিকে তাকাল কর্নেল। 'মানে? কী বলতে চান?'

জবাব না দিয়ে চেয়ারে হেলান দিলেন পোয়ারো। 'কথা না বাড়াই। আসুন সাক্ষ্যপ্রমাণ নিয়ে আলোচনা করা যাক। আমাদের বিশ্বাস, রাত সোয়া একটায় খুন হয়েছেন মসিয়ো র‍্যাচেট। কাজেই সে-সময় কে কী করছিল, সেটা জানার চেষ্টা করছি আমরা।'

'সোয়া একটা? তখন আমি র‍্যাচেটের সেক্রেটারি ম্যাককুইনের সঙ্গে গল্প করছিলাম।'

'কার কামরায়? আপনার, নাকি ওঁর?'

'ওর কামরায়।'

'মি. ম্যাককুইনের সঙ্গে পূর্ব-পরিচয় আছে আপনার?'

'না। এই জার্নিতেই প্রথম দেখা হলো। প্রথম আলাপ। এমনিতে আমেরিকানদের পছন্দ করি না আমি, তবে ও অন্য ধাতে গড়া। পছন্দ হয়ে গেল। দেখলাম, ভারতের পরিস্থিতি নিয়ে কিছু ভুল ধারণা পোষণ করছে ও। তা ছাড়া আমেরিকার অর্থনৈতিক অবস্থার বিষয়েও কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল আমার। ওসব করতে গিয়ে বিশ্ব-রাজনীতি পর্যন্ত গড়াল আলোচনা। শেষে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি পৌনে দুটো বেজে গেছে। কখন যে অত সময় গড়িয়ে গেল টেরই পাইনি।'

'তখন আলোচনায় ইতি ঘটালেন আপনারা?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর কী করলেন?'

'কামরায় ফিরে বিছানায় শুয়ে পড়লাম।'

'বিছানা তৈরি ছিল?'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ।'

'আপনার কামরা যেন কোন্‌টা?' নকশা দেখলেন পোয়ারো। 'হ্যাঁ, এই তো... পনেরো নম্বর। ডাইনিং কারের দিক থেকে দ্বিতীয়টা।'

'ঠিক।'

'আপনি যখন কামরায় ফিরলেন, তখন কণ্ডাক্টর কোথায় ছিল?'

'করিডরের মাথায়, ওর চেয়ারে। আমি বেরুতেই ম্যাককুইন ওকে ডাকল। তখনই দেখলাম।'

'কেন ডেকেছিল?'

'নিশ্চয়ই বিছানা পেতে দেবার জন্য। এর আগে সুযোগ পায়নি, আমরা গল্প করছিলাম তো!'

'এবার, কর্নেল আর্বাথনট, ভাল করে ভেবে বলুন—আপনারা যখন আলাপ করছিলেন, করিডর ধরে কেউ কি আসা-যাওয়া করেছে?'

'অনেকেই করেছে, তবে আমি তাকিয়ে দেখিনি।'

'বুঝলাম, তাও শেষ দেড় ঘণ্টার কথা ভাবুন। আপনারা তো বোধহয় ভিঙ্কাভিতে নেমেছিলেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, কিন্তু সেটা বড়জোর এক মিনিটের জন্য। তুষারপাত হচ্ছিল, হাত-পা জমে যাচ্ছিল ঠাণ্ডায়... তাই তাড়াতাড়ি ট্রেনে ফিরে আসি।'

'আরেকটু ভালমত স্মরণ করুন। বাইরে ঠাণ্ডা, আপনারা ট্রেনে ফিরে এলেন, ফের গল্প করতে বসলেন। হয়তো সিগারেট বা পাইপও ধরিয়েছিলেন...'

'পাইপ,' বাধা দিয়ে বলল কর্নেল। 'আমি পাইপ ধরিয়েছিলাম, ম্যাককুইন ধরিয়েছে সিগারেট।'

'বেশ, ধূমপান শুরু করলেন আপনারা। ট্রেনও ভিঙ্কাভি ছেড়ে

BanglaBook.org

না হলো। গল্পে মশগুল হয়ে গেলেন দুজনে। রাত বাড়ল, সব স্তব্ধ... কেউ কি দরজার সামনে দিয়ে গিয়েছিল তখন?'

মাথা দোলাল কর্নেল। 'বলা কঠিন। আমি ওদিকে মনোযোগ দিইনি।'

'আপনি একজন সৈনিক, কর্নেল। সৈনিক অন্যদিকে তাকিয়েও অনেক কিছুই দেখতে পায়। ভাল করে ভাবুন।'

ঠোঁট কামড়াল কর্নেল। 'মুশকিলে ফেলে দিলেন। কণ্ডাক্টরকে সম্ভবত দেখেছি একবার। আর... আর... দাঁড়ান! এক মহিলাও গিয়েছিল দরজার সামনে দিয়ে।'

'আপনি দেখেছেন তাকে?' উত্তেজিত গলায় জিজ্ঞেস করলেন পোয়ারো। 'দেখতে কেমন? বৃদ্ধা, নাকি কমবয়েসী?'

'দেখিনি, সার। ওদিকে তাকাইনি তো! শুধু কাপড়ের খসখসানি আর একটা মিষ্টি সুগন্ধ পেয়েছি। সম্ভবত পারফিউমের।'

'গন্ধটা কেমন ছিল?'

'বেশ কড়া, দূর থেকেও পাওয়া যাবার মত। ভিঙ্কাভি ছাড়ার পরেই পেয়েছিলাম, কোনও সন্দেহ নেই। স্ট্যালিনের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নিয়ে তর্ক চলছিল, গন্ধটার কারণে বাধা পড়েছিল তাতে। আর হ্যাঁ, সেটা আমাদের আলোচনার শেষদিকে।'

'আরেকটু নির্দিষ্ট করে বলতে পারেন না?'

'শেষ আধঘণ্টার মধ্যে পেয়েছি ওই গন্ধ। এর বেশি আর বলা সম্ভব নয়।'

'ট্রেন থেমে যাবার পরে?'

সায় দিল কর্নেল। 'হ্যাঁ, এটা মোটামুটি নিশ্চিত।'

'ঠিক আছে, অন্য প্রসঙ্গে যাওয়া যাক। আপনি কখনও আমেরিকায় গেছেন?'

'নাহ্। যাবার ইচ্ছেও নেই।'

BanglaBook.org

'কর্নেল আর্মস্ট্রং বলে কাউকে চিনতেন?'

'আর্মস্ট্রং? ওই নামে দু-তিনজনকে চিনি, আপনি কার কথা জানতে চাইছেন?'

'এই আর্মস্ট্রং এক আমেরিকান মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁর একমাত্র কন্যাসন্তান অপহৃত এবং খুন হয়েছিল।'

'এবার বুঝেছি। টোবি আর্মস্ট্রঙের কথা বলছেন। ঘটনাটা পড়েছি আমি পত্রিকায়, খুবই দুঃখজনক। না, আর্মস্ট্রঙের সঙ্গে পরিচয় ছিল না আমার, তবে ওঁর সম্পর্কে জানতাম। নিপাট ভালমানুষ, সবাই পছন্দ করত। ভিক্টোরিয়া ক্রস পেয়েছিলেন সাহসিকতার জন্য।'

'এটা কি জানেন, গতরাতে খুন হওয়া লোকটাই কর্নেল আর্মস্ট্রঙের মেয়ের হত্যাকারী?'

মেঘ জমল কর্নেলের চেহারায়। 'তা হলে বলব, কৃতকর্মের উপযুক্ত প্রতিফল পেয়েছে শুয়োরটা। অবশ্য নিয়মমাফিক ফাঁসি বা ইলেকট্রিক চেয়ারে বসানো গেলে আরও ভাল হতো।'

'তারমানে ব্যক্তিগত প্রতিশোধের চেয়ে আপনি আইনি ব্যবস্থার প্রতি বেশি শ্রদ্ধাশীল?'

'কেন নয়? আমরা সভ্যজগতে বাস করি, এখানে খুনোখুনি বেমানান। ঠিকমত আইন প্রয়োগ করা হলে কাউকে প্রতিহিংসার পথে পা বাড়াতে হয় না। এসবের মীমাংসা হওয়া উচিত আদালতে, জুরিদের মাধ্যমে।'

মাথা ঝাঁকালেন পোয়ারো। 'চমৎকার বলেছেন। আমি আপনার সঙ্গে একমত। যা হোক, কর্নেল, আপনাকে জিজ্ঞেস করবার মত আর কিছু পাচ্ছি না। নিজ থেকেই ভেবে দেখুন না, কাল রাতে সন্দেহজনক বা অস্বাভাবিক কোনও কিছুই কি আপনার চোখে পড়েনি?'

'না। একেবারেই না। অবশ্য...'

BanglaBook.org

'কী?' সাগ্রহে জানতে চাইলেন পোয়ারো।

'না, না, তেমন কিছু না,' কাঁধ ঝাঁকাল কর্নেল। 'বাদ দিন।'

'প্লিজ, খুলে বলুন। যত ছোটই হোক, ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।'

'ইয়ে... আচ্ছা বলছি। শুনে হাসবেন না। হয়েছে কী, যখন আমি কামরায় ফিরলাম, তখন পাশের কামরার দরজা... মানে ষোল নম্বরেরটা একটু ফাঁকা হয়ে ছিল। ভিতরের লোকটা চোরের মত উঁকি দিচ্ছিল ওখান দিয়ে। ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু লেগেছে। দেখতে চাইলে মাথা বের করে দেখলেই হয়, উঁকিঝুঁকি মারার দরকার কী? আমাকে দেখেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল সে। চোরের আচরণ না?'

'হুম।'

'বললাম তো, ব্যাপারটা তেমন কিছু না। আমার কাছে অদ্ভুত লাগেছিল আর কী।' উঠে দাঁড়াল কর্নেল। 'আর যদি কিছু জিজ্ঞাস্য না থাকে...'

'ধন্যবাদ, কর্নেল আর্বাথনট। না, আর কিছু জানার নেই।'

যাবার আগে একটু দ্বিধা করল কর্নেল। প্রাথমিক বিতৃষ্ণা কেটে গেছে তার। আমতা আমতা করে বলল, 'ইয়ে... মিস ডেবেনহ্যামের ব্যাপারটা... ওকে সন্দেহের বাইরে রাখতে পারেন। ভারতের ভাষায় যাকে বলে *পাক্কা সাহিব*, ও ঠিক তা-ই।'

বলতে বলতে গাল আরক্ত হলো তার। ক্ষমা চেয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল ডাইনিং কার থেকে।

'কী বললেন উনি?' কৌতূহল প্রকাশ করলেন ডা. কনস্ট্যান্টাইন। 'পাক্কা সাহিব মানে কী?'

'মানে হচ্ছে কর্নেল আর্বাথনট আর মিস ডেবেনহ্যামের বাপ-ভাই সমগোত্রীয় লোক,' বললেন পোয়ারো।

BanglaBook.org

'ও!' একটু যেন হতাশ হলেন ডাক্তার। 'তা হলে তো এর সঙ্গে কেসের কোনও সম্পর্ক নেই।'

'ঠিক ধরেছেন।'

চিন্তায় ডুবে গেলেন পোয়ারো। টেবিলে আঙুলের টোকা দিতে দিতে আপনমনে বললেন, 'কর্নেল আর্বাথনট পাইপ ব্যবহার করেন, আর র‍্যাচেটের কামরায় আমরা একটা পাইপ-ক্লিনার পেয়েছি। অথচ সে সিগার খেত।'

'আপনি কি ভাবছেন...'

'এখন পর্যন্ত একমাত্র ইনিই পাইপের কথা স্বীকার করলেন। কর্নেল আর্মস্ট্রংকেও হয়তো চিনতেন, মুখে যদিও স্বীকার করলেন না সেটা। কাজেই...'

'আর্বাথনটই কি তা হলে...'

জোরে জোরে মাথা দোলালেন পোয়ারো। 'না, কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না। ওটা মেলে না একেবারেই। কর্নেল আর্বাথনট একজন আত্মমর্যাদাবান পুরুষ; একটু মাথামোটা হলেও খাঁটি ভদ্রলোক। এমন লোক কখনোই তাঁর শত্রুকে ডজনখানেক কোপ মেরে খুন করবেন না। মিলিটারির লোক, চাইলে এক আঘাতেই র‍্যাচেটের ভবলীলা সাঙ্গ করতে পারতেন।'

'আপনি মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে বিচার করছেন,' বললেন বুচ।

'মনস্তত্ত্বকে এড়িয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। অপরাধটায় নিজের চিহ্ন রেখে গেছে খুনি, কিন্তু সেটা কর্নেল আর্বাথনটের নয়।' সোজা হয়ে বসলেন পোয়ারো। 'ঠিক আছে, পরের সাক্ষীকে ডাকা যাক।'

BanglaBook.org

সতেরো

ফার্স্ট ক্লাসের শেষ যাত্রীটি উপস্থিত হলো ডাইনিং কারে—সাইরাস হার্ডম্যান। বিশালদেহী, রঙচঙা এক আমেরিকান। গতদিন এ-ই ফসকারেলি আর মাস্টারম্যানের সঙ্গে এক টেবিলে বসেছিল। কড়া রঙের একটা চেক কাপড়ের সুট পরেছে সে, সুটের তলায় গোলাপি শার্ট, চকচকে টাই আর টাইপিন লাগিয়েছে। চিউয়িং গাম চিবাতে চিবাতে ডাইনিং কারে ঢুকল সে। মাংসল মুখে রুক্ষ কিছু ভাঁজ, অথচ চেহারা হাসিখুশি।

'সুপ্রভাত, জেন্টলমেন,' সহাস্যে অভিবাদন জানাল হার্ডম্যান। 'কীভাবে সেবা করতে পারি আপনাদের?'

'বসুন,' চেয়ার দেখিয়ে দিলেন পোয়ারো। 'একটা খুন হয়েছে কাল রাতে, শুনেছেন নিশ্চয়ই? তাই সবার জবানবন্দি নিচ্ছি আমরা।'

'খুব ভাল, খুব ভাল,' চেয়ারে বসতে বসতে বলল হার্ডম্যান। 'নিশ্চয়ই নেবেন। নেবেন না কেন?'

লোকটার পাসপোর্ট দেখে নিলেন পোয়ারো। 'আপনার পুরো নাম সাইরাস বেথম্যান হার্ডম্যান? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। বয়স একচল্লিশ। পেশা, ট্র্যাভেলিং সেলসম্যান... টাইপরাইটারের রিবন বিক্রি করেন। ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ, একদম ঠিক।'

BanglaBook.org

'ইস্তাম্বুল থেকে প্যারিসে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'উদ্দেশ্য?'

'ব্যবসা।'

'আপনি কি সবসময় ফার্স্ট ক্লাসেই ভ্রমণ করেন?'

'নিশ্চয়ই, সার। কোম্পানি থেকে ভাড়ার টাকা পাই।'

'বেশ, তা হলে গতকাল রাতের প্রসঙ্গে আসা যাক। তদন্তে সহায়ক হতে পারে, এমন কিছু কি জানা আছে আপনার?'

'মোটেই না। দুঃখিত।'

'শুনে কষ্ট পেলাম। ঠিক আছে, আপনার কথাই বলুন। গতকাল ডিনারের পর কোথায় গেছেন, কী করেছেন...'

হাত তুলে পোয়ারোকে থামাল হার্ডম্যান। 'মাফ করবেন। কিন্তু আপনারা কারা, জানতে পারি? তদন্ত করছেন কোন্ ক্ষমতাবলে?'

পরিচয় করিয়ে দিলেন পোয়ারো, 'ইনি মঁসিয়ো বুচ—রেল কোম্পানির একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। আর উনি ডা. কনস্ট্যান্টাইন, লাশের প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন।'

'আর আপনি?'

'আমি এরকুল পোয়ারো। রেল কোম্পানি আমাকে এ-ঘটনা তদন্ত করবার দায়িত্ব দিয়েছে।'

'আপনার নাম আমি আগেও শুনেছি,' গম্ভীর গলায় বলল হার্ডম্যান। 'ঝামেলায় যাব না আপনার সঙ্গে। সব খোলাখুলি বলাই ভাল, কী বলেন?'

'আমিও সে-পরামর্শই দেব।'

'যদি বলি আমি অনেক কিছু জানি, তা হলে সেটা ফাঁকা বুলি বৈ আর কিছু হবে না। সত্যিই আমি কিছু জানি না। হয়তো জানা উচিত ছিল... সেটাই আমাকে অস্বস্তি দিচ্ছে... নির্ঘাত জানা

BanglaBook.org

উচিত ছিল আমার।'

'হেঁয়ালির মত শোনাচ্ছে আপনার কথা। ব্যাখ্যা করুন, প্লিজ।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল হার্ডম্যান। মুখ থেকে চিউয়িং গাম বের করে কাগজে মুড়ে রেখে দিল পকেটে। একই সঙ্গে তার মাঝে অদ্ভুত এক পরিবর্তন ঘটল। লোক-দেখানো হাবভাব সরে গিয়ে ভর করল রক্তমাংসের একজন মানুষের চেহারা। কপট কণ্ঠস্বর বদলে স্বাভাবিক গলায় কথা বলতে শুরু করল সে। টেবিলের উপর একটা ভিজিটিং কার্ড ঠেলে দিয়ে বলল, 'পাসপোর্টে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছি। আমার সত্যিকার পরিচয় এটা।'

কার্ডটা চোখের সামনে ধরলেন পোয়ারো:

সাইরাস বি. হার্ডম্যান
ম্যাকনেইল'স ডিটেকটিভ এজেন্সি
নিউ ইয়র্ক

নাম দেখেই চিনতে পারলেন পোয়ারো। নিউ ইয়র্কের সবচেয়ে বিখ্যাত ও নামকরা প্রাইভেট এজেন্সি ওটা। হার্ডম্যানের দিকে তাকালেন তিনি। বললেন, 'দেখলাম। এবার বলতে শুরু করুন। আপনি এখানে কেন?'

'কয়েকজন অপরাধীর পিছু নিয়ে ইয়োরোপে এসেছিলাম আমি... ভিন্ন কেস, এটার সঙ্গে সম্পর্ক নেই। কাজটা শেষ হলো ইস্তাম্বুলে। রিপোর্ট পাঠিয়ে চিফের কাছে দেশে ফেরার অনুমতি চাইলাম, আর তখুনি পেলাম এটা।

এবার একটা চিঠি এগিয়ে দিল সে। উপরের হেডিঙে টোকাট্‌লিয়ান হোটেলের নাম ছাপা। নীচে লেখা:

"জনাব, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেলাম, আপনি ম্যাকনেইল'স

BanglaBook.org

এজেন্সির ডিটেকটিভ। দয়া করে আজ বিকেল চারটায় আমার স্যুইটে আসুন। জরুরি কথা আছে। —এস. ই. র‍্যাচেট।"

'ইন্টারেস্টিং!' মন্তব্য করলেন পোয়ারো। 'গিয়েছিলেন আপনি?'

'হ্যাঁ। মি. র‍্যাচেট আমাকে কয়েকটা চিঠি দেখালেন—জীবনের হুমকি দেয়া হয়েছে তাঁকে। সাহায্য চাইলেন আমার।'

'কী ধরনের সাহায্য?'

'ছদ্মবেশে তাঁর সঙ্গে একই ট্রেনে ভ্রমণ করতে বললেন আমাকে, যাতে কেউ তাঁর উপর আক্রমণ করলে ঠেকাতে পারি। কী আর বলব, শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছি দায়িত্বটায়। শুধু আক্রমণ না, নৃশংসভাবে খুন হয়ে গেছেন আমার মক্কেল। কী লজ্জা!'

'ব্যর্থ হলেন কেন? নিরাপত্তার কোনও ব্যবস্থা নেননি?'

'পারলাম আর কই! কীভাবে কী করতে হবে, সেটা মি. র‍্যাচেটই বলে দিয়েছিলেন। কিন্তু শুরুতেই গড়বড় হয়ে গেল সব। ভদ্রলোকের ঠিক পাশের কামরায় ওঠার কথা ছিল আমার, কিন্তু সেটা পেলাম না। উঠতে হলো ষোল নম্বরে, তাও আবার ঘুষ দিয়ে। তারপরেও হতাশ হইনি। স্ট্র্যাটেজিক লোকেশন হিসেবে ষোল নম্বরও মন্দ না। আমার কামরা না পেরিয়ে কারও পক্ষে মি. র‍্যাচেটের কামরায় পৌঁছুনো সম্ভব ছিল না। ভেবেছিলাম সন্দেহজনক কাউকে দেখলেই আটক করব।'

'সম্ভাব্য হামলাকারীর পরিচয় কি জানানো হয়েছিল আপনাকে?'

'পরিচয় না, দৈহিক বর্ণনা শুনিয়েছিলেন মি. র‍্যাচেট।'

'কী-ই!' একসঙ্গে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন তিন শ্রোতা।

'হ্যাঁ,' বলে চলল হার্ডম্যান। 'আমাকে বলেছিলেন, লোকটা ছোটখাট, গায়ের রঙ কালো, মেয়েলি স্বরে কথা বলে। এটাও

BanglaBook.org

বলেছিলেন—প্রথম রাতে হামলা হবার সম্ভাবনা কম। দ্বিতীয় বা তৃতীয় রাতে চেষ্টা করবে সে।'

'মনে হচ্ছে ভদ্রলোক অনেক কিছুই জানতেন।' বললেন বুচ।

'তা তো বটেই,' পোয়ারো সায় দিলেন। 'অন্তত সেক্রেটারির কাছে যতটুকু শুনেছি, তারচেয়ে বেশি তো নিশ্চয়ই জানতেন। আচ্ছা, মি. হার্ডম্যান, তাঁর ওই শত্রুর ব্যাপারে কিছু কি বলেছিলেন র‍্যাচেট? মানে... তাঁদের শত্রুতা কীসের?'

'না, সে-ব্যাপারে একটা বর্ণও উচ্চারণ করেননি,' বলল হার্ডম্যান। 'শুধু এটুকু বলেছিলেন, লোকটা নাকি তাঁকে খুন করবে বলে বদ্ধপরিকর।'

'ছোটখাট লোক... কালো... মেয়েলি গলা,' বিড়বিড় করলেন পোয়ারো। তারপর মুখ তুলে তাকালেন আমেরিকান পোয়েন্দার দিকে। 'র‍্যাচেটের আসল পরিচয় জানতেন আপনি?'

'কী পরিচয়? ঠিক বুঝলাম না।'

'ও-ই ক্যাসেটি—আর্মস্ট্রং কিডন্যাপিং কেসের আসামি।'

শিস দিয়ে উঠল হার্ডম্যান। 'আগে বলবেন তো! না, আমি চিনতে পারিনি ওকে। কখনও সামনাসামনি দেখিনি কি না। ওই ঘটনার সময় আমি আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলে ছিলাম। পেপারে ছবি দেখেছি, তবে প্রেস ফটোতে কারও চেহারা ঠিকমত আসে না। তা ছাড়া সময়ও তো কেটে গেছে বেশ কয়েক বছর।'

'আর্মস্ট্রং কেসের কারও সঙ্গে কি র‍্যাচেটের শত্রুর বর্ণনাটা মেলে?'

একটু ভাবল হার্ডম্যান। 'বলা কঠিন। ওটার সঙ্গে জড়িত প্রায় সবাই-ই মারা গেছে।'

'আর্মস্ট্রং পরিবারের কথা বলছি না। ওদের নার্সারি-মেইডের কথা ভাবুন... যে-মেয়েটা ছাত থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করল... ওর আত্মীয়স্বজন হতে পারে।'

BanglaBook.org

মুখ ঘুরিয়ে জানালার দিকে তাকাল হার্ডম্যান। 'থিয়োরি হিসেবে মন্দ নয়। কিন্তু শুধু আর্মস্ট্রং কেস কেন? আরও বেশ কয়েকটা কিডন্যাপিঙের জন্য দায়ী ছিল ক্যাসেটি। সেসব ভিকটিমের আত্মীয়ও তো হতে পারে।'

'না। ক্যাসেটির হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে শুধু আর্মস্ট্রং কেসের কানেকশন আছে। আমি নিশ্চিত।'

আরেকটু ব্যাখ্যা আশা করল হার্ডম্যান, কিন্তু পোয়ারো কিছু বললেন না। শেষে কাঁধ ঝাঁকিয়ে আমেরিকান ডিটেকটিভ বলল, 'আর্মস্ট্রং কেসের কারও সঙ্গে বর্ণনাটা মিলছে না। তবে ওটায় সম্পৃক্ত ছিলাম না আমি, তাই ভুলও হতে পারে।'

'বেশ, তা হলে আপনার জবানবন্দিই শোনা যাক। গতকাল রাতে আপনার অভিজ্ঞতা বলুন।'

'বলার মত আসলে খুব বেশি কিছু নেই। রাত জাগব বলে দিনে ঘুমিয়ে নিই, কিন্তু প্রথম রাতে সন্দেহজনক কিছু ঘটেনি। গতরাতেও না। দরজা ফাঁকা করে বাইরে নজর রেখেছি আমি, কিন্তু অচেনা কাউকে দেখতে পাইনি।'

'আপনি শিয়োর?'

'একজন মানুষ যতটা হতে পারে। বাইরে থেকে কেউ ট্রেনে চড়েনি, অথবা পিছনের ক্যারিজ থেকেও কেউ আমাদের কোচে আসেনি—এ আমি শপথ করে বলতে পারি।'

'কণ্ডাক্টরকে দেখতে পাচ্ছিলেন আপনার পজিশন থেকে?'

'হ্যাঁ। নিজের সিটে বসে ছিল প্রায় সারা রাত।'

'ভিঙ্কাভিতে পৌঁছুনোর পর সিট থেকে ওঠেনি সে?'

'ওটাই সম্ভবত শেষ স্টেশন ছিল? হ্যাঁ, তখন উঠেছে। কয়েকটা কামরা থেকে ঘণ্টি বাজছিল, সেগুলোর জবাব দিয়েছে সে। মাঝে বেশ কিছুক্ষণের জন্য কোথায় যেন চলে গিয়েছিল, হঠাৎ পাগলের মত ঘণ্টা বাজতে শুরু করায় দৌড়ে ফিরে আসে।

BanglaBook.org

কী ব্যাপার দেখার জন্য আমিও বেরিয়েছিলাম করিডরে। কী আর বলব, দেখলাম মিসেস হাবার্ড চেঁচামেচি জুড়েছেন তার সঙ্গে। হেসে নিজের কামরায় ফিরে আসি আমি। পরে দেখলাম কণ্ডাক্টর কাকে যেন পানি এনে দিল, চাদর-বালিশ নিয়ে বিছানাও যেন পাততে গেল কার। কাজ শেষে আবার সিটে ফিরে আসে সে, ভোর পাঁচটা পর্যন্ত নড়েনি।'

'ঝিমাতেও দেখেননি ওকে?'

'দূর থেকে সেটা বোঝা সম্ভব না, সার।'

আর কোনও প্রশ্ন করলেন না পোয়ারো। টেবিলের কাগজপত্র গুছিয়ে ভিজিটিং কার্ডটা এগিয়ে দিলেন হার্ডম্যানের দিকে। 'এটায় একটা সই করে দিন।'

করল হার্ডম্যান।

পোয়ারো বললেন, 'আপনার পরিচয়টা কনফার্ম করতে পারে, এমন কাউকে পাওয়া যাবে না বোধহয়?'

'এই ট্রেনে? উঁহুঁ। ম্যাককুইন অবশ্য এর আগে দেখেছে আমাকে—ওর বাবার নিউ ইয়র্কের অফিসে। তবে এতদিন পর আর মনে করতে পারবে কি না সন্দেহ। দুঃখিত, মি. পোয়ারো, বরফ না সরে যাওয়া পর্যন্ত কিছু করার নেই। তারপর নাহয় নিউ ইয়র্কে টেলিগ্রাম করে জেনে নেবেন। এবার তা হলে উঠি, জেন্টলমেন। পরিচিত হয়ে ভাল লাগল খুব।'

সিগারেট কেস বাড়িয়ে ধরলেন পোয়ারো, 'যাবার আগে একটা সিগারেট নিয়ে যান। নাকি পাইপ পছন্দ আপনার?'

'পাইপে অরুচি। সিগারেটই সই।' একটা স্টিক নিয়ে আগুন ধরাল হার্ডম্যান। তারপর ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতা বিরাজ করল। এরপর ডা. কনস্ট্যান্টাইন বললেন, 'কী মনে হয়? লোকটা কি জেনুইন?'

'কোনও সন্দেহ নেই। এই ধরনের লোকদের দেখলেই চেনা

BanglaBook.org

যায়,' বললেন পোয়ারো। 'তা ছাড়া ওর কাহিনির সত্যতাও যাচাই করা সহজ। এ-অবস্থায় মিছে বলবে না।'

'খুব উল্লেখযোগ্য একটা সূত্র পাওয়া গেল তার কাছে,' মনে করিয়ে দিলেন বুচ।

'হ্যাঁ। খুনির বর্ণনা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ওটার সঙ্গে ট্রেনের কারও মিল নেই।'

আঠারো

'এবার আপনার মনের আশা পূরণ করা যাক,' বন্ধুর দিকে ফিরে বললেন পোয়ারো। 'ডাকুন আপনার ইটালিয়ানকে।'

খবর পেয়ে খুব দ্রুত হাজির হলো আন্তোনিও ফসকারেলি। ঝলমল করছে মুখ। গড়পড়তা ইটালিয়ান চেহারা—মোটামুটি সুদর্শন, তবে শ্যামলা। ফ্রেঞ্চ ভালই বলে সে, উচ্চারণগত সামান্য ত্রুটি ছাড়া আর কোনও সমস্যা নেই।

'আপনার নাম আন্তোনিও ফসকারেলি?'

'জী, মসিয়ো।'

'ইটালিয়ান?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু পাসপোর্টে দেখলাম আমেরিকার নাগরিকত্ব নিয়েছেন।'

'জী, ব্যবসার সুবিধার্থে।'

'গাড়ির ব্যবসা, তাই না? আপনি তো বোধহয় ফোর্ড

BanglaBook.org

মোটরের এজেন্ট?'

'ঠিক ধরেছেন। আসলে...'

হড়বড় করে কথা বলতে শুরু করল ফসকারেলি। কোনও প্রশ্ন ছাড়াই ব্যাখ্যা করল নিজের ব্যবসা, ভ্রমণ, আয়-ব্যয়, এমনকী ইয়োরোপ-আমেরিকার প্রতি তার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি পর্যন্ত। বোঝা গেল, কথা বলতে ভালবাসে সে... বিশেষ করে নিজের ব্যাপারে।

'...বুঝতেই পারছেন,' বক্তব্যের উপসংহারে বলল সে, 'বিশাল ব্যবসা আমার। দুনিয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলি, নিখুঁত সেলসম্যানশিপের জন্য সেটা অত্যাবশ্যক।'

'তারমানে গত দশ বছরে নিয়মিত আসা-যাওয়া করেছেন আপনি আমেরিকায়?'

'জী, মসিয়ো। আহ্, প্রথম যে-বার গিয়েছিলাম, সেটা ভুলতে পারব না। আমার মা ছিল সঙ্গে.... ছিল আমার ছোট বোন...'

তাড়াতাড়ি তার স্মৃতিচারণ থামালেন পোয়ারো। প্রশ্ন ছুঁড়লেন, 'নিহত ভদ্রলোকের সঙ্গে আমেরিকায় কখনও দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে আপনার?'

'না, হয়নি। তার প্রয়োজনও ছিল না। ও-ধরনের দু'মুখো লোক আমি দেখলেই চিনতে পারি। বাইরে থেকে খুবই ফিটফাট; ভদ্রলোকের মত দেখাবে, কিন্তু ভিতরে...। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, লোকটা আদতে একজন ক্রিমিনাল ছিল।'

'আপনার অনুমান নির্ভুল। র‍্যাচেটের সত্যিকার নাম ক্যাসেটি—কুখ্যাত এক কিডন্যাপার ছিল সে।'

সন্তোষ ফুটল ফসকারেলির চেহারায়। 'আর বলছি কী! দেখলেন তো, কেমন মিলে গেল! মানুষের চেহারা পড়তে জানি আমি। দক্ষ সেলসম্যানের বৈশিষ্ট্য সেটা। আমেরিকায় সেটাই শেখানো হয়।'

BanglaBook.org

'আর্মস্ট্রং কিডন্যাপিং কেসের কথা মনে আছে আপনার?'

'আর্মস্ট্রং? দাঁড়ান, ভেবে দেখি। পুরোপুরি মনে পড়ছে না। বোধহয় ছোট্ট একটা বাচ্চার ব্যাপার... তাই না?'

'হ্যাঁ। অপহরণের পর খুন করা হয় তাকে।'

এই প্রথম একজনকে প্রতিক্রিয়াহীন দেখাল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফসকারেলি বলল, 'এসব ঘটেই থাকে। বিশেষ করে আমেরিকার মত বিশাল এক দেশে তো...'

তাকে থামিয়ে দিলেন পোয়ারো। 'আর্মস্ট্রং পরিবারের কারও সঙ্গে কখনও লেনদেন হয়েছে আপনার?'

'সেটা তো বলা মুশকিল। কত লোকের সঙ্গেই তো ব্যবসা করি, সবাইকে কি মনে রাখা সম্ভব? শুধু গত বছরের পরিসংখ্যান শোনাই, তা হলেই বুঝবেন...'

বাচাল সেলসম্যানকে আবারও থামাতে বাধ্য হলেন পোয়ারো। 'বাদ দিন। গতকাল রাতের ঘটনা বলুন। ডিনারের পর আপনার গতিবিধি সম্পর্কে জানতে চাই আমরা।'

'সানন্দে বলব। এখানে... এই ডাইনিং কারেই বসে ছিলাম অনেকক্ষণ। আমেরিকান আরেক সেলসম্যান আছেন না? ওই যে... টাইপরাইটারের রিবন বিক্রি করেন... তাঁর সঙ্গে গল্প করছিলাম। এরপর ফিরে গেলাম নিজের কামরায়। কেউ ছিল না ওখানে, ইংরেজ যে-লোকটার সঙ্গে শেয়ার করি, সে গিয়েছিল তার মনিবের খেদমত করতে। পরে সে ফিরে এল, মুখ বরাবরের মত গোমড়া। কোনও কথা বলল না আমার সঙ্গে, বসে বসে বই পড়তে শুরু করল। তখন কণ্ডাক্টর এসে আমাদের বিছানা পেতে দিয়ে গেল...'

'চার আর পাঁচ নম্বর বার্থ, ঠিক?'

'হ্যাঁ। একেবারে শেষ মাথার কামরা ওটা। আমি উপরের বার্থে, আর ইংরেজটা নীচে। বিছানা তৈরি হয়ে গেলে আমি উঠে

BanglaBook.org

পড়লাম নিজেরটায়। ধূমপান করতে করতে বই পড়লাম। ইংরেজটার বোধহয় দাঁতে ব্যথা উঠেছিল, কিছুক্ষণ পর পরই গুঙিয়ে উঠছিল সে। একবার দেখলাম ওষুধ না তেল... কী একটা শিশিও খুলেছে দাঁতে লাগাবার জন্য। সে কী গন্ধ সেটার! যা হোক, বিছানায় শুয়েও গুঙিয়েছে সে। আমি পরে ঘুমিয়ে গেলাম, কিন্তু ঘুমের মাঝেও শুনতে পাচ্ছিলাম ওর গোঙানি।'

'রাতে আপনার সঙ্গী কামরা ছেড়ে বেরিয়েছিল কি না বলতে পারেন?'

'মনে হয় না। দরজা খুললেই করিডরের বাতির আলো পড়ে আমার চোখে, ঘুম ভেঙে যায়। কাল তেমন কিছু ঘটেনি।'

'ওকে কখনও ওর মনিব সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছেন? মানে... কখনও বিদ্বেষ প্রকাশ করেছে?'

'না। বলেছি তো, আমার সঙ্গে কথা বলে না ও। কী দেমাগ, অথচ চাকরি করে আর্দালির!'

'আপনি ধূমপান করেন বললেন। পাইপ, সিগারেট, নাকি চুরুট?'

'শুধুই সিগারেট।'

কেস বাড়িয়ে একটা সাধলেন পোয়ারো, নির্দ্বিধায় নিল ফসকারেলি।

'আপনি কখনও শিকাগো গেছেন?' প্রশ্ন করলেন বুচ।

'নিশ্চয়ই! সুন্দর শহর,' বলল ফসকারেলি। 'তবে নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন আর ডেট্রয়েট আমার বেশি পছন্দের। আপনি কখনও গেছেন আমেরিকায়? যাননি? তা হলে যত দ্রুত পারেন ঘুরে আসুন। ভাল লাগবে।'

কাগজ আর পেন্সিল ঠেলে দিলেন পোয়ারো। 'আপনার নাম আর স্থায়ী ঠিকানা লিখে দিন।'

খসখস করে লিখে ফেলল ফসকারেলি, মুখের হাসি ম্লান

BanglaBook.org

হয়নি একবিন্দু। 'ব্যস, এ-ই? আর দরকার নেই আমাকে? দিনটা শুভ হোক, ভদ্রমহোদয়গণ। প্রার্থনা করি যাতে দ্রুত মুক্তি পাই এই বরফ থেকে। মিলানে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আমার, সেটা রক্ষা করতে না পারলে ব্যবসার ক্ষতি হয়ে যাবে।'

নড করে চলে গেল সে।

বন্ধুর দিকে তাকালেন পোয়ারো। 'এবার বলুন, কী মনে হলো আপনার?'

'দীর্ঘদিন আমেরিকায় থেকেছে সে,' বুচ বললেন। 'এবং সে একজন ইটালিয়ান। ইটালিয়ানদের স্বভাবই হলো কথায় কথায় ছুরি বের করা। ওরা ভীষণ মিথ্যেবাদী। উঁহুঁ, ওকে খুনি না ভাবার মত কিছু দেখলাম না এখন পর্যন্ত।'

'বলছি না আপনার ধারণা ভুল,' পোয়ারো হাসলেন, 'কিন্তু এটাও মনে করিয়ে দিতে চাই—ওর বিরুদ্ধে একটাও সাক্ষ্যপ্রমাণ বা আলামত পাওয়া যায়নি।'

'একটু আগেই না মনস্তত্ত্বের কথা বললেন? ইটালিয়ানরা ছুরি ব্যবহার করে!'

'হ্যাঁ। কিন্তু সেটা উত্তেজনার বশে, ঝগড়াঝাঁটির সময়। কিন্তু র‍্যাচেটের হত্যাকাণ্ড সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার একটি অপরাধ। নিখুঁত ছক কষে, দীর্ঘ পরিকল্পনার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে ওটা। ক্ষণিক উত্তেজনায় করা হয়নি মোটেই। এর পিছনে রয়েছে অত্যন্ত হিসেবি, ঠাণ্ডা মাথার কোনও মানুষ। ইটালিয়ান নয়, আমার মনে হচ্ছে সে একজন অ্যাংলো-স্যাক্সন।'

'কী বলছেন?' বিরক্ত হলেন বুচ।

'থাক, যথাসময়ে জানা যাবে সব। এবার তা হলে মিস ডেবেনহ্যামকে ডাকি, কী বলেন?'

BanglaBook.org

উনিশ

মেরি ডেবেনহ্যাম ডাইনিং কারে ঢুকতেই পোয়ারোর পুরনো অনুমান সঠিক বলে প্রমাণিত হলো। সত্যিই তার মনের জোর অসাধারণ, ট্রেনে এতবড় একটা ঘটনা ঘটেছে, তার বিন্দুমাত্র প্রভাব পড়েনি ওর উপর। পরিপাটি পোশাক পরে এসেছে, চুল আঁচড়েছে যত্ন করে। দীঘির জলের মত শান্ত ও সুস্থির দেখাচ্ছে ওকে।

ইতিমধ্যে পাসপোর্টে চোখ বুলিয়ে নিয়েছেন পোয়ারো। মেরি মুখোমুখি বসতেই নিশ্চিত করে নিলেন পরিচয়।

'আপনার পুরো নাম তো মেরি হারমিওনি ডেবেনহ্যাম, তাই না? ছাব্বিশ বছর বয়স?'

'জী।'

'ইংরেজ?'

'হ্যাঁ।'

'কষ্ট করে এই কাগজে আপনার পুরো নাম-ঠিকানাটা লিখে দেবেন?'

ঝটপট লিখে ফেলল মেরি। হাতের লেখা গোটা গোটা, পরিষ্কার।

'ধন্যবাদ,' বললেন পোয়ারো। 'এবার গত রাতের ঘটনা সম্পর্কে যা জানেন খুলে বলুন।'

BanglaBook.org

'দুঃখিত, আপনাকে সাহায্য করতে পারছি না। কাল সারারাত আমি ঘুমিয়েছি।'

'এই যে এমন একটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল এই ট্রেনে, আপনার খারাপ লাগছে না?'

প্রশ্নটা অপ্রত্যাশিত, থতমত খেয়ে গেল মেরি। বলল, 'আ... আপনার কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'খুব সহজ একটা প্রশ্ন করেছি, মাদাম। আবারও করছি। ট্রেনে একটা মানুষ খুন হয়ে গেল, আপনার কি খারাপ লাগছে?'

'ওভাবে আসলে ভাবিইনি। আর সরাসরি যদি জিজ্ঞেস করেন তো বলব—না, খারাপ লাগছে না।'

'খুনোখুনিকে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা বলে ভাবছেন?'

'অবশ্যই ঘটনাটা দুঃখজনক। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ভাল-খারাপ কিছুই লাগছে না আমার।'

'আপনি দেখছি নিখুঁত অ্যাংলো-স্যাক্সন। আবেগ-অনুভূতি নেই।'

একটু হাসল মেরি। 'কান্নাকাটি-গোলমাল বাধিয়ে আমি আমার আবেগ দেখাতে পারব না। আফটার অল, রোজই মানুষ মরছে।'

'হ্যাঁ, মানুষ মরে... কিন্তু সবাই খুন হয় না।'

'তা তো বটেই।'

'ভিকটিমকে আপনি চিনতেন?'

'গতকাল খাওয়ার সময় প্রথম দেখেছি তাকে।'

'কেমন লেগেছিল লোকটাকে?'

'ঠিকমত তাকাইনি।'

'কেন, চেহারা দেখে মন্দলোক মনে হয়নি?'

'আমি তাকে নিয়ে একদমই মাথা ঘামাইনি।' একটু ঝাঁঝ প্রকাশ পেল মেরির কণ্ঠে।

BanglaBook.org

তীক্ষ্ণ চোখে ওকে জরিপ করলেন পোয়ারো। তারপর বললেন, 'মনে হচ্ছে আপনি আমার জেরার পদ্ধতি পছন্দ করছেন না। সরাসরি প্রশ্ন করলেই বোধহয় খুশি হতেন। কিন্তু মাদাম, আমি ওভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করি না... ধরাবাঁধা প্রশ্ন করি না সবাইকে। বরং প্রত্যেক সাক্ষীর চরিত্র বিশ্লেষণ করে ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্ন ছুঁড়ি আমি। এই তো... একটু আগে এক ভদ্রলোক এলেন, কথা বেশি বলেন... তাঁকে এমনভাবে জেরা করেছি, যাতে গল্প জুড়বার সুযোগ না পান, নির্দিষ্ট উত্তর দিতে বাধ্য হন। কিন্তু আপনার বেলায় কৌশল পাল্টাতে হয়েছে আমাকে। এমনভাবে জেরা করতে হচ্ছে, যাতে অল্প কথায় পার না পান আপনি। মনের ছিটকিনি খুলতে বাধ্য হন। ব্যাপারটা আপনার অপছন্দ হলেও কিছু করার নেই। প্রশ্নগুলোর জবাব দিতেই হবে আপনাকে।'

'তারপরেও বলব আপনি সময় নষ্ট করছেন,' সপ্রতিভ গলায় বলল মেরি। 'নির্দিষ্ট তথ্য জানতে না চেয়ে ভিকটিম সম্পর্কে আমার মনোভাব জেনে কী লাভ? তাকে আমার ভাল বা মন্দ যা-ই লাগুক না কেন, সেটা দিয়ে তো আপনি খুনিকে খুঁজে পাবেন না।'

'সেটা নাহয় আমাকে ভাবতে দিন। র‍্যাচেট আসলে কে ছিল, তা আপনি জানেন?'

মাথা ঝাঁকাল মেরি। 'একটু আগে জানলাম। মিসেস হাবার্ড সবাইকে বলে বেড়াচ্ছেন।'

'তা হলে আর্মস্ট্রং কিডন্যাপিং কেস সম্পর্কে আপনার মনোভাব?'

'রীতিমত জঘন্য একটা ঘটনা।'

মেরির মুখটা যাচাই করলেন পোয়ারো। 'আপনি তো বাগদাদ থেকে আসছেন?'

'হ্যাঁ।'

'লণ্ডনে যাচ্ছেন?'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ।'

'বাগদাদে কী করতেন?'

'গভর্নেস ছিলাম। দুটো বাচ্চার দেখাশোনা করতাম।'

'ছুটি কাটিয়ে আবার কি ফিরছেন কাজটায়?'

'ঠিক নেই।'

'কেন?'

'দেশের বাইরে আর ভাল্লাগছে না। লণ্ডনে যদি একটা কাজ জোটাতে পারি তো থেকে যাব।'

'ও! আমি ভেবেছিলাম আপনি বিয়ে করতে যাচ্ছেন।'

হ্যাঁ-না কিছুই বলল না মেরি। বাঁকা একটা চাহনি দিয়ে বুঝিয়ে দিল, পোয়ারো অনধিকারচর্চা করছেন।

প্রসঙ্গ বদলালেন পোয়ারো। 'আপনি তো মিস ওলসনের সঙ্গে কামরা শেয়ার করছেন। কেমন মহিলা তিনি?'

'ভাল। সহজ-সরল মহিলা। কোনও ঘোরপ্যাঁচ নেই।'

'ওঁর ড্রেসিং গাউনের রঙটা বলতে পারবেন?'

বিস্ময় ফুটল মেরির চোখে। তাও জবাব দিল, 'বাদামি ধরনের রঙ। উলের তৈরি।'

'হুম। আর আপনার গাউনের রঙ আমি আলেপ্পো থেকে ইস্তাম্বুল আসার পথেই লক্ষ করেছি। ফ্যাকাশে বেগুনি সম্ভবত।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন।'

'আর কোনও গাউন আছে আপনার? লাল রঙের?'

'ওটা আমার না।'

যেন ফাঁদে পড়া শিকারকে বাগে পেয়েছেন, এমন ভঙ্গিতে সামনে ঝুঁকলেন পোয়ারো। 'তা হলে কার?'

অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল মেরি। 'কার মানে? আমি কী করে জানব?'

'মুখ ফসকে কী বলেছেন, টের পাননি? এ-কথা বলেননি যে,

BanglaBook.org

লাল রঙের কোনও গাউন নেই আপনার। বলেছেন, ওটা আপনার নয়। তারমানে কারও না কারও কাছে একটা লাল গাউন আছে। আপনি সেটা জানেন।'

'ইয়ে... মানে...'

'বলুন, মিস ডেবেনহ্যাম। ট্রেনে কারও কাছে একটা লাল রঙের ড্রেসিং গাউন আছে, তাই না? কার কাছে?'

'আ... আমি জানি না। আজ ভোরে... পাঁচটার দিকে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ট্রেন চলছে না দেখে ভাবলাম বুঝি কোনও স্টেশনে থেমেছি। কোন্ স্টেশন, সেটা জানার জন্য কামরার দরজা খুলেছিলাম। তখন করিডর ধরে লাল কিমোনো পরা একজনকে হেঁটে যেতে দেখেছি।'

'কে সে?'

'পিছন থেকে দেখেছি, চেহারা দেখতে পাইনি।'

'চেহারা না হোক, অন্য কিছু তো দেখেছেন। গায়ের রঙ কেমন, চুলের রঙ কী... একটা কিছু তো বলুন।'

'মাথার চুল টুপি দিয়ে ঢাকা ছিল তাই। দূর থেকে গায়ের রঙও বোঝা যায়নি—ফর্সা-শ্যামলা, যে-কোনও রকমই হতে পারে।'

'দৈহিক গঠন?'

'লম্বা, হালকা-পাতলা। কিমোনোর পিঠে একটা ড্রাগন আঁকা ছিল।'

'হ্যাঁ, সেটা আমিও দেখেছি।' বলে চিন্তায় ডুবে গেলেন পোয়ারো। বিড়বিড় করলেন, 'বুঝতে পারছি না... কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। এসবের কোনও অর্থই দাঁড়ায় না।'

খানিক পরে আবার মুখ তুললেন তিনি। 'আপনি যেতে পারেন, মিস ডেবেনহ্যাম। আর আটকে রাখব না আপনাকে।'

এত তাড়াতাড়ি ছাড়া পাবে বলে ভাবেনি মেরি। একটু অবাক

BanglaBook.org

হয়ে উঠে দাঁড়াল। অস্ফুটভাবে বিদায় জানিয়ে চলে গেল দরজা পর্যন্ত, তারপর কী যেন ভেবে ফিরে এল।

'একটা কথা বলব? আমার রুমমেট, মানে মিস ওলসন, খুব দুশ্চিন্তা করছেন। উনিই নাকি মি. র‍্যাচেটকে শেষবার জীবিত দেখেছিলেন, আর সে-কারণে আপনারা তাঁকে সন্দেহ করছেন কি না ভেবে টেনশনে মরছেন বেচারি। ওঁকে কি বলতে পারি, দুশ্চিন্তা না করতে? ব্যাপার হয়েছে কী, ভদ্রমহিলা খুবই সহজ-সরল ধরনের। ওঁর পক্ষে একটা মাছিও মারা সম্ভব না, মানুষ খুনের তো প্রশ্নই আসে না।'

'অ্যাসপিরিন আনতে মিসেস হাবার্ডের কাছে কখন গিয়েছিলেন তিনি?' পোয়ারো জানতে চাইলেন।

'সাড়ে দশটার দিকে।'

'কতক্ষণ ছিলেন ওখানে?'

'পাঁচ মিনিটের মত।'

'রাতে আর বেরিয়েছেন কামরা থেকে?'

'না।'

'তারমানে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় ছিল না মিস ওলসনের হাতে, তাও আবার রাত সাড়ে দশটায়।' ডাক্তারের দিকে তাকালেন পোয়ারো। 'খুনটা কি অত আগে হতে পারে?'

'অসম্ভব,' মাথা নাড়লেন ডা. কনস্ট্যান্টাইন।

'তা হলে আপনি ওঁকে আশ্বস্ত করতে পারেন, মাদমোয়াজেল,' পোয়ারো বললেন। 'চিন্তিত হবার কিছু নেই ওঁর।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ।' এই প্রথম নির্ভেজাল এক টুকরো হাসি ফুটল মেরির ঠোঁটে। ঘুরে চলে গেল ও।

BanglaBook.org

বিশ

কৌতূহল নিয়ে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে আছেন মসিয়ো বুচ। জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাকে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, মসিয়ো পোয়ারো। কী করতে চাইছিলেন এতক্ষণ?'

'আমি একটা খুঁত খুঁজছিলাম, বন্ধু,' পোয়ারো বললেন।

'খুঁত মানে?'

'কঠিন একটা খোলসে নিজেকে মুড়ে রেখেছে মিস ডেবেনহ্যাম। আমি সেই খোলসের সবচেয়ে দুর্বল জায়গাটা খুঁজেছি। সফল হয়েছি কি না জানি না, তবে এটুকু বুঝতে পারছি—যেভাবে জেরা করলাম, তাতে ওকে চমকে দেয়া গেছে।'

'আপনি ওকে সন্দেহ করছেন,' বুঝতে পেরে বললেন বুচ। 'কিন্তু কেন? চমৎকার একটি মেয়ে... এ-ধরনের অপরাধের সঙ্গে ওকে কল্পনা করা যায় না।'

'আমি একমত,' সুর মেলালেন ডা. কনস্ট্যান্টাইন। 'মেয়েটা বড়ই শীতল প্রকৃতির। আবেগহীন। এ-ধরনের মেয়ে কারও বুকে ছুরি চালায় না, বরং তার বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দেয়।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন পোয়ারো। বললেন, 'মিস ডেবেনহ্যামের ব্যাপারে আপনারা দুজনেই ভুল করছেন। তা ছাড়া খুনটা করা হয়েছে অনেক ভেবে-চিন্তে, ছক কেটে। মেয়েটিকে দুটি কারণে আমি সন্দেহ করছি। প্রথমটি হলো...'

BanglaBook.org

আলেপ্পো থেকে আসার পথে কোনিয়া স্টেশনে আর্বাথনট আর মেরির কথোপকথনের বর্ণনা দিলেন তিনি।

'সন্দেহজনক আচরণ, স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি,' শোনার পর বললেন বুচ। 'ওটা সত্যি হলে ধরে নিতে হয়, ওরা দুজন মিলেই কাজটা করেছে—মিস ডেবেনহ্যাম আর কর্নেল আর্বাথনট।'

মাথা দোলালেন পোয়ারো। 'সমস্যাটা ওখানেই। দুজনে মিলে যদি খুন করে থাকে, তা হলে ওরাই পরস্পরের হয়ে সাফাই গাইত। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবে কী ঘটছে? মিস ডেবেনহ্যামের অ্যালিবাই দিচ্ছে সুইডিশ এক মহিলা, যাকে ও জীবনে কোনোদিন দেখেনি। কর্নেল আর্বাথনটের অ্যালিবাই দিচ্ছে স্বয়ং র‍্যাচেটের সেক্রেটারি! তারমানে আসলেই খুন করেনি এরা। প্যাঁচটা ধরতে পারছেন?'

'সন্দেহ করার আরেকটা কারণ আছে বলছিলেন...' মনে করিয়ে দিলেন বুচ।

'ওটা সম্পূর্ণই মনস্তাত্ত্বিক। তখন বললাম না, ঠাণ্ডা মাথার কোনও হিসেবি মানুষ খুনটার পরিকল্পনা সাজিয়েছে? মিস ডেবেনহ্যামের সঙ্গে সেটা মিলে যায়।'

'কী যে বলেন না!' বুচের গলায় অবিশ্বাস। 'এ হতেই পারে না।'

পাল্টা জবাব আর দিলেন না পোয়ারো। টেবিল থেকে তুলে নিলেন শেষ পাসপোর্টটা। 'যাক, জিজ্ঞাসাবাদের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছি। হিল্ডেগার্ড শ্মিথ—প্রিন্সেসের পরিচারিকা... আমাদের শেষ সাক্ষী। খবর দিন তাকে।'

একটু পরেই ডাইনিং কারে ঢুকল সে। টেবিলের পাশে এসে মাথা নিচু করে দাঁড়াল—পরিচারিকাদের চিরাচরিত ভঙ্গি। তাকে বসতে বললেন পোয়ারো। দু'হাত জড়ো করে বসল সে, প্রশ্ন না করা পর্যন্ত কিচ্ছু বলল না—আনুগত্যের চরম পরাকাষ্ঠা যেন।

BanglaBook.org

মেরি ডেবেনহ্যামকে যেভাবে জেরা করেছিলেন, এবার ঠিক তার উল্টো কৌশল অবলম্বন করলেন পোয়ারো। আক্রমণাত্মক একটা প্রশ্নও করলেন না, যা কিছু জিজ্ঞেস করলেন তার সবই কোমল ভাষায়। কথাবার্তা হলো জার্মানে।

বরাবরের মত প্রথমেই হিল্ডেগার্ডকে দিয়ে কাগজে ওর নাম-ঠিকানা লিখিয়ে নিলেন তিনি। তারপর বললেন, 'গতরাতের ব্যাপারে যা কিছু সম্ভব জানার চেষ্টা করছি আমরা। তোমার সাহায্য চাইছি এ-ব্যাপারে। কষ্ট করে একটু স্মরণ করো রাতটা। কী ঘটেছিল না ঘটেছিল, কী দেখেছ বা শুনেছ... যত ছোট বা যত বড়ই হোক, দয়া করে খুলে বলো আমাদেরকে।'

মুখের বোকাসোকা ভাবটা বদলাল না। হিল্ডেগার্ড বলল, 'আমি কিছুই জানি না, মসিয়ো।'

'ঠিক আছে, তা হলে আমি মনে করিয়ে দিই। কাল রাতে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন প্রিন্সেস দ্রাগোমিরফ। মনে পড়ে?'

'হ্যাঁ। ওটা তো মনে আছেই।'

'ক'টার সময়, বলতে পারবে?'

'সময় জানি না। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কণ্ডাক্টর এসে ডেকে তুলল।'

'বুঝতে পেরেছি। ওভাবে ডেকে পাঠানো কি অস্বাভাবিক?'

'না, মসিয়ো। রাতে প্রায়ই আমাকে ডাকাডাকি করেন হার এক্সিলেন্সি। ওঁর ঘুমের সমস্যা আছে।'

'আচ্ছা, আচ্ছা। তো ডাক পাবার পর কী করলে? বিছানা থেকে নেমে ড্রেসিং গাউন পরেছিলে?'

'জী না। ভাল পোশাকই পরলাম। ড্রেসিং গাউনে আমি হার এক্সিলেন্সির সামনে যাই না।'

'কেন? ওটা ভাল নয়? লাল রঙের বোধহয়, নাকি?'

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল হিল্ডেগার্ড। 'না, মসিয়ো। গাঢ়

BanglaBook.org

নীল। ফ্ল্যানেলের ড্রেসিং গাউন। খারাপ নয়, আবার খুব ভালও বলব না।'

'ঠিক আছে, বলতে থাকো। আমার কথায় কান দিয়ো না। পোশাক পরে প্রিন্সেসের কামরায় যাবার পর কী করলে?'

'তাঁর শরীর মালিশ করলাম, বই পড়ে শোনালাম। ঘুম এসে যাওয়ার পর তিনি আমাকে ছেড়ে দিলেন। আমিও নিজের কামরায় ফিরে এলাম।'

'তখন সময় দেখেছ?'

'জী না।'

'কতক্ষণ ছিলে ওই কামরায়?'

'আধঘণ্টার মত।'

'ভাল। তারপর? শুয়ে পড়লে?'

'না, আমার কামরা থেকে বাড়তি একটা কম্বল নিয়ে দিয়ে এলাম হার এক্সিলেন্সিকে। খুব ঠাণ্ডা পড়েছিল, এক কম্বলে শীত মানছিল না তাঁর। কম্বল পৌঁছে দিয়ে এক গ্লাস পানিও ঢেলে দিলাম। তারপর বাতি নিভিয়ে ফিরলাম নিজের কামরায়।'

'আর?'

'আর কিছুই না, মসিয়ো। বিছানায় উঠে ঘুমিয়ে পড়েছি এরপর।'

'করিডরে কারও সঙ্গে দেখা হয়নি?'

'না, মসিয়ো।'

'ভাল করে ভাবো। লাল কিমোনো পরা কাউকে দেখোনি?'

'না। কেউ ছিল না তখন করিডরে। মানে... কণ্ডাক্টর ছাড়া।'

'কণ্ডাক্টর? কোথায় দেখেছ তাকে?'

'একটা কামরা থেকে বেরিয়ে আসতে দেখলাম।'

'কী!' পিঠ খাড়া হয়ে গেল মসিয়ো বুচের। 'কোন্ কামরা?'

তাঁর কড়া প্রশ্ন শুনে ভয়ে কাঁচুমাচু হয়ে গেল হিল্ডেগার্ড।

BanglaBook.org

বন্ধুর দিকে তাকিয়ে চোখ রাঙালেন পোয়ারো। তারপর পরিচারিকার দিকে ফিরে নরম সুরে বললেন, 'ওটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। রাতে অনেকেই ডাকাডাকি করে কণ্ডাক্টরকে। এমনিতেই জানতে চাইছি আর কী। কোন্ কামরা থেকে বেরিয়ে এসেছিল কণ্ডাক্টর, লক্ষ করেছিলে?'

'কোচের মাঝামাঝি একটা কামরা, মসিয়ো,' হিল্ডেগার্ড বলল। 'হার এক্সলেন্সির দু-তিনটা দরজা পরে।'

'আরেকটু বিস্তারিত বলবে?'

'আমার সঙ্গে আরেকটু হলে ধাক্কা খেতে যাচ্ছিল লোকটা। ওই যে, যখন কম্বল নিয়ে রওনা হলাম।'

'হুম। কোন্‌দিকে যাচ্ছিল সে?'

'আমার কামরা যেদিকে, সেদিকেই। ক্ষমা চেয়ে আমাকে পাশ কাটায় সে। চলে যায় ডাইনিং কারের দিকে। আরেকটা ঘণ্টি বাজছিল তখন, তবে মনে হয় না ওটার জবাব দিয়েছে।' একটু থামল হিল্ডেগার্ড। 'ইয়ে... হঠাৎ এই ব্যাপারটা নিয়ে কেন আপনারা...'

'না, না, সিরিয়াস কিছু না। ঘটনাক্রম সাজাবার চেষ্টা করছি আমরা, সেজন্যেই বিস্তারিত জানতে চাইছি। বেচারা কণ্ডাক্টর! বেশ ব্যস্ত রাত কাটিয়েছে ও। প্রথমে তোমাকে ঘুম থেকে ডাকল, তারপর আবার একের পর এক ঘণ্টি...'

'আপনি ভুল করছেন, মসিয়ো। যে-কণ্ডাক্টর আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়েছে, এটা সেই লোক নয়। আরেকজন।'

এবার পোয়ারোর চমকে ওঠার পালা। কোনোমতে নিজেকে সামলে জিজ্ঞেস করলেন, 'আরেকজন কণ্ডাক্টর? আগে কখনও দেখেছ তাকে?'

'না, মসিয়ো।'

'আবার দেখলে চিনতে পারবে?'

BanglaBook.org

'নিশ্চয়ই!'

বুচের কানের কাছে মুখ নিয়ে কিছু একটা বললেন পোয়ারো। চেয়ার ছেড়ে ডাইনিং কারের দরজার দিকে চলে গেলেন তিনি। পোয়ারো চালিয়ে গেলেন তাঁর জিজ্ঞাসাবাদ।

'তুমি কখনও আমেরিকায় গেছ, ফ্রাউ শ্মিথ?'

'না, মসিয়ো। তবে শুনেছি ওটা খুব সুন্দর দেশ।'

'তা হলে এ-ও নিশ্চয়ই শুনেছ, খুন হওয়া লোকটা সে-দেশের একজন কুখ্যাত অপরাধী? ছোট্ট একটি বাচ্চা খুন হয়েছে তার হাতে?'

'একটু আগে শুনলাম। ব্যাপারটা অচিন্তনীয়... লোমহর্ষক! এতবড় পাপ ঈশ্বর কখনও ক্ষমা করেন না। আমাদের জার্মানিতে অমন খারাপ মানুষ নেই।'

চোখ ছলছল করছে হিল্ডেগার্ডের। বোঝা গেল, তার হৃদয় বেশ নরম।

'হ্যাঁ, ঘটনাটা সত্যিই নৃশংস,' বললেন পোয়ারো। পকেট থেকে বের করলেন ঘটনাস্থলে পাওয়া সুগন্ধী রুমালটা। 'এটা কি তোমার?'

সময় নিয়ে রুমালটা দেখল হিল্ডেগার্ড। তারপর বলল, 'জী না, মসিয়ো। আমার না।'

'*এইচ* আদ্যক্ষর লেখা রয়েছে যে! তোমার নাম তো হিল্ডেগার্ড।'

'কাকতালীয় ঘটনা, মসিয়ো। এটা কোনও সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলার রুমাল। অনেক দামি। মনে হচ্ছে প্যারিস থেকে কেনা। আমার পোষাবে না।'

'তা হলে কার, বলতে পারো?'

'আমি? না, না, আমি কী করে বলব?'

মহিলার গলায় ক্ষীণ অস্বস্তি টের পেলেন পোয়ারো। কিন্তু

BanglaBook.org

দ-বিষয়ে প্রশ্ন করবার আগেই ফিরে এলেন বুচ। বললেন, আপনার কথামত কাল রাতের তিন কণ্ডাক্টরকে নিয়ে এসেছি।'

একে একে টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াল ওরা। পিয়ের মিশেল তো আছেই, আর আছে অ্যাথেন্স আর বুখারেস্ট কোচের অপর দুই কণ্ডাক্টর।

পোয়ারো বললেন, 'ভাল করে দেখো, ফ্রাউ শ্মিথ। এদের মধ্যে কার সঙ্গে গতরাতে ধাক্কা খাওয়ার উপক্রম হয়েছিল তোমার?'

একে একে তিন কণ্ডাক্টরের উপর ঘুরে এল হিল্ডেগার্ডের চোখ। মাথা নাড়ল সে। বলল, 'না, মসিয়ো, এদের কেউ না।'

'কিন্তু গতকাল রাতে এরা ছাড়া আর কেউ ডিউটিতে ছিল না।'

'ছিল, মসিয়ো। বেঁটেমত একটা লোক। কালো। ঠোঁটের উপরে চিকন একটা গোঁফ। আমার কাছে যখন ক্ষমা চাইল, মনে হলো কোনও মেয়ের গলা শুনছি। ওই চেহারা আর কণ্ঠ মগজে গেঁথে গেছে, মসিয়ো। ভুল হবার কোনও সম্ভাবনা নেই।'

চোয়াল ঝুলে পড়ল পোয়ারো, বুচ আর ডাক্তারের।

BanglaBook.org

একুশ

'ছোটখাট গড়নের লোক, কালো, মেয়েলি গলায় কথা বলে!' ফিসফিসালেন বুচ। 'এ-ই তো...'

ইশারায় তাঁকে থামালেন পোয়ারো। বিদায় করে দিলেন তিন কণ্ডাক্টর আর হিল্ডেগার্ডকে।

'আমার মাথা ঘুরছে,' ওরা চলে গেলে বললেন বুচ। 'এসব কীসের আলামত রে, বাবা! র‍্যাচেট যে-শত্রুর কথা বলছিল, সে তা হলে এই ট্রেনেই ছিল? তা হলে এখন সে কোথায়? জলজ্যান্ত একজন মানুষ তো বাতাসে মিলিয়ে যেতে পারে না। কিছু বলুন, মসিয়ো পোয়ারো! এই অসম্ভব কীভাবে সম্ভব হতে পারে?'

'সম্ভবই যদি হলো, তা অসম্ভব হয় কী করে?' বললেন পোয়ারো। 'ওটা আসলে ম্যাজিকের কৌশল।'

'তা হলে এই ট্রেনের ম্যাজিকটা আপনিই ব্যাখ্যা করুন।'

'আমি ম্যাজিশিয়ান নই, বন্ধু। আপনার মত আমিও বিভ্রান্ত। যেভাবে এগোচ্ছে তদন্ত, তাতে আমার কাছেও ব্যাপারটা অদ্ভুত ঠেকছে।'

'এগোল কোথায়? যেখানে শুরু করেছিলাম, এখনও সেখানেই আটকে আছি আমরা।'

মাথা নাড়লেন পোয়ারো। 'ভুল। অনেকটাই এগিয়েছি আমরা। যাত্রীদের জবানবন্দি থেকে বেশ কিছু মূল্যবান তথ্য পাওয়া গেছে।'

'তথ্য না ছাই। পরস্পরবিরোধী বক্তব্য পেয়েছি আমরা।'

'আমার তা মনে হয় না।'

'বেশ, স্বীকার করছি, হার্ডম্যান আর হিল্ডেগার্ডের মাধ্যমে আততায়ীর ব্যাপারে কিছুটা জানা গেছে। কিন্তু তাতে রহস্যের জট খোলেনি, বরং আরও প্যাঁচ খেয়ে গেছে।'

'আপনার বুঝি তা-ই মনে হচ্ছে?'

'নয়? তা হলে আপনিই বুঝিয়ে দিন।'

'অনেক কিছু আমার কাছেও অস্পষ্ট। তবে এখন পর্যন্ত যা যা জানা গেছে, তা যদি পদ্ধতিগতভাবে সাজানো হয়, সমস্যাগুলো

BanglaBook.org

চিহ্নিত করতে সুবিধে হবে।'

'বলে যান, প্লিজ,' বললেন ডা. কনস্ট্যান্টাইন।

গলা খাঁকারি দিলেন পোয়ারো। 'কেসের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করা যাক। ক্যাসেটি ওরফে র‍্যাচেট নামের একজন লোক বারোবার ছুরিকাহত হয়ে গতকাল রাতে মারা গেছে—এটা হলো আমাদের এক নম্বর ফ্যাক্ট।'

'ঠিক,' সায় দিলেন বুচ।

'ছুরিকাঘাতের মধ্যে কিছু অসঙ্গতি আছে, কিন্তু সেগুলো নিয়ে পরে কথা বলব। এবার আসি দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টে, আর সেটা হলো হত্যাকাণ্ডের সময়।'

'ওটাও আমাদের জানা,' বুচ বললেন। 'ঠিক সোয়া একটায় খুন হয়েছে ক্যাসেটি। সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ সেটাই নির্দেশ করে।'

'সমস্ত নয়, বেশ কিছু,' শুধরে দিলেন পোয়ারো। 'কিন্তু এখানে তিন ধরনের সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি আমি। এক, খুনটা রাত সোয়া একটায় সংঘটিত হয়েছে—তথ্যপ্রমাণে তা-ই বলছে। বাকি দুটো সম্ভাবনা হলো, হয় সেটা সোয়া একটার আগে, কিংবা পরে ঘটেছে। বন্ধ ঘড়ির সূত্রটা সম্পূর্ণ সাজানো। আমাদেরকে বোকা বানাবার জন্য দেখানো হয়েছে ওটা।

'এখন, আমরা যদি প্রথম সম্ভাবনাটাকে মেনে নিই, তা হলে মেনে নিতে হয় যে, খুনটা সোয়া একটায় হয়েছে, এবং সেক্ষেত্রে খুনি ট্রেন ছেড়ে পালাতে পারেনি। কথা হলো, সে কোথায় এবং কে সে?

'এ-বিষয়ে তথ্যপ্রমাণগুলো বিশ্লেষণ করা যাক। হার্ডম্যানের কাছে আমরা প্রথম শুনেছি আততায়ীর কথা—ছোটখাট, কালো একজন লোক, মেয়েলি গলায় কথা বলে। হার্ডম্যানকে র‍্যাচেটই বলেছিল তার কথা, ওকে ভাড়া করেছিল লোকটাকে খুঁজে বের করবার জন্য। কিন্তু হার্ডম্যানের মুখের কথা ছাড়া ব্যাপারটা

BanglaBook.org

সমর্থন করবার মত আর কোনও প্রমাণ নেই। এখন কথা হলো, আমরা কি তার মুখের কথা বিশ্বাস করব? হার্ডম্যান নিজের যে-পরিচয় দিচ্ছে, সেটাই বা কতখানি বিশ্বাসযোগ্য? সে কি সত্যিই নিউ ইয়র্কের ডিটেকটিভ?

'এই কেসের সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা হলো, প্রাতিষ্ঠানিক কোনও সাহায্য পাচ্ছি না আমরা, কাজ করতে হচ্ছে সম্পূর্ণ একা একা। চাইলেও হার্ডম্যান বা অন্যান্য যাত্রীদের পরিচয় ভেরিফাই করে নিতে পারছি না। ব্যাপারটা একদিক থেকে ইন্টারেস্টিংও বটে। মাথা খাটাতে হচ্ছে আমাকে, নির্ভর করতে হচ্ছে নিজস্ব বিচারবুদ্ধির উপর। সে-দিক থেকে আমার মনে হচ্ছে, হার্ডম্যান আর কিছু না হোক, নিজের সঠিক পরিচয়ই দিয়েছে আমাদের।'

'এটা কি আপনার অনুমান?' জিজ্ঞেস করলেন ডা. কনস্ট্যান্টাইন।

'অনুমান নয়, যুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্ত,' বললেন পোয়ারো। 'ভুয়া একটা পাসপোর্ট নিয়ে ঘুরছে হার্ডম্যান। সে খুব ভাল করেই জানে, প্রথম সুযোগেই পুলিশের মাধ্যমে যাত্রীদের ভেরিফিকেশন করাব আমরা। মিথ্যে পরিচয় দিয়ে এ-মুহূর্তে হয়তো পার পেতে পারে, কিন্তু তখন? অযথাই কি সে সন্দেহের শিকার হবে না? খামোকা কেন ওই ঝুঁকি নিতে যাবে?'

'তারমানে কি ওকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিচ্ছেন?'

'মোটেই না। আমি শুধু বলছি যে, তার পরিচয়টা সঠিক হতে পারে। তবে র‍্যাচেট যে ওকে ভাড়া করেছিল, সে-কাহিনিও একেবারে অবিশ্বাস্য নয়। ওটাও যদি সত্যি বলে ধরে নিই, তা হলে দেখতে হবে এর সপক্ষে কোনও প্রমাণ আছে কি না। সেটা পাওয়াও যাচ্ছে হিল্ডেগার্ড শ্মিথের সাক্ষ্যে। সম্ভাব্য খুনির ব্যাপারে ঠিক একই বর্ণনার একটি লোকের কথা শুনেছি আমরা ওর মুখে। কণ্ডাক্টরের ইউনিফর্ম পরে ছিল সে। আরেকটা জিনিস ওদের

BanglaBook.org

কাহিনিকে প্রতিষ্ঠিত করছে—মিসেস হাবার্ডের কামরায় পাওয়া বোতামটা। আরও দুজন যাত্রীর জবানবন্দিও এ-ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে... যা আপনারা খেয়াল করেছেন কি না জানি না।'

'কাদের কথা বলছেন?'

'কর্নেল আর্বাথনট আর হেক্টর ম্যাককুইন। দুজনেই কামরার সামনে দিয়ে কণ্ডাক্টরের পোশাক পরা একজনকে হেঁটে যেতে দেখেছে। কিন্তু মিশেল আমাদেরকে জানিয়েছে, বিশেষ কয়েকটা সময় ছাড়া পুরো রাত সে তার নিজের সিটেই বসে ছিল। ম্যাককুইনের কামরার সামনে দিয়ে কোচের শেষ মাথায় যাবার দরকার পড়েনি ওর একবারও। তা হলে কে গিয়েছিল? নিশ্চয়ই কণ্ডাক্টরের পোশাক পরা সেই রহস্যময় খুনি? কাজেই... ইউনিফর্ম পরা ছোটখাট, কালো, মেয়েলি কণ্ঠের খুনির অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে চারজন যাত্রীর সাক্ষ্যের উপর।'

'ছোট্ট একটা পয়েন্ট আছে আমার,' ডাক্তার বললেন। 'মিশেল যদি নিজের সিটেই থাকে সারারাত, তা হলে হিল্ডেগার্ডকে কম্বল নিয়ে দ্বিতীয়বার প্রিন্সেসের কামরায় যেতে দেখেনি কেন?'

'আমার মনে হয় সেটার ব্যাখ্যা ইতোমধ্যেই পেয়েছি আমরা,' পোয়ারো বললেন। 'মিসেস হাবার্ডের ঘণ্টির জবাব দিতে গিয়েছিল সে। ওই কামরার ভিতরে ঢুকেছিল বলে দেখতে পায়নি হিল্ডেগার্ডকে।'

উশখুশ করছিলেন বুচ। পোয়ারোর কথা শেষ হতেই বললেন, 'আপনার বিশ্লেষণী চিন্তাধারার জন্য ধন্যবাদ, বন্ধু। রহস্যময় সেই খুনির অস্তিত্বের ব্যাপারে আমরা অনেক আগেই নিঃসন্দেহ হয়েছি। কিন্তু আসল প্রশ্নটাই এখনও আপনি স্পর্শ করেননি লোকটা গেল কোথায়?'

মাথা দোলালেন পোয়ারো। 'আপনি ভুল করছেন। আপনি ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবার কথা বলছেন। লোকটা কোথায় উধাও

BanglaBook.org

হলো—এই প্রশ্নের আগে আপনার প্রশ্ন হওয়া উচিত—অমন কোনও লোক সত্যিই আছে কি না। কারণ, লোকটা যদি কাল্পনিক বা বানোয়াট হয়, তা হলে উধাও হবার ব্যাখ্যা আর আলাদা করে দেবার প্রয়োজন হয় না।'

'আর যদি কাল্পনিক না হয়? এখন সে কোথায়?'

'এর স্রেফ দুটো ব্যাখ্যা হতে পারে—এমন অতীব বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ট্রেনের এমন কোথাও লুকিয়েছে, যার কথা আমরা কল্পনাও করতে পারছি না; অথবা ও একজন ছদ্মবেশধারী—যাত্রী সেজে উঠেছে ট্রেনে, যাকে দেখেও চিনতে পারেনি খোদ র‍্যাচেট... এখনও সে যাত্রী সেজেই বসে আছে আমাদের সঙ্গে।'

একটু ভাবলেন বুচ। 'আইডিয়াটা মন্দ নয়। কিন্তু...'

ওঁর মুখের কথা কেড়ে নিলেন পোয়ারো। 'উচ্চতার গরমিলের কথা বলবেন তো? র‍্যাচেটের আর্দালিকে বাদ দিলে ট্রেনের বাকি সব পুরুষই বেশ লম্বা—ফসকারেলি, কর্নেল আর্বাথনট, হেক্টর ম্যাককুইন, কাউন্ট আন্দ্রেঁয়ি। বাকি রইল আর্দালি মাস্টারম্যান, কিন্তু দিনরাত র‍্যাচেটের পাশে থেকেছে সে, ছদ্মবেশী হলে ধরা পড়ে যেত... তাই ও-ও বাদ। তা হলে কে? একটাই সম্ভাবনা রয়েছে। মেয়েলি গলার কথা বলা হয়েছে... খুনি ছদ্মবেশী কোনও নারী হতে ক্ষতি কী? পুরুষের ছদ্মবেশে তাকে ছোটখাটই দেখাবে।'

'নারী-শত্রু হলে র‍্যাচেটের তো সেটা জানার কথা। হার্ডম্যানকে নিশ্চয়ই বলত!'

'হয়তো জানত। হয়তো এই মেয়ে আগেও পুরুষ সেজে হামলা করেছে র‍্যাচেটের উপর। এবারও হয়তো তা-ই করবে বলে নিশ্চিত ছিল সে, তাই হার্ডম্যানকে পুরুষবেশী খুনিকে খুঁজতে বলেছে। হতে পারে না?'

'বুঝলাম। কিন্তু...'

BanglaBook.org

'এ-নিয়ে এখন আর কথা না বাড়াই,' পোয়ারো বললেন। 'আপাতত আমি আর ডা. কনস্ট্যান্টাইন লাশের গায়ের আঘাতগুলোয় কী কী অসঙ্গতি পেয়েছি, সেটা শোনাই।'

একে একে বলা হলো সব। শুনে গোঙানির মত আওয়াজ বেরুল মসিয়ো বুচের গলা দিয়ে। দু'হাতে মাথা চেপে ধরলেন তিনি।

মুচকি হেসে পোয়ারো বললেন, 'বুঝতে পারছি আপনার অবস্থা। মাথা ঘোরাচ্ছে, তাই না?'

'এ তো কল্পকাহিনিকেও হার মানায়!' বোকা বোকা গলায় বললেন বুচ।

'ঠিক। পুরো ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য, অসম্ভব... এ হতে পারে না! কিন্তু চাক্ষুষ সাক্ষ্যপ্রমাণ জ্বলজ্বল করছে আমাদের চোখের সামনে। কী করে অস্বীকার করি?'

'পাগলামি... স্রেফ পাগলামি!'

'পাগলামি তো বটেই। এতটাই যে, মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, রহস্যটা হয়তো অত জটিল নয়, সহজ একটা সমাধানকেই আমরা বড় বেশি ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে ফেলছি। সহজ একটা ব্যাখ্যা তো আছেই...'

'দুজন খুনি?' বুচ বললেন। 'তাও আবার এই ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে?' তাঁর কণ্ঠে অবিশ্বাসের ছোঁয়া।

'এখানেই পুরো ব্যাপারটা আরও চমকপ্রদ হয়ে উঠছে,' খুশি খুশি গলায় বললেন পোয়ারো। 'গতকাল রাতে দুজন রহস্যময় আগন্তুক ছিল এই ট্রেনে। প্রথমজন পুরুষ—কণ্ডাক্টরের পোশাক পরা সেই লোক, যার কথা হার্ডম্যান আমাদের বলেছে... ফ্রাউলাইন শ্মিথ ওকে দেখেছে। দ্বিতীয়জন ছিল লাল কিমোনো পরা এক মহিলা—হালকা-পাতলা, লম্বা... ওকে দেখেছে পিয়ের মিশেল, মিস ডেবেনহ্যাম, মি. ম্যাককুইন, এমনকী আমিও।

BanglaBook.org

কর্নেল আর্বাথনট তার পারফিউমের গন্ধও পেয়েছেন। কে ছিল সে? ট্রেনের কেউ স্বীকার করেনি তার কাছে কোনও লাল কিমোনো আছে। এই মহিলাও বাতাসে মিলিয়ে গেছে। রহস্যময় মহিলা আর ওয়্যাগন-লিট কণ্ডাক্টর কি একই ব্যক্তি? না হলে কারা এরা, কী তাদের পরিচয়? সবচেয়ে বড় কথা, সেই ইউনিফর্ম আর কিমোনো দুটো গেল কোথায়?'

'যাক, এতক্ষণে একটা কাজের কথা বললেন,' তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন বুচ। 'চলুন, যাত্রীদের লাগেজ চেক করা যাক। ওগুলো পেলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে সব।'

পোয়ারোও উঠলেন। 'ঠিক আছে, চলুন। তবে তল্লাশির ফলাফল আমি এখুনি আঁচ করতে পারি।'

'মানে? আপনি জানেন ওগুলো কোথায় আছে?'

'ধারণা করতে পারি।'

'কোথায়?'

'কিমোনোটা পাওয়া যাবে পুরুষ যাত্রীদের কারও ব্যাগেজে। আর ইউনিফর্মটা পাবেন হিল্ডেগার্ড শ্মিথের কাছে।'

'হিল্ডেগার্ড শ্মিথ? তারমানে...'

'যা ভাবছেন তা নয়। আমি বলতে চাইছি, হিল্ডেগার্ড যদি দোষী হয়, তা হলে ওর ব্যাগে *হয়তো* পাওয়া যাবে; আর যদি নিরপরাধ হয়, তা হলে *নিশ্চিতভাবে* পাওয়া যাবে।'

'কী সব আবোলতাবোল বকছেন...' বিরক্ত কণ্ঠে বলতে শুরু করেই থেমে গেলেন বুচ। দূর থেকে ভেসে আসছে চেঁচামেচি আর পদশব্দ। 'কী ব্যাপার? এত আওয়াজ কীসের?'

বলতে না বলতেই ধড়াম করে খুলে গেল ডাইনিং কারের প্রবেশদ্বার। হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকলেন মিসেস হাবার্ড।

'ভয়ঙ্কর ব্যাপার...' চেঁচিয়ে বললেন তিনি, উত্তেজনায় কথাই বলতে পারছেন না ঠিকমত। '...ভয়ঙ্কর ব্যাপার... আমার স্পঞ্জ

BanglaBook.org

ব্যাগের মধ্যে... স্পঞ্জ ব্যাগের মধ্যে... এত্ত বড় এক ছুরি... রক্তমাখা...'

কথা শেষ করতে পারলেন না তিনি। আচমকাই চোখ উল্টে জ্ঞান হারালেন। ঢলে পড়লেন মসিয়ো বুচের কাঁধে।

বাইশ

সাবধানে, টেবিলের উপর মাথা রেখে মিসেস হাবার্ডকে বসিয়ে দিলেন বুচ। ডা. কনস্ট্যান্টাইন চেঁচিয়ে ডাকলেন রেস্টুরেন্ট অ্যাটেনডেন্টকে। তাকে বললেন, 'ওঁর মাথাটা এভাবেই যেন থাকে, নইলে গড়িয়ে পড়ে যাবেন। জ্ঞান ফিরলে একটু কনিয়াক দিয়ো।'

পোয়ারো ইতিমধ্যে বেরিয়ে গেছেন ডাইনিং কার থেকে, বুচ আর ডাক্তারও তাঁর পিছু নিলেন। অজ্ঞান মহিলার চেয়ে রক্তমাখা ছুরির গুরুত্ব অনেক-অনেক বেশি। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ইস্তাম্বুল কোচে মিসেস হাবার্ডের কামরার সামনে পৌঁছে গেলেন। করিডরে ভিড় করছে যাত্রীরা, তাদেরকে সামলাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে কণ্ডাক্টর মিশেল।

'প্লিজ, আপনারা দূরে থাকুন!' বার বার বলছে সে।

'জায়গা দিন, প্লিজ,' গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন বুচ।

সঙ্গে সঙ্গে সরে গেল যাত্রীরা। পোয়ারো আর ডাক্তারকে নিয়ে মিসেস হাবার্ডের কামরায় ঢুকলেন তিনি।

BanglaBook.org

'আপনারা আসায় বাঁচলাম, মসিয়ো,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মিশেল। 'কামরায় ঢুকতে চাইছিল সবাই। ওই আমেরিকান মহিলা... যা একখান চিৎকার দিলেন... মনে হচ্ছিল বুঝি উনিই খুন হয়ে যাচ্ছেন। দৌড়ে এলাম, দেখি পাগলের মত আচরণ করছেন। আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে গেলেন ডাইনিং কারের দিকে।'

'জিনিসটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করলেন বুচ।

'ওই যে,' আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল মিশেল। 'আমি হাত লাগাইনি।'

কানেক্টিং ডোরের হাতলে ঝুলছে একটা বড় সাইজের চেক-কাটা রাবারের ব্যাগ। ওটার ঠিক নীচে, মেঝেতে, মহিলার হাত থেকে খসে পড়ে আছে একটা লম্বা ছুরি—সস্তা মাল, ওরিয়েন্টাল ধাঁচের। খোদাই করা হাতল আর সরু ফলাঅলা। ফলায় শুকনো রক্তের ছোপ।

সাবধানে ছুরিটা তুলে নিলেন পোয়ারো। 'হ্যাঁ, এটাই আমাদের হারানো অস্ত্র। কোনও সন্দেহ নেই। কী বলেন, ডাক্তার?'

যেন নাজুক কোনও জিনিস ধরছেন, এমন ভঙ্গিতে ওটা তাঁর কাছ থেকে নিলেন ডা. কনস্ট্যান্টাইন।

'এত সতর্কতার প্রয়োজন নেই,' পোয়ারো বললেন। 'মিসেস হাবার্ড ছাড়া আর কারও ছাপ পাওয়া যাবে না ওতে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে দ্রুত ছুরিটা নেড়েচেড়ে দেখলেন ডাক্তার। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, এটা দিয়েই খুন করা হয়েছে। লাশের গায়ের সবক'টা আঘাত এর সঙ্গে মিলে যায়।'

'দয়া করে অমন কথা বলবেন না,' অনুরোধ করলেন পোয়ারো।

বিস্মিত চোখে তাঁর দিকে তাকালেন ডা. কনস্ট্যান্টাইন।

BanglaBook.org

'মানে?'

'দুজন খুনি ছিল, ভুলে গেছেন? সবক'টা আঘাত এই এক ছুরির সঙ্গে মেলে কীভাবে? এমনিতেই কাকতালীয় ঘটনার অভাব নেই এই কেসে... এখন আবার এ-কথা বলবেন না যে, দুই খুনির কাছে কাকতালীয়ভাবে হুবহু একই রকম দুটো ছুরি ছিল।'

'কাকতালীয় না হলেও একেবারে অসম্ভব নয়,' ডাক্তার বললেন। 'কনস্ট্যান্টিনোপোলের বাজারের প্রায় সব দোকানেই এ-ধরনের কমদামি ছুরি পাবেন আপনি। দুজনেই হয়তো ওখান থেকেই কিনেছে।'

'শান্তি পেলাম। খুব বেশি নয়, তাও শান্তি পেলাম।'

দরজার দিকে চিন্তিত চোখে তাকালেন পোয়ারো। ব্যাগ সরিয়ে হাতল ঘোরালেন। নড়ল না পাল্লা। হাতলের এক ফুট উপরে ছিটকিনি। সেটাও সরিয়ে চেষ্টা করলেন। দরজা অনড় রইল।

'ওপাশ থেকে ছিটকিনি আটকে দিয়েছি আমরা, ভুলে গেলেন?' বললেন ডা. কনস্ট্যান্টাইন।

'তা ঠিক,' অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বললেন পোয়ারো। কী যেন ভাবছেন তিনি। কুঞ্চিত হয়ে আছে ভ্রূ।

'কী ঘটেছে, তা তো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে,' বললেন বুচ। 'কানেক্টিং ডোর গলে এ-কামরায় এসেছিল খুনি। হাতলে ঝোলানো ব্যাগটার স্পর্শ পেয়ে ওটার ভিতরে ঢুকিয়ে রেখেছে রক্তমাখা ছুরি। তারপর মূল দরজা খুলে বেরিয়ে গেছে করিডরে। জানত না, ওর আওয়াজ পেয়ে জেগে উঠেছেন মিসেস হাবার্ড।'

'হুম,' বিড়বিড় করলেন পোয়ারো। 'সেটাই ঘটেছে সম্ভবত।' কিন্তু তাঁর ভ্রূকুটি দূর হলো না।

'কী হয়েছে, বলুন তো?' বুচ বললেন। 'কিছু একটার কারণে খটকা লাগছে আপনার, তা-ই তো? কী সেটা?'

BanglaBook.org

'কেন, আপনি বুঝতে পারেননি? অবশ্য খুব ছোট একটা ব্যাপার।'

'আমেরিকান ভদ্রমহিলা ফিরে আসছেন,' দরজা থেকে জানাল মিশেল।

কয়েক মুহূর্ত পরেই দরজায় উদয় হলেন মিসেস হাবার্ড। জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন, কনিয়াক পান করায় নার্ভও শান্ত হয়ে এসেছে কিছুটা। হড়বড় করে বললেন, 'একটা কথা পরিষ্কার জানিয়ে দিই—আমি আর এ-কামরায় থাকছি না। কিছুতেই না। লাখ টাকা দিলেও না।'

'কিন্তু মাদাম...'

বুচকে কথা বলতে দিলেন না মহিলা। 'জানি কী বলবেন। কিন্তু কিছুতেই আমাকে রাজি করাতে পারবেন না। দরকার হলে করিডরে রাত কাটাব, তাও এই কামরায় না।' ফুঁপিয়ে উঠলেন তিনি। 'ওহ! আমার মেয়ে যদি শুধু জানত... যদি আমাকে দেখতে পেত এ-অবস্থায়...'

'শান্ত হোন, মাদাম,' নরম সুরে বললেন পোয়ারো। 'আপনার দাবি যুক্তিসঙ্গত। এই কামরায় থাকতে কেউ জোরাজুরি করবে না আপনাকে। কামরা বদলে দেয়া হবে আপনার। কী বলেন, মসিয়ো বুচ?'

'নিশ্চয়ই!' গলা খাঁকারি দিলেন বুচ। 'শুধু কামরা কেন, কম্পার্টমেন্টই বদলে দিচ্ছি আপনার।'

'সত্যি?' রুমাল বের করে চোখ মুছলেন মিসেস হাবার্ড। 'ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি ভীতু নই, তারপরেও... বুঝতেই পারছেন, এই কামরায় থাকতে হলে পাগল হয়ে যেতাম।'

'তার আর প্রয়োজন নেই। মিশেল!' কণ্ডাক্টরকে ডাকলেন বুচ। 'এক্ষুণি মিসেস হাবার্ডের মালপত্র নিয়ে যাও

BanglaBook.org

অ্যাথেন্স-প্যারিস কোচে।'

'জী, মসিয়ো। কোন্ কামরায় নেব? এই কোচের মতই তিন নম্বরে?'

'না,' বুচ কিছু বলবার আগেই বলে উঠলেন পোয়ারো। 'পরিবেশ বদলানো দরকার মাদামের। যদি সমস্যা না থাকে তো বারো নম্বরে নাও।'

'ঠিক আছে, মসিয়ো।'

লাগেজ নিয়ে বেরিয়ে গেল মিশেল। কৃতজ্ঞচিত্তে পোয়ারোর দিকে তাকালেন মিসেস হাবার্ড। 'সত্যি আপনি খুব দয়া করলেন। আমি খুশি... কৃতজ্ঞ।'

'ওভাবে বলবেন না। আমাদেরও তো একটা কর্তব্য আছে। চলুন, আমরাও যাব। নতুন কামরায় পৌঁছে দেব আপনাকে।'

তিনজনে মিলে প্রায় পাহারা দেবার ভঙ্গিতে অ্যাথেন্স কোচে নিয়ে গেলেন ভদ্রমহিলাকে। কামরায় ঢুকেই ঝলমল করে উঠল মিসেস হাবার্ডের চেহারা।

'বাহ্, চমৎকার!'

'আপনার পছন্দ হয়েছে তো? যে-কামরা ছেড়ে এসেছেন, এটা দেখতে ঠিক ওটারই মত।'

'হ্যাঁ। শুধু উল্টোদিকে... এই আর কী। তাতে অসুবিধে নেই। ট্রেন তো দুদিকেই যায়। আমার মেয়েকে বলেছিলাম—এমন একটা কামরা চাই, যার মুখ ইঞ্জিনের দিকে। ও বলল, তাতে তোমার কোনও লাভ হবে না, মাম্মি। যদি তোমার ঘুমাবার সময় ট্রেন একদিকে ছোটে, ঘুম ভেঙে দেখবে আরেকদিকে ছুটছে। খুবই সত্যি কথা। গতকাল সন্ধেবেলা আমরা যে-দিকে মুখ করে বেলগ্রেডে ঢুকেছি, বেরিয়ে এসেছি তার উল্টো মুখ করে।'

'যা-ই হোক, আপনি এখন সন্তুষ্ট তো, মাদাম?'

'সন্তুষ্ট? না, সেটা পুরোপুরি বলা যাবে না। এখনও আমরা

BanglaBook.org

সেই তুষারের মাঝখানে আটকা পড়ে আছি। এদিকে আমার জাহাজ ছাড়বে পরশু! কী করে সন্তুষ্ট হই, বলুন?'

'মাদাম,' বুচ বললেন, 'আমাদের সবারই একই দশা।'

'হয়তো। কিন্তু আপনাদের সবার কামরায় তো আর মাঝরাতে একটা খুনি ঢোকেনি।'

'এই ব্যাপারটা নিয়ে আমার মন খুঁতখুঁত করছে, মাদাম,' পোয়ারো বললেন। 'যদি সত্যিই দরজায় ছিটকিনি দেয়া থাকত, খুনি আপনার কামরায় ঢুকল কী করে? আপনি কি নিশ্চিত, দরজাটা বন্ধ ছিল?'

'অবশ্যই! সুইডিশ মহিলা আমার সামনেই দরজাটা পরীক্ষা করে দেখেছে।'

'যদি আপত্তি না থাকে তো চলুন, ব্যাপারটা হাতেকলমে দেখা যাক। বিছানায় শুয়ে পড়ুন, কাল রাতে যেভাবে শুয়েছিলেন। হ্যাঁ, হয়েছে। ওখান থেকে ছিটকিনি আপনি নিজে দেখতে পাচ্ছিলেন না, তাই না?'

'ঠিক। স্পঞ্জ ব্যাগটার জন্য। ইশ্‌শ, ওটা ফেলে দিয়ে নতুন একটা কিনতে হবে। তাকালেই গা শিরশির করছে।'

ব্যাগটা হাতলে ঝুলিয়ে দিলেন পোয়ারো। একটু পিছিয়ে এসে দেখলেন দরজাটা। 'হুম, ছিটকিনি ঢাকা পড়ে গেছে ব্যাগের কারণে। বিছানা থেকে দেখা যাবার কথা নয়।'

'তা হলে আর বলছি কী!'

'সুইডিশ মহিলা... মানে মিস ওলসন দাঁড়িয়ে ছিলেন দরজা আর আপনার মাঝামাঝি। কাজেই তিনি ঠিক কী করছেন, সেটাও দেখতে পাননি আপনি। শুধু তাঁর মুখে শুনেছেন, দরজা বন্ধ আছে। ঠিক?'

'হুঁ।'

'হয়তো ভুল করেছেন মিস ওলসন। ছিটকিনিতে হাতই

BanglaBook.org

জননি। দরজা ধাক্কা দিয়ে দেখেছেন, খুলছে না। বন্ধ ভেবে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। আসলে ছিটকিনি দেয়া ছিল অপর পাশে, পাশে নয়... অত কিছু লক্ষই করেননি। হতে পারে না?'

'তা হলে তো বলব মহিলা বড্ড বোকা।'

'মাদাম, বুদ্ধিমান মানুষও মাঝে মাঝে মনের ভুলে মস্ত বোকামি করে বসে।'

'তা অবশ্য ঠিক বলেছেন।'

'ভাল কথা, মাদাম, আপনি কি আপনার মেয়ের কাছে স্মিরনা-তে এ-পথেই গিয়েছিলেন?'

'না, জাহাজে ইস্তাম্বুল গেছি। ওখানে আমার মেয়ের বন্ধু জনসন রিসিভ করেছে আমাকে, ঘুরিয়ে দেখিয়েছে পুরো শহর, তারপর তুলে দিয়েছে একটা ফরাসি বোটে। ওটাই স্মিরনায় নিয়ে গেছে আমাকে। আমার মেয়েজামাই নৌকাঘাটে অপেক্ষা করছিল আমার জন্য। ফিরতেও চেয়েছিলাম ওভাবে, কিন্তু আমার মেয়ে বলল, ট্রেনই নাকি ভাল—খুব অল্প সময়ে পৌঁছে যাব পারাস-এ। এখানকার কাণ্ডকারখানা শোনার পর ও যে কী বলবে, সেটাই জানার ইচ্ছে আমার...'

কথায় পেয়ে বসেছে মিসেস হাবার্ডকে, তাড়াতাড়ি তাঁকে থামালেন পোয়ারো। বললেন, 'শান্ত হয়ে বসুন, মাদাম। বড় ধরনের একটা শক লেগেছে আপনার। আমি রেস্টুরেন্ট অ্যাটেনডেন্টকে চা-বিস্কুট আনতে বলছি।'

'আমি চা খাই না। ওটা ইংরেজদের অভ্যাস।'

'তা হলে কফি দিতে বলি। অবসাদ কাটাবার মত একটা ড্রিঙ্ক দরকার আপনার।'

'হুম, কফি হলে মন্দ হয় না। কনিয়াক খেয়ে মাথা কেমন যেন হালকা লাগছে। কফিই আনতে বলুন।'

'চমৎকার। কফি খেয়ে তরতাজা হোন। এই ফাঁকে যদি

BanglaBook.org

অনুমতি দেন তো আপনার লাগেজে একটা তল্লাশি চালাতে চাই।'

'তল্লাশি! কীসের জন্য?'

'সবার লাগেজেই চালাব। স্পঞ্জ ব্যাগের মত আরও কিছু যদি লুকানো থাকে, সেটা আগেভাগেই বের হয়ে যাওয়া ভাল না?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! করুন তল্লাশি। অমন চমক দ্বিতীয়বার সইবার মত শক্তি নেই আমার শরীরে। নির্ঘাত হার্টফেল করব।'

দ্রুতই শেষ হলো তল্লাশি। খুব বেশি লাগেজ নেই মিসেস হাবার্ডের সঙ্গে। একটা হ্যাট-বক্স, একটা সস্তা সুটকেস, আর পুরনো একটা ট্র্যাভেলিং ব্যাগ। ভিতরে কাপড়চোপড় আর দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসপত্র ছাড়া কিছুই পাওয়া গেল না। সব মিলিয়ে মিনিট দুয়েকের মধ্যেই কাজটা শেষ হতো, যদি মিসেস হাবার্ড তাঁর মেয়ে আর দুই নাতি-নাতনির ছবি দেখাতে শুরু করতেন। হাসিমুখে সেই ছবিগুলো দেখতে হলো পোয়ারো ও তাঁর সঙ্গীদের।

মহিলা পারেনও বটে!

BanglaBook.org

তেইশ

নানা রকম অজুহাত খাড়া করে, এবং কফি পাঠানোর আশ্বাস দিয়ে খানিক পরে মিসেস হাবার্ডের কবল থেকে মুক্তি পেলেন পোয়ারো ও তাঁর সঙ্গীরা।

'তল্লাশি তো শুরু করলাম,' বুচ বললেন। 'কিন্তু শুরুতেই

খালি হাতে ফিরতে হলো। এবার কার লাগেজ দেখবেন?'

'ধারাবাহিকভাবে একটার পর একটা কামরা তল্লাশি করলেই বোধহয় ভাল করব,' পোয়ারো বললেন। 'ষোল নম্বর দিয়ে শুরু করা যাক।'

কামরায় বসে সিগার ফুঁকছিল হার্ডম্যান, ওঁদেরকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাল।

'আসুন, ভদ্রমহোদয়গণ। কিছু মনে করবেন না, কামরাটা বেশ ছোট; বেশি লোক ঢুকলে একটু গাদাগাদি হয়ে যায়।'

কী কাজে এসেছেন, সেটা তাকে জানালেন বুচ।

'তল্লাশিতে আপত্তি নেই,' হার্ডম্যান বলল। 'আরও আগেই করলেন না কেন, সেটাই ভাবছি। এই নিন আমার চাবি। যদি চান তো আমার পকেটও চেক করে দেখতে পারেন। আমার ব্যাগদুটো নামিয়ে দেব?'

'আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। কণ্ডাক্টর নামাবে। মিশেল!'

হার্ডম্যানের ব্যাগে উল্লেখযোগ্য কিছু মিলল না। অস্বাভাবিক বলতে রয়েছে বেশ কিছু মদের বোতল।

'সীমান্ত পেরুনোর সময় লাগেজ চেক হয় না,' বলল হার্ডম্যান। 'মানে, যদি কিছু ঘুষ দেন আর কী। তুর্কি নোটের বাণ্ডিল রেখেছি সঙ্গে, কোনও সমস্যা হয়নি এখন পর্যন্ত।'

'প্যারিসে পৌঁছুনোর পর কী করবেন?'

'যেটুকু বাকি থাকবে, তা শিশিতে ঢালব। লেবেল লাগাব হেয়ার টনিকের।'

ভুরু কোঁচকালেন হার্ডম্যান। 'আপনি প্রোহিবিশন... মানে মদ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা মানেন না?'

'মানতে হয়নি এখন পর্যন্ত,' হাসল হার্ডম্যান। 'পয়সা খরচ করলে মদের অভাব হয় না।'

'নিশ্চয়ই স্পিকইজি-র কথা বলছেন?' বুচ বললেন।

BanglaBook.org

'আমেরিকার সে-সব আণ্ডারগ্রাউণ্ড বার, যেখানে গোপনে মদ বিক্রি হয়? আপনারা, মানে আমেরিকানরা নিয়ম-ভাঙার ওস্তাদ!'

'নিয়ম তৈরিই হয় ভাঙার জন্য,' হার্ডম্যান কাঁধ ঝাঁকাল। 'আমাদের কাছ থেকে অনেক কিছুই শেখার আছে আপনাদের। ইয়োরোপ এখনও ঘুমাচ্ছে।'

'উন্নয়নের দেশ আমেরিকা, তাতে সন্দেহ নেই,' দার্শনিকের মত বললেন পোয়ারো। 'আমেরিকানদের প্রশংসা করবার মত অনেক কিছুই দেখতে পাই। তবে... হয়তো আমি পুরনো ধ্যান-ধারণার মানুষ বলেই... আমেরিকান মেয়েদের বিষয়ে তেমন আগ্রহ পাই না। ফ্রেঞ্চ বা বেলজিয়ান মেয়েরা অনেক বেশি কেতাদুরস্ত।'

জানালা দিয়ে বাইরের তুষারের দিকে তাকাল হার্ডম্যান। উদাস গলায় বলল, 'হয়তো ঠিকই বলছেন আপনি, মসিয়ো পোয়ারো। তবে কথা হলো কী, নিজের দেশের মেয়েদের কে না পছন্দ করে!' চোখ পিটপিট করল সে। তুষারের দিকে ইশারা করে বলল, 'চোখ ধাঁধিয়ে যায়, তাই না? একটা সত্যি কথা বলব? পুরো ব্যাপারটা আমার স্নায়ুর উপর ভীষণ পীড়া সৃষ্টি করছে—মানে খুন আর এই তুষারাচ্ছন্ন পরিবেশ। করার কিচ্ছু নেই, সময় কাটানো ছাড়া। কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারলে ভাল হতো।'

হাসলেন পোয়ারো, 'প্রকৃত পশ্চিমা মনোভাব।'

ব্যাগদুটো জায়গামত তুলে রাখল মিশেল। এবার সবাই গেলেন পরের কেবিনে। এক কোণে বসে পাইপ টানছে কর্নেল আর্বাথনট, পত্রিকা পড়ছে। পোয়ারো তল্লাশির অনুমতি চাইলেন। ইশারায় নিজের লাগেজ দেখিয়ে দিল কর্নেল। দুটো চামড়ার সুটকেস।

'আমার বাকি মালপত্র জাহাজে আসছে,' বলল সে।

BanglaBook.org

নিখুঁত সামরিক কেতায় মালামাল প্যাক করেছে কর্নেল, একটুও অগোছালো নয়। দেখতে কয়েক মিনিট লাগল। পোয়ারো লক্ষ করলেন, ব্যাগের মধ্যে পাইপ-ক্লিনারের একটা প্যাকেট রয়েছে।

'আপনি সবসময় একই ধরনের পাইপ-ক্লিনার ব্যবহার করেন?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'সাধারণত। যতক্ষণ পাচ্ছি আর কী।'

'ও!' মাথা ঝাঁকালেন পোয়ারো।

র‍্যাচেটের কামরায় পাওয়া পাইপ-ক্লিনার আর কর্নেলেরগুলো হুবহু এক। করিডরে বেরিয়ে আসার পর ডা. কনস্ট্যান্টাইনও সেটা উল্লেখ করলেন।

'দেখেছি,' সংক্ষেপে তাঁকে জানালেন পোয়ারো।

পরের কামরা প্রিন্সেস দ্রাগোমিরফের। দরজা ভেজানো। নক করতেই ভিতর থেকে অনুমতি দেয়া হলো। দরজা খুলে ঢুকলেন তিনজনে। নরম ভাষায় আগমনের কারণ জানালেন বুচ। শুনে প্রিন্সেস বললেন, 'প্রয়োজন মনে করলে দেখুন। ওই যে আমার মালপত্র। আমার পরিচারিকার কাছে আছে চাবি। ও সাহায্য করবে আপনাদের।'

'চাবি কি সবসময় আপনার পরিচারিকার কাছে থাকে?' পোয়ারো শুধালেন। 'রাত-বিরাতে যদি সীমান্ত পেরুতে হয়? কাস্টমসের লোক যদি খানাতল্লাশির জন্য আসে?'

'সেক্ষেত্রে কণ্ডাক্টর ওকে ডেকে দেয়।'

'ওকে তা হলে আপনি বিশ্বাস করেন?'

'অবশ্যই,' বললেন প্রিন্সেস। 'যাকে বিশ্বাস করি না, তাকে আমি কাজে রাখি না, মসিয়ো।'

'হুম,' মন্তব্য করলেন পোয়ারো। 'বিশ্বাসটা আজকালকার দিনে বিরল মূল্যবান সম্পদ। একজন ঘরোয়া, বয়স্কা বিশ্বস্ত

BanglaBook.org

কাজের লোক রাখা অনেক ভাল, মানে... অতিরিক্ত স্মার্ট কোনও আধুনিক মেয়ের চেয়ে।'

প্রিন্সেসের দৃষ্টি ঘুরে গিয়ে পোয়ারোর উপর নিবদ্ধ হলো। 'আপনি ঠিক কী বোঝাতে চাইছেন, মসিয়ো পোয়ারো?'

'আমি? কিছু না, মাদাম, কিছুই না।'

'বোঝাতে তো নিশ্চয়ই চাইছেন। আপনার কি মনে হচ্ছে না, সেবাযত্নের জন্য কমবয়েসী একটা মেয়ে রাখা উচিত ছিল আমার?'

'বেশিরভাগ লোক তা-ই রাখে।'

মাথা নাড়লেন প্রিন্সেস। 'হিল্ডেগার্ড আমার খুবই অনুগত। এমন আনুগত্য সচরাচর দেখা যায় না।'

চাবি নিয়ে হাজির হলো হিল্ডেগার্ড। নিজের ভাষায় তাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন প্রিন্সেস, তারপর বেরিয়ে গিয়ে করিডরে দাঁড়ালেন তল্লাশির সুবিধার্থে। পোয়ারো তাঁর পাশে দাঁড়ালেন। মালপত্র তল্লাশির দায়িত্ব রইল মসিয়ো বুচের উপর।

পোয়ারোর দিকে চেয়ে একটু হাসলেন প্রিন্সেস। 'আপনি দেখবেন না?'

'দরকার নেই, মাদাম। ব্যাপারটা স্রেফ ফর্মালিটি।'

'আপনি নিশ্চিত?'

'অন্তত আপনার বেলায়... হ্যাঁ।'

'অথচ সোনিয়া আর্মস্ট্রংকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম ও ভালবাসতাম। কী ভাবছেন আপনি? ক্যাসেটিকে মেরে হাত নোংরা করব না আমি?'

পোয়ারো কোনও জবাব দিলেন না।

একটু অপেক্ষা করে প্রিন্সেস বললেন, 'এক হিসেবে ঠিকই ধরেছেন। নিজ হাতে অমন কাজ আমাকে দিয়ে হবে না। তবে

BanglaBook.org

লোকটাকে যদি হাতে পেতাম, তা হলে কী করতাম, জানেন? চাকরবাকরদের ডেকে বলে দিতাম ওকে চাবুকপেটা করে মারতে। লাশটা জনসমক্ষে ঝুলিয়ে রাখার নির্দেশ দিতাম। আমার যৌবনকালে ওভাবে অনেককেই শাস্তি দিয়েছি।'

এবারও কিছু বললেন না পোয়ারো।

অধৈর্য হয়ে উঠলেন প্রিন্সেস। 'কী ব্যাপার? কিছু বলছেন না কেন, মসিয়ো? কী ভাবছেন আপনি?'

এবার তাঁর চোখে চোখ রাখলেন পোয়ারো। গম্ভীর গলায় বললেন, 'আমার মনে হয়, আপনার শক্তি লুকিয়ে আছে মনে; বাহুতে নয়।'

চকিতে নিজের হাত দেখে নিলেন প্রিন্সেস। বয়সের ভারে হলদে হয়ে এসেছে চামড়া, আঙুলগুলো শীর্ণ-লম্বাটে।

'কথা সত্য,' নিচু গলায় বললেন তিনি। 'এই দু'হাতে এখন আর কোনও শক্তি নেই আমার।'

তল্লাশি শেষ হয়েছে, হিল্ডেগার্ড ফের গোছাতে শুরু করেছে ব্যাগ। কামরায় ফিরে গেলেন প্রিন্সেস। মসিয়ো বুচ সৌজন্যবশত ক্ষমা চাইতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে হাত তুলে থামিয়ে দিলেন তিনি।

'ক্ষমা চাইবার দরকার নেই। আপনারা স্রেফ দায়িত্ব পালন করছেন। ব্যস।'

'ধন্যবাদ, মাদাম।'

সম্মান জানিয়ে বেরিয়ে এলেন বুচ।

পরের দুটো কামরা কাউন্ট দম্পতির। এগুলোরও দরজা বন্ধ। ওখানে পৌঁছে মাথা চুলকালেন বুচ। বললেন, 'ইয়ে... এঁরা কূটনৈতিক পাসপোর্ট বহন করছেন। ব্যাগেজ চেক করা যাবে না।'

'কাস্টমসের জন্য,' পোয়ারো বললেন। 'কিন্তু হত্যাতদন্তের ক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য হতে পারে না।'

BanglaBook.org

'আ... আমি আসলে ঝামেলায় যেতে চাইছি না, বন্ধু।'

'দুশ্চিন্তা করবেন না। আগে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা যাক। কাউন্ট আর কাউন্টেস নিশ্চয়ই বুঝবেন। প্রিন্সেস দ্রাগোমিরফকে দেখলেন না?'

'তিনি সত্যিকার শিষ্টাচারী মহিলা। কিন্তু এঁদের ব্যাপারে তেমনটা ভাবতে পারছি না। কাউন্টকে আমার পছন্দ হয়নি। দেখলেন না, সে-সময় তাঁর স্ত্রীকে জেরা করতে চাই শুনে কেমন করলেন? এঁদেরকে বাদ দিলে কোনও অসুবিধে দেখি না। ঘটনার সঙ্গে এঁদের তো কোনও সম্পর্ক নেই।'

'একমত হতে পারলাম না,' পোয়ারো বললেন। 'কাউন্ট অযৌক্তিক আপত্তি করবেন বলে বিশ্বাস করি না। চলুন, দেখা যাক।'

বুচকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে দরজায় করাঘাত করলেন তিনি। ভিতর থেকে চড়া গলায় বলা হলো, 'আসুন।'

দরজার পাশে বসে আছে কাউন্ট আন্দ্রেয়ি। উল্টোদিকে, জানালার পাশে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে আছে কাউন্টেস, মাথার তলায় বালিশ, মনে হচ্ছে ঘুমিয়ে পড়েছে।

'মাফ করবেন, কাউন্ট,' পোয়ারো বললেন। 'বিরক্ত করবার জন্য দুঃখিত। তবে ট্রেনের সব যাত্রীর লাগেজ চেক করছি আমরা। স্রেফ ফর্মালিটি, তবে না করলেও নয়। মসিয়ো বুচ বললেন, আপনারা কূটনৈতিক পাসপোর্ট বহন করছেন। কাজেই তল্লাশি অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করবার অধিকার রয়েছে আপনাদের।'

এক মুহূর্ত ভাবল কাউন্ট। তারপর বলল, 'না, তার প্রয়োজন নেই। বাকিদের লাগেজ যদি তল্লাশি করেন তো আমাদেরটা বাদ যাবে কেন?' স্ত্রীর দিকে তাকাল। 'তোমার কোনও আপত্তি আছে, ইলেনা?'

চোখ খুলল কাউন্টেস। 'না, আপত্তি নেই।'

BanglaBook.org

শুরু হলো তল্লাশি। অস্বস্তি কাটাবার জন্য এটা-সেটা মন্তব্য করতে থাকলেন পোয়ারো।

'আপনার সুটকেসের এই লেবেলটা ভিজে গেছে, কাউন্টেস।' নীল রঙের একটা মরক্কো কেস তুলে নিলেন তিনি, ওটার গায়ে আদ্যক্ষর আর মুকুটের প্রতীক।

কাউন্টেস কোনও জবাব দিল না। জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল বাইরে। একঘেয়েমিতে পেয়ে বসেছে তাকে। পাশের কামরায় তখন তার মালপত্র খুলে খুলে দেখা হচ্ছে।

ওয়াশবেসিনের উপরের ছোট্ট কাবার্ড খুলে তল্লাশি শেষ করলেন পোয়ারো। ওখানে স্পঞ্জ, ফেস ক্রিম, পাউডার আর ট্রায়োনাল লেখা একটা শিশি ছাড়া আর কিছু নেই।

সৌজন্য দেখিয়ে এরপর বেরিয়ে এলেন তিনজনে। পরের তিনটা কামরা দেখবার প্রয়োজন নেই—ওগুলো র‍্যাচেট, মিসেস হাবার্ড আর পোয়ারোর। তাই চলে গেলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায়। প্রথমটায় রয়েছে দশ আর এগারো নম্বর বার্থ—মেরি ডেবেনহ্যাম আর গ্রেটা ওলসন উঠেছে ওটায়।

আগের পদ্ধতি অনুসরণ করা হলো, ওদেরকে আগমনের কারণ জানালেন পোয়ারো। গ্রেটা একটু বিরক্ত হলেও মেরি বরাবরের মত প্রতিক্রিয়াহীন রইল। নিজের বাঙ্কে শুয়ে বই পড়তে থাকল ও।

'আপনারটা আগে দেখতে চাই,' গ্রেটাকে বললেন পোয়ারো। 'অসুবিধে না থাকলে এরপর মিসেস হাবার্ডের কাছে যাবেন? পাশের কোচে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁকে। খুব মুষড়ে পড়েছেন, সঙ্গে কেউ থাকলে ভাল হয়।'

রাজি হয়ে গেল গ্রেটা। অপেক্ষা করতে চাইল না। মালামাল বের করে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে গেল কামরা থেকে। তার লাগেজ ঘেঁটে দেখলেন পোয়ারো। জিনিসপত্র অতি সামান্য,

BanglaBook.org

অনুল্লেখ্য। এরপর মেরির পালা। চাওয়ামাত্র চাবি দিয়ে দিল। তারপর মুখের সামনে থেকে বই সরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওঁকে পাঠিয়ে দিলেন কেন, মসিয়ো?'

'শোনেননি? মিসেস হাবার্ডের সাহচর্য প্রয়োজন।'

'চমৎকার অজুহাত... কিন্তু তারপরেও ওটা অজুহাতই।'

'আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, মাদমোয়াজেল।'

হাসল মেরি। 'আপনি আমাকে একা পেতে চাইছিলেন, এ-ই তো?'

'আমি কি একবারও বলেছি সে-কথা?'

'বলতে হবে কেন? আমি তো বোকা নই। কিছু একটা ভাবছেন আপনি... কোনও সন্দেহ নেই।'

'কী ভাবছি?'

'ভাল করে দেখলেই বোঝা যায়। কোনও না কোনও কারণে আপনার মাথায় ঢুকেছে যে, র‍্যাচেটের হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে আমি অনেক কিছু জানি। ভুল বললাম?'

'ওটা আপনার কল্পনা।'

'না, কল্পনা নয়,' গলার স্বর কঠিন হলো মেরির। 'দেখুন, কিছু বলার থাকে তো সরাসরি বলুন। অযথা এলোপাতাড়ি তীর ছুঁড়ে আপনি শুধু সময়ই নষ্ট করছেন।'

'বেশ, যদি জানতেই চান তো সরাসরি প্রশ্ন করছি। কয়েকটা কথার অর্থ জানা দরকার আমার—আপনার মুখ দিয়ে বেরুনো কথা! সিরিয়া থেকে আসার সময় কোনিয়াতে থেমেছিল ট্রেন। তখন প্ল্যাটফর্মের অন্ধকারে ফিসফিসিয়ে কথা বলছিলেন আপনি আর কর্নেল আর্বাথনট। আমি তার কিছু অংশ শুনতে পেয়েছি। আপনি বলেছিলেন—*এখন না। যখন সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। যখন এই বিচ্ছিরি ব্যাপারটা আমরা পিছনে ফেলে আসব।* এই কথাগুলোর মানে কী, মাদমোয়াজেল? কীসের বিচ্ছিরি ব্যাপার

BanglaBook.org

নিয়ে আপনারা কথা বলছিলেন?'

চেহারায় মেঘ জমল মেরির। 'আপনার কি ধারণা, আমরা মানুষ খুনের কথা বলছিলাম?'

'সেটাই আমি জানতে চাইছি, মাদমোয়াজেল।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মেরি। 'কথাগুলোর অর্থ আমি আপনাকে বলতে পারব না, মসিয়ো। শুধু এটুকু কসম কেটে বলতে পারি—এই ট্রেনের আগে র‍্যাচেটকে আমি জীবনে কখনও দেখিনি।'

'তারমানে আপনি কথাগুলোর অর্থ বলবেন না?'

'না। কারণ একটি বিশেষ কাজের সঙ্গে ওগুলো সম্পর্কযুক্ত। আমি সে-গোমর ফাঁস করতে পারব না।'

'কাজটা তো শেষ হয়ে গেছে।'

'মানে?'

'শেষ হয়েছে কাজটা, নয় কি?'

'আপনার হঠাৎ এমন মনে হবার কারণ কী?'

'ইস্তাম্বুল পৌঁছুনোর আগে আমাদের ট্রেনে আগুন লেগেছিল, মনে পড়ে? আপনি অস্থির হয়ে পড়েছিলেন দেরি হয়ে যাবে ভেবে। শান্ত, আত্মসংযমী ভাবটা বজায় রাখতে পারেননি তখন...'

'আমি ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস ধরতে পারব না ভেবে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম।'

'এ-কথা তখনও বলেছেন। কিন্তু, মাদমোয়াজেল, ইস্তাম্বুল থেকে তো রোজই ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস ছাড়ে। এই ট্রেন মিস করলেও কিছু যেত-আসত না, পরের দিনের ট্রেনে রওনা হতে পারতেন।'

এই প্রথম ধৈর্য হারাল মেরি। কড়া গলায় বলল, 'আপনি কি এটা বুঝতে পারছেন না, লণ্ডনে কেউ আমার অপেক্ষায় থাকতে

BanglaBook.org

পারে? দেরি হলে ওরা দুশ্চিন্তায় পড়ে যাবে না? অস্থির হলে দোষ দিতে পারেন আমাকে?'

'ও! ব্যাপার তা হলে এ-ই?' সকৌতুকে বললেন পোয়ারো। 'লণ্ডনে কেউ আপনার অপেক্ষায় আছে? ওদের কথা ভেবেই সেদিন অমন করেছেন আপনি?'

'অবশ্যই!'

'এবার তা হলে আরেকটা খটকা লাগিয়ে দিলেন, মাদমোয়াজেল।'

'কীসের খটকা?'

'ট্রেন আবার দেরি করছে, মাদমোয়াজেল। তুষারে আটকা পড়েছি আমরা, এবং এবারের পরিস্থিতি আগেরটার চেয়ে জটিল। কখন ছাড়া পাব জানি না, এখান থেকে টেলিগ্রামের বা টেলিফোনেরও কোনও ব্যবস্থা নেই। ওই যে, যাকে বলে লং... লং...'

'লং ডিসট্যান্স কল?'

'হ্যাঁ। আমেরিকায় বলে লং ডিসট্যান্স কল, আর ইংল্যাণ্ডে ট্রাঙ্ক কল। যা হোক, আমি বলতে চাইছি, যোগাযোগের কোনও ব্যবস্থা না থাকা সত্ত্বেও এবার আপনি মোটেই অস্থির হচ্ছেন না, দিব্যি শান্ত রয়েছেন। ব্যাপার কী?'

ঠোঁট কামড়াল মেরি। ভাবছে কী বলবে।

'আপনার জবাবের অপেক্ষায় আছি আমরা, মাদমোয়াজেল।'

'কীসের জবাব?'

'কেন আপনার আচরণের এই পরিবর্তন—তার ব্যাখ্যা।'

'মসিয়ো পোয়ারো, আপনি খুব ছোট একটা ব্যাপার নিয়ে বাড়াবাড়ি করছেন।'

ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে হাত প্রসারিত করলেন পোয়ারো। 'দুঃখিত। গোয়েন্দাগিরির দোষ। আমরা মানুষের কাছ থেকে

BanglaBook.org

সবসময় একই রকম আচরণ প্রত্যাশা করি। মুডেরও যে পরিবর্তন হয়, সেটা মাথায় রাখি না।'

চুপ করে রইল মেরি।

'আচ্ছা, মাদমোয়াজেল, আপনি তো কর্নেল আর্বাথনটকে ভালমত চেনেন?'

প্রসঙ্গ বদলে যাওয়ায় একটু হকচকিয়ে গেল মেরি। আমতা আমতা করে বলল, 'জী না। এবারের ভ্রমণেই প্রথম দেখা হলো।'

'আপনার কি মনে হয়েছে, তিনি র‍্যাচেটকে আগে থেকে চিনতেন?'

মাথা নাড়ল মেরি। 'না, না। আমি নিশ্চিত, চিনতেন না।'

'কীভাবে নিশ্চিত হলেন?'

'কথাবার্তা শুনে তা-ই মনে হয়েছে।'

'অথচ র‍্যাচেটের কামরায় আমরা একটা পাইপ-ক্লিনার পেয়েছি। আর পুরো ট্রেনে একমাত্র কর্নেল আর্বাথনটই পাইপ ব্যবহার করেন।'

তীক্ষ্ণ চোখে মেরির প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলেন পোয়ারো। চমকাল না ও, কিংবা কোনও আবেগও ফোটাল না চেহারায়। বিরক্ত গলায় বলল, 'ধ্যাৎ, কী যে বলেন! কর্নেল আর্বাথনট খুনোখুনিতে জড়াবার মানুষ নন।'

'এতটা জোর দিয়ে বলা কি ঠিক হচ্ছে? আপনি নিজেই বলছেন, তাঁকে আপনি ঠিকমত চেনেন না।'

কাঁধ ঝাঁকাল মেরি। 'ওই ধরনের মানুষদের সম্পর্কে ধারণা আছে আমার।'

'হুম। এখনও কি *বিচ্ছিরি ব্যাপার*-টার কথা বলবেন না আমাদের?'

'আমার আর কিছুই বলার নেই, মসিয়ো।' শীতল গলায় বলল

BanglaBook.org

মেরি।

'ঠিক আছে। আমি নিজেই খুঁজে বের করব।'

মাথা নুইয়ে সম্মান দেখালেন পোয়ারো। বেরিয়ে এলেন কামরা থেকে।

'কাজটা কি বুদ্ধিমানের হলো?' অভিযোগ করলেন বুচ। 'ওকে আর কর্নেলকে সতর্ক করে দিলেন তো!'

'খরগোশ ধরতে চাইলে গর্তের ভিতরে বেজি ঢোকাতে হয়, বন্ধু,' দার্শনিকের মত বললেন পোয়ারো। 'খরগোশ যদি ভিতরে থাকে, তা হলে পালাবার চেষ্টা করবে। আমিও তা-ই করছি এখানে।'

হিল্ডেগার্ড শ্মিথের কামরায় ঢুকলেন তাঁরা এরপর। জার্মান পরিচারিকা অপেক্ষা করছিল ওঁদের জন্য। সিটের উপর রাখা ছোট কেসটা দেখে নিলেন পোয়ারো, র‍্যাক থেকে নামাতে বললেন বড় সুটকেসটা।

'চাবি?' হাত বাড়ালেন তিনি।

'তালা দেয়া নেই, মসিয়ো।'

সুটকেসটা বিছানায় রেখে ডালা খুললেন পোয়ারো। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই পিছন থেকে উল্লাসধ্বনি করে উঠলেন বুচ।

'পাওয়া গেছে!'

সুটকেসের ভিতরে, বাকি সব কাপড়চোপড়ের উপরে, নিপুণ হাতে ভাঁজ করে রাখা হয়েছে ওয়্যাগন-লিট কণ্ডাক্টরের এক প্রস্থ ইউনিফর্ম।

আঁতকে উঠল হিল্ডেগার্ড। 'ও...ওটা আমার না। কসম ঈশ্বরের! আমি রাখিনি! ইস্তাম্বুল থেকে রওনা হবার পর খুলেও দেখিনি সুটকেসটা।'

ওর কাঁধে হাত রাখলেন পোয়ারো। 'শান্ত হও। তোমার কথা বিশ্বাস করছি আমি। উত্তেজিত হবার প্রয়োজন নেই। আমিও

BanglaBook.org

নিশ্চিত, এটা তুমি রাখোনি।'

'আ... আপনি বিশ্বাস করছেন? এখানে তা হলে ওটা এল কী করে?'

'অনুমান করা সহজ। কণ্ডাক্টরের ইউনিফর্ম পরা লোকটা চুপিসারে কাজ সেরে কেটে পড়তে চাইছিল। কপালফেরে দেখা হয়ে গেল তোমার সঙ্গে। ফলে ইউনিফর্মটা হয়ে উঠল তার বোঝা। লুকাতে হবে ওটা, কিন্তু কোথায়? বাকি সব কামরায় মানুষ আছে, খালি ছিল শুধু তোমারটা, কারণ তুমি গেছ তোমার মালকিনের কাছে। তাই এখানেই ঢুকে পড়ে সে, তোমার সুটকেসে পোশাকটা গুঁজে দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে নিজের উপর থেকে সন্দেহ যেমন দূর হলো, তেমনি তোমাকেও ফাঁসিয়ে দেয়া গেল।'

'কিন্তু এরপর সে কোথায় গেল?' জিজ্ঞেস করলেন বুচ।

'সেটা আমরা পরে আলোচনা করব।'

টিউনিকটা তুলে ধরলেন পোয়ারো। যা ভেবেছেন... উপর থেকে তিন নম্বর বোতামটা নেই। পকেট হাতড়ে একটা মাস্টার কী পেলেন—এই চাবি দিয়ে কণ্ডাক্টররা যে-কোনও কামরার দরজা খুলতে পারে।

'এবার বোঝা গেল লোকটা কী করে বন্ধ দরজা গলে আসা-যাওয়া করেছে,' বুচ বললেন। 'মিসেস হাবার্ডকে অযথাই জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন আপনি, মসিয়ো পোয়ারো। ওঁর কামরার কানেক্টিং ডোরটা বন্ধ থাকলেও এই চাবি দিয়ে সেটা খোলা সম্ভব ছিল খুনির পক্ষে।'

'ঠিক বলেছেন।'

'আগেই আন্দাজ করা উচিত ছিল, লোকটার পরনে যদি ওয়্যাগন-লিটের ইউনিফর্ম থাকে তো মাস্টার কী থাকতে দোষ কোথায়? নিশ্চয়ই মিসেস হাবার্ডের কামরা থেকে বেরিয়ে মূল

BanglaBook.org

দরজাটাও বন্ধ করে দিয়েছিল, আর আমরা ভেবেছি কি না ভদ্রমহিলা ভুল দেখেছেন।'

'আমিও তা-ই ভেবেছিলাম, মসিয়ো,' পিছন থেকে বলল মিশেল।

'এখন সব পরিষ্কার। কানেক্টিং ডোরটাও নির্ঘাত বন্ধ করে দিত, যদি মিসেস হাবার্ড ঘুম থেকে জেগে না উঠতেন। তাঁর নড়াচড়ার আওয়াজ পেয়ে লোকটা পালিয়ে গিয়েছিল তাড়াহুড়ো করে। কানেক্টিং ডোর আটকাবার সুযোগ পায়নি।'

পোয়ারো সায় দিলেন। 'বাকি রইল শুধু লাল কিমোনোটা।'

'কিন্তু শেষ দুটো কামরায় সবাই পুরুষ যাত্রী।'

'তাও তল্লাশি চালাতে চাই।'

'বেশ। কিমোনোর ব্যাপারে আপনার ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক হয় কি না দেখা যাক।'

হেক্টর ম্যাককুইন বেশ আগ্রহ নিয়ে অনুসন্ধানে সম্মতি দিল। অনুতাপের হাসি হেসে বলল, 'আপনারা নিজে থেকে না এলে আমিই ডাকতাম। কী জানেন, মনে হচ্ছে আমিই ট্রেনের সবচেয়ে সন্দেহজনক যাত্রী। শুধু একটা উইল পেলেই হলো, যাতে আমাকে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি দান করে গেছে বুড়ো... ব্যস, সর্বনাশের ষোলকলা পূর্ণ হবে তা হলে।'

বাঁকা চোখে তার দিকে তাকালেন বুচ।

'না, না, অমন কিছু নেই। স্রেফ ঠাট্টা করলাম।' তাড়াতাড়ি বলল ম্যাককুইন। 'উনি আমাকে এক পয়সাও দিয়ে যাবার মানুষ ছিলেন না। আমি তো সামান্য এক কর্মচারী—ফুট-ফরমাশ খাটতাম, দোভাষীর কাজ করতাম... এই আর কী। ভাষাবিদ না হলেও কাজ চালাবার মত ফ্রেঞ্চ, জার্মান আর ইটালিয়ান ভাষা জানি... ওগুলোই ছিল আমার একমাত্র যোগ্যতা। মি. র‍্যাচেট তো ইংরেজি ছাড়া কিছুই বলতে পারতেন না।'

BanglaBook.org

একটু চড়া গলাতেই কথা বলছে আমেরিকান সেক্রেটারি। স্বেচ্ছায় তল্লাশি করতে দিলেও কোথায় যেন একটু অস্বস্তি বোধ করছে সে।

খানিক পর মুখ তুললেন পোয়ারো। 'নাহ্, কিচ্ছু পেলাম না।'

স্বস্তির শ্বাস ফেলল ম্যাককুইন। 'যাক, বুকের উপর থেকে একমণ পাথর সরে গেল।'

শেষ কামরায় এরপর হানা দিলেন তিনজনে। আর্দালি মাস্টারম্যান আর ইটালিয়ান ফসকারেলির বাক্সপ্যাঁটরা ঘেঁটে দেখা হলো। তার মাঝেও মিলল না লাল কিমোনো। দুই যাত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে করিডরে বেরিয়ে এলেন ওঁরা।

'এবার কী?' জানতে চাইলেন মসিয়ো বুচ।

'ডাইনিং কারে ফিরে যাব,' পোয়ারো বললেন। 'যা কিছু জানা সম্ভব, তার সবই আমরা জেনে ফেলেছি। যাত্রীদের সাক্ষ্য, ব্যাগেজের তল্লাশি আর নিজ চোখে যা যা দেখা সম্ভব। তথ্য সংগ্রহের পালা শেষ, এখন আমাদের মগজ খাটানোর সময়।' সিগারেটের খোঁজে পকেট হাতড়ালেন তিনি। কেসে একটা সিগারেটও নেই। সঙ্গীদের দিকে ফিরে বললেন, 'আপনারা এগোন, আমি আসছি। সিগারেট দরকার। কেসটা জটিল। কিমোনোটা কে পরেছিল? গেল কোথায় ওটা? জানতে পারলে ভাল হতো। কেন যেন মনে হচ্ছে, কোনও একটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র মিস করে গেছি। কঠিন... বড্ড কঠিন এই ব্যাপারটা। ইচ্ছে করেই কঠিন বানানো হয়েছে। যান আপনারা, আমি এসে আলোচনা করব।'

কামরায় ফিরে গেলেন পোয়ারো। সিটের উপর ব্যাগ রেখে চেইন খুললেন—সিগারেট বের করবেন। কিন্তু পরক্ষণে স্থবির হয়ে গেলেন তিনি।

ব্যাগের ভিতরে চকচক করছে পরিপাটিভাবে রাখা একটা

BanglaBook.org

লাল কিমোনো... গায়ে ড্রাগনের নকশা!

ধীরে ধীরে এক টুকরো হাসি ফুটল পোয়ারোর ঠোঁটে।

'বাহ্, ব্যাপার তা হলে এ-ই? আমাকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে? বেশ, নিলাম আমি চ্যালেঞ্জ।'

চব্বিশ

পোয়ারো যখন ডাইনিং কারে ঢুকলেন, কথা বলছিলেন মসিয়ো বুচ আর ডা. কনস্ট্যান্টাইন।

বিমর্ষ হয়ে আছে বুচের চেহারা। পোয়ারোকে দেখেই বললেন, 'আসুন, আসুন। ডাক্তারকে কী বলছিলাম, জানেন? এই রহস্য যদি আপনি ভেদ করতে পারেন, তা হলে অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস করতে শুরু করব আমি।'

চেয়ার টেনে বসলেন পোয়ারো। 'এতই খারাপ অবস্থা?'

'নয়তো কী? ঘটনার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আমারও একই দশা,' সুর মেলালেন ডাক্তার। 'বুঝতে পারছি না এখন আপনি কী করবেন।'

ধীরেসুস্থে কেস থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরালেন পোয়ারো। বললেন, 'এই কেসে কোন্ জিনিসটা আমার কাছে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং লাগছে, জানেন? স্বাভাবিক পন্থায় তদন্ত করবার কোনও উপায় নেই আমাদের। যাত্রীদের জবানবন্দি নিলাম, অথচ তারা সত্যি কি মিথ্যে বলছে, তা যাচাই করতে

BanglaBook.org

পারছি না। ফলে পুরোটাই এখন হতে চলেছে মগজের খেলা।'

'তা তো বুঝলাম,' অধৈর্য গলায় বললেন বুচ। 'কিন্তু মগজটাকে আপনি কীসের পিছনে খাটাবেন, বলুন দেখি।'

'সেটা তো আগেই বলেছি। যাত্রীদের সাক্ষ্য আর নিজেদের পর্যবেক্ষণের উপর।'

'সাক্ষ্য না ছাই! কিছুই জানা যায়নি ও থেকে।'

মাথা নাড়লেন পোয়ারো। 'একমত হতে পারছি না। ইন্টারেস্টিং বেশ কিছু পয়েন্ট পাওয়া গেছে ওদের জবানবন্দি থেকে।'

'তাই নাকি? তা হলে আমরা সেগুলো বুঝলাম না কেন?'

'কারণ আপনারা ঠিকমত শোনেননি।'

'বেশ, তা হলে আপনিই বলে দিন কী মিস করেছি আমরা।'

'একটা উদাহরণ দিই। প্রথম জবানবন্দি, হেক্টর ম্যাককুইনের দেয়া। ও বলেছিল, সেক্রেটারির চেয়ে দোভাষী হিসেবেই তাকে বেশি ব্যস্ত থাকতে হয়। একটু আগে আরেকটা কথা বলেছে ও—র‍্যাচেট ইংরেজি ছাড়া আর কোনও ভাষা জানত না।'

'তো?'

'ওমা, এরই মাঝে ভুলে গেলেন? গতরাতে ঘণ্টি শুনে মিশেল যখন র‍্যাচেটের দরজায় টোকা দিল, ভিতর থেকে ফরাসি ভাষায় তাকে চলে যেতে বলা হয়েছিল। যে-লোক ইংরেজি ছাড়া আর কোনও ভাষা জানে না, সে কী করে নির্ভুল ফরাসিতে দু-দুটো বাক্য উচ্চারণ করবে?'

'তাই তো!' উত্তেজিত গলায় বলে উঠলেন ডা. কনস্ট্যান্টাইন। 'ব্যাপারটা আগে খেয়াল করলাম না কেন? র‍্যাচেট ফ্রেঞ্চ জানত না। তারমানে কথাটা বলেছিল তার খুনি, তখন কামরার ভিতরেই ছিল সে! এবার বুঝতে পারছি, কেন মৃত্যুর সময় হিসেবে রাত সোয়া একটাকে মেনে নিতে পারেননি আপনি,

BanglaBook.org

মসিয়ো। কারণ ওই গলা শোনা গেছে একটা বাজার তেইশ মিনিট আগে... তখন র‍্যাচেট মৃত!'

'খুনির গলা শুনেছে মিশেল... মাই গড!' ফিসফিসিয়ে উঠলেন বুচ।

হাত তুলে ওঁদেরকে থামালেন পোয়ারো। 'দাঁড়ান, এত দ্রুত এগোলে চলবে না। শুধু অনুমানের উপর ভর করে সিদ্ধান্ত নেয়া অনুচিত। আমরা শুধু এটুকু বুঝতে পারছি, একটা বাজার তেইশ মিনিট আগে র‍্যাচেটের কামরায় দ্বিতীয় কেউ ছিল। তাকেই খুনি ভাববার মত কোনও তথ্যপ্রমাণ নেই আমাদের হাতে। অনুমান যদি করতেই তো বলব, লোকটা ফ্রেঞ্চ অথবা ফ্রেঞ্চ ভাষায় ভাল দখল আছে তার।'

'আপনি দেখছি বেশ সতর্ক মানুষ,' মন্তব্য করলেন ডাক্তার।

'ধাপে ধাপে এগোনোই ভাল। আমাদের হাতে এমন কোনও প্রমাণ নেই যে, ওই সময়টাতেই র‍্যাচেট মারা গেছে।'

'কিন্তু চিৎকার শুনে ঘুম ভেঙেছিল আপনার।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক।'

'এক হিসেবে এই ক্লু আমাদের কোনও কাজে আসছে না,' বুচ বললেন। 'পাশের ঘরে কারও নড়াচড়ার আওয়াজ পেয়েছেন আপনি। র‍্যাচেট হতে পারে না, নিশ্চয়ই তার খুনি। বেসিনে হাতের রক্ত ধুয়েছে, নিজের উপস্থিতির চিহ্ন মুছেছে, পুড়িয়ে ফেলেছে চিরকুট। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে মিসেস হাবার্ডের কামরা ধরে বেরিয়ে গেছে করিডরে। এসব আমরা আগেও আন্দাজ করেছি। হত্যাকাণ্ডের সময়টা আধঘণ্টা এগিয়ে আনা ছাড়া এই ক্লু-র অন্য কোনও বিশেষত্ব নেই। র‍্যাচেটের ঘড়িতে কাঁটা থামিয়ে সোয়া একটা বানানো হয়েছিল অ্যালিবাই তৈরি করবার জন্য।'

'অ্যালিবাইটা খুব পোক্ত হলো না কিন্তু,' পোয়ারো বললেন। 'ঠিক সোয়া একটায় বেরিয়েছে খুনি, ঘড়িও দেখাচ্ছে ওই একই

BanglaBook.org

সময়। পাকা অ্যালিবাই তৈরি করতে হলে সময়টা আরও দু'চার মিনিট এগিয়ে দেয়া উচিত ছিল, যাতে খুনি অন্য যাত্রীদের সামনে হাজির হতে পারে... যেন খুনের সময় সে অন্যত্র ছিল বলে সাক্ষ্য দিতে পারে বাকিরা।'

'ঠিক,' বললেন বুচ, একটু বিভ্রান্ত। 'ঘড়ি থেকে তা হলে কী জানা যাচ্ছে?'

'কাঁটাগুলো যদি ইচ্ছেকৃতভাবে ঘোরানো হয়ে থাকে, তা হলে যেখানে নিয়ে রাখা হয়েছে, তার কোনও বিশেষত্ব আছে নির্ঘাত। এ-ক্ষেত্রে ঠিক সোয়া একটায় যারা অ্যালিবাই উপস্থাপন করবে, তাদেরকেই সন্দেহ করা উচিত।'

'অকাট্য যুক্তি,' স্বীকার করলেন ডা. কনস্ট্যান্টাইন।

'আরেকটা ব্যাপারে আমাদের মাথা ঘামাতে হবে,' পোয়ারো বললেন। 'র‍্যাচেটের কামরায় কখন ঢুকেছিল খুনি? কখন পেয়েছিল সেই সুযোগ? মিশেলের সাক্ষ্য যদি সঠিক ধরে নিই, মানে ওর উপস্থিতির ব্যাপারে... তা হলে একটা সময়েই অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটতে পারে—ট্রেন যখন ভিঙ্কাভিতে থেমেছিল। প্ল্যাটফর্মে নেমেছিল মিশেল, করিডরে ছিল না কেউ, এরপরে তো ও পুরো সময় নিজের সিটে ছিল। তারমানে ওটাই ছিল একমাত্র সুযোগ।'

'আবার আমরা পুরনো থিয়োরিতে ফিরে যাচ্ছি,' বুচ বললেন। 'মিশেল প্ল্যাটফর্মে ছিল, ওকে ফাঁকি দিয়ে কারও পক্ষে ট্রেনে ওঠা সম্ভব ছিল না। তারমানে খুনটা করেছে যাত্রীদেরই কেউ। কে?'

হাসলেন পোয়ারো। 'আমি একটা তালিকা বানিয়েছি। যদি চান তো দেখতে পারেন, ঝালাই করে নিতে পারেন স্মৃতি।'

টেবিলের উপর রাখা কাগজটার উপর ঝুঁকলেন বুচ আর ডাক্তার। ধারাবাহিকভাবে, যাত্রীদের জেরা করবার ক্রমানুসারে লেখা হয়েছে সব। সেটা এরকম:

BanglaBook.org

হেক্টর ম্যাককুইন: মার্কিন নাগরিক। ৬ নং বার্থ। দ্বিতীয় শ্রেণী।

মোটিভ: মৃতের সঙ্গে কাজ করতে করতে শত্রুতা সৃষ্টি হতে পারে।

অ্যালিবাই: মাঝরাত থেকে দেড়টা (কর্নেল আর্বাথনটের মতে), সোয়া একটা থেকে দুটো (কণ্ডাক্টরের মতে)।

বিরুদ্ধ সাক্ষ্যপ্রমাণ: নেই।

সন্দেহজনক গতিবিধি: নেই।

কণ্ডাক্টর পিয়ের মিশেল: ফরাসি নাগরিক।

মোটিভ: নেই।

অ্যালিবাই: মাঝরাত থেকে দুটো (র‍্যাচেটের কক্ষ থেকে বারোটা সাঁইত্রিশে যখন কণ্ঠ শোনা গেল, তখন এরকুল পোয়ারো দেখেছেন, বাকি সময়ের জন্য অন্য কোচের দুজন কণ্ডাক্টর সাক্ষ্য দিয়েছে)।

বিরুদ্ধ সাক্ষ্যপ্রমাণ: নেই।

সন্দেহজনক গতিবিধি: কণ্ডাক্টরের ইউনিফর্মের বোতামের কারণে তাকে প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করা হয়েছিল। তবে ওটা সাজানো প্রমাণ হতে পারে।

এডওয়ার্ড মাস্টারম্যান: ইংরেজ নাগরিক। বার্থ নং ৪। দ্বিতীয় শ্রেণী।

মোটিভ: নিহত ব্যক্তির আর্দালি। ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল দুজনের মাঝে।

অ্যালিবাই: মাঝরাত থেকে দুটো (আন্তোনিও ফসকারেলির সাক্ষ্য)।

বিরুদ্ধ সাক্ষ্যপ্রমাণ ও সন্দেহজনক গতিবিধি: কণ্ডাক্টরের ইউনিফর্ম একমাত্র তার গায়ে লাগতে পারে। তবে সে

BanglaBook.org

ফ্রেঞ্চ জানে না।

মিসেস হাবার্ড: মার্কিন নাগরিক। বার্থ নং ৩। প্রথম শ্রেণী।

মোটিভ: নেই।

অ্যালিবাই: মাঝরাত থেকে দুটো পর্যন্ত তার কোনও অ্যালিবাই নেই।

বিরুদ্ধ সাক্ষ্যপ্রমাণ বা সন্দেহজনক গতিবিধি: কামরায় রহস্যময় ব্যক্তির উপস্থিতি, যা হার্ডম্যান ও ফ্রাউ শ্মিথের বক্তব্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

গ্রেটা ওলসন: সুইডিশ নাগরিক। বার্থ নং ১০। দ্বিতীয় শ্রেণী।

মোটিভ: নেই।

অ্যালিবাই: মাঝরাত থেকে দুটো (মেরি ডেবেনহ্যাম সাক্ষ্য দিয়েছে)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ইনিই র‍্যাচেটকে জীবিতাবস্থায় শেষবার দেখেছেন।

প্রিন্সেস দ্রাগোমিরফ: অভিবাসী ফরাসি নাগরিক। বার্থ নং ১৪। প্রথম শ্রেণী।

মোটিভ: আর্মস্ট্রং পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। সোনিয়া আর্মস্ট্রঙের ধর্মমাতা।

অ্যালিবাই: মাঝরাত থেকে দুটো (পরিচারিকা ও কণ্ডাক্টর সাক্ষ্য দিয়েছে)।

বিরুদ্ধ সাক্ষ্যপ্রমাণ বা সন্দেহজনক গতিবিধি: নেই।

কাউন্ট আন্দ্রেয়ি: হাঙ্গেরিয়ান নাগরিক। কূটনৈতিক পাসপোর্টধারী। বার্থ নং ১৩। প্রথম শ্রেণী।

মোটিভ: নেই।

অ্যালিবাই: মাঝরাত থেকে দুটো (কণ্ডাক্টর সাক্ষ্য দিয়েছে, তবে রাত একটা থেকে সোয়া একটা পর্যন্ত সময়টুকু তাতে কাভার করা হয়নি)।

BanglaBook.org

কাউন্টেস আন্দ্রেয়ি: উপরে যা লেখা হয়েছে। বার্থ নং ১২। প্রথম শ্রেণী।

মোটিভ: নেই।

অ্যালিবাই: মাঝরাত থেকে দুটো (এঁর স্বামী সাক্ষ্য দিয়েছেন। ট্রায়োনাল খেয়ে ঘুমিয়েছিলেন। কাবার্ডে ট্রায়োনালের বোতল পাওয়া গেছে)।

কর্নেল আর্বাথনট: ইংরেজ নাগরিক। বার্থ নং ১৫। প্রথম শ্রেণী।

মোটিভ: নেই।

অ্যালিবাই: মাঝরাত থেকে দুটো (দেড়টা পর্যন্ত ম্যাককুইনের সঙ্গে গল্প করেছেন, তারপর ফিরে গেছেন নিজের কামরায়। কণ্ডাক্টর ও ম্যাককুইন সাক্ষ্য দিয়েছে)।

বিরুদ্ধ সাক্ষ্যপ্রমাণ বা সন্দেহজনক গতিবিধি: পাইপ-ক্লিনার।

সাইরাস হার্ডম্যান: মার্কিন নাগরিক। বার্থ নং ১৬। দ্বিতীয় শ্রেণী।

মোটিভ: অজানা।

অ্যালিবাই: মাঝরাত থেকে দুটো (কামরা ছেড়ে বেরোননি। ম্যাককুইন ও কণ্ডাক্টর সাক্ষ্য দিয়েছে)।

বিরুদ্ধ সাক্ষ্যপ্রমাণ বা সন্দেহজনক গতিবিধি: নেই।

আন্তোনিও ফসকারেলি: মার্কিন নাগরিক, ইটালিতে জন্ম। বার্থ নং ৫। দ্বিতীয় শ্রেণী।

মোটিভ: অজানা।

অ্যালিবাই: মাঝরাত থেকে দুটো (মাস্টারম্যান সাক্ষ্য দিয়েছে)।

বিরুদ্ধ সাক্ষ্যপ্রমাণ বা সন্দেহজনক গতিবিধি: নেই। তবে মসিয়ো বুচের মতে, রাগের মাথায় সে ছুরি ব্যবহার করে

BanglaBook.org

থাকতে পারে।

মেরি ডেবেনহ্যাম: ইংরেজ নাগরিক। বার্থ নং ১১। সেকেণ্ড ক্লাস।

মোটিভ: নেই।

অ্যালিবাই: মাঝরাত থেকে দুটো (গ্রেটা ওলসন সাক্ষ্য দিয়েছেন)।

বিরুদ্ধ সাক্ষ্যপ্রমাণ বা সন্দেহজনক গতিবিধি: কিছু একটা গোপন করে যাচ্ছে সে।

হিল্ডেগার্ড শ্মিথ: জার্মান নাগরিক। বার্থ নং ৮। দ্বিতীয় শ্রেণী।

মোটিভ: নেই।

অ্যালিবাই: মাঝরাত থেকে দুটো (কণ্ডাক্টর ও প্রিন্সেস দ্রাগোমিরফ সাক্ষ্য দিয়েছেন)।

দ্রষ্টব্য: যাত্রী ও কণ্ডাক্টরের সাক্ষ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মাঝরাত থেকে একটা পর্যন্ত কেউ ঢোকেনি র‍্যাচেটের কামরায়। ঢোকেনি সোয়া একটা থেকে দুটো পর্যন্তও। মাঝের পনেরো মিনিট... অর্থাৎ একটা থেকে সোয়া একটা... কণ্ডাক্টর তার আসনে ছিল না। সে গিয়েছিল পাশের কোচে। গল্প করবার জন্য।

BanglaBook.org

'এখন পর্যন্ত যা যা তথ্য পাওয়া গেছে যাত্রীদের কাছ থেকে, তার একটা সারসংক্ষেপ এটা,' পোয়ারো বললেন। 'বুঝতে যাতে সুবিধে হয়, তাই সাজিয়ে লিখেছি সব।'

হতাশ ভঙ্গিতে কাগজটা ফিরিয়ে দিলেন বুচ। 'এ থেকে কিছুই বোঝা গেল না।'

'তা হলে এটা সম্ভবত আপনার মনোবাসনা পূরণ করতে

পারবে।'

একটু হেসে দ্বিতীয় একখণ্ড কাগজ বাড়িয়ে দিলেন পোয়ারো।

পঁচিশ

পড়তে শুরু করলেন বুচ আর ডা. কনস্ট্যান্টাইন। কাগজে নীচের কথাগুলো লেখা।

BanglaBook.org

যে-সব প্রশ্নের জবাব পাওয়া প্রয়োজন:

১. 'এইচ' আদ্যক্ষর বিশিষ্ট রুমাল। কার ওটা?

২. পাইপ-ক্লিনার। ওটা কি কর্নেল আর্বাথনট ফেলে রেখে এসেছেন, নাকি আর কেউ?

৩. লাল কিমোনো কে পরেছিল?

৪. ভুয়া কণ্ডাক্টর কি পুরুষ, না মহিলা ছিল?

৫. ঘড়ির কাঁটা কেন সোয়া একটায় থামানো হয়েছে?

৬. খুন কি সে-সময়ে হয়েছে?

৭. নাকি আগেই হয়েছে খুন?

৮. অথবা পরে?

৯. নিশ্চিত হবার কি উপায় আছে যে, র‍্যাচেটকে একাধিক ব্যক্তি ছুরিকাঘাত করেছে?

১০. ক্ষতগুলোর ব্যাপারে বিকল্প কী ব্যাখ্যা থাকতে পারে?

'প্রশ্নগুলো চমৎকার,' মন্তব্য করলেন বুচ। 'দেখা যাক, ভেবেচিন্তে কোনও উত্তর পাওয়া যায় কি না। প্রথম থেকেই শুরু করা যাক—রুমাল দিয়ে।'

'গুড আইডিয়া,' মাথা ঝাঁকালেন পোয়ারো।

'এইচ আদ্যক্ষরধারী তিনজন যাত্রী আছে এই ট্রেনে—মিসেস হাবার্ড, হিল্ডেগার্ড শ্মিথ আর মেরি ডেবেনহ্যাম... ওঁর মধ্যনাম হলো হারমিওনি।'

'এদের মধ্যে কার হতে পারে রুমালটা?'

'বলা কঠিন, তবে আমার ভোট যাবে মিস ডেবেনহ্যামের প্রতি। হয়তো হারমিওনি নামটাই ব্যবহার করে সে, মেরি নয়। কে বলতে পারে? তা ছাড়া ওকে এমনিতেই সন্দেহ করছি আমরা—কোনিয়া স্টেশনে কর্নেল আর্বাথনটের সঙ্গে আলাপের সূত্র ধরে।'

'আমি বলব মিসেস হাবার্ডের কথা,' ডা. কনস্ট্যান্টাইন বললেন। 'রুমালটা অত্যন্ত দামি। আর আমেরিকান মহিলারা যে একটু বিলাসী প্রকৃতির হয়, তা কে না জানে?'

'আপনারা দুজনেই তা হলে হিল্ডেগার্ডকে গোনার বাইরে রাখছেন?' পোয়ারো জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ,' বুচ বললেন। 'ও নিজেই তো বলল, এত দামি রুমাল ও ব্যবহার করে না।'

'এবার তা হলে দ্বিতীয় প্রশ্নে আসুন—পাইপ-ক্লিনার। ওটার মালিক কে? কর্নেল আর্বাথনট, নাকি অন্য কেউ?'

'ওটা আরও কঠিন প্রশ্ন। কারণ ইংরেজরা ছুরি মারে না কাউকে। তবে ব্যাপারটা এমন হতে পারে, কর্নেলকে ফাঁসানোর জন্য জিনিসটা ফেলে গেছে খুনি।'

'আপনার যুক্তিই আবার উত্থাপন করব, মসিয়ো পোয়ারো,'

BanglaBook.org

যোগ করলেন ডাক্তার। 'দু-দুটো সূত্র কেউ বেখেয়ালে ফেলে যাবে না। রুমালটা হয়তো মনের ভুলেই পড়েছে, কিন্তু পাইপ-ক্লিনারটা সাজানো। নইলে জিজ্ঞেস করামাত্র নিজের পাইপ টানার অভ্যেসের কথা বলে দিত না কর্নেল। তল্লাশির সময় দেখতে দিত না পাইপ-ক্লিনারের প্যাকেট। দোষী লোকের আচরণের সঙ্গে যায় না ব্যাপারটা।'

'গ্রহণযোগ্য যুক্তি,' স্বীকার করলেন পোয়ারো।

'তিন নম্বর প্রশ্ন—লাল কিমোনো কে পরেছিল?' বলে চললেন বুচ। 'এটার ব্যাপারে আমি একেবারেই অন্ধকারে, কেউ যেহেতু ওটার কথা স্বীকার করেনি। এ-বিষয়ে আপনার কিছু বলার আছে, ডাক্তার?'

'না, নেই।'

'সেক্ষেত্রে এই প্রশ্নের বেলায় হার মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছি। পরের প্রশ্নে যাই। ভুয়া কণ্ডাক্টরের সাজ কে নিয়েছিল? পুরুষ, নাকি মহিলা? একটু ঘুরিয়ে চিন্তা করা যাক। কয়েকজনের পক্ষে ওই সাজ নেয়া একেবারেই সম্ভব নয়। হার্ডম্যান, কর্নেল আর্বাথনট, কাউন্ট আন্দ্রেঁয়ি আর হেক্টর ম্যাককুইন... এরা প্রত্যেকেই বেশ লম্বা। মিসেস হাবার্ড, হিল্ডেগার্ড শ্মিথ আর গ্রেটা ওলসন... এদের শরীরের কাঠামো হালকা-পাতলা নয়। বাকি রইল আর্দালি মাস্টারম্যান, মিস ডেবেনহ্যাম, প্রিন্সেস দ্রাগোমিরফ আর কাউন্টেস আন্দ্রেঁয়ি। কিন্তু এদের কাউকেই ঠিকমত মেলানো যাচ্ছে না। গ্রেটা ওলসন আর ফসকারেলির কাছ থেকে জানতে পেরেছি, মিস ডেবেনহ্যাম বা মাস্টারম্যান সারা রাতে একবারও কামরা থেকে বেরোয়নি। প্রিন্সেসের অ্যালিবাই দিচ্ছে হিল্ডেগার্ড, আবার কাউন্টেসের অ্যালিবাই তাঁর স্বামী। কাজেই সন্দেহভাজনদের কাউকেই লাল কিমোনোর সঙ্গে জড়ানো যাচ্ছে না। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য।'

BanglaBook.org

'তা তো বটেই,' পোয়ারো বললেন।

'কিন্তু কিমোনোর মালিক এই চারজনের মধ্যেই একজন হতে বাধ্য,' বললেন ডাক্তার। 'নইলে ধরে নিতে হয় যে, বাইরে থেকে কেউ উঠেছিল ট্রেনে, এখনও লুকিয়ে আছে—সেটা আরও অসম্ভব।'

পরের প্রশ্নে গেলেন বুচ।

'পাঁচ নম্বর প্রশ্ন। ঘড়ির কাঁটা কেন সোয়া একটায় থামানো হয়েছে? এর পিছনে দুটো ব্যাখ্যা দেখতে পাচ্ছি। কাজটা খুনির—অ্যালিবাই প্রতিষ্ঠার জন্য করেছে। কিন্তু বাইরে হয়তো কারও হাঁটাচলা বা গলা শুনে তার পরিকল্পনা বাধা পায়। কামরা থেকে বেরুতে হয় দেরি করে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হলো...' ভাববার জন্য একটু থামলেন বুচ। 'হ্যাঁ, পেয়েছি। ভুয়া কণ্ডাক্টর এ-কাজ করেনি, করেছে বাঁ-হাতি দ্বিতীয় খুনি, অর্থাৎ লাল কিমোনো পরা সেই মহিলা। সে-ও অ্যালিবাই তৈরি করতে চেয়েছে।'

'চমৎকার আন্দাজ,' সায় দিলেন ডাক্তার।

'একটু অতিকল্পনা হয়ে গেল না?' দ্বিধান্বিত গলায় বললেন পোয়ারো। 'আমরা ধরে নিচ্ছি কামরা অন্ধকার ছিল, ফলে র‍্যাচেট যে আগেই খুন হয়েছে, তা বুঝতে পারেনি ওই মহিলা। আন্দাজের উপর ভর করে এলোপাতাড়ি ছুরি চালিয়েছে। ওই অবস্থায় সে কী করে জানবে, র‍্যাচেটের পকেটে একটা ঘড়ি আছে? সেটা আবার বের করে ঘড়ির কাঁটা ঘোরানো... নাহ্, ঠিক মিলছে না।'

'এরচেয়ে ভাল কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারেন আপনি?' ভ্রূ কুঁচকে বললেন বুচ।

'এই মুহূর্তে... না।' কাঁধ ঝাঁকালেন পোয়ারো। 'তবে ঘড়ির ব্যাপারে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং পয়েন্টটা স্পর্শ করেননি আপনি।'

'ছয় নম্বর প্রশ্ন তো সেটা নিয়েই,' ডাক্তার বললেন। 'খুন

BanglaBook.org

সোয়া একটায় হয়েছে কি না। আমি বলব—না।'

'আমি একমত,' বুচ বললেন। 'সোয়া একটার আগে হয়েছে খুন? হ্যাঁ। আপনার কী মনে হয়, ডাক্তার?'

ডা. কনস্ট্যান্টাইন মাথা ঝাঁকালেন। বললেন, 'পরেও অবশ্য হতে পারে। আপনার থিয়োরি আমি সমর্থন করছি, মসিয়ো বুচ... সম্ভবত মসিয়ো পোয়ারোও করছেন। প্রথম খুনি এসেছিল সোয়া একটার আগে, দ্বিতীয়জন গেছে সোয়া একটার পরে। আর বাঁ-হাতি খুনির কথা যখন এসেই পড়ল, যাত্রীদের কে কে বাঁ-হাত ব্যবহার করে, সেটা দেখে নেয়া উচিত নয় কি?'

'এই পয়েন্টটা পুরোপুরি অগ্রাহ্য করিনি আমি,' পোয়ারো বললেন। 'সেজন্যেই সবাইকে দিয়ে নাম-ঠিকানা লিখিয়েছি। কিন্তু ওরা সবাই ডান হাতে কলম ধরেছে। প্রিন্সেস দ্রাগোমিরফ বাদে। তিনি নিজ হাতে ঠিকানা লিখতে রাজি হননি। তাই বলে একা তাঁকে সন্দেহ করা যাবে না। কারণ উভয় হাতই ব্যবহার করে এমন মানুষের অভাব নেই পৃথিবীতে। এক হাতে লেখে, অপর হাতে অন্য কাজ করে। এমন সব্যসাচী কেউ যে নেই যাত্রীদের মাঝে, তা-ই বা কী করে বলি?'

'তা হলে ব্যাপারটা অমন কিছুই হবে,' বুচ বললেন। 'প্রিন্সেসকে খুনি ভাবতে পারছি না কিছুতেই।'

'তা ছাড়া বাঁ-হাতি যে-আঘাতগুলো আমরা দেখেছি, সেগুলো তাঁর মত বয়স্ক মহিলার পক্ষে তৈরি করা সম্ভব না,' ডা. কনস্ট্যান্টাইন বললেন। 'অনেক জোর দরকার হাতে।'

'তারমানে কি কোনও পুরুষ?'

'তা-ও বলছি না। শক্তসমর্থ মেয়েমানুষ ওভাবে আঘাত করতে পারে, কিন্তু প্রিন্সেস দ্রাগোমিরফ নন। ভদ্রমহিলা অত্যন্ত দুর্বল।'

'তীব্র আক্রোশের সময় দুর্বল ব্যক্তিও অনেক জোরে আঘাত

BanglaBook.org

করতে পারে,' পোয়ারো বললেন। 'প্রিন্সেস দ্রাগোমিরফের মনের জোরও অসাধারণ। তবে সেটা নিয়ে কথা না বাড়াই। পরের প্রশ্নে যাওয়া যাক।'

'নয় আর দশ নম্বর প্রশ্ন। দুজন খুনি ছুরি চালিয়েছে কি না, এবং ক্ষতগুলোর কোনও বিকল্প ব্যাখ্যা আছে কি না।' ডাক্তার বললেন। 'আমার মতে, মানে মেডিকেল দৃষ্টিতে, ক্ষতগুলোর দ্বিতীয় কোনও ব্যাখ্যা থাকতে পারে না। খুনি যদি মাত্র একজন হয়ে থাকে, তা হলে ধরে নিতে হবে—লোকটা কিছুক্ষণ আস্তে, আর কিছুক্ষণ জোরে ছুরি চালিয়েছে... কখনও ডান হাত, আবার কখনও বাম হাত ব্যবহার করেছে। এটা মানা যায় না।'

'না,' স্বীকার করলেন পোয়ারো। 'কিন্তু দুজন খুনি ধরলে কি আঘাতগুলো মেলে?'

'আর তো কোনও ব্যাখ্যা নেই।'

'এই প্রশ্নটাই আমি বার বার করছি নিজেকে,' বিড়বিড় করলেন পোয়ারো। চেয়ারে হেলান দিলেন। 'এখন সব কাজ এই মগজের। ধূসর কোষগুলোর।' কপালের পাশে টোকা দিলেন তিনি। 'তথ্য আর প্রমাণ বলতে যতকিছু সংগ্রহ করা সম্ভব, তার সবই আমরা সংগ্রহ করেছি। এই টেবিলের উপরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে সব। এবার ভাবতে শুরু করুন। এক বা একাধিক যাত্রী মিলে খুন করেছে র‍্যাচেটকে। কারা তারা?'

BanglaBook.org

ছাব্বিশ

পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেল, কেউ কথা বলল না। পোয়ারোর নির্দেশনা অনুসরণ করছেন মসিয়ো বুচ আর ডা. কনস্ট্যান্টাইন। চোখ মুদে ভাবছেন পুরো রহস্যটা নিয়ে। মেলাতে চাইছেন যাত্রীদের সাক্ষ্য। চেষ্টা করছেন সমাধান খুঁজে বের করার। যদিও তাতে বিশেষ লাভ হচ্ছে না।

একেবারে মূর্তির মত স্থির হয়ে বসে আছেন পোয়ারো। মনে হতে পারে বুঝি ঘুমিয়েই পড়েছেন তিনি। কিন্তু পনেরো মিনিট পর হঠাৎ নড়ে উঠলেন।

'আরে, তাই তো! কেন নয়?' বলে উঠলেন তিনি। 'ওটা হলেই তো সব খাপে খাপে মিলে যায়!'

তাঁর কণ্ঠ শুনে চোখ খুললেন বাকি দুজন।

'আমার ভাবা শেষ,' পোয়ারো বললেন। 'আপনাদের কী অবস্থা?'

'অনেক ভেবেছি, মসিয়ো,' বুচ বললেন। 'কিন্তু সমাধান পাইনি। শেষমেশ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছি, এই রহস্য ভেদ করা আমার কম্মো নয়। পারলে আপনিই পারবেন।'

'আমার একই মত,' ডাক্তার বললেন। 'নানা রকম থিয়োরি নিয়ে মাথা ঘামালাম, একটাও মনঃপূত হয়নি।'

'চেষ্টা যে করেছেন, তাতেই ধন্যবাদ। তা ছাড়া আপনাদের

BanglaBook.org

সঙ্গে আলোচনা করাতেই সঠিক পথ খুঁজে পেয়েছি আমি।'

'কী পেয়েছেন সেটা তো বলুন!'

সোজা হয়ে বসলেন পোয়ারো। দু'হাতে তাঁর গোঁফের প্রান্তভাগ মুচড়ে নিলেন, এরপর ভাষণ দেবার ভঙ্গিতে শুরু করলেন কথা।

'বন্ধুগণ, সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ পর্যালোচনা করে দেখেছি আমি। শেষ পর্যন্ত উপনীত হয়েছি একটা সমাধানে। ওটা মেনে নিলে সমস্ত অসঙ্গতির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তবে আমার সমাধান নির্ভুল কি না, তা এখুনি বলতে পারছি না। নিশ্চিত হবার জন্য কয়েকটা পরীক্ষা করতে হবে আমাকে।

'প্রথমেই কয়েকটা পয়েন্টের কথা বলব, যেগুলো আমার কাছে ইঙ্গিতবহ বলে মনে হয়েছে। শুরু করছি মসিয়ো বুচের একটা কথা দিয়ে। প্রথম দিন লাঞ্চের সময় কথাটা বলেছিলেন তিনি। মন্তব্য করেছিলেন ট্রেনের যাত্রীদের নিয়ে—নানা শ্রেণী, পেশা, বয়স আর জাতীয়তার মানুষ একত্র হয়েছে এই জার্নিতে। বছরের এই সময়ে সেটা কিছুটা অস্বাভাবিক। অ্যাথেন্স আর বুখারেস্ট কোচের কথাই ধরুন, বলতে গেলে কোনও যাত্রীই নেই ও-দুটোয়, অথচ আমাদের কোচে রমরমা অবস্থা। তা ছাড়া একজন যাত্রী ট্রেন ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ... আমার মতে।

'আরও কিছু ছোট ছোট বিষয় আমার নজর কেড়েছে। যেমন, মিসেস হাবার্ডের স্পঞ্জ ব্যাগের পজিশন, মিসেস আর্মস্ট্রঙের মায়ের নাম, হার্ডম্যানের গোয়েন্দাগিরির পদ্ধতি, প্রিন্সেস দ্রাগোমিরফের ক্রিশ্চান নাম, হাঙ্গেরিয়ান পাসপোর্টে গ্রিজের দাগ, ইত্যাদি। ম্যাককুইন বলেছিল, হুমকির চিঠি পেলেই নষ্ট করে ফেলত র‍্যাচেট... মানে পোড়া চিরকুটটাও সে-ই পুড়িয়েছে বলে ধরে নিতে হয়। ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং। আপনাদের কী মনে হয়?'

BanglaBook.org

মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন মসিয়ো বুচ আর ডা. কনস্ট্যান্টাইন।

'কিছুই না,' সোজাসাপ্টা জানিয়ে দিলেন বুচ।

'ডাক্তার সাহেব, আপনি?'

'আপনার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না আমি,' ডাক্তার বললেন।

টেবিলের উপর রাখা পাসপোর্টগুলো হাতড়ে কাউন্টেসেরটা তুলে নিলেন বুচ। পাতা উল্টে বললেন, 'আপনি এই দাগটার কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ,' পোয়ারো বললেন। 'খুব সম্প্রতি পড়েছে দাগটা। কোথায় পড়েছে, দেখেছেন?'

'কাউন্টেসের নামের জায়গায়... মানে, যেখানে তাঁর ক্রিশ্চান নাম লেখা ছিল। কিন্তু এতে কী এসে-যায়?'

'তা হলে আরেকটা অ্যাঙ্গেল থেকে এগোই। ঘটনাস্থলে পাওয়া রুমালটার কথা ভাবুন। এইচ আদ্যক্ষরের তিনজন মহিলা আছেন এই ট্রেনে, একটু আগেই সেটা আলোচনা করেছি আমরা—মিসেস হাবার্ড, মিস ডেবেনহ্যাম, আর হিল্ডেগার্ড শ্মিথ। কিন্তু ওটা এঁদের কারও হতে পারে না। মিসেস হাবার্ড বা মিস ডেবেনহ্যাম শৌখিন মানুষ নন, হিল্ডেগার্ডেরও সামর্থ্য নেই অত দামি রুমাল ব্যবহার করবার। কিন্তু অন্য দুজন মহিলা আছেন, যাঁদের হাতে ওই রুমাল মানায়। এখন দেখা দরকার, এইচ আদ্যক্ষরের সঙ্গে এঁদের কোনও সম্পর্ক আছে কি না। প্রথমেই প্রিন্সেস দ্রাগোমিরফ...'

'তাঁর ক্রিশ্চান নাম নাতালিয়া। ওতে এইচ নেই।' বললেন বুচ।

'ঠিক। কিন্তু ক্রিশ্চান নামটার মধ্যে ইঙ্গিতবহ একটা ব্যাপার আছে। আর দ্বিতীয় মহিলাটি হচ্ছেন কাউন্টেস আন্দ্রেঁয়ি। এঁর

BanglaBook.org

বিষয়েও সামান্য খটকা আছে আমার।'

'কী খটকা?'

'গ্রিজের দাগ। ক্রিশ্চান নাম কিছুটা ঢাকা পড়েছে ওতে। নাম কী ভদ্রমহিলার? ইলেনা? ভেবে দেখুন তো, গ্রিজ সরিয়ে ওখানে যদি একটা এইচ বসিয়ে দেয়া হয়, তা হলে কী দাঁড়ায় নামটা?'

'হেলেনা!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন বুচ।

'হ্যাঁ। আমার ধারণা ইচ্ছেকৃতভাবেই নামটা বদলানো হয়েছে... পরিচয় গোপন করবার জন্য। সন্দেহটা আরও দৃঢ় হচ্ছে ভদ্রমহিলার ব্যাগের লেবেল ভেজা দেখে। ওখানে তাঁর পূর্ণ নামের আদ্যক্ষর লেখা থাকার কথা। আমার ধারণা, পানিতে ভিজিয়ে আসল লেবেলটা তুলে ফেলা হয়েছে। সেখানে বসানো হয়েছে নকল লেবেল। ভেজা জায়গায় বসানোয় ওটাও ভিজে গেছে তাই।'

'এবার আমি একটু একটু বিশ্বাস করতে শুরু করেছি,' বুচ বললেন। 'কিন্তু তারপরেও... কাউন্টেসের মত একজন মহিলা...'

'সেটা বোঝার জন্য দৃষ্টিভঙ্গি আবার পাল্টাতে হবে আমাদেরকে। ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখুন, হত্যাকাণ্ডটা আসলে কীভাবে আবিষ্কৃত হবার কথা ছিল? দৈবক্রমে তুষারে আটকা পড়েছি আমরা, এর কোনও নিশ্চয়তা ছিল না। তুষারের কারণে খুনির পরিকল্পনা ওলটপালট হয়ে গেছে। কিন্তু যদি আটকা না পড়তাম? সেক্ষেত্রে কী ঘটত? আজ সকালে ইটালির সীমান্তে পৌঁছুত ট্রেন, লাশটা আবিষ্কৃত হতো, পুলিশ আসত তদন্ত করতে। যাত্রীরা আমাদেরকে যা বলেছে, ঠিক তা-ই বলত পুলিশকে। দুটো জিনিস শুধু পরিবর্তিত হতো। এক, রাত একটার আগেই মিসেস হাবার্ডের কামরা গলে বেরিয়ে যেত খুনি; আর দুই, কণ্ডাক্টরের ইউনিফর্মটা পাওয়া যেত কোনও একটা [illegible] টয়লেটে।'

BanglaBook.org

'মানে?'

'মানে হচ্ছে, খুনিকে বহিরাগত বলে দুনিয়ার সামনে উপস্থাপন করা হতো এই কৌশলে,' পোয়ারো ব্যাখ্যা করলেন। 'সবাই ভাবত, খুন শেষে ব্রড স্টেশনে নেমে গেছে লোকটা, যেখানে শিডিউল অনুসারে রাত বারোটা আটান্নতে পৌঁছুনোর কথা ছিল ট্রেনের। পুলিশকে যদি গল্পটা বিশ্বাস করানো যেত, তা হলে কোনও ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি হতো না যাত্রীদের উপরে।

'কিন্তু তুষারধসের দুর্ঘটনা বদলে দিয়েছে পুরো পরিস্থিতি। খুনি কেন ভিকটিমের কামরায় বসে ছিল, তারও ব্যাখ্যা মিলছে এতে। সে অপেক্ষা করছিল ট্রেন ফের চালু হবার জন্য। অনেকক্ষণ পেরিয়ে যাবার পরও যখন হলো না, সে বুঝে নিল সমস্যাটা। খুনিকে বহিরাগত বলে চালিয়ে দেবার কোনও উপায় নেই। যাত্রীদের মাঝে তাকে খোঁজা হবে, এবং পরিচয় লুকানোর জন্য তাকে নতুন পরিকল্পনা সাজাতে হবে।'

'সবই বুঝলাম,' অধৈর্য গলায় বললেন বুচ। 'কিন্তু এর মাঝে রুমালটা আসছে কী করে?'

'বলছি। তার আগে হুমকির চিঠিগুলোর উপর একটু আলোকপাত করি। ভাষাটা খুবই সাদামাঠা, যেন আমেরিকান কোনও ক্রাইম নভেলের লাইন তুলে দেয়া হয়েছে। আমার ধারণা, ওগুলো ভুয়া... পুলিশকে ধোঁকা দেবার জন্য লেখা হয়েছে। কথা হলো, র‍্যাচেট কীভাবে নিয়েছে সেটা? ভুয়া চিঠি পেয়ে শঙ্কিত হবার কোনও কারণ নেই তার, অথচ হার্ডম্যানকে ভাড়া করেছিল বিশেষ একজন শত্রুর হাত থেকে বাঁচবার জন্য। এর মানে দাঁড়াচ্ছে, অন্তত একটা চিঠি সে সত্যিকার হুমকি হিসেবেই পেয়েছিল—ওটাতে লেখা ছিল আর্মস্ট্রং পরিবারের কথা। খুনি চায়নি সেই চিঠি আর কারও হাতে পড়ুক, তাই খুন শেষে পুড়িয়ে ফেলেছে ওটা। আর এখানেই দ্বিতীয় সমস্যার মুখে

BanglaBook.org

পড়েছে লোকটা। ও ভাবতেই পারেনি, পোড়া কাগজ থেকে কোনও লেখা উদ্ধার করতে পারব আমরা।

'চিঠিটা ধ্বংস করবার প্রচেষ্টা দেখে একটা বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়—এই ট্রেনে আর্মস্ট্রং পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত কেউ একজন আছে, এবং ওই চিঠি যদি পুলিশের হাতে পড়ে তো তাকেই সবার আগে সন্দেহ করা হবে।

'এবার অন্যদুটো ক্লু-র প্রসঙ্গে আসি। পাইপ-ক্লিনার সম্পর্কে নতুন কিছু বলার নেই, ওটা নিয়ে ইতোমধ্যেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমরা। মনোযোগ দেয়া যাক রুমালের উপরে। সোজা কথায় বললে, ওটা এইচ আদ্যক্ষরধারী একজনকে দোষী সাব্যস্ত করছে, এবং ধরে নিতে হয় যে, সেই মানুষটি বেখেয়ালে রুমালটা ফেলে এসেছে ঘটনাস্থলে।'

'ঠিক তা-ই,' বললেন ডাক্তার। 'আমার তো মনে হয়, ভুলটা আবিষ্কার করবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের নামের আদ্যক্ষর লুকাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল সে।'

'বড় বেশি এগিয়ে যাচ্ছেন, ডাক্তার।'

'আর কোনও ব্যাখ্যা আছে আপনার কাছে?'

'অবশ্যই। মানুষটাকে ফাঁসানোর জন্য ইচ্ছেকৃতভাবে রুমালটা রেখে আসা হতে পারে। খুনির জায়গায় নিজেকে ভাবুন। আপনি জানেন যে, ট্রেনে আর্মস্ট্রং পরিবারের পরিচিত একজন মহিলা আছে। এখন আপনার নিজের উপর থেকে সন্দেহ সরাবার জন্য কী করবেন? তার আদ্যক্ষর-সহ একটা আলামত কি রেখে দেবেন না ভিকটিমের আশপাশে? পুলিশ যখন তদন্ত শুরু করবে, খোঁজ পাবে সেই মানুষটির। র‍্যাচেটকে খুন করবার জন্য তার মোটিভ আছে, লাশের পাশে তার রুমাল পাওয়া যাবে... ব্যস, আর কী চাই! সমস্ত ঝড়-ঝাপটা বয়ে যাবে তার উপর দিয়ে। আপনাকে, মানে খুনিকে আর সন্দেহ করবে না কেউ।'

BanglaBook.org

'কিন্তু সেই মহিলা যদি নিরপরাধ হয়, সে তো নিজের নামের আদ্যক্ষর লুকানোর চেষ্টা করবে না!'

'আপনার তা-ই ধারণা? বিপদে পড়লে মানুষের বুদ্ধিশুদ্ধি ঘোলা হয়ে যায়, এটা জানেন না? খুনের মামলায় অযথা ফেঁসে যাবার সম্ভাবনা দেখলে অতি বুদ্ধিমান মানুষও নিজেকে বাঁচাবার জন্য পদক্ষেপ নিতে পারে। না, পাসপোর্টে গ্রিজের দাগ বা ব্যাগের ভেজা লেবেল কাউন্টেস আন্দ্রেঁয়িকে দোষী সাব্যস্ত করছে না। এতে শুধু এটুকু বোঝা যায় যে, কোনও একটা কারণে নিজের পরিচয় লুকাতে চাইছেন তিনি।'

'কিন্তু আর্মস্ট্রং পরিবারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ কোথায়? উনি কখনও আমেরিকায় যাননি বলে জানিয়েছেন।'

'মিথ্যে বলেছেন। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে কথা বলা, কিংবা ইয়োরোপিয়ান আচরণ—এগুলো সবই অভিনয়। মিসেস সোনিয়া আর্মস্ট্রঙের মায়ের কথা শুনেছেন আপনারা... বিখ্যাত অভিনেত্রী লিণ্ডা আরডেন। কিন্তু এটা কি জানেন, ওটা তাঁর পোশাকী নাম, স্রেফ অভিনয়ের জন্য বেছে নিয়েছিলেন? শেক্সপিয়ারের *অ্যাজ ইউ লাইক ইট* থেকে নেয়া হয়েছে নামটা—আরডেন আর রোজালিণ্ডের অরণ্যের কথা আছে ওতে। ভদ্রমহিলা সম্ভবত ইয়োরোপীয় বংশোদ্ভূত ছিলেন। আমার ধারণা, তাঁর সত্যিকার পদবী গোল্ডেনবার্গ... ঠিক কাউন্টেসের মত। আর এর অর্থ দাঁড়ায়, হেলেনা গোল্ডেনবার্গ আসলে মিসেস সোনিয়া আর্মস্ট্রঙের ছোট বোন, যার কথা আমরা প্রিন্সেস দ্রাগোমিরফের কাছে শুনেছি।'

'কিন্তু সেই মেয়ে তো ইংরেজ এক কূটনীতিককে বিয়ে করেছে।'

'ওটা প্রিন্সেসের ভাষ্য। কূটনীতিকের নাম বলতে পারেননি তিনি—সেটা কি বিশ্বাসযোগ্য? আর্মস্ট্রং পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ

BanglaBook.org

যোগাযোগ ছিল তাঁর, ধর্মমাতা ছিলেন সোনিয়া আর্মস্ট্রঙের... অথচ সোনিয়ার ছোট বোনের বিয়ে কার সঙ্গে হয়েছে, তা ভুলে যাবেন? না, মোটামুটি নিশ্চিতভাবে বলা যায়, মিথ্যে কথা বলেছেন প্রিন্সেস। হেলেনাকে ট্রেনে দেখেছেন তিনি, চিনতেও পেরেছেন। র‍্যাচেটের সত্যিকার পরিচয় জানবার পর বুঝতে পেরেছেন, হেলেনাকে সন্দেহ করা হবে। তাই ওঁকে বাঁচাবার জন্য ডাহা মিথ্যে বলেছেন... চেষ্টা করেছেন আমাদের দৃষ্টি ফেরাবার।'

একজন রেস্টুরেন্ট অ্যাটেনডেন্ট উদয় হলো। বুচকে বলল, 'মসিয়ো, ডিনার কি সার্ভ করব? অনেকক্ষণ থেকেই তৈরি হয়ে আছে।'

অনুমতির জন্য পোয়ারোর দিকে তাকালেন বুচ। পোয়ারো সম্মতি দিলেন।

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ডিনার সার্ভ করা হোক।'

ডাইনিং কার থেকে কোচের দিকটায় বেরিয়ে গেল অ্যাটেনডেন্ট। শোনা গেল তার হাতের ঘণ্টা আর উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা।

'ডিনারের সময় হয়েছে। সবাই খেতে আসুন।'

BanglaBook.org

সাতাশ

এক টেবিলেই বসলেন পোয়ারো, বুচ আর কনস্ট্যান্টাইন।

খানিক পরে ডাইনিং কারে প্রবেশ করল যাত্রীরা। ম্রিয়মাণ

চেহারা সবার, কথা বলছে না। গল্পবাজ মিসেস হাবার্ডও যেন মুখে খিল এঁটেছেন। একটা বাক্যই শুধু শোনা গেল তাঁর মুখ দিয়ে। টেবিলে বসতে বসতে নিচু গলায় বললেন, 'আজ কোনও খাবার আমার গলা দিয়ে নামবে বলে মনে হয় না।'

গ্রেটা ওলসনের চাপাচাপিতে শেষ পর্যন্ত অবশ্য খেতে শুরু করলেন তিনি, সুইডিশ মহিলাটি আলাদা খেয়াল রাখছে তাঁর প্রতি।

খাবার সার্ভ হবার আগেই চিফ অ্যাটেনডেন্টকে কাছে ডাকলেন পোয়ারো। ফিসফিসিয়ে কী যেন বললেন তাকে। একটু পরেই তার ফলাফল দেখতে পেলেন ডা. কনস্ট্যান্টাইন আর মসিয়ো বুচ। সবার শেষে খাবার দেয়া হলো কাউন্ট দম্পতিকে। বিলও নেয়া হলো একটু দেরি করে। ফলে সবার শেষে ডাইনিং কার থেকে বেরুতে বাধ্য হলো ওরা।

দরজার দিকে এগোতে শুরু করেছে দুজনে, এমন সময় চেয়ার ছেড়ে তাড়াতাড়ি ওদের দিকে এগিয়ে গেলেন পোয়ারো।

'মাফ করবেন, মাদাম। আপনি আপনার রুমাল ফেলে গেছেন।' ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া সুগন্ধী রুমালটা বাড়িয়ে ধরলেন তিনি।

ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল কাউন্টেস। বলল, 'আপনি ভুল করছেন, মসিয়ো। ওটা আমার রুমাল নয়।'

'আপনার না? আপনি নিশ্চিত?'

'অবশ্যই নিশ্চিত।'

'কিন্তু এতে যে আপনার নামের আদ্যক্ষর লেখা আছে!'

কাউন্ট নড়ে উঠল, কিন্তু তার দিকে ফিরেও তাকালেন না পোয়ারো। তাঁর দৃষ্টি আটকে আছে কাউন্টেসের উপর।

'আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না, মসিয়ো। আমার নামের আদ্যক্ষর *এইচ* নয়, ইংরেজি *ই*।'

'আমার তা মনে হয় না। আপনার নাম ইলেনা নয়,

BanglaBook.org

হেলেনা... হেলেনা গোল্ডেনবার্গ। লিণ্ডা আরডেনের ছোট মেয়ে আপনি, মিসেস সোনিয়া আর্মস্ট্রঙের ছোট বোন।'

থমকে গেল কাউন্ট দম্পতি। রক্ত সরে গিয়ে সাদা হয়ে গেল মুখ। হারাল মুখের ভাষা।

পোয়ারো নরম গলায় বললেন, 'অস্বীকার করে লাভ নেই, মাদাম। সত্য কথাই বলেছি আমি।'

পরক্ষণে রাগে ফেটে পড়ল কাউন্ট। 'এতবড় সাহস আপনার...'

হাত তুলে তাকে থামাল কাউন্টেস। 'না, রুডলফ। আমাকে কথা বলতে দাও। লুকোচুরির সময় শেষ। তারচেয়ে কথা বলে ব্যাপারটার মীমাংসা করা যাক।'

কণ্ঠস্বর বদলে গেছে তার। মিলিয়ে গেছে ইয়োরোপীয় উচ্চারণ, সে-জায়গা দখল করেছে খাঁটি আমেরিকান বাচনভঙ্গি।

স্ত্রীর ইশারা পেয়ে চুপ হয়ে গেছে কাউন্ট। একটা টেবিল দখল করে পোয়ারোর মুখোমুখি বসল দুজনে।

কাউন্টেস বলল, 'আপনার অনুমান সঠিক, মসিয়ো। আমিই হেলেনা গোল্ডেনবার্গ—সোনিয়া আর্মস্ট্রং ছিল আমার বড় বোন।'

'সকালে এই কথাটা আপনি আমাকে জানাননি, মাদাম,' অভিযোগ করলেন পোয়ারো।

'না, জানাইনি।'

'বরং একগাদা মিথ্যে কথা শুনিয়েছেন আমাদেরকে।'

'মুখ সামলে, মসিয়ো!' গর্জে উঠল কাউন্ট।

তার কাঁধে হাত রাখল কাউন্টেস। 'রাগ কোরো না, রুডলফ। অপ্রিয় ভঙ্গিতে হলেও মসিয়ো পোয়ারো বাড়িয়ে কিছু বলছেন না।'

'সত্যটা এত খোলামেলাভাবে স্বীকার করছেন বলে ধন্যবাদ, মাদাম,' পোয়ারো বললেন। 'দয়া করে এখন কি বলবেন,

BanglaBook.org

মিথ্যাচারের কারণ কী? কেন নিজের নাম বদলাতে গেলেন?'

'ওটা আমি করেছি,' কাউন্ট বলল।

স্বামীর কথা যেন শুনতেই পেল না কাউন্টেস। বলল, 'কারণটা আপনি নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছেন, মসিয়ো? খুন হওয়া লোকটা আমার বোন, বোনজামাই আর তাদের একমাত্র সন্তানের হত্যাকারী। ওরা ছিল পৃথিবীতে আমার সবচেয়ে আপনজন।' গলা ধরে এল তার। 'আমি যদি নিজের পরিচয় প্রকাশ করতাম, একতরফাভাবে আমাকেই সন্দেহ করতেন আপনারা। কারণ ক্যাসেটিকে খুন করবার জন্য আমার চেয়ে শক্তিশালী মোটিভ আর কারও নেই।'

'তারমানে কি আপনি তাকে খুন করেননি?'

'আমি শপথ করে বলতে পারি, মসিয়ো, লোকটার গায়ে একটা টোকাও দিইনি আমি। ইচ্ছে হয়নি, তা বলব না; কিন্তু সত্যিই ওকে কিছু করিনি আমি।'

কাউন্ট বলল, 'আমিও শপথ করে বলছি, হেলেনা গতরাতে একবারও কামরা ছেড়ে বেরোয়নি। ঘুমের ওষুধ খেয়ে সত্যিই ঘুমাচ্ছিল ও। বিশ্বাস করুন, আমার স্ত্রী নিরপরাধ।'

ভুরু কোঁচকালেন পোয়ারো। 'তা হলে নাম বদলাতে গেলেন কেন?'

'কারণটা হেলেনা ইতোমধ্যে আপনাকে বলেছে। আমি চাইনি অযথা পুলিশি হয়রানির শিকার হোক ও।'

'একেবারে অবিশ্বাস করছি না আপনাদের কথা। খান্দানি পরিবার আপনাদের, পুলিশি হাঙ্গামায় জড়ালে পরিবারের মান-সম্মান ক্ষুণ্ন হবে। তাই সহানুভূতি আছে আমার। কিন্তু কাউন্টেস যদি নিরপরাধই হবেন, র‍্যাচেটের কামরায় তাঁর রুমাল এল কোত্থেকে?'

'ওটা আমার না, মসিয়ো,' কাউন্টেস জোর গলায় বলল।

BanglaBook.org

'অথচ ওটার গায়ে আপনার নামের আদ্যক্ষর রয়েছে!' পোয়ারো বললেন।

'থাকুক, কিন্তু ওটা আমার না। দামি রুমাল আমি ব্যবহার করি বটে, তবে আপনি যেটা দেখালেন, সেটার মত না। কোনও রুমালও খোয়া যায়নি আমার।'

'তা হলে কি ধরে নেব, আপনাকে ফাঁসানোর জন্য ওখানে জিনিসটা রেখে এসেছে খুনি?'

'যা খুশি ভাবতে পারেন।'

'এই বেপরোয়া ভাবটা আগে কোথায় ছিল? মানে... নাম বদলাবার আগে?'

'আমরা নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম তখন,' কাউন্ট বলল। 'শুনলাম *এইচ* অক্ষরঅলা একটা রুমাল পাওয়া গেছে। তখনই বুঝলাম, হেলেনা একটা ঝামেলায় পড়তে যাচ্ছে। দুজনে আলোচনা করে দেখলাম, নাম বদলালেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। হেলেনাকে ইলেনা বানানো কঠিন কিছু নয়। তা-ই করা হলো।'

'মসিয়ো,' তাকে বললেন পোয়ারো। 'আপনার মধ্যে ক্রিমিনালসুলভ গুণাবলী দেখতে পাচ্ছি। স্রেফ উপস্থিতবুদ্ধি খাটিয়ে আপনি আমাদের তদন্তের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন—হোক সেটা অল্প সময়ের জন্য।'

'প্লিজ, মসিয়ো,' অনুনয় করল কাউন্টেস। তার কণ্ঠে আবেগ উথলে পড়ছে। 'রুডলফের কোনও দোষ নেই। ও শুধু আমাকে বাঁচাবার জন্য ওসব করেছে। ওর জায়গায় নিজেকে কল্পনা করে দেখুন।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন পোয়ারো। তারপর বললেন, 'মাদাম, যদি আমার বিশ্বাস অর্জন করতে চান, তা হলে আমাকে সাহায্য করতে হবে আপনার।'

BanglaBook.org

'সাহায্য! কী সাহায্য?'

'এই খুনের শিকড় লুকিয়ে আছে অতীতে—ডেইজি আর্মস্ট্রঙের অপহরণ এবং তার পরের মর্মান্তিক ঘটনাপ্রবাহের মাঝে। আমি চাই, আপনি আমাকে সেই অতীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন... শোনাবেন সব ঘটনা, যাতে র‍্যাচেটের হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারি।'

'কী-ই বা শোনাতে পারি? সবাই তো মারা গেছে—রবার্ট, সোনিয়া, ডেইজি... কী লক্ষ্মী মেয়েই না ছিল ও! মাথাভর্তি কোঁকড়া চুল, মিষ্টি চেহারা, হাসিখুশি। আমরা সবাই পাগল ছিলাম ওর জন্যে।'

'ওই ঘটনার আরেকজন ভিকটিম রয়েছে। পরোক্ষ ভিকটিম।'

'হ্যাঁ, বেচারি সুসান। ওর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। জেরার পর জেরা করে পুলিশ ওর মাথা খারাপ করে দিয়েছিল। ওরা ভেবেছিল অপহরণের পিছনে সুসানের হাত আছে। হয়তো ছিল, কে জানে... তবে অজান্তে। আমার মনে হয় ও কারও সঙ্গে গল্প করেছিল—ডেইজি কখন কোথায় বেড়াতে যায়। সেটাই তাকে জড়িয়ে দিল। পুলিশি চাপের মুখে ভাবতে শুরু করল—ডেইজির মৃত্যুর জন্য ও-ই দায়ী। শেষ পর্যন্ত ছাত থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করল। মর্মান্তিক একটা ব্যাপার।'

'সুসান কোন্ দেশি মেয়ে ছিল?'

'ফ্রান্সের।'

'ওর পদবী কী ছিল? পুরো নাম বলতে পারবেন?'

'দুঃখিত, মনে করতে পারছি না। আমরা সুসান বলেই ডাকতাম, পুরো নামের প্রয়োজন পড়েনি কখনও। চমৎকার মেয়ে ছিল, ডেইজি ছিল ওর প্রাণ।'

'ও তো বোধহয় নার্সারি-মেইড ছিল ডেইজির?'

'হ্যাঁ।'

BanglaBook.org

'নার্স কে ছিল?'

'প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এক মহিলা, নাম স্টেঙ্গেলবার্গ। সে-ও ডেইজিকে খুব আদর করত। আমার বোনের প্রতিও ছিল অনুগত।'

'এবার যে-প্রশ্ন করব, সেটার জবাব দেবার আগে ভালমত ভেবেচিন্তে নেবেন। প্রশ্নটা হলো, এই ট্রেনে ওঠার পর পরিচিত কাউকে কি দেখতে পেয়েছেন আপনি?'

পোয়ারোর দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল কাউন্টেস। 'কই, না তো।'

'কেন? প্রিন্সেস দ্রাগোমিরফ?'

'ওহ্, ওঁর কথা বলছেন? প্রিন্সেসকে তো চিনি। আমি ভেবেছিলাম সে-সময়ের কারও কথা বলছেন।'

'ওটাই বোঝাতে চেয়েছি আমি। ভালমত ভাবুন। অনেক বছর কেটে গেছে। হয়তো চেহারা বদলে গেছে মানুষটার।'

একটু ভাবল কাউন্টেস। 'না, আমি নিশ্চিত, তেমন কাউকে দেখিনি।'

'আপনি নিজে তো ওই ঘটনার সময় বেশ ছোট ছিলেন। আপনার লেখাপড়ার তদারকি বা সেবাযত্নের জন্য কেউ ছিল না?'

'হ্যাঁ, এক মহিলা ছিল—একই সঙ্গে আমার গভর্নেস আর সোনিয়ার সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করত। ইংরেজ বা স্কটিশ ছিল বোধহয়। মোটাসোটা, লালচুলো এক মহিলা।'

'নাম কী তার?'

'মিস ফ্রিবডি।'

'বয়স্ক, নাকি কমবয়েসী?'

'আমার কাছে বয়স্কই মনে হতো, তবে বয়স চল্লিশের বেশি হবার কথা না। মিস ফ্রিবডির চেয়ে সুসানের উপর বেশি নির্ভরশীল ছিলাম আমি। আমার পোশাক-আশাক আর সেবাযত্নের

BanglaBook.org

দায়িত্ব ছিল ওর উপর।'

'বাড়িতে আর কে থাকত?'

'শুধু চাকর-বাকর।'

'তা হলে আপনি নিশ্চিত, সে-আমলের পরিচিত কাউকেই এই ট্রেনে দেখেননি আপনি?'

'না, মসিয়ো,' দৃঢ় গলায় বলল কাউন্টেস। 'কাউকেই না।'

আটাশ

কাউন্ট দম্পতি চলে গেলে মসিয়ো বুচ আর ডা. কনস্ট্যান্টাইনের দিকে তাকালেন পোয়ারো। হাসিমুখে বললেন, 'দেখলেন তো? তদন্ত কিন্তু এগোচ্ছে।'

'দারুণ দেখালেন, বন্ধু!' খুশি খুশি গলায় বললেন বুচ। 'আমি তো ঘুণাক্ষরেও কাউন্ট আর কাউন্টেসকে সন্দেহ করিনি। ওঁদেরকে হিসেবের বাইরে রেখেছিলাম। যাক, এবার বোঝা গেল—খুনটা কাউন্টেসই করেছেন। দুঃখজনক। আশা করি বড় কোনও শাস্তি হবে না বেচারির। সবকিছু জানার পর আদালত নিশ্চয়ই সহানুভূতি দেখাবে তাঁকে। কয়েক বছর কারাদণ্ড হতে পারে, ব্যস।'

'আপনি দেখছি পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে গেছেন!'

'আপনি হননি বুঝি? আমি তো ভাবলাম ওঁদেরকে আশ্বাস দিয়ে আপনি পরিস্থিতি হাতের মুঠোয় রাখতে চাইছেন, যাতে

BanglaBook.org

সহি-সালামতে ওঁদেরকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়া যায়।'

'কাউন্ট কিন্তু কসম কেটে বলেছেন, তাঁর স্ত্রী নিরপরাধ।'

'আর কী বলবেন? বউকে বাঁচানোর জন্য মিথ্যে কসম কাটতেই পারেন।'

'আমার তা মনে হচ্ছে না। ভদ্রলোক সম্ভবত সত্যি কথাই বলেছেন।'

'আপনার মাথাটা গেছে! রুমালের কথা ভুলে গেলেন? ওটাই তো কাউন্টেসের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রমাণ।'

'রুমালের ব্যাপারে আমি আগেই দুটো সম্ভাবনার কথা বলেছি।'

বুচ আরও কিছু বলতে চাইছিলেন, কিন্তু থেমে গেলেন ডাইনিং কারের দরজা খুলে যাওয়ায়। ধীর পদক্ষেপে ভিতরে ঢুকলেন প্রিন্সেস দ্রাগোমিরফ। উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান জানালেন পোয়ারো ও তাঁর সঙ্গীরা।

বাকি দুজনকে অগ্রাহ্য করে পোয়ারোর দিকে তাকালেন প্রিন্সেস। খসখসে গলায় বললেন, 'শুনলাম আপনি একটা রুমাল খুঁজে পেয়েছেন। ওটা আমার।'

চকিতে দুই সঙ্গীর সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় করলেন পোয়ারো। তারপর রুমালটা বাড়িয়ে ধরলেন, 'দেখুন তো, এটাই কি না।'

'হ্যাঁ, এটাই। আমার নামের আদ্যক্ষর লেখা আছে কোনায়।'

'কিন্তু মাদাম, আপনার নাম তো নাতালিয়া!' বুচ বললেন।

তাঁর দিকে শীতল দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন প্রিন্সেস। 'ঠিক। তবে রুশ ভাষায় *এন* অক্ষরটা দেখতে ইংরেজি *এইচ*-এর মত।'

মুখের ভাষা হারালেন বুচ।

পোয়ারো জিজ্ঞেস করলেন, 'সকালে এ-কথা বলেননি কেন, মাদাম?'

'আপনি জিজ্ঞেস করেননি,' সোজাসাপ্টা জবাব দিলেন

BanglaBook.org

প্রিন্সেস।

'প্লিজ, বসুন।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বসলেন প্রিন্সেস। বললেন, 'ব্যাপারটা নিয়ে বেশি পেঁচানোর দরকার নেই। জানি পরের প্রশ্নটা কী হবে। খুন হওয়া লোকটার কামরায় আমার রুমাল গেল কী করে, এই তো? আমি তা জানি না।'

'কিছু অনুমানও করতে পারেন না?'

'নাহ্। পারলে নিশ্চয়ই বলতাম।'

'মাফ করবেন, মাদাম, তবে আপনার কথার উপরে আস্থা রাখা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'কেন? হেলেনা আন্দ্রেঁয়ি যে সোনিয়া আর্মস্ট্রঙের বোন, সেটা গোপন করেছি বলে?'

'আপনি ইচ্ছেকৃতভাবে এ-বিষয়ে আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছেন।'

'নিশ্চয়ই! দরকার হলে আরও করব। হেলেনা আমার বান্ধবীর মেয়ে। ওকে রক্ষা করা আমার দায়িত্ব।'

'কিন্তু তাতে যদি বিচারের অসুবিধা হয়?'

'বিচারের কী আছে? র‍্যাচেট তার কৃতকর্মের উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে।'

'তারমানে কি ধরে নেব, কাউন্টেসকে বাঁচাবার জন্য আপনি রুমালটা নিজের বলে দাবি করছেন?'

'না, এখানে মিথ্যাচারের প্রয়োজন নেই। রুমালটা আসলেই আমার। যদি প্রমাণ চান তো প্যারিসের যে-দোকান থেকে আমি নিয়মিত জামাকাপড় কিনি, সেখানে খোঁজ নিতে পারেন।' উঠে পড়লেন প্রিন্সেস। 'আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন?'

'আপনার পরিচারিকাকে দেখিয়েছিলাম রুমালটা। ও-ও না চেনার ভান করেছে। কেন, বলতে পারেন?'

BanglaBook.org

'নিঃসন্দেহে ওর আনুগত্যের কারণে। আমাকে বিপদে ফেলতে চায়নি। আসি। প্রয়োজন হলে খবর দেবেন। আবার আসব।'

চলে গেলেন প্রিন্সেস।

'কী এক মহিলা!' তাঁর গমনপথের দিকে তাকিয়ে বললেন বুচ।

ডা. কনস্ট্যান্টাইনের দিকে ফিরলেন পোয়ারো। 'কী মনে হয় আপনার? খুনটা কি ওঁর পক্ষে করা সম্ভব?'

মাথা নাড়লেন ডাক্তার। 'মনে হয় না। যথেষ্ট দৈহিক শক্তির দরকার ছিল র‍্যাচেটের গায়ের আঘাতগুলোর জন্য।'

'আর মৃদু আঘাতগুলো?'

'সেগুলো অবশ্য সম্ভব হতেও পারে। তবে ভদ্রমহিলা ডানহাতি না বাঁ-হাতি, সেটা জানা গেল না।'

'হুম। ভাল কথা, আপনারা কি খেয়াল করেছেন, কাউন্ট আন্দ্রেয়ি তাঁর ডানদিকের বুক পকেটে রুমাল রাখেন?'

'ওটা বাঁ-হাতি হবার লক্ষণ। আপনি কি কাউন্টকে সন্দেহ করছেন?'

'কী জানি।' কাঁধ ঝাঁকালেন পোয়ারো। 'আপাতদৃষ্টিতে যা দেখছি, তার উপর আর বিশ্বাস রাখা সম্ভব হচ্ছে না।'

'হবে কী করে?' সখেদে বললেন বুচ। 'সকাল থেকে একের পর এক মিথ্যে শোনানো হয়েছে আমাদের।'

'আরও অনেক সত্য বের হওয়া বাকি,' হাসলেন পোয়ারো।

বিস্মিত চোখে তাঁর দিকে তাকালেন বুচ। 'আপনার তা-ই ধারণা?'

'না হলেই বরং বেশি অবাক হব।'

'এ তো রাগ ওঠার মত একটা ব্যাপার। আপনাকে খুশি খুশি দেখাচ্ছে কেন?'

BanglaBook.org

'কারণ এতে বেশ কিছু সুবিধে পাচ্ছি আমরা। মিথ্যে সাক্ষ্য দেয়া যাত্রীরা মানসিকভাবে দুর্বল অবস্থায় আছে। তাদেরকে ঠিকমত খোঁচা দিতে পারলেই গড়গড় করে বের হয়ে আসছে আসল গোমর। কাউন্টেসের বেলায় তার প্রমাণ তো পেয়েছেন।'

'পদ্ধতিটা সবার উপরে খাটাতে চান?'

'অবশ্যই।'

'এবার তা হলে কার পালা?'

'পাক্কা সাহিব... কর্নেল আর্বাথনটের।'

জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দ্বিতীয়বার ডাক পেয়ে কর্নেলকে স্পষ্টতই ক্ষুব্ধ দেখাল। চরম বিরক্তি নিয়ে পোয়ারোর মুখোমুখি বসল সে। বলল, 'কী ব্যাপার? আবার তলব কেন?'

'আপনাকে কষ্ট দিতে হলো বলে দুঃখিত,' ভদ্রতা দেখালেন পোয়ারো। 'কিন্তু আমাদের ধারণা, আপনার কাছে আরও কিছু তথ্য পাওয়া যাবে।'

'কীসের তথ্য? যা জানি, সব তো বলেই দিয়েছি।'

'দেখাই যাক। এই পাইপ-ক্লিনারটা দেখছেন?'

'হ্যাঁ।'

'এটা কি আপনার?'

'কী করে বলি? আমারগুলোয় তো আর চিহ্ন দিয়ে রাখিনি।'

'এটা কি জানেন, ইস্তাম্বুল-ক্যালে কোচে আপনিই একমাত্র পাইপে ধূমপান করেন?'

'সেক্ষেত্রে ওটা আমার হতে পারে।'

'জিনিসটা কোথায় পাওয়া গেছে, জানেন?'

'না।'

'খুন হওয়া ভদ্রলোকের কামরায়।'

BanglaBook.org

একটা ভুরু তুলল কর্নেল।

'বলতে পারেন, কর্নেল, এটা ওখানে গেল কী করে?'

'আমিই ফেলে এসেছিলাম কি না, সেটাই জানতে চাইছেন তো? না, আমি না।'

'মি. র‍্যাচেটের কামরায় একবারও যাননি?'

'কেন যাব? লোকটার সঙ্গে আমার কথাই হয়নি।'

'তারমানে আপনি তার সঙ্গে কথা বলেননি, এবং তাকে খুনও করেননি?'

'যদি করেও থাকি, আপনার কি ধারণা আমি এত বড় আহাম্মক যে সেটা সাতকাহন করে বলতে যাব? কী অদ্ভুত প্রশ্ন রে, বাবা! তবে না, র‍্যাচেটকে আমি খুন করিনি।'

'হুম। জিনিসটা অবশ্য গুরুত্বহীন।'

'মানে?'

'র‍্যাচেটের কামরায় ওটা কীভাবে গেল, তার অন্তত এগারোটা ব্যাখ্যা আমি দিতে পারি।'

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল কর্নেল।

'যাক গে, আপনাকে এখানে ডাকার পিছনে আমার উদ্দেশ্য ভিন্ন,' পোয়ারো বললেন। 'মিস ডেবেনহ্যামের কাছে হয়তো শুনে থাকবেন, কোনিয়া স্টেশনে আপনাদের দুজনের মধ্যকার আলাপ আমি শুনতে পেয়েছিলাম। বিচ্ছিরি কোন্ ব্যাপার নিয়ে আপনারা আলোচনা করছিলেন, সেটা কি বলবেন?'

'দুঃখিত, মসিয়ো। এই প্রশ্নের জবাব আমার পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। একজন ভদ্রমহিলার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিষয় ওটা। জানতে চাইলে তাকেই জিজ্ঞেস করুন।'

'করেছিলাম, কিন্তু তিনি জবাব দেননি।'

'তা হলে আমিই বা বলি কী করে? বললাম তো, ব্যাপারটা মিস ডেবেনহ্যামের ব্যক্তিগত।'

BanglaBook.org

'আসলেই ব্যক্তিগত কি না, সেটাই জানা দরকার।'

'কেন, মিস ডেবেনহ্যামের মুখের কথা বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'না। কারণ তিনি অত্যন্ত সন্দেহজনক একটি চরিত্র হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।'

'কী সব আবোল-তাবোল বকছেন!'

'আবোল-তাবোল নয়, কর্নেল। আমি জেনেশুনেই বলছি।'

'কী জানেন আপনি?'

'ডেইজি আর্মস্ট্রঙের কিডন্যাপিঙের সময় মিস ডেবেনহ্যাম ওই বাড়িতে গভর্নেস হিসেবে কাজ করতেন,' হিসেবি একটা তীর ছুঁড়লেন পোয়ারো। সঙ্গে সঙ্গে কর্নেলের প্রতিক্রিয়া দেখে বুঝলেন, জায়গামত লেগেছে সেই তীর।

বজ্রাহতের মত স্থবির হয়ে গেছে কর্নেল। ঝুলে পড়েছে চোয়াল।

চেয়ারে হেলান দিলেন পোয়ারো। 'বুঝতেই পারছেন, যা ভাবছেন তার চেয়ে বেশিই জানি আমরা। মিস ডেবেনহ্যাম যদি নির্দোষ হয়ে থাকেন, তা হলে খবরটা আমাদের কাছে লুকালেন কেন, বলতে পারেন? কেন বললেন, তিনি কখনও আমেরিকায় যাননি?'

গলা খাঁকারি দিল কর্নেল। বলল, 'আপনার ভুল হতে পারে না?'

'না, ভুল হয়নি আমার,' কড়া গলায় বললেন পোয়ারো। 'আপনিই বলুন, মিস ডেবেনহ্যাম কেন মিথ্যে কথা বলল আমাদের সঙ্গে?'

কাঁধ ঝাঁকাল কর্নেল। 'ওটা তাকেই জিজ্ঞেস করলে ভাল করবেন। তবে আমি এখনও মনে করি আপনি ভুল করছেন।'

'এখুনি জানা যাবে।' গলা চড়িয়ে রেস্টুরেন্ট অ্যাটেনডেন্টকে ডাকলেন পোয়ারো। 'এগারো নম্বর বার্থের ভদ্রমহিলাকে খবর

BanglaBook.org

দাও। বলবে এখানে আসতে।'

'জী, মসিয়ো।'

চলে গেল অ্যাটেনডেন্ট। কয়েক মিনিট পরেই হাজির হলো মেরি ডেবেনহ্যাম।

উনত্রিশ

টুপি পরেনি মেরি, চুলও বাঁধেনি। এলোকেশে তাকে দেখাচ্ছে বিদ্রোহী এক নারীর মত। তাই বলে রূপের ঘাটতি পড়েনি, বরং বুনো সৌন্দর্য আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে তাকে। কাছাকাছি এসে কর্নেল আর্বাথনটের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল। তারপর পোয়ারোকে বলল, 'আপনি আমাকে ডেকেছেন?'

'হ্যাঁ, বসুন,' পোয়ারো বললেন। 'সকালে আমাদের সঙ্গে কেন মিছে কথা বললেন, সেটা জানার জন্য ডেকেছি। ডেইজি আর্মস্ট্রঙের অপহরণের সময় আপনি যে ও-বাড়িতে ছিলেন, তা তো বলেননি। উল্টো বলেছেন, আপনি নাকি কোনোদিন আমেরিকাতেই যাননি।'

একটু যেন ঝাঁকি খেল মেরি। পরক্ষণে সামলে নিল নিজেকে। নিচু গলায় বলল, 'আপনার অভিযোগ সত্য।'

'ও! তা হলে স্বীকার করছেন?'

একটু হাসল মেরি। 'না করে উপায় কী? আপনি তো জেনেই গেছেন।'

BanglaBook.org

'সকালে মিথ্যে বলতে গেলেন কেন?'

'কারণটা তো খুব সহজ। আপনি বুঝতে পারেননি?'

'না, আপনিই বুঝিয়ে বলুন।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মেরি। 'আমার মত নিঃসঙ্গ একটি মেয়ের পক্ষে ভদ্র জীবিকা খুঁজে পাওয়া কতখানি কঠিন, তা আন্দাজ করতে পারেন? ডেইজির অপহরণের সময় আমি ওখানে কাজ করতাম—রেপিউটেশন ধ্বংস হবার জন্য ওটুকুই যথেষ্ট। খবরটা ফাঁস হলে ভদ্র কোনও পরিবারে বা ভাল কোনও প্রতিষ্ঠানে চাকরি পাব না কোনোদিন।'

'তা কেন হবে? আপনি তো আর ওই ঘটনার জন্য দায়ী নন।'

'মানুষ ওভাবে ভাবে না, মসিয়ো। যুক্তিতর্কের চেয়ে তারা গুজব, কুসংস্কার আর অপপ্রচারে অনেক বেশি প্রভাবিত হয়। অনেক কষ্ট করে আমি জীবনে এতদূর এসেছি, খামোকা কেন ঝুঁকি নিতে যাব? সকালে আপনাকে সবকিছু খুলে বলবার কোনও প্রয়োজন বোধ করিনি এজন্যেই। খুন যেহেতু আমি করিনি, সেহেতু আমার অতীত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে কোনও লাভ নেই।'

'সেই সিদ্ধান্ত আপনি নিতে পারেন না, নেব আমি। সকালে যদি সত্য গোপন না করতেন, তা হলে আপনার সাহায্য নিতে পারতাম আমরা।'

'কীসের সাহায্য?'

'মানুষ চেনার। সত্যি করে বলুন তো, কাউন্টেস আন্দ্রেঁয়িকে আপনি চিনতে পারেননি? আপনি তো ওঁরই গভর্নেস ছিলেন নিউ ইয়র্কে।'

'কাউন্টেস আন্দ্রেঁয়ি? না,' মেরি মাথা নাড়ল। 'শুনতে অবিশ্বাস্য ঠেকবে, কিন্তু সত্যিই ওঁকে চিনতে পারিনি আমি। বড়

হয়ে গেছে, বদলে গেছে অনেক... যদিও মাত্র তিন বছর পেরিয়েছে এর মাঝে। আসলে, সম্ভ্রান্ত এক কাউন্টেস যে আমার পরিচিত সেই স্কুলপড়ুয়া মেয়েটি হতে পারে, তা ভাবতে পারিনি কিছুতেই। তাই ঠিকমত তাকিয়েও দেখিনি।'

'বুঝলাম। এবার তা হলে কোনিয়া স্টেশনের সেই প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আপনি কি আমাকে ব্যাপারটা কিছুতেই বলবেন না?'

'আ... আমি পারব না।'

কথাটা বলেই হঠাৎ কেঁদে ফেলল মেরি। মুখ ঢাকল দু'হাতে।

এক লাফে উঠে দাঁড়াল কর্নেল আর্বাথনট। রাগী গলায় বলল, 'যথেষ্ট হয়েছে, মসিয়ো পোয়ারো। আর নয়। ওর উপর আপনাকে আর নির্যাতন চালাতে দেব না আমি!'

'শান্ত হোন, কর্নেল,' বললেন বুচ।

মেরির দিকে ফিরল কর্নেল। 'মেরি... ঈশ্বরের দোহাই...'

তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলাল মেরি। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'না, ঠিক আছে। আমার কিছু হয়নি। যদি আর কোনও প্রশ্ন না থাকে, আমি যেতে পারি, মসিয়ো পোয়ারো? দরকার হলে আবার নাহয় ডাকবেন।'

জবাবের অপেক্ষায় না থেকে হাঁটতে শুরু করল সে।

কর্নেল পোয়ারোর দিকে ফিরে বলল, 'এই আমি শেষবারের মত বলে দিচ্ছি, মসিয়ো, ঘটনাটার সঙ্গে মেরি কোনোভাবেই জড়িত নয়। ওকে আর বিরক্ত করবেন না আপনি। অন্যথায় পস্তাবেন।'

শাসানি দিয়ে মেরির পিছু নিল সে।

ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি নিয়ে চেয়ারে হেলান দিল পোয়ারো। 'রাগী ইংরেজ দেখতে ভালই লাগে।'

BanglaBook.org

মুখের লাগাম ঠিক রাখতে কী প্রাণান্ত চেষ্টাই না করে!'

বুচ অবশ্য আর্বাথনটকে নিয়ে ভাবছেন না। বন্ধুর কাণ্ড দেখে তিনি মুগ্ধ। বললেন, 'আপনি তো চমকের পর চমক দেখিয়ে চলছেন, বন্ধু। আশ্চর্য আপনার অনুমান!'

'এতে আসলে আমার কোনও কৃতিত্ব নেই,' পোয়ারো বললেন। 'যা বলার কাউন্টেস আন্দ্রেঁয়ি-ই বলে দিয়েছেন।'

'কী বলছেন! উনি আবার কখন বলতে গেলেন?'

'কেন? ওঁকে যে গভর্নেসের কথা জিজ্ঞেস করলাম, শোনেননি?'

'কাউন্টেস বলেছিলেন মাঝবয়েসী লালচুলো গভর্নেসের কথা। তার সঙ্গে মিস ডেবেনহ্যামের কোনও মিলই নেই। নামও বলেছেন অন্য একটা।'

'ঠিক। কিন্তু মিস ডেবেনহ্যামের উপর থেকে সন্দেহ সরাতে গিয়ে অতি দ্রুত মিথ্যা কাহিনি তৈরি করতে হয়েছে কাউন্টেসকে। চিন্তাভাবনার সময় পাননি। সবকিছুর বিপরীত বলতে গেছেন। তাই আমিও তাঁর কথার ঠিক উল্টোটাকে সত্যি বলে ধরে নিয়েছি। ওভাবে বিশ্লেষণ করলে বয়স আর দৈহিক বর্ণনা তো বটেই, নামটাও মিলে যায় মিস ডেবেনহ্যামের সঙ্গে।'

'নাম! নামের আবার উল্টো হয় নাকি?'

'কাউন্টেস বলেছিলেন গভর্নেসের নাম মিস ফ্রিবডি। লণ্ডনে ডেবেনহ্যাম অ্যাণ্ড ফ্রিবডি নামে একটা বিখ্যাত দোকান আছে, ডেবেনহ্যামের প্রতিস্থাপক হিসেবে ওখান থেকেই নাম বেছে নিয়েছিলেন তাড়াহুড়োতে। বোঝাতে পারলাম?'

'কিন্তু কাউন্টেস মিথ্যে বলতে গেলেন কেন?'

'এটাও হয়তো এক ধরনের আনুগত্য। ব্যাপারটা কঠিন হয়ে উঠছে ক্রমেই।'

'বাপরে!' বুচ বললেন। 'এই ট্রেনে সবাই কি কেবল মিথ্যেই

BanglaBook.org

শুনিয়ে আসছে আমাদের?'

'সেটা,' পোয়ারো বললেন, 'খুব শীঘ্রি জানতে পারব আমরা।'

'আর কিছুতেই অবাক হব না আমি। যদি দেখি যে, ট্রেনের প্রত্যেকেই আর্মস্ট্রং পরিবারের সঙ্গে কোনও না কোনোভাবে জড়িত... তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।'

হাসলেন পোয়ারো। 'এখুনি কোনও মন্তব্য করবেন না। আগে আপনার সবচেয়ে পছন্দের সন্দেহভাজনকে ডাকি, কী বলেন?'

'ইটালিয়ানকে? তাকেও আবার জেরা করবেন?'

'বিলক্ষণ!'

একটু পরেই উপস্থিত হলো আন্তোনিও ফসকারেলি। চোখে ক্লান্ত দৃষ্টি। হাবভাব ফাঁদে পড়া পশুর মত। চেয়ারে বসেই হড়বড় করে বলল, 'আমাকে আবার ডেকেছেন কেন? নতুন কিছু বলবার নেই আমার।'

'তাই নাকি?' খোঁচা মারা গলায় বললেন পোয়ারো। 'আমার তো মনে হয় অনেক কথাই বলা বাকি।'

অস্বস্তিমাখা চোখে তাঁর দিকে তাকাল ফসকারেলি।

'শুনুন,' গম্ভীর গলায় বললেন পোয়ারো, 'যা জানার জেনে ফেলেছি আমরা। সত্যটা এখন যদি আপনি নিজ মুখে স্বীকার করেন তো ভাল। নইলে পরে বিপদে পড়বেন।'

'আপনি দেখছি আমেরিকান পুলিশের মত কথা বলছেন,' বলল ফসকারেলি।

'আহ্! আপনার তা হলে আমেরিকান পুলিশের ব্যাপারে অভিজ্ঞতা আছে? ধরা পড়েছিলেন কখনও ওদের হাতে?'

'না, না, ধরা পড়ব কেন? জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল।'

'আর্মস্ট্রং কিডন্যাপিং কেসে নিশ্চয়ই? আপনি তো ওদের

BanglaBook.org

শোফার ছিলেন বোধহয়?'

'অ্যাঁ! ইয়ে... হ্যাঁ।'

'সকালে মিথ্যে বললেন কেন?'

'আমি চাইনি আমার বর্তমান ব্যবসার ক্ষতি হোক। তা ছাড়া ইউগোস্লাভ পুলিশের হাতে অযথা হেনস্থা হতে চাইনি। ওরা ইটালিয়ানদের পছন্দ করে না।'

'খুনিকে কেউই পছন্দ করে না।'

'আমি কাউকে খুন করিনি। কাল রাতে আমার কামরা ছেড়েই বেরুইনি। বিশ্বাস না হলে র‍্যাচেটের আর্দালিকে জিজ্ঞেস করুন।'

কাগজে কী যেন টুকতে শুরু করলেন পোয়ারো। 'আপনি আসতে পারেন।'

মরিয়া দেখাল ফসকারেলিকে। 'আপনি আমাকে সন্দেহ করছেন না তো? দেখুন, খুন আমি করিনি...'

'বললাম তো, আপনি আসতে পারেন।'

রেগে গেল বিশালদেহী ইটালিয়ান। 'এসব চক্রান্ত! আমাকে ফাঁসাতে চাইছেন আপনারা! তাও আবার এমন এক লোকের জন্য, যার বহুদিন আগেই ইলেকট্রিক চেয়ারে বসা উচিত ছিল। ওর যে মৃত্যুদণ্ড হয়নি, সেটাই বরং দুঃখজনক। যদি পারতাম...'

'দরদ উথলে উঠল যে? ডেইজি তো আপনার কেউ ছিল না।'

'এমন কথা বলতে পারলেন? অমন ফুটফুটে একটা বাচ্চা... আমাদের সবার চোখের মণি ছিল ও। আমাকে ডাকত টনি বলে। গাড়িতে বসে হুইল ঘুরিয়ে খেলত। কত্ত আদর করতাম ওকে! রক্তের সম্পর্ক ছিল না তো কী হয়েছে, নিজের বাচ্চার চেয়েও বেশি ছিল ডেইজি আমার জন্য।'

গলা ধরে এল ফসকারেলির। চোখ ছলছল করছে।

BanglaBook.org

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল ডাইনিং কার থেকে।

অ্যাটেনডেন্টকে ডাকলেন পোয়ারো। খবর দিতে বললেন গ্রেটা ওলসনকে।

'আরেকজন?' বুচ হতভম্ব। 'এ... এ তো অসম্ভব।'

শান্ত কণ্ঠে পোয়ারো বললেন, 'কিছুই অসম্ভব নয়। এই ট্রেনে কার কার মোটিভ ছিল র‍্যাচেটকে খুন করবার, তা জানতে হবে আমাদেরকে।'

'আমার মাথা ঘুরছে,' বিড়বিড় করলেন ডা. কনস্ট্যান্টাইন।

কাঁদো কাঁদো চেহারা নিয়ে হাজির হলো গ্রেটা ওলসন। পোয়ারোর মুখোমুখি চেয়ারে এলিয়ে পড়ল সে, মুখ ঢাকল রুমালে।

সামনের দিকে ঝুঁকে তার কাঁধে হাত রাখলেন পোয়ারো। বললেন, 'কাঁদবেন না, মাদমোয়াজেল। শান্ত হোন। আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে আমার। যদি আমার ধারণা ঠিক হয়ে থাকে, তা হলে আপনিই ডেইজি আর্মস্ট্রঙের নার্স ছিলেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, আমিই ছিলাম ওর নার্স,' ফুঁপিয়ে উঠল গ্রেটা। 'ছোট্ট এক পরী ছিল ও। এত ভাল... এত মিষ্টি একটা বাচ্চা... অথচ জঘন্য ওই লোকটা তাকে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গেল। মিসেস আর্মস্ট্রংও সেই দুঃখে মারা গেলেন। কী ভীষণ সেই কষ্ট, আপনি সেটা বুঝবেন না, মসিয়ো। নিজে না দেখলে কেউই বুঝবে না। আ... আমাকে ক্ষমা করবেন, সকালেই সব খুলে বলতাম... ভয়ে বলতে পারিনি। বলতে গেলে আমাকে ভুল বুঝতেন আপনারা, কারণ জঘন্য লোকটার মৃত্যুতে আনন্দ পাচ্ছিলাম আমি—সেটা কিছুতেই গোপন করতে পারতাম না। আর কোনোদিন কোনও মায়ের বুক খালি করতে পারবে না ও। মাফ করুন, আমি আর কিছু বলতে পারব না।'

BanglaBook.org

'ঠিক আছে, আর কিছু বলবারও নেই,' পোয়ারো বললেন। 'যা জানতে চেয়েছিলাম, আপনি নিজেই বলে দিয়েছেন।'

উঠে চলে গেল গ্রেটা। তার গমনপথের দিকে তাকাতেই মাস্টারম্যানকে দেখা গেল। সোজা পোয়ারোর সামনে এসে দাঁড়াল সে।

'আশা করি আপনাকে বিরক্ত করছি না, সার,' স্বভাবসুলভ শান্ত, আবেগহীন কণ্ঠে বলল লোকটা। 'তবে মনে হলো আপনাকে সত্যি কথাটা জানিয়ে দেয়াই ভাল। যুদ্ধের সময় আমি কর্নেল আর্মস্ট্রঙের আর্দালি ছিলাম। পরে নিউ ইয়র্কেও তাঁর বাড়িতে বাটলারের কাজ করেছি। সকালে কথাটা গোপন করা উচিত হয়নি, তার জন্য দুঃখিত। আরেকটা ব্যাপার... দয়া করে টনিকে সন্দেহ করবেন না। খুব ভাল মানুষ ও, মাছিও মারতে জানে না। গতরাতে ও একবারও কামরা ছেড়ে বেরোয়নি, তার নিশ্চয়তা আমি দিতে পারি। ও খুনি নয়। আসলে, খুনে বলে ইটালিয়ানদের যতই বদনাম থাকুক, টনির মধ্যে হিংস্রতার লেশমাত্র নেই।'

স্থির চোখে মাস্টারম্যানকে যাচাই করলেন পোয়ারো। 'এ-ই বলতে এসেছ?'

'জী, সার।' বলে একটু অপেক্ষা করল মাস্টারম্যান। পোয়ারো কিছু বলছেন না দেখে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাল, তারপর বেরিয়ে গেল রেস্টুরেন্ট থেকে।

'এ তো তাজ্জব কাণ্ড!' বলে উঠলেন ডা. কনস্ট্যান্টাইন। 'গল্প-কাহিনিতেও এমন ঘটনা পড়িনি।'

'ঠিকই বলেছেন,' বুচ একমত হলেন। 'বারোজন যাত্রীর মধ্যে ন'জনের সঙ্গেই আর্মস্ট্রং পরিবারের সম্পর্ক পাওয়া গেল। এবার কাকে ডাকবেন?'

'ডাকার প্রয়োজন দেখছি না,' পোয়ারো বললেন। 'ওই যে,

BanglaBook.org

আমেরিকান ডিটেকটিভ নিজেই আসছেন।'

'এ-ও স্বীকারোক্তি দিতে আসছে নাকি?'

জবাব দেবার সুযোগ পেলেন না পোয়ারো, তাঁর টেবিলের সামনে এসে পড়ল হার্ডম্যান। একে একে চোখ বোলাল সবার উপর, তারপর বসল পোয়ারোর মুখোমুখি।

'ট্রেনে কী হচ্ছে, বলুন তো? ট্রেন তো নয়, যেন পাগলাগারদ!'

তার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচালেন পোয়ারো। 'আপনার ব্যাপারটা কী? আর্মস্ট্রংদের বাড়িতে মালি ছিলেন না তো?'

'ওদের কোনও বাগান ছিল না,' হার্ডম্যান বলল।

'অথবা বাটলার?'

'না রে ভাই, অমন খান্দানি চাকরি আমাকে দিয়ে হবে না। পরিবারটার সঙ্গে আমার সত্যিই কোনও যোগাযোগ ছিল না... এবং মনে হচ্ছে এই ট্রেনে আমিই অমন একমাত্র ব্যক্তি। যা দেখছি আর শুনছি—এক কথায় অবিশ্বাস্য।'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক তো বটেই,' পোয়ারো স্বীকার করলেন। 'ভাল কথা, খুনটা কে করেছে, কিছু ধারণা করতে পারেন?'

'উঁহুঁ। আমাকে দিয়ে হবে না। প্রায় সবারই মোটিভ আছে, কিন্তু কে যে করেছে, ঈশ্বর জানেন। একটা ব্যাপার শুধু বুঝতে পারছি না, আপনি এদের আসল পরিচয় কীভাবে আঁচ করলেন?'

'অনুমান বলতে পারেন। যুক্তিনির্ভর অনুমান।'

'তা হলে বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনার অনুমানশক্তি প্রখর। আরও কারও এমন দেখিনি। আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন।'

'প্রশংসা একটু বেশিই হয়ে যাচ্ছে, মি. হার্ডম্যান।'

'একবিন্দু বাড়াচ্ছি না, আপনি আসলেই অসাধারণ।'

'বাদ দিন তো। এখনও রহস্যের সমাধান হয়নি। খুনির

BanglaBook.org

পরিচয় বের করা বাকি।'

'আমি তো হার মেনেই নিলাম। ন'জন সন্দেহভাজন। মিসেস হাবার্ড আর জার্মান পরিচারিকাকে বোধহয় বাদ দেয়া যায়। ওরাও হয়তো আমার মতই কিছু জানে না।'

'নিশ্চিত হবেন কী করে? হতে পারে ওরা ওই বাড়িতে হাউসকিপার বা রাঁধুনি ছিল। হতে পারে না?'

'অবাক হব না। সবই সম্ভব।'

'আমার মনে হয়, এবার একটু বেশিই কল্পনা করে ফেলছেন আপনি,' পোয়ারোকে বললেন বুচ। 'যাত্রীদের প্রত্যেকের মোটিভ থাকাটা তো কাকতালীয়-র চেয়েও বেশি!'

রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসলেন পোয়ারো।

'ওভাবে হাসবেন না তো!' অধৈর্য গলায় বললেন ডাক্তার। 'কে খুন করেছে, সেটা কি আপনি জানেন?'

'জানেন আপনি?' সুর মেলালেন বুচ।

মাথা ঝাঁকালেন পোয়ারো। 'হ্যাঁ, জানি। বেশ কিছুক্ষণ আগেই বুঝতে পেরেছি। কেন, আপনারা বোঝেননি?'

'বুঝলে কি আর আপনাকে জিজ্ঞেস করি?'

হার্ডম্যানের দিকে তাকালেন পোয়ারো। 'আপনি?'

'আমাকে আবার প্রশ্ন করেন কেন? বললাম তো, এ-রহস্যের সমাধান আমাকে দিয়ে হবে না।'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন পোয়ারো। তারপর বললেন, 'বেশ, যদি কিছু মনে না করেন, সবাইকে এখানে ডেকে আনবেন, মসিয়ো হার্ডম্যান? এই কেসের দুটো সম্ভাব্য সমাধান আছে। সবার সামনে আমি সেগুলো পেশ করতে চাই।'

BanglaBook.org

ত্রিশ

একে একে যাত্রীরা সবাই হাজির হলো ডাইনিং কারে। আসন গ্রহণ করল। প্রত্যাশা আর উৎকণ্ঠার ছাপ ফুটে আছে সবার চেহারায়। গ্রেটা ওলসন এখনও কাঁদছে, তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন মিসেস হাবার্ড।

উঠে দাঁড়ালেন পোয়ারো। ঘুরে মুখোমুখি হলেন সবার। দরজার মুখে দাঁড়িয়ে ছিল পিয়ের মিশেল, জানতে চাইল, 'আমি কি থাকব, নাকি চলে যাব, মসিয়ো?'

'থাকো, মিশেল।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ভিতরে এল কণ্ডাক্টর।

গলা খাঁকারি দিলেন পোয়ারো। শুরু করলেন কথা। 'ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহিলাগণ, ইংরেজিতে কথা বলছি, যাতে সবার বুঝতে সুবিধে হয়। এখানে আমরা সমবেত হয়েছি স্যামুয়েল এডওয়ার্ড র‍্যাচেট, ওরফে ক্যাসেটির মৃত্যুরহস্য উদ্‌ঘাটন করতে। এর দুটো সমাধান হতে পারে—দুটোই আমি উপস্থাপন করব আপনাদের সামনে। সবকিছু শোনার পর রেল কোম্পানির কর্মকর্তা মসিয়ো বুচ এবং ডাক্তার কনস্ট্যান্টাইন ঠিক করবেন, ও-দুটোর মধ্যে কোন্‌টা সঠিক।

'ঘটনা আপনারা সবাই জানেন। ছুরিকাহত অবস্থায় মি.

BanglaBook.org

র‍্যাচেটের লাশ আজ সকালে তাঁর কামরায় আবিষ্কৃত হয়েছে। ভদ্রলোক গতকাল রাত বারোটা সাঁইত্রিশ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বলে নিশ্চিতভাবে জানা গেছে, সে-সময় ক্যারিজের কণ্ডাক্টরের সঙ্গে বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে শেষ কথা বলেন তিনি। তাঁর পোশাকের পকেটে রাত সোয়া একটায় বন্ধ হওয়া একটা ঘড়ি পাওয়া গেছে, লাশ পরীক্ষা করে ডা. কনস্ট্যান্টাইনও খুনটা রাত বারোটা থেকে দুটোর মধ্যে হয়েছে বলে ধারণা করছেন। আপনারা এ-ও জানেন, তুষারধসের কবলে পড়ে রাত সাড়ে বারোটায় থেমে গেছে ট্রেন; এরপরে কারও পক্ষে ট্রেন ত্যাগ করা সম্ভব ছিল না।

'এবার সাক্ষ্যপ্রমাণের দিকে নজর দেয়া যাক। ইস্তাম্বুল-ক্যালে কোচের শেষ প্রান্তে, অর্থাৎ ষোল নম্বর কামরায় থাকছেন মি. হার্ডম্যান—নিউ ইয়র্কের একটি এজেন্সির ডিটেকটিভ। তাঁর ভাষ্যমতে, ওই কামরা পেরিয়ে কেউ কোচে ঢোকেনি, ঢুকলে দেখতে পেতেন তিনি। এর মানে দাঁড়ায়, বাইরের কেউ নয়, কোচে অবস্থানকারী যাত্রীদের মাঝেই রয়েছে আমাদের খুনি। এটা একটা থিয়োরি।'

'আরেকটা থিয়োরি কী?' বুচ জানতে চাইলেন।

'বলছি,' পোয়ারো বললেন। 'ওটা খুবই সরল—খুনি বাইরে থেকেই এসেছিল। বিশেষ একজন শত্রু ছিল মি. র‍্যাচেটের, যার কথা মি. হার্ডম্যানকে তিনি জানিয়েছিলেন। শত্রুর বর্ণনাও দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ট্রেনে তাঁর উপর হামলা করতে পারে লোকটা... এবং সেটা যাত্রা শুরু হবার পর দ্বিতীয় রাতে।

'বলতে দ্বিধা নেই, যতটা বলেছেন, শত্রু সম্পর্কে তার চেয়ে বেশিই জানতেন র‍্যাচেট। ঠিক যেমনটা আশা করেছিলেন, তা-ই ঘটেছিল। বেলগ্রেড বা ভিঙ্কাভি থেকে ট্রেনে ওঠে সেই শত্রু, কম্পার্টমেন্টের দরজা ভুলবশত খোলা রেখে তার কাজ সহজ করে

BanglaBook.org

দেন কর্নেল আর্বাথনট এবং মি. ম্যাককুইন। হাওয়া খেতে প্ল্যাটফর্মে নেমেছিলেন তাঁরা। ওই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ট্রেনে উঠে পড়ে খুনি, গায়ে কণ্ডাক্টরের ইউনিফর্ম চড়ায়, কণ্ডাক্টরের একটা মাস্টার কী-ও কোনোভাবে জোগাড় করে নেয়। সেই চাবি দিয়ে র‍্যাচেটের দরজা খোলে সে, ভিতরে ঢুকে ছুরি মেরে খুন করে তাঁকে। তারপর কামরার মূল দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে কানেক্টিং ডোর গলে মিসেস হাবার্ডের কামরায় ঢোকে...'

'ঠিক তা-ই,' সায় দিলেন মিসেস হাবার্ড।

না শোনার ভান করে বলে চললেন পোয়ারো, '...রক্তমাখা ছুরিটা ঢুকিয়ে রাখে মিসেস হাবার্ডের স্পঞ্জ-ব্যাগে, এরপর ওই কামরার দরজা খুলে বেরিয়ে যায়। তাড়াহুড়োয় টিউনিকের একটা বোতাম ছিঁড়ে যায় তার, ওটাই পরে মিসেস হাবার্ডের কামরায় পেয়েছি আমরা। যা হোক... ঘটনাস্থল থেকে বেরিয়ে গায়ের ইউনিফর্ম খুলে ফেলে খুনি, একটা সুটকেস বা ব্যাগে ভরে, ওটা নিয়ে সাধারণ যাত্রীর মত ফের নেমে যায় প্ল্যাটফর্মে, ট্রেন ছাড়বার আগেই। কী, কেমন মনে হয় ব্যাখ্যাটা?'

মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিল সবাই। এবার নড়েচড়ে উঠল। হার্ডম্যান বলল, 'র‍্যাচেটের বন্ধ ঘড়িটার ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না। সোয়া একটা দেখাচ্ছে কেন ওটা? ট্রেন তো তার বহু আগেই বেলগ্রেড আর ভিঙ্কাভি ছেড়ে এসেছে।'

'ওটা র‍্যাচেটের ভুল বলে ধরে নিতে পারি। *যারিব্রড* ছেড়ে আসার পর ঘড়ির সময় একঘণ্টা কমিয়ে নেবার কথা সবার—সেন্ট্রাল ইয়োরোপিয়ান টাইম অনুসারে। কিন্তু তা হয়তো করেননি তিনি, ঘড়িটা রয়ে গিয়েছিল ইস্টার্ন ইয়োরোপিয়ান টাইমে। তারমানে ঘড়িতে সোয়া একটা দেখালেও সময়টা আসলে ছিল সোয়া বারোটা। তখনই খুন হয়েছেন তিনি।'

'অ্যাবসার্ড!' প্রতিবাদ করলেন বুচ। 'সোয়া বারোটায় যদি খুন

BanglaBook.org

হয়ে থাকেন র‍্যাচেট, তা হলে বারোটা সাঁইত্রিশে কণ্ডাক্টরের সঙ্গে কথা বললেন কী করে?'

'ওটা র‍্যাচেটের কণ্ঠ ছিল না,' পোয়ারো জবাব দিলেন। 'ছিল না খুনির কণ্ঠও। ধরা যেতে পারে, তৃতীয় কেউ ঢুকেছিল ওই কামরায়... বিশেষ কোনও কাজে। র‍্যাচেটের লাশ দেখে ঘণ্টি বাজায় সে, কিন্তু পরক্ষণে আবার ঘাবড়ে যায়। ভাবে খুনটার জন্য তাকেই দায়ী করা হবে। তাই কণ্ডাক্টর এলে র‍্যাচেটের গলা নকল করে তাকে চলে যেতে বলে।'

'এটা অবশ্য সম্ভব,' স্বীকার করলেন বুচ।

হাত তুললেন মিসেস হাবার্ড। 'আমার একটা খটকা আছে। ঘড়ির সময় বদলাতে ভুলে যেতে পারেন র‍্যাচেট, কিন্তু আমি তো ভুলিনি। বরং খুনির উপস্থিতি টের পেয়েই ঘণ্টি বাজিয়েছিলাম, তখন সোয়া একটার বেশিই বাজে।'

'এটারও ব্যাখ্যা আছে,' পোয়ারো বললেন। 'ঘুমের ঘোরে সোয়া বারোটায় খুনিকে দেখেছেন আপনি, কিন্তু তখন প্রতিক্রিয়া দেখাবার মত সচেতন ছিলেন না। সোয়া একটার দিকে ঘুম পাতলা হলে সব মনে পড়ে যায় আপনার, তখনই ঘণ্টি বাজাতে শুরু করেন।'

পুরোপুরি সন্তুষ্ট না হলেও কাঁধ ঝাঁকালেন মিসেস হাবার্ড। 'কী জানি, হতেও পারে।'

এবার প্রিন্সেস দ্রাগোমিরফ মুখ খুললেন। 'আরেকটা ব্যাপার আপনি এড়িয়ে যাচ্ছেন, মসিয়ো। লোকটাকে সোয়া একটার পরেই করিডরে দেখতে পেয়েছে আমার পরিচারিকা।'

'ওটা ধোপে টিকবে না,' পোয়ারো মাথা নাড়লেন। 'র‍্যাচেটের কামরায় আপনার রুমাল পাওয়া গেছে, মাদাম। হিল্ডেগার্ড সেটা চিনতেও পেরেছে। আপনাকে বাঁচাবার জন্য মিথ্যে বলেছে সে—এমনটাই ধরে নিচ্ছি। ওর বক্তব্যকে সমর্থন করবার মত

BanglaBook.org

আর কোনও চাক্ষুষ সাক্ষী তো নেই।'

'হুম। ভালই ব্যাখ্যা দিয়েছেন।'

চুপ হয়ে গেল সবাই। বিরাজ করল কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। তারপরেই ধড়াম করে টেবিলে একটা কিল বসালেন ডা. কনস্ট্যান্টাইন। রাগী গলায় বললেন, 'না, না, না! আমি মানি না। এই ব্যাখ্যায় এখনও ডজনখানেক খুঁত আছে। তা ছাড়া ঘটনা যে ওভাবে ঘটেনি, তা আপনি ভাল করেই জানেন, মসিয়ো পোয়ারো।'

স্মিত হাসলেন পোয়ারো। বললেন, 'বেশ, তা হলে এবার আমি আমার দ্বিতীয় সমাধানটা পেশ করব। তবে প্রথমটার কথা ভুলে যাবেন না, কারণ শেষ পর্যন্ত হয়তো ওটার পক্ষেই মত দিতে হবে আপনাদের।'

'অসম্ভব!'

'দেখাই যাক,' পোয়ারো বলতে শুরু করলেন। 'প্রথমেই কীভাবে এই সমাধানে উপনীত হলাম, সেটা বলি। সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ একত্র করবার পর ভাবতে শুরু করেছিলাম আমি—এই কেসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পয়েন্টগুলো কী কী। কয়েকটার বিষয়ে আপনারা ইতোমধ্যে নিঃসন্দেহে জেনেছেন, যেমন কাউন্টেসের পাসপোর্টে গ্রিজের দাগ, প্রিন্সেস দ্রাগোমিরফের নামের আদ্যক্ষর, ইত্যাদি। কিন্তু এসবের বাইরে যেটা আমাকে সবচেয়ে কৌতূহলী করে তুলল, তা হলো মসিয়ো বুচের একটা উক্তি। গতকাল লাঞ্চের সময় বলছিলেন তিনি—এই ট্রেনে নানা দেশের, নানা পেশার, নানা বয়সের যেন এক মিলনমেলা বসেছে। কথাটা মনে পড়তেই ভাবতে শুরু করলাম, এমন বৈচিত্র্যময় মানুষ আর কোথায় দেখা যেতে পারে? জবাবটা খুব সহজ—আমেরিকায়। স্বপ্নের দেশ আমেরিকাতেই শুধুমাত্র এক ছাতের তলায় জমায়েত হতে পারে এত বিচিত্র ধরনের মানুষ...

BanglaBook.org

একই বাড়িতে থাকতে পারে ইটালিয়ান শোফার, ইংরেজ গভর্নেস, সুইডিশ নার্স, ফ্রেঞ্চ পরিচারিকা, ইত্যাদি। এটাকে মূল নীতি ধরে আপনাদেরকে আর্মস্ট্রং পরিবারের বিভিন্ন মানানসই পদে বসাতে শুরু করলাম আমি, ঠিক যেভাবে একজন পরিচালক কোনও নাটক-সিনেমায় পাত্রপাত্রী কাস্টিং করে... সেই অনুমানের ভিত্তিতে চালালাম দ্বিতীয় দফা জেরা। বলতে দ্বিধা নেই, খুবই ফলপ্রসূ হয়েছে সেটা।

'সন্দেহের তীর কীভাবে আপনাদের দিকে গেল, তার একটু উদাহরণ দিই। মি. ম্যাককুইনের কথা ধরা যাক। প্রথমবার যখন কথা বললাম, সন্দেহজনক কিছুই পাইনি। কিন্তু দ্বিতীয়বার... যখন তাঁকে বললাম যে মি. র‍্যাচেটের কামরায় পাওয়া চিরকুট থেকে লোকটার সত্যিকার পরিচয় জেনেছি... নিজের বিস্ময় লুকাতে পারেননি তিনি। এর মানে দাঁড়ায়, চিরকুট যে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল, তা ম্যাককুইন জানতেন। জানতেন বলেই অবাক হয়েছেন ওই পোড়া কাগজ থেকে আমরা তথ্য পেয়েছি শুনে। কী করে জানতেন চিরকুট পোড়ানোর কথা? হয় তিনি খুনি, কিংবা খুনির দোসর।

'মাস্টারম্যানের কথায় আসি। র‍্যাচেট যে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমাতেন, সেটা আমাদের বলেছে সে। গতরাতে খাওয়ার জন্য ওষুধ পরিবেশন করে এসেছিল, সেটাও জানিয়েছে। কিন্তু র‍্যাচেটের সেটা খাবার কথা না। দ্বিতীয় বা তৃতীয় রাতে তাঁর উপর হামলা হবে বলে জানতেন, মি. হার্ডম্যানকে বলেওছিলেন, বালিশের তলায় তাঁর পিস্তল পেয়েছি আমরা। তারমানে রাতভর সজাগ ও সতর্ক থাকবার কথা তাঁর। অথচ ওষুধ খেয়ে ঘুমে কাদা হয়ে ছিলেন বেচারা, মরেছেন ঘুমেরই মধ্যে। ধরে নিতে হয় ওঁর অজান্তে খাওয়ানো হয়েছিল ওষুধ। কে খাওয়াতে পারে? মি. ম্যাককুইন বা মাস্টারম্যান—তাই না?

BanglaBook.org

'এবার বলব মি. হার্ডম্যানের প্রসঙ্গে। নিরাপত্তার জন্য তাঁকে ভাড়া করেছিলেন র‍্যাচেট। অথচ যে-পদ্ধতিতে তিনি রাতভর পাহারা দিয়েছেন, তা হাস্যকর। ঠিকমত পাহারা দিতে গেলে র‍্যাচেটের কামরায় ঘাঁটি গাড়তেন তিনি, অথবা এমন কোনও পজিশন বেছে নিতেন, যেখান থেকে তাঁর মক্কেলের কামরার দরজাটা সরাসরি দেখা যায়। মি. হার্ডম্যানের সাক্ষ্য থেকে একটা ব্যাপারই শুধু পরিষ্কার হয়েছে—খুনি ইস্তাম্বুল-ক্যালে কোচের ভিতরে রয়েছে, আর কিছু না। ইন্টারেস্টিং একটা পয়েন্ট।

'চোখ ফেরাই কর্নেল আর্বাথনট আর মিস মেরি ডেবেনহ্যামের দিকে। পরস্পরকে না চেনার অভিনয় করছেন এঁরা, অথচ টরাস এক্সপ্রেসে সিরিয়া থেকে আসার সময়েই এঁদের মধ্যকার ঘনিষ্ঠতার প্রমাণ পেয়েছি আমি। আচার-আচরণের কারণে শুরু থেকেই দুজনকে সন্দেহের তালিকায় রাখতে বাধ্য হই। তা ছাড়া দূরপাল্লার টেলিফোনকে লং ডিসট্যান্স কল বলে আমার কাছে উল্লেখ করেছিলেন মিস ডেবেনহ্যাম। ওটা আমেরিকান টার্ম, ইংরেজ হিসেবে তাঁর বলা উচিত ছিল ট্রাঙ্ক কল। আমেরিকান শব্দ ব্যবহার করছেন, অথচ বলছেন কোনোদিন আমেরিকায় যাননি। সন্দেহজনক নয়?

'মিসেস হাবার্ডও মিথ্যে কথা বলেছেন। বিছানায় শুয়ে থাকায় নাকি কানেক্টিং ডোরের ছিটকিনি দেখতে পাচ্ছিলেন না, মিস ওলসনকে ওটা দেখতে বলেছিলেন। কিন্তু আমি সরেজমিনে পরিদর্শন করে দেখলাম, জোড় সংখ্যাঅলা কামরায় হাতলে ব্যাগ ঝোলালে ছিটকিনিটা অদৃশ্য হয় বটে, কিন্তু বেজোড় সংখ্যার কামরায়... মানে মিসেস হাবার্ডের তিন নম্বরে... ব্যাগ ঝোলানোর পরেও ছিটকিনি বেশ ভালমতই দেখা যায়। এই ছোট্ট মিথ্যেটাই তাঁর পুরো কাহিনিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলল আমার মনে।

'এখানে হত্যাকাণ্ডের সময় নিয়ে দুটো কথা বলি। লাশের

BanglaBook.org

পকেটে পাওয়া ঘড়িটা আমার মধ্যে যথেষ্ট খুঁতখুঁতানি এনে দিয়েছে। ঘুমানোর সময় কেউ পকেটে ঘড়ি নিয়ে ঘুমায় না। অথচ র‍্যাচেট ঘুমালেন, এমনকী ঘড়িটা তাঁর হত্যাকাণ্ডের সময় নষ্টও হয়ে গেল। ব্যাপারটা বড্ড বেশি কাকতালীয় ঠেকেছে আমার কাছে। ধরে নিতে বাধ্য হয়েছি, সময়ের ব্যাপারে ভুল ধারণা দেবার জন্য সাজানো প্রমাণ হিসেবে রাখা হয়েছে ওটা। এর অর্থ, খুনটা আসলে রাত সোয়া একটায় হয়নি।

'তা হলে কি ওটা আরও আগে হয়েছে? মানে, বারোটা সাঁইত্রিশে? আমার বন্ধু মসিয়ো বুচ সেটাই মনে করছেন। তাঁর যুক্তি হলো, র‍্যাচেটের মৃত্যু-চিৎকার শুনে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হলে মি. র‍্যাচেটের পক্ষে চিৎকার করা সম্ভব ছিল না। আর চিৎকার যদি করতেই পারতেন, তা হলে ছুরি মারার আগে তিনি আত্মরক্ষারও চেষ্টা করতেন, ধস্তাধস্তি করতেন খুনির সঙ্গে। অমন কোনও আলামত আমরা পাইনি।

'বলে রাখা ভাল, মি. ম্যাককুইন আমাদের জানিয়েছেন—মি. র‍্যাচেট ফ্রেঞ্চ বলতে পারতেন না। তাই সবদিক ভেবেচিন্তে আমার কাছে মনে হয়েছে, বারোটা সাঁইত্রিশের পুরো ঘটনাই একটা নাটক, আমাকে বিভ্রান্ত করবার জন্য সাজানো হয়েছে। ঘড়ির ধাপ্পাটা যে-কেউই ধরতে পারবে, আমিও পারব ভেবে করা হয়েছে ওই নাটক, যাতে মনে করি সোয়া একটা নয়, বারোটা সাঁইত্রিশ বা তার আগে খুন হয়েছেন র‍্যাচেট। কিন্তু বাস্তবে আমি মনে করি তখন পর্যন্ত ভদ্রলোক বেঁচেই ছিলেন, ঘুমাচ্ছিলেন ওষুধের প্রভাবে।

'খুনটা তা হলে হয়েছে কখন? আমি বলব, রাত দুটোর আশপাশে—অর্থাৎ, ডা. কনস্ট্যান্টাইনের দেয়া মার্জিনের শেষপ্রান্তে।

BanglaBook.org

'এবার আসার যাক খুনির পরিচয়ে।'

একটু থামলেন পোয়ারো। চোখ বোলালেন উপস্থিত শ্রোতাদের উদ্দেশে। প্রত্যেকের দৃষ্টি সেঁটে আছে তাঁর উপর। ডাইনিং কারে নেমে এসেছে পিনপতন নীরবতা।

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে আবার বলতে শুরু করলেন তিনি।

'এই কেসে কোন্ ব্যাপারটা আমার কাছে সবচেয়ে কঠিন মনে হয়েছে, জানেন? নির্দিষ্ট কাউকেই দোষারোপ করতে না পারাটা। যখনই যাকে সন্দেহ করি, দেখা যায় তার একটা অ্যালিবাই আছে। আর সেই অ্যালিবাই দিচ্ছে অচেনা কোনও ব্যক্তি। মি. ম্যাককুইন আর কর্নেল আর্বাথনটের কথা ধরা যাক, পরস্পরের অ্যালিবাই দিচ্ছেন তাঁরা—এমন দুজন মানুষ, যাঁদের মধ্যে পূর্ব-পরিচয়ের কোনও সম্ভাবনা নেই। একই কথা খাটে ইংরেজ আর্দালি আর ইটালিয়ান ব্যবসায়ী, কিংবা সুইডিশ নার্স আর ইংরেজ গভর্নেসের বেলায়। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য। সবাই নিশ্চয়ই এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত নয়? তা হলে এতসব অ্যালিবাই আসছে কোথা থেকে?

'অনেক ভাবনাচিন্তার পর আলোর রেখা দেখলাম আমি। যা অবিশ্বাস্য, সেটাই ঠিক। আপনারা সবাই এতে জড়িত। আর্মস্ট্রং কেসের সঙ্গে জড়িত এতগুলো মানুষ একই সঙ্গে এক ট্রেনে ভ্রমণ করছেন, সেটা কাকতাল হওয়া অসম্ভব। ঘটনাচক্রে একত্র হননি আপনারা, হয়েছেন পরিকল্পনা মোতাবেক। এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা। এ-কারণেই বছরের এই মন্দা সময়েও যাত্রীতে টইটম্বুর হয়ে আছে ইস্তাম্বুল-ক্যালে কোচ। জুরিদের মাধ্যমে বিচার সম্পর্কে আমাকে বলেছিলেন কর্নেল আর্বাথনট। আপনারা জানেন, আদালতের মামলায় জুরি থাকে বারোজন, এখানেও রয়েছে বারোজন যাত্রী, র‍্যাচেটের গায়ে রয়েছে ছুরির বারোটা আঘাত।

BanglaBook.org

কাজেই বুঝতে অসুবিধে হয় না, স্বঘোষিত বারোজন জুরি এই ট্রেনে বসে করেছে র‍্যাচেটের বিচার, মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে তাঁকে। আর এভাবে ভাবলেই পুরো রহস্যটা দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে যায়।

'নিখুঁত এক নাটক ছিল ওটা, পাত্র-পাত্রীরা যার যার ভূমিকা পালন করেছে কোনও ধরনের ভুল-ত্রুটি ছাড়া। পুরোটা এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে একজনের উপর সন্দেহ এলে বাকিরা অ্যালিবাই বা প্রমাণ উপস্থাপন করে সেই সন্দেহ দূর করে দেবে। কোনও ধরনের ঝুঁকি ছিল না এতে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রতিটা বিষয় ঠিকঠাক করে নেয়া হয়েছিল আগেই, যাতে তদন্তের সময় পাওয়া প্রতিটা তথ্য পুরো কেসকে ক্রমেই কঠিন করে তোলে। বাস্তবেও তা-ই ঘটেছে। একেক সময় পুরো ঘটনা রীতিমত অবিশ্বাস্য ঠেকেছে আমাদের কাছে, অথচ যার বিকল্প কোনও ব্যাখ্যা ছিল না। আমাদেরকে, মানে তদন্তকারীদেরকে বিভ্রান্ত করাই ছিল ওসবের মূল উদ্দেশ্য।

'এই সমাধানে কি সবকিছুর জবাব মিলছে? হ্যাঁ, মিলছে। ক্ষতের অস্বাভাবিকতার ব্যাখ্যা—ওগুলো আলাদা আলাদা বারোজনের আঘাতে সৃষ্টি হয়েছে। ভুয়া হুমকির চিঠি—একেকটা অক্ষর একেকজন লিখেছেন। ভুয়া বলতে চিঠির ভাষাকে বলছি, মূল উদ্দেশ্যকে নয়। মি. হার্ডম্যান যে-কাহিনি শুনিয়েছেন, মানে র‍্যাচেট যে তাঁকে ভাড়া করেছিলেন, সেটা সর্বৈব মিথ্যা। রহস্যময় সেই শত্রু সম্পূর্ণ বানোয়াট, অমন কারও অস্তিত্ব নেই। মানুষটার বর্ণনা এমনভাবে দেয়া হয়েছে যাতে এই ট্রেনের কারও সঙ্গে তা না মেলে, এতে উপস্থিত যাত্রী বা কণ্ডাক্টররা সন্দেহমুক্ত থাকবে।

'হত্যাকাণ্ডে ছুরির ব্যবহারটাও অতি চমৎকার। ওটা এমন এক অস্ত্র, যা নারী-পুরুষ, দুর্বল-সবল... সবাই ব্যবহার করতে পারে। কোনও শব্দও হয় না বন্দুক-পিস্তলের মত। আমার ধারণা,

BanglaBook.org

মিসেস হাবার্ডের কামরা হয়ে র‍্যাচেটের কামরায় একে একে ঢুকেছেন আপনারা, অন্ধকারে একবার করে ছুরি চালিয়েছেন ঘুমন্ত মানুষটার শরীরে। আপনারা নিজেরাও সম্ভবত জানেন না ঠিক কার আঘাতে মৃত্যু হয়েছে লোকটার।

'মি. র‍্যাচেটকে পাঠানো শেষ চিঠিটা খুবই বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। আর্মস্ট্রং কেসের সঙ্গে যদি হত্যাকাণ্ডের কোনও যোগাযোগ আবিষ্কৃত না হতো, যাত্রীদের কাউকেই সন্দেহ করবার কোনও কারণ ছিল না। সবকিছু ঠিকঠাকমত এগোলে আমি নিশ্চিত, রহস্যময় খুনিকে ব্রড স্টেশনে নেমে যেতে দেখা গেছে বলে সাক্ষ্য দিতেন আপনাদের কেউ না কেউ।

'কিন্তু দুঃখজনকভাবে তা ঘটেনি। ভিঙ্কাভি ছেড়ে আসার পরেই ট্রেন আটকা পড়েছে তুষারধসে। খুনি ট্রেন থেকে নেমে গেছে, এমন ব্যাখ্যা দেয়া আর সম্ভব হয়নি আপনাদের পক্ষে। ঠিক কী ঘটেছিল সমস্যাটা আবিষ্কৃত হবার পর, তা আমি জানি না; তবে আন্দাজ করছি যে, দ্রুত একটা আলোচনা সেরে নেন আপনারা। সিদ্ধান্ত নেন পরিকল্পনা মোতাবেক এগিয়ে যাবার। কিন্তু এই দফা সবাইকেই সন্দেহের সম্মুখীন হতে হবে। তাই ঘটনাকে আরও জটিল করে তোলার প্ল্যান করা হয়। দুটো অর্থহীন সূত্র ফেলে আসা হয় মি. র‍্যাচেটের কামরায়। প্রথমটা হলো কর্নেল আর্বাথনটের পাইপ-ক্লিনার, অথচ অ্যালিবাইয়ের দিক থেকে তাঁর অ্যালিবাই সবচেয়ে শক্ত, কিছুতেই খুনি হতে পারেন না তিনি। দ্বিতীয়টা হলো প্রিন্সেস দ্রাগোমিরফের রুমাল। সামাজিক অবস্থান ও দুর্বল স্বাস্থ্য মিলিয়ে যাঁকে খুনি ভাবা অসম্ভব। বিভ্রান্তি আরও বাড়াবার জন্য উপস্থাপন করা হলো লাল কিমোনো পরা এক মহিলা। আওয়াজ করে দরজা খুলতে বাধ্য করা হলো আমাকে, দেখানো হলো রহস্যময়ী সেই নারীকে। কণ্ডাক্টর, মিস ডেবেনহ্যাম আর মি. ম্যাককুইনও দেখলেন তাকে;

BanglaBook.org

যাতে ব্যাপারটা চোখের ভুল বলে এড়িয়ে যেতে না পারি আমি, কিমোনো-পরিহিতার পরিচয় উদ্‌ঘাটনে অযথা সময় ও মগজ খাটাতে বাধ্য হই। যেন ব্যস্ত থাকি তাকে নিয়ে। নিষ্ঠুর ঠাট্টা হিসেবে আমার সুটকেসে ভরে দেয়া হলো কিমোনোটাও। অবশ্য জিনিসটা আসলে কার, তা আন্দাজ করতে পারি। কাউন্টেস আন্দ্রেঁয়ির, তাই না? তাঁর লাগেজে শিফনের একটা নেগলিজি ছাড়া আর কোনও রাতের পোশাক দেখিনি। অথচ গাউন জাতীয় একটা কিছু থাকা উচিত তাঁর।

'মি. ম্যাককুইন প্রথম যখন জানলেন, ডেইজি আর্মস্ট্রঙের নাম লেখা চিঠিটা পুরোপুরি নষ্ট হয়নি, বরং নামটা আমি উদ্ধার করতে পেরেছি ও-থেকে, নিশ্চয়ই সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিলেন সেটা। ভয় পেয়ে একটা ভুল করলেন কাউন্ট আন্দ্রেঁয়ি, সন্দেহ এড়াবার জন্য স্ত্রীর নাম বদলাবার চেষ্টা করলেন পাসপোর্ট আর ব্যাগেজ লেবেল থেকে... আর ওখান থেকেই সত্যিকার অর্থে সূত্র পেলাম আমি। ডেইজি আর্মস্ট্রঙের অপহরণই এই হত্যাকাণ্ডের পিছনের মূল মোটিভ। তখন থেকেই শুরু করলাম আপনাদের সত্যিকার পরিচয় উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা।

'একটা ব্যাপারই শুধু মেলাতে পারছিলাম না—কণ্ডাক্টর পিয়ের মিশেলের ভূমিকা। তাকে বাদ দিয়ে এই চতুর পরিকল্পনা সাজানো সম্ভব নয়। নিজের সিট থেকে করিডরের সবকিছু দেখতে পাবে সে, কে কখন কোন্ কামরায় ঢুকছে তা খেয়াল করবে নিঃসন্দেহে। সবার অ্যালিবাই বানচাল করে দিতে পারে এই একজনমাত্র লোক। কী করে তার মুখ বন্ধ করা হলো? ঘুষ দিয়ে? মনে হয় না। কারণ বহু বছর থেকে রেলওয়েতে চাকরি করছে সে, তার সততা প্রশ্নাতীত। একটাই ব্যাখ্যা হতে পারে—পুরো পরিকল্পনার সে-ও একজন অংশীদার, সে-ও বাকি যাত্রীদের মত অংশ নিয়েছে এতে।

BanglaBook.org

'নতুন একটা সমস্যা উদয় হচ্ছে এতে। কণ্ডাক্টরকে নিয়ে মোট ষড়যন্ত্রকারীর সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে তেরোজন। অথচ হত্যাকাণ্ডে অংশ নিয়েছে বারো। কে নেয়নি? ব্যাপারটা আমার জন্য নতুন। জীবনভর ভিড়ের মাঝ থেকে অপরাধীকে খুঁজে বের করেছি আমি, আজ অপরাধীদের মাঝ থেকে খুঁজতে হচ্ছে নির্দোষ একজনকে। ভাবনাচিন্তা করে যদ্দূর বুঝলাম, যাকে সবচেয়ে বেশি সন্দেহ করা উচিত, সে-ই আসলে সম্পূর্ণ নিরপরাধ। আমি কাউন্টেস আন্দ্রেয়ির কথা বলছি। তাঁর স্বামীর সাক্ষ্য আমি ভুলিনি—কসম কেটে বলেছিলেন, হেলেনা সারারাতে একবারও কামরা থেকে বেরোননি। ঘটনা সত্যিই তাই। কাউন্টেস নন, তাঁর জায়গায় হত্যাকাণ্ডে অংশ নিয়েছেন তাঁর স্বামীপ্রবর।

'পিয়ের মিশেলের প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসি। বোঝা যাচ্ছে, সে এই চক্রের অন্তর্গত। সাদাসিধে একজন মানুষ, কেন শুধু শুধু যোগ দিতে গেল এই ভয়ানক হত্যাকাণ্ডে? আর্মস্ট্রং কেসের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলে তো জড়াবার কথা নয়। কিন্তু কী সেই সম্পর্ক? ভাবতে গিয়ে মনে পড়ল ডেইজি আর্মস্ট্রঙের সেই নার্সারি-মেইডের কথা, যে আত্মহত্যা করেছিল। ফরাসি মেয়ে। যদি ধরে নিই পিয়ের ওর বাবা ছিল, তা হলেই সব মিলে যায়। এমনকী কেন এই ট্রেনেই পুরো ব্যাপারটা সাজানো হলো, তা-ও।

'নাটকে আর কারও ভূমিকা কি অস্পষ্ট? কর্নেল আর্বাথনট? আমার ধারণা তিনি আর্মস্ট্রংদের পারিবারিক বন্ধু ছিলেন, কর্নেল আর্মস্ট্রঙের সঙ্গে একসঙ্গে যুদ্ধও সম্ভবত করেছেন। হিল্ডেগার্ড শ্মিথের পরিচয়ও পরিষ্কার। চেহারা দেখলেই রাঁধুনি চিনতে পারি আমি—ও নিশ্চয়ই আর্মস্ট্রংদের বাড়িতে রান্নাবান্নার কাজ করত। এরপর আসেন মি. হার্ডম্যান। এঁর পরিচয় আন্দাজ করা একটু মুশকিল। তবে জিজ্ঞাসাবাদের সময় ফরাসি মেয়েটির প্রসঙ্গ এলে

BanglaBook.org

মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন তিনি, তাই ধারণা করছি আত্মহত্যা করা মেয়েটির সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল তাঁর।

'বাকি রইলেন শুধু মিসেস হাবার্ড। এই ট্রেনের সবচেয়ে বর্ণময় চরিত্র। একই সঙ্গে রঙ্গরস আর সিরিয়াসনেসের ভাণ্ডার। দর্শকদের মনে এক মুহূর্তে বিরক্তি যেমন উৎপাদন করতে পারেন, তেমনি চোখের পলকে সবার মনোযোগও আকর্ষণ করতে পারেন অবলীলায়। হাবার্ডের লাগোয়া কেবিনের অধিবাসী হিসেবে আমাদের সন্দেহ দূর করবার জন্য সবচেয়ে কঠিন অভিনয় তাঁকেই করতে হয়েছে। আর এমন কঠিন চরিত্রের চিত্রায়ন শুধু একজন পোড় খাওয়া পেশাদার অভিনেত্রী করতে পারেন—মানে, প্রখ্যাত অভিনেত্রী লিণ্ডা আরডেন... মিসেস সোনিয়া আর্মস্ট্রঙের মা!'

বোমাটা ফাটিয়ে থেমে গেলেন পোয়ারো। মসিয়ো বুচ আর ডা. কনস্ট্যান্টাইনের চোয়াল ততক্ষণে ঝুলে পড়েছে।

বেশ কিছুক্ষণ নীরবতা বিরাজ করল। এরপর গভীর, মোলায়েম স্বরে কথা বলে উঠলেন লিণ্ডা আরডেন; গত দুদিনে মিসেস হাবার্ড হিসেবে যে-গলায় কথা বলেছিলেন, তার সঙ্গে এর কোনও মিল নেই।

'কঠিন চরিত্র করতে বরাবরই পছন্দ করি আমি,' বললেন তিনি। 'তবে স্পঞ্জ ব্যাগের ব্যাপারটা সত্যিই বিরাট ভুল হয়ে গেছে। রিহার্সালের দোষ। বেজোড় সংখ্যার একটা কামরায় করেছিলাম রিহার্সাল, কল্পনাও করিনি ছিটকিনির অবস্থান একেক কামরায় একেক জায়গায় হবে।' নড়েচড়ে সরাসরি পোয়ারোর চোখে চোখ রাখলেন তিনি। 'অসাধারণ মানুষ আপনি, মসিয়ো পোয়ারো। আমি মুগ্ধ হয়েছি আপনার পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণী শক্তি দেখে। কিন্তু আপনার পক্ষেও আন্দাজ করা সম্ভব নয়, নিউ ইয়র্কের সেই ভয়ঙ্কর দিনটায় আমাদের মনের অবস্থা কেমন

BanglaBook.org

হয়েছিল। শোকে-দুঃখে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম আমি... হয়েছিল বাড়ির প্রতিটা মানুষ। কর্নেল আর্বাথনটও ছিল সেখানে, ও ছিল আর্মস্ট্রঙের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

'যুদ্ধের সময় আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল ও,' বলল কর্নেল আর্বাথনট।

'ওখানেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমরা... হয়তো বা উন্মাদনার বশেই... আদালতে যে-মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পেয়েছে ক্যাসেটি, আমরা তা কার্যকর করব। বারোজন ছিলাম আমরা... না, এগারোজন... সুসানের বাবা তখন ফ্রান্সে। প্রথমে ভেবেছিলাম লটারি করে একজনকে নির্বাচিত করা হবে কাজটার জন্য, কিন্তু পরে ঠিক করলাম, সবাই মিলেই শাস্তি দেব পিশাচটাকে। ওর রক্তে হাত রাঙাতে না পারলে কেউই শান্তি পাব না। বুদ্ধিটা দিয়েছিল আন্তোনিও, পরে ম্যাককুইনের সঙ্গে মিলে পুরো পরিকল্পনা ঠিকঠাক করে মেরি। আমার মেয়ের খুব অনুরক্ত ছিল হেক্টর, ওর মৃত্যুতে মুষড়ে পড়েছিল ও-ও।

'পরিকল্পনা সফল করবার জন্য দীর্ঘ সময় লেগেছে আমাদের। প্রথমেই খুঁজে পেতে হয়েছে ক্যাসেটিকে। সেটা করেছে হার্ডম্যান। এরপর কৌশলে ওর কাছে চাকরি নেয় হেক্টর আর মাস্টারম্যান। এরপর সুসানের বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করি আমরা। বারোজন দরকার ছিল আমাদের, পূর্ণাঙ্গ জুরির সংখ্যা... ঠিক আদালতের মত। আর্বাথনট দিয়েছিল আইডিয়াটা। ছুরি ব্যবহার করতে চায়নি ও, কিন্তু আমাদের সবার ব্যবহারের সুবিধার্থে ওটাকেই অস্ত্র হিসেবে বেছে নিতে হয়। যা হোক, যোগাযোগ করতেই রাজি হলো সুসানের বাবা, একমাত্র মেয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য ও-ও উতলা হয়ে উঠেছিল। হেক্টরের কাছে খবর পেয়েছিলাম, খুব শীঘ্রি পুব থেকে ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে ফিরবে ক্যাসেটি। পিয়ের যেহেতু সেই একই ট্রেনে

BanglaBook.org

কাজ করে, ওটাকেই সুবর্ণ সুযোগ বলে মনে হলো। নির্জন, ছোট্ট একটা জায়গায় কোণঠাসা অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে ক্যাসেটিকে, আর কী চাই?

'আমার মেয়ে হেলেনার জামাইকে সব ঘটনা জানাতে হয়েছিল, এটা বলা বাহুল্য। তাকে ফেলে একাকী আসতে পারত না হেলেনা। আর সবকিছু শুনে ও-ও রাজি হলো আমাদেরকে সাহায্য করতে। হেক্টর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিল... এমনভাবে টিকেট কাটল, যাতে পিয়েরের যে-রাতে ডিউটি, সে-রাতেই ভ্রমণ করে ক্যাসেটি। ইস্তাম্বুল কোচের বাকি সব টিকেট কিনে নিই আমরা, যাতে কোচে বাইরের কোনও লোক না থাকে। রেলওয়ের কর্মকর্তাদের জন্য একটা বার্থ রিজার্ভ থাকে বলে ওটা কেনা যায়নি। এরপরেও আরেকটা বাড়তি বার্থ ছিল, সেটা হ্যারিস বলে ভুয়া এক নামে কিনে নেয়া হয়। কিন্তু কপাল খারাপ, শেষ মুহূর্তে ওই বার্থে আপনি এসে ওঠেন...'

একটু থামলেন লিণ্ডা আরডেন। দম নিয়ে বললেন, 'সবকিছু এখন আপনি জেনে গেলেন, মসিয়ো পোয়ারো। এবার ঠিক করুন কী করবেন। যদি কাউকে দোষারোপ করতে হয়, একা আমাকে করলে কি চলে? আমার নাতনি, মেয়ে আর মেয়েজামাই মারা গেছে ক্যাসেটির কারণে; ওকে খুন করবার জন্য আমার চেয়ে বড় মোটিভ আর কারও নেই। বলে দিন, আমিই ওকে বারোবার ছুরি মেরেছি। অনর্থক বাকিদেরকে এর মাঝে জড়াবার কোনও মানে হয় না। এরা সবাই বাস্তবে ভাল মানুষ, জীবনে আরও অনেক কিছুই চাওয়া-পাওয়ার আছে ওদের। আমার কিছু নেই...'

গলা ধরে এল মিসেস আরডেনের। গাল বেয়ে নেমে এল অশ্রু।

বন্ধুর দিকে ফিরলেন পোয়ারো। 'এখানে আমি কিছু বলতে চাই না। এ-কারণে শুরুতেই আপনাদের দুজনকে দায়িত্ব

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

দিয়েছিলাম, আমার থিয়োরিদুটো শুনে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য। বলুন, কোন্‌টা সঠিক।'

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিলেন মসিয়ো বুচ। বললেন, 'আমার তো মনে হয় প্রথম সমাধানটাই ঠিক। ইউগোস্লাভ পুলিশ এলে ওটাই জানাতে পারি আমরা। কী বলেন, ডাক্তার?'

'আমি একমত,' ডা. কনস্ট্যান্টাইন মাথা ঝাঁকালেন। 'ওটা বেশি বাস্তবসম্মত। আর মেডিক্যাল দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমার উল্লেখ করা অসঙ্গতিগুলোর কথা তোলেন... বলব, বোধহয় একটু বেশিই কল্পনা করে ফেলেছি আমি।'

স্মিত হাসলেন পোয়ারো। 'বেশ। তবে তা-ই হোক।'

◆◆◆